বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী

অনুবাদক

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী

(ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কা বিষয়ক উপাখ্যান)

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
পিএইচ.ডি. (ভারত)

বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী

(ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কা বিষয়ক উপাখ্যান)

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত

প্রথম মুদ্রণ

অক্টোবর ২০০৯, কার্তিক ১৪১৬, ২৫৫২ বুদ্ধবর্ষ

পরিমার্জিত সংস্করণ

১লা মার্চ ২০১৭, ১৭ ফাল্গুন ১৪২৩, ২৫৬০ বুদ্ধবর্ষ

প্রকাশনায়

ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু

ভদন্ত জাগরণ মিত্র ভিক্ষু

সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়

ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু

গ্রাফিক্স ডিজাইনে

ভদন্ত জ্ঞানলংকার স্থবির

মুদ্রণে

রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি

© অনুবাদক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

বহুজনের হিত ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এই 'বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী' গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশকবৃন্দ কর্তৃক ছাপানো হলো।

সমর্পণ

খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিত
সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ
প্রফেসর **ড. সুকোমল চৌধুরী**'র
শ্রীকরকমলে
পরম শ্রদ্ধায় নিবেদিত।

— দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৯
পরিমার্জিত সংস্করণ প্রসঙ্গে অনুবাদকের নিবেদন..... ১১
ভূমিকা ১২

ভারতবর্ষ বিষয়ক উপাখ্যান

অবতরণিকা.....২৯
ধর্মশোণ্ডিক বর্গ ৩১–৫৬
১.১ ধর্মশোণ্ডিক রাজার উপাখ্যান ৩১
১.২ মৃগলুব্ধকের উপাখ্যান.....৩৫
১.৩ তিনজনের উপাখ্যান.....৩৭
১.৪ বুদ্ধেনীর উপাখ্যান ৪০
১.৫ অহিতুণ্ডিকের (সাপুড়ের) উপাখ্যান ৪২
১.৬ শরণ স্থবিরের উপাখ্যান.....৪৪
১.৭. বিশ্বমিত্রার উপাখ্যান.....৪৭
১.৮ মহামান্ধাতার উপাখ্যান.....৪৯
১.৯ বুদ্ধধর্ম বণিকের উপাখ্যান.....৫২
১.১০ রূপদেবীর উপাখ্যান.....৫৪
নন্দিরাজ বর্গ ৫৭–৭৭
২.১ নন্দিরাজের উপাখ্যান.....৫৭
২.২ অন্যতর ব্যক্তির উপাখ্যান.....৬২
২.৩ বিষমলোম কুমারের উপাখ্যান.....৬৩
২.৪ কাঞ্চনদেবীর উপাখ্যান ৬৫
২.৫ ব্যাঘ্রের উপাখ্যান ৬৭
২.৬ ফলকখণ্ড দাতার উপাখ্যান.....৬৯
২.৭ চোরের বন্ধুর উপাখ্যান.....৭০
২.৮ মরুত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান ৭৩
২.৯ পানীয় দাতার উপাখ্যান.....৭৪
২.১০ বন্ধুর জীবনদাতার উপাখ্যান.....৭৬

যক্ষ বঞ্চিত বর্গ.....৭৮–১০৩
৩.১ যক্ষ বঞ্চিতের উপাখ্যান.....৭৮
৩.২ মিথ্যাদৃষ্টিকের উপাখ্যান.....৭৯
৩.৩ পাদপিঠিকের উপাখ্যান.....৮১
৩.৪ উত্তর শ্রামণের উপাখ্যান.....৮৩
৩.৫ কাবীর পট্টনের উপাখ্যান.....৮৮
৩.৬ চোরঘাতকের উপাখ্যান.....৯০
৩.৭ শ্রদ্ধোপাসকের উপাখ্যান.....৯২
৩.৮ দরিদ্রের (কপণ) উপাখ্যান.....৯৫
৩.৯ দেবপুত্রের উপাখ্যান.....৯৬
৩.১০ সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান.....৯৯
মহাসেন বর্গ.....১০৫–১৩৬
৪.১ মহাসেন রাজার উপাখ্যান.....১০৫
৪.২ সুবর্ণতিলকার উপাখ্যান.....১০৬
৪.৩ দরিদ্র মহিলার উপাখ্যান.....১১০
৪.৪ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের উপাখ্যান.....১১৩
৪.৫ সাখামাল পূজিকার উপাখ্যান.....১১৬
৪.৬ মোরিয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যান.....১১৮
৪.৭ পুত্রের উপাখ্যান.....১২১
৪.৮ মধুবণিক তিন ভ্রাতার উপাখ্যান.....১২২
৪.৯ বোধিরাজকন্যার উপাখ্যান.....১৩৪
৪.১০ কুণ্ডলীর উপাখ্যান.....১৩৬

শ্রীলঙ্কা বিষয়ক উপাখ্যান

মৃগপোতক বর্গ.....১৪১–১৫৮
৫.১ মৃগপোতক উপাখ্যান.....১৪১
৫.২ ধর্মসুত উপাসিকার উপাখ্যান.....১৪২
৫.৩ কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবিরের উপাখ্যান.....১৪৪
৫.৪ অরণ্যমহাভয় স্থবিরের উপাখ্যান.....১৪৫
৫.৫ সিরিনাগের উপাখ্যান.....১৪৭
৫.৬ শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্যের উপাখ্যান.....১৪৯
৫.৭ শ্রামণ গ্রামের উপাখ্যান.....১৫১
৫.৮ অভয় স্থবিরের উপাখ্যান.....১৫৩

৫.৯ নাগের উপাখ্যান ১৫৫
৫.১০ বখুল পর্বতের উপাখ্যান ১৫৯
উত্তরোলীয় বর্গ ১৬২–১৮৭
৬.১ উত্তরোলীয় উপাখ্যান ১৬২
৬.২ তম্বসুমন স্থবিরের উপাখ্যান ১৬৪
৬.৩ পূর্ব পর্বতবাসী তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান ১৬৬
৬.৪ চুলতিষ্যের উপাখ্যান ১৬৯
৬.৬ আর্যগাল তিষ্যের উপাখ্যান ১৭৪
৬.৭ গ্রাম্য বালিকার উপাখ্যান ১৮০
৬.৮ কপনধর্মার উপাখ্যান ১৮২
৬.৯ কিঞ্চি সংঘার উপাখ্যান ১৮৪
৬.১০ শ্রদ্ধাসুমনার উপাখ্যান ১৮৮
প্রথম যোদ্ধা বর্গ ১৯২–২৩৪
৭.১ কাকের উপাখ্যান ১৯২
৭.২ কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজের উপাখ্যান ১৯৩
৭.৩ দুট্ঠগামনি অভয় মহারাজের উপাখ্যান ১৯৯
৭.৪ নন্দিমিত্রের উপাখ্যান ২১৮
৭.৫ সুরনির্মলের উপাখ্যান ২২১
৭.৬ মহাসোনের উপাখ্যান ২২৬
৭.৭ গোঠয়িম্বরের উপাখ্যান ২২৭
৭.৮ থের পুত্রাভয়ের উপাখ্যান ২৩৩
৭.৯ ভরণতিষ্যের উপাখ্যান ২৩৬
৭.১০ বেলুসুমনের উপাখ্যান ২৩৭
দ্বিতীয় যোদ্ধা বর্গ ২৪০–২৬৬
৮.১ খঞ্জদেবের উপাখ্যান ২৪০
৮.২ ফুষ্যদেবের উপাখ্যান ২৪১
৮.৩ লভিয় বসভের উপাখ্যান ২৪৩
৮.৪ দাঠাসেনের উপাখ্যান ২৪৪
৮.৫ মহাতেলের উপাখ্যান ২৫২
৮.৬ শালিরাজকুমারের উপাখ্যান ২৫৫
৮.৭ চূলনাগ স্থবিরের উপাখ্যান ২৬৩
৮.৮ মেঘবর্ণের উপাখ্যান ২৬৬
৮.৯ ধর্মদিন্ন স্থবিরের উপাখ্যান ২৬৮

৮.১০ রাষ্ট্রপুত্রের উপাখ্যান.....২৭০
সীলোত্ত (ঘরসর্প) বর্গ.....২৭২–২৮৮
৯.১ ঘরসর্পের উপাখ্যান ২৭২
৯.২ শিকারির (নেসাদ) উপাখ্যান ২৭৩
৯.৩ হেমা সুন্দরীর উপাখ্যান ২৭৬
৯.৪ একচক্ষু শৃগালের উপাখ্যান ২৭৮
৯.৫ নন্দিবর্ণিকের উপাখ্যান ২৭৯
৯.৬ মকুল উপাসকের উপাখ্যান ২৮৪
৯.৭ অম্রামাত্যের উপাখ্যান.....২৮৬
৯.৮ বানরের উপাখ্যান.....২৮৮
৯.৯ দম্পতির উপাখ্যান.....২৮৯
৯.১০ বৃক্ষদেবতার উপাখ্যান ২৯২
চুলগল্ল বর্গ.....২৯৪–৩২৮
১০.১ চুলগল্ল বিহারের উপাখ্যান.....২৯৪
১০.২ পণ্ডরঙ্গ পরিব্রাজকের উপাখ্যান.....৩০৪
১০.৩ দুব্বিট্‌ঠি মহাতিষ্যের উপাখ্যান ৩০৬
১০.৪ তিষ্য শ্রামণের উপাখ্যান..... ৩০৮
১০.৫ গোল উপাসকের উপাখ্যান..... ৩১১
১০.৬ পুটভত্ত (মোড়কন্ন) দায়িকার উপাখ্যান ৩১৩
১০.৭ দ্বিতীয় দম্পতির উপাখ্যান.....৩১৫
১০.৮ সংঘদত্ত স্থবিরের উপাখ্যান.....৩২১
১০.৯ জনৈক কুমারীর উপাখ্যান ৩২৩
১০.১০ তিষ্যমহানাগ স্থবিরের উপাখ্যান ৩২৬
১১.১ বৃদ্ধ মহিলার উপাখ্যান ৩২৮
১১.২ পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান.....৩৩০
১১.৩ দন্তকুটুম্বিকের উপাখ্যান.....৩৩১
উপসংহার.....৩৩৫
গ্রন্থে ব্যবহৃত ব্যক্তি, স্থান এবং পারিভাষিক শব্দসমূহের পরিচিতি ৩৩৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী' পালি ভাষায় সংকলিত উপাদেয় উপাখ্যান গ্রন্থ 'রসবাহিনী'র বাংলা অনুবাদ। এটা ইতিপূর্বে অন্য কোনো ভাষায় অনুদিত হয়নি। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে গবেষণা করার সময় আমার তত্ত্বাবধায়ক পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সুকোমল চৌধুরীর নির্দেশক্রমে এটার বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা, উপদেশ ও নির্দেশনায় প্রায় এক বছর পরিশ্রম করে ১ মার্চ ১৯৯৬ সালে এটার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করি। এ জন্য শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সুকোমল চৌধুরীর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া এটা অনুবাদে আরও যাঁরা আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির, বিপুলসেন মহাস্থবির, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ধর্মপাল মহাথের, বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার সংঘনায়ক এস. ধর্মপাল মহাথের, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান প্রফেসর ড. দীপক কুমার বড়ুয়া, ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. আশা দাশ, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. বেলা ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ অন্যতম। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার শিক্ষা-দীক্ষায় যাঁর অনুপ্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব বরদা কুমার বড়ুয়া; আর পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মে নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমার স্নেহময়ী মাতৃদেবী প্রয়াত সুভদ্রা বড়ুয়া (সুমিত্রা) ও আমার মাতৃসমা শাশুড়ি প্রয়াত সুজাতা বড়ুয়ার কাছ থেকে। আমি তাঁদের আশীর্বাদ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পালি সাহিত্য শিক্ষায় আমার প্রেরণা ও উৎসাহদাতা আমার পরম গুরু বিদর্শনাচার্য প্রয়াত গুণানন্দ মহাথের, অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়া, অধ্যাপক জ্যোতিষ বড়ুয়া প্রমুখ। তাঁদের প্রতিও আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রবাসে দীর্ঘ চার বছর অবস্থান করার সময় আমার সহধর্মিণী মিসেস সুশান্তি বড়ুয়া সন্তানাদিসহ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে আমাকে গবেষণা ও অধ্যয়নে আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. আলাউদ্দিন সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সহকর্মী প্রফেসর মিজানুর রহিম গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশনার জন্য আন্তরিক ছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রয়াস এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের হিসাবরক্ষক মো. মোজাম্মেল হক-এর সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি প্রফেসর মিজানুর রহিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
অধ্যাপক
প্রাচ্যভাষা (পালি ও সংস্কৃত) বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
অক্টোবর, ২০০৯

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রসঙ্গে অনুবাদকের নিবেদন

'বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী'—এ গ্রন্থটির নামকরণ দেখেই বুঝা যায়, গ্রন্থটি কীরূপ ধর্মরস বহন করছে! মূলত ধর্মরস বলতে বোঝায় সদ্ধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমৃদ্ধ সুমধুর রস যার আস্বাদনে ইহ-পরকালে সুখ লাভ হয়, জন্মদুঃখ ক্ষীণ হয়। সাধারণ উপাসক-উপাসিকা ও দায়ক-দায়িকা তথা সাধারণ মানুষেরা যেন দানকার্য সম্পাদনে, শীল প্রতিপালনে ও ধর্মাচরণে অনুপ্রাণিত হয় এবং কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী হয়, সেজন্য ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু মহোদয় এই গ্রন্থটি আবার মুদ্রণের জন্য উদ্যোগী হন।

প্রথম মুদ্রণে যেসব ভুলভ্রান্তিগুলো ছিল, এবার তা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু মহোদয় ও ভদন্ত সুভূতি ভিক্ষু মহোদয় প্রুফ সংশোধনসহ বিভিন্নভাবে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছেন। পাঠকেরা যেন গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করে, সেজন্য এই প্রকাশনার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা ও তৎপরতায় কমতি ছিল না; তদুপরি ভুলভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে আর্থিক বিষয়ে ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু মহোদয়, ভদন্ত জাগরণ মিত্র ভিক্ষু মহোদয় এবং মিসেস কনক লতা খীসা, মিসেস উস্যাংমা চৌধুরী ও বাবু অনিল বিহারী চাকমা-সহ অন্যান্য দাতাগণ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবাইকে অনেক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ 'রসবাহিনী'-এর মতো এমন একটি উপাদেয় বৌদ্ধ উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ প্রকাশে এভাবে এগিয়ে আসার জন্য।

পরিশেষে এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে কায়মনোবাক্যে এবং আর্থিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি অশেষ সাধুবাদ রইল। এই সুকর্মের প্রভাবে সকলের জন্মে জন্মে সদ্ধর্মচেতনা জাগ্রত থাকুক, চিত্তের ইচ্ছিত সকল শুভাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক এবং অন্তিমে অন্তরায়বিহীনভাবে সুখময় নির্বাণ লাভ হোক—এই প্রত্যাশা একান্তভাবে রইল।

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
অধ্যাপক
প্রাচ্যভাষা (পালি ও সংস্কৃত) বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
২৫ জানুয়ারি, ২০১৭

ভূমিকা

মধ্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের মধ্যে পালি ভাষা প্রাচীনতম। খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতক থেকে বর্তমান পর্যন্ত বুদ্ধবাণী পবিত্র ত্রিপিটক ছাড়াও রচিত হয়েছে অট্‌ঠকথা, অত্থবণ্ণণা, টীকা, অনুটীকা, ইতিহাসাশ্রয়ী বংসসাহিত্য, সারগ্রন্থ (Manuals), সংকলন গ্রন্থ (Compendiums), ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ-শাস্ত্র, অলংকার-শাস্ত্র ইত্যাদি। এসব রচনা পালি ভাষা ও সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। পিটক গ্রন্থসহ পরবর্তীকালে রচিত পিটক বহির্ভূত বহু গ্রন্থে ধর্মরস সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, উপাখ্যান, রূপকথা ইত্যাদি। এসব অনেক কাহিনির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বয়ং বুদ্ধকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ উপদেশ দেবার সময় বুদ্ধ এসব কাহিনির অবতারণা করেছেন কিংবা তাঁর ভাষিত কোনো উপদেশবাণী অথবা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাহিনিগুলো বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য রসবাহিনী একটি ভিন্ন প্রকৃতির উপাখ্যান গ্রন্থ বা গল্প গ্রন্থ। এখানে বিধৃত কাহিনিগুলোর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থের কাহিনিগুলোর কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ নায়কের চরিত্র বর্তমান জীবনকে নিয়ে রচিত। শুধু বর্তমান জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত কোনো গ্রন্থ বা উপাখ্যান গ্রন্থ পালি সাহিত্যে নেই বললেই চলে। পালি সাহিত্যের অন্য সব গ্রন্থের মতো রসবাহিনীর কাহিনিগুলো পদ্যে-গদ্যে রচিত হলেও পদ্যাংশ গদ্যাংশের চেয়ে বিস্তৃত। এ গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এতে সংকলিত কাহিনিগুলোতে ধর্মরসের পাশাপাশি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও পরিবেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া এর প্রতিটি কাহিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। এ জাতীয় গ্রন্থ পালি সাহিত্যে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। এদিক থেকে রসবাহিনী পালি সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারায় রচিত একটি নতুন সংযোজন।

রসবাহিনী নামকরণের তাৎপর্য :

প্রত্যেক সাহিত্যকর্মে একটি যুক্তিসংগত নামকরণ বাঞ্ছনীয়। সাধারণত লেখক বিশেষ কয়েকটি দিক বিচারবিবেচনা করে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত নামকরণ করে থাকেন। এ সবের মধ্যে সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়ের ভাব, ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতি প্রধান। পালি সাহিত্যে বিসুদ্ধিমগ্‌গ, বিমুক্তিমগ্‌গ, পট্‌ঠান, বিভঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ বিষয়-গাম্ভীর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামকরণ করা হয়েছে। আবার জিনচরিত, জিনালংকার, সারিপুত্তপ্পকরণ, দাঠাবংস, থুপবংস প্রভৃতি কেন্দ্রীয় চরিত্র ও বিষয়-বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে

নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণত গ্রন্থে নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বর্ণনা না থাকলেও পিটকান্তর্গত কিংবা পিটক বহির্ভূত গ্রন্থগুলোর শিরোনাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখক বা সংকলক গ্রন্থে উপস্থাপিত মূল বিষয়ের ধরণ অনুযায়ী একটি গ্রহণযোগ্য নামকরণ করে থাকেন। যেমন, ধম্মপদ ধম্ম ও পদ—এ দুশব্দের সমন্বয়ে হয়েছে ধম্মপদ। ধম্ম (ধর্ম) শব্দের অর্থ নীতি, শীল, সত্য, প্রকৃত, স্বাভাবিক, বিধান, মার্গফল, গুণ ইত্যাদি এবং পদ শব্দের অর্থ পথ, সোপান, উপায়, পন্থা বা গাথাংশ বোঝায়। সুতরাং ধম্মপদ (ধর্মপদ) এই যৌগিক শব্দের অর্থ করা যায় ধর্ম সম্পর্কিত গাথা, ধর্মের পথ, নীতি-গাথা, নীতি সম্পর্কিত উক্তি বা গাথাসংগ্রহ। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধম্মপদ নামকরণের যৌক্তিকতা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'রসবাহিনী' পালি গ্রন্থটি রস ও বাহিনী এই দুশব্দ দ্বারা গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। 'রস' শব্দের অর্থ স্বাদ (Taste), আস্বাদ, রসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধুর্যাদি গুণ, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত মনঃপ্রীতি, মজা, আনন্দ, যে গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, অনুরাগ, অভিপ্রায়, সম্ভোগ, আস্বাদ্য যে কোনো রস বা বিষয়, ভোগ্যবস্তু ইত্যাদি বোঝায়। 'বাহিনী' শব্দে বহনকত্রী, বহনকারিনী, যা বহন করে ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং রসবাহিনী শব্দের অর্থ হয়—আস্বাদ বহনকারিনী, আনন্দ বহনকারিনী, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত মনঃপ্রীতিবহনকারিনী, অনুরাগ বা অভিপ্রায় বহনকারিনী। এর শাব্দিক অর্থ রসের প্রবাহ (The flow of Tastes)। এখানে লেখক যে অর্থে 'রস' শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে সদ্ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বরস, যে রস একান্ত মধুর, যে রস অমৃততুল্য স্বাদযুক্ত, যে রস সকল প্রকার রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি, ধম্মপদ, ২৪/২১)। লেখক স্বয়ং রসবাহিনীকে 'ধর্মামৃতরস' [ধম্মামত রসং লোকে বহন্তী রসবাহিনী, থের, কে. ঞাণবিমল (সীহলী সংস্করণ) সম্পাদিত রসবাহিনী, ১৯৬১, পৃ.২৯৯] বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, 'রসবাহিনী' শব্দের অর্থ রসের প্রবাহ, সুমধুর ধর্মামৃত রসের বহনকারিনী বা সদ্ধর্মরূপ অমৃতরসের স্রোতস্বিনী অথবা আনন্দজনক রসসঞ্চারিনী।

রসবাহিনী একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক এবং বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে রচিত কাহিনি সংকলিত হয়েছে। কাহিনিগুলোর প্রধান উপজীব্য বিষয় ধর্মামৃত রস পরিবেশন। এর সব ক'টি কাহিনিতেই ধর্মরসের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, এতে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত কাহিনিও সংকলিত হয়েছে। এগুলোও সদ্ধর্মের পরশে রসাপ্লুত। এ কারণে রসবাহিনী নামকরণ যথার্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীলঙ্কায় রসবাহিনী একটি অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। G.P. Malalasekera বলেন, "The book (Rasavahini) is very

widely used as elementary Pali reader in temple schools even to this day. The free and easy flow of language makes its pleasant reading, while the wealth of its descriptions furnishes the student with the copious vocabulary" (The Pali Literature of Ceylon, Colombo, 1928, p.225).

লেখক নিজেও গ্রন্থের অবতরণিকায় সুমধুর রসবাহিনী বিবৃত (বক্খামি অহং তং সুমধুরং রসবাহিনিং পৃ.১) করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। কাহিনিগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে লেখকের উপরিউক্ত উক্তি সঠিক প্রমাণিত হয়। অতএব, বলা যায় যে, রসবাহিনী একটি চমৎকার ও আকর্ষণীয় শিরোনাম এবং প্রতিটি কাহিনি ধর্মামৃত রসে সমৃদ্ধ বলে উক্ত নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

রচনাকাল ও গ্রন্থকার :

রসবাহিনী সহজ সরল পালি পদ্যে ও গদ্যে লিখিত একটি গল্প সংকলন। এতে ভারতবর্ষ (জম্বুদ্বীপ) বিষয়ক ৪০টি এবং লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) বিষয়ক ৬৩টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো মূলত বৌদ্ধধর্মের সাথে সম্পৃক্ত উপদেশমূলক। বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রসবাহিনীর ভূমিকা ও উপসংহারে সংকলিত কাহিনিগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন এগুলো সেই সেই স্থানে অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) ও লঙ্কার (শ্রীলঙ্কা) বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল (তত্থ তত্থুপ্পন্নানি বত্থুনি অরহা পুরে, পৃ.১) এবং কাহিনিগুলো ছিল সিংহলী ভাষায় রচিত (অভাসুং দীপভাসায় ঠপেসুং তং পুরাতনা, পৃ.১)। অর্হৎ ভিক্ষুগণ এবং ধর্মবিনয়ে পারগু পণ্ডিত ভিক্ষুগণ যখন যেখানে যেতেন সাধারণ ভক্তদের নৈতিক উন্নতি বিধান ও ধর্মচক্ষু উৎপাদনের নিমিত্ত এসব কাহিনি বিবৃত করতেন। (Rahula, W., History of Buddhism in Ceylon, 2nd ed.Int.P.XI)। ক্রমান্বয়ে কাহিনিগুলো সাধারণের মধ্যে প্রসার ঘটে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে প্রাচীনেরা কাহিনিগুলো সিংহলী ভাষায় একত্রে সংকলন করেন। তারও পরে শ্রীলঙ্কার মহাবিহারের তংগুত্তবঙ্ক (সিংহলরাজ দেবপ্রিয় তিষ্য কর্তৃক মহিন্দ স্থবিরের বাসের জন্য নির্মিত অনুরাধপুরে অবস্থিত) পরিবেণস্থ রট্ঠপাল নামক জনৈক স্থবির সর্বপ্রথম এ কাহিনিগুলো পালি ভাষায় অনুবাদ করেন (থের, প্রাগুরু, পৃ.১)। রট্ঠপাল স্থবির সম্পর্কে এর অধিক কিছু জানা যায়নি। তাঁর এই পালি অনুবাদ ছিল পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষে প্রদুষ্ট। এর ভুল সংশোধন ও পুনরুক্তিদোষ মুক্ত করে (পুনরুত্তাদি দোসেহি তং আসি সব্বং আকুলং

অনাকুলং করিস্সামি, প্রাগুক্ত, পৃ.১) দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার পরতিরাজ-পরিবেণের প্রধান বেদেহ মহাস্থবির রসবাহিনী নাম দিয়ে বর্তমান আকারে রূপ দেন (তেন বেদেহ থেরেন কতায়ং রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৯)। G.P. Malalasekera মনে করেন যে, রট্ঠপাল এ কাহিনিগুলো সহস্সবত্থু অট্ঠকথা থেকে অনুবাদ করেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫), এ বিষয়টি মহাবংস টীকায় কমপক্ষে চারবার উল্লেখ করা হয়েছে। গায়গার সাহেবের মতে, এটা পৌরাণিক কাহিনি ও লোককথার (Legends and folk tales) সংগ্রহ বা সংকলন (Dipavamsa and Mahavamsa, P.48)। কিন্তু সহস্সবত্থুপ্পকরণ অনুযায়ী এর রচয়িতা রট্ঠপাল। Ven. W. Rahual তাঁর History of Buddhism in Ceylon (Introduction pp.xxix-xxxv) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সহস্সবত্থু গ্রন্থখানি রট্ঠপাল স্থবিরের রচনা। Ven. A. P. Buddhadatta Thera সহস্সবত্থুপ্পকরণ-এর ভূমিকায় (p.xxiv, edited by him is Sinhalese script, 1459) বলেছেন, "The author's name of the Sahassavathu is not given in the text; but the author of the Rasavahini, Ven. Vedaha, states that it is a work of Ven Ratthapala of the Guttavanka parivena, at Anuradhapura."

এ অভিমত সঠিক হলে Malalasekera-এর অভিমত গ্রহণ করা যায় না। সহস্সবত্থু ও রসবাহিনীর কাহিনিগুলোর মধ্যে বহু মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয় গ্রন্থের বহু বাক্য ও কথার মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। এসব কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, রসবাহিনীর প্রধান ভিত্তি সহস্সবত্থু (E.G. High Navill, Statement in British Museum, Cat. no.115, collected by him)। Ven. W. Rahula বলেন, "Vedeha says that Ratthapala mercly translate into pali the stories related in Sinhalese by arahants. The author of the Sahassavatthu admits that his work is based on the Sihalatthakatha and the tradition of the teachers. Now the Sihalatthakathas are generally regarded as the works of arahants in Sinhalese. Therefore the statement in the Rasavahini that Ratthapala translated into pali stories related in sinhalese by arahants of old may be taken as refering our Sahassavatthu" (*History of Buddhism in Ceylon, Int.p.xxxvi.*) G.P. Malalasekera মহোদয়ও একই মত পোষণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ধম্মকীত্তি নামে গোড়লাদেনী

বিহারের জনৈক ভিক্ষু ভারত ও সিংহলের বৌদ্ধ কাহিনি সম্বলিত 'সদ্ধম্মালঙ্কার' নামে একটি সিংহলী সংকলন তৈরি করেন। এ সংকলনের চব্বিশটি কাহিনির মধ্যে একুশটি রসবাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে, যদিও ধম্মকীত্তি এ কথা তাঁর গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ করেননি (Malalasekera, p.225)। সিংহল সম্পর্কিত কাহিনিগুলোর সমন্বয়ে পৃথকভাবে সংকলিত গ্রন্থ 'সীহল-দীপবত্থু' নামে পরিচিত (প্রাগুক্ত)। আবার বার্মায় এটা 'মধুর রসবাহিনী' নামে অভিহিত (প্রাগুক্ত)। সম্ভবত গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকারের 'বক্খামি'হং সুমধুরং রসবাহিনীং তং' বাক্য অনুসরণে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রসবাহিনীর সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। বেদেহ স্থবির গ্রন্থের পরিচিতি অংশে (Colophon) বলেছেন,

"যো বিপ্পগামবংসেক কেতুভূতো তিসীহলে,
যো'কা সীহল ভাসায সীহলং সদ্দলক্খণং।
যো চ সমন্ত কুটস্স বণ্ণনং বণ্ণযি সুভং,
তেন বেদেহ-থেরেন কতাযং রসবাহিনী।"

অর্থাৎ সিংহলে প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশজাত, যিনি সিংহলী ভাষায় 'সিংহল শব্দলক্ষণ' এবং 'সমন্তকুট-বণ্ণনা' গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই বেদেহ স্থবির কর্তৃক রসবাহিনী সংকলিত (কৃত) হয়েছে।

G.P. Malalasekera মনে করেন যে, বেদেহ স্থবির খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন (Dictionary of Pali Proper Names, Part II, p.923)। M. Winternitz-এর মতে রট্ঠপাল কৃত গল্প সংকলনটি বেদেহ স্থবির ১৩২০–১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে রসবাহিনী নাম দিয়ে পুনঃ সংকলন করেন (A History of Pali Literature, Vol.II p.625)। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকাল খ্রি. পূ. ৩য় শতক বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক ও সিংহলরাজ তিষ্য সমসাময়িক ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের আলোচ্য রসবাহিনী সংকলন-গ্রন্থে মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার, তাঁর পুত্র অশোক, তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা এবং কুলগুরু মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির এবং সিংহলরাজ দেবপ্রিয় তিষ্য মহারাজ সকলেই খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত। তাঁদের জীবনকাহিনি নিয়ে পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ঐতিহাসিক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। রসবাহিনীতেও তাঁদের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে চমৎকার উপাখ্যান। এছাড়া সিংহলরাজ তিষ্য, কাকবর্ণ তিষ্য, দুট্ঠগামণি অভয় (১০১-৭৭ খ্রি. পূ.), শ্রদ্ধাতিষ্য (৭৭-৫৯ খ্রি. পূ.), লজ্জিততিষ্য (৫৯-৫০ খ্রি. পূ.) প্রভৃতি ঐতিহাসিক রাজন্যবর্গকে

নিয়ে রচিত কাহিনিও রসবাহিনীতে স্থান পেয়েছে। এসব কাহিনির বহু উপাদান লেখক দীপবংস, মহাবংস, সমন্ত পাসাদিকা প্রভৃতি বংসসাহিত্য ও অট্ঠকথা সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন। কারণ রসবাহিনীর বহু কাহিনি পালি সাহিত্যে বিকৃত বা অবিকৃতভাবে দৃষ্ট হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রসবাহিনীর রচনাকাল এবং রচয়িতা (গ্রন্থকার) সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এতে বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনিগুলোর ঘটনাকাল খ্রি. পূ. ৩য় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ৫ম শতক পর্যন্ত। অবশ্য দু-একটির ঘটনা বুদ্ধের সময়কালের। উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়কালেই ভারতে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মেরও চরম বিকাশ লাভ করে। রসবাহিনীর বহু কাহিনির অতি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সম্ভবত মহাযান ধর্মমতের প্রভাব। এসব কারণে সঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, রসবাহিনীর কিছু কিছু কাহিনির সূত্রপাত খ্রি. পূ. ৩য় শতকে এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে। এ দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র সিংহলে যখন বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার তখন বিজ্ঞ পণ্ডিত ধর্মদেশক ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সমাগমে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ধর্মদেশনা করার সময় ঘটনাসমূহ উপাখ্যান আকারে বর্ণনা করতেন। ধীরে ধীরে কাহিনিগুলো সাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাহিনিগুলো ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে বলে এদের মধ্যে পারস্পরিক ধারাবাহিকতা নেই। প্রায় প্রতিটি কাহিনিই স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ। ধারণা করা যায়, প্রথমাবস্থায় কাহিনিগুলো লোকমুখে প্রচলিত ছিল। কোনো সিংহলী পণ্ডিত কাহিনিগুলো একত্রে সিংহলী ভাষায় সংকলন করেন। পরে রট্ঠপাল নামে মহাবিহারস্থ জনৈক ভিক্ষু অবিকলভাবে পালি ভাষায় ভাষান্তর করেন। (Malalasekera, ibid, p.225)। তবে রট্ঠপালের সংকলন ও ভাষান্তরের সময়কাল ত্রয়োদশ শতকের পরে নয়। কারণ অরঞ্ঞবাসী নিকায়ের বেদেহ স্থবির খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে (১৩২০-১৩৪৭) রট্ঠপাল রচিত পালি গল্প সংকলনটির পুনরুক্তি ও ভাষাগত ত্রুটি শোধন করে রসবাহিনী নাম দিয়ে সংস্কার ও সম্পাদনা করেন (প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪-২৫)। রসবাহিনীর গ্রন্থকার হিসেবে বেদেহ স্থবিরের নাম প্রচলিত হলেও বস্তুতপক্ষে এটার মূল লেখক, সংগ্রাহক ও সংকলক রট্ঠপাল স্থবির। সুতরাং রসবাহিনীর মূল গ্রন্থকারের কৃতিত্ব রট্ঠপাল স্থবিরের। অবশ্য রসবাহিনী নামকরণ এবং রসবাহিনীতে বিধৃত কাহিনিগুলোর মার্জিত সাহিত্যিক রূপদান বিখ্যাত কবি ও বৈয়াকরণ বেদেহ স্থবিরের অনবদ্য কৃতিত্ব। তাঁর শিল্পী মনের চিন্তা রসবাহিনীকে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপাখ্যান গ্রন্থে উন্নীত করেছে।

রসবাহিনীর বিষয়বস্তু ও ভাব পর্যালোচনা :

রসবাহিনীতে বর্ণিত কাহিনিগুলো দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষ) উৎপন্ন ও সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) উৎপন্ন কাহিনি। জম্বুদ্বীপে উৎপন্ন কাহিনির সংখ্যা ৪০টি এবং এগুলো ভারতবর্ষের ভাব পরিবেশ নিয়ে রচিত। আর সিংহলে উৎপন্ন কাহিনির সংখ্যা ৬৩টি এবং এগুলো শ্রীলঙ্কার ভাব পরিবেশ নিয়ে রচিত। প্রথমভাগের ৪০টি গল্প চারটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রতি বর্গে ১০টি করে গল্প সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্গগুলো যথাক্রমে (১) ধর্মশোণ্ডিক, (২) নন্দিরাজ, (৩) যক্ষবঞ্চিত ও (৪) মহাসেন বর্গ। শ্রীলঙ্কায় উৎপন্ন কাহিনিগুলোর শেষ তিনটি গল্পকে কোনো বর্গভূক্ত করা হয়নি। গল্পগুলো যথাক্রমে বৃদ্ধ মহিলার উপাখ্যান (১১.১), পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান (১১.২) ও দন্তকুটুম্বিকের কাহিনি (১১.৩)। অবশিষ্ট ৬০টি উপাখ্যান প্রতিবর্গে দশটি করে ছয়টি বর্গে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্গগুলো হচ্ছে—(৫) মৃগপোতক, (৬) উত্তরোলীয়, (৭) যোদ্ধা, (৮) দ্বিতীয় যোদ্ধা, (৯) সীলোত্ত ও (১০) চুলগল্প বর্গ।

সপ্তম ও অষ্টম বর্গ ব্যতীত সবগুলো বর্গের নাম বর্গের প্রথম গল্পের শিরোনামে করা হয়েছে; সম্ভবত সপ্তম ও অষ্টম বর্গের নামকরণ বর্ণিত কাহিনিগুলোর বিষয় অনুসারে করা হয়েছে।

এখানে বর্ণিত অধিকাংশ কাহিনি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পের মাধ্যমে ধর্মের আদর্শ ও নীতিসমূহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে প্রচার করা বুদ্ধের ধর্মদেশনার একটি অন্যতম অনুসৃত পন্থা ছিল। আলোচ্য রসবাহিনী গ্রন্থের গল্পগুলোও একই উদ্দেশ্যে রচিত। সাধারণ মানুষদের দানে উদ্বুদ্ধ করা, শীল পালনে উৎসাহিত এবং কর্ম কর্মফলে বিশ্বাস স্থাপন করা, সর্বোপরি নৈতিক আদর্শ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করাই গল্পকারের প্রধান লক্ষ্য। গল্পের শেষে একটি করে উপদেশবাণী সংযোজন করায় গল্পের গ্রহণযোগ্যতা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, অল্পক্ষণের জন্য হলেও সদ্ধর্ম শ্রবণ কর এবং অধিগত বিভবের পরিণাম জেনে আলস্যহীন হয়ে দুর্লভ সুখদায়ক ধর্ম অবহিত হও এবং তা শ্রবণ করে ভব-বিভব সুখ লাভ কর (গল্প নং ১.২)। শীলবান ব্যক্তিকে দান করে বহু পুণ্য লাভ কর (গল্প নং ১.৯)। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানাবিধ দান দিয়ে কল্পতরুবৎ ফল লাভ কর (গল্প নং ২.১)। কুশলকর্ম সম্পাদনে প্রমাদগ্রস্ত হবে না (গল্প নং ২.৪)। অসৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য ত্যাগ করে সজ্জনের সঙ্গে সহবাস কর এবং দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করে স্বর্গ লাভ কর (গল্প নং ২.৭)। সুগতি লাভের জন্য মন্দকর্ম ত্যাগ করে শীল পালন ও শরণ গ্রহণ কর (গল্প নং ৩.১)। একাগ্র মনে কুশলকর্ম সম্পাদন করে নির্বাণমুখী হও (গল্প নং ৪.২)। ধর্মাচরণই স্বর্গমোক্ষ লাভের একমাত্র

উপায়, সুতরাং অপ্রমত্তভাবে ধর্মাচরণ কর (গল্প নং ৫.৩)। শ্রদ্ধাচিত্তে দান দাও; দানে দুর্গতি নিবারিত হয় এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় (গল্প নং ৫.৯)। শ্রদ্ধাসহকারে দান দিলে বিপুল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় (গল্প নং ৬.২)। দানের দ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়; দানের দ্বারা দুর্গতি নিবারিত হয়, তাই সর্বদা দান দেওয়া উচিত (গল্প নং ৬.৯)। পুণ্যকর্মের দ্বারা বিভব লাভ করা যায় (গল্প নং ৭.৬)। শ্রদ্ধাচিত্তে স্বল্প পরিমিত দান দিয়েও পরবর্তী জীবনে বিপুল সম্পত্তি লাভ করা যায় (গল্প নং ৮.৫)। প্রমত্ত ব্যক্তি দুঃখে জীবন কাটায় আর অপ্রমত্ত ব্যক্তি সুখের সন্ধান লাভ করেন। কাজেই অপ্রমত্ত হতে চেষ্টা কর (গল্প নং ৯.২)। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শীল প্রতিপালন কর; শীল নির্বাণ লাভের সহায়ক (গল্প নং ১০.১০)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রসবাহিনীর গল্পগুলোতে দান, শীল, ভাবনা, কর্ম ও কর্মফল, শরণ গ্রহণের ফল ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ আচরণীয় বিষয়সমূহের প্রচার ও প্রসার ঘটানোই মূল লক্ষ্য হলেও ঘটনা বর্ণনায় তৎকালীন ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব পরিবেশও গল্পগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে G.P Malalasekera মন্তব্য করেছেন,

".....The (the stories) are useful to us, in that they throw new and interesting light on their manners, customs and social conditions in ancient India and Ceylon, Perhaps some contain materials of historical importance hidden in their half-mythical tales (The Pali Literature of Ceylon, p.225)."

মূলত গল্পগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয় দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা, কোনো দার্শনিক জটিল বিষয়ের অবতারণা করে গল্পের বর্ণিত বিষয়কে দুর্বোধ্য করা হয়নি। এখানে বাস্তবমুখী চরিত্র যেমন হয়েছে, তেমনই অতি প্রাকৃত চরিত্রের সন্নিবেশও করা হয়েছে। কোনো কোনো চরিত্র অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব, আবার কোনো কোনোটি অতিভৌতিক ও অবিশ্বাস্য। এখানে কাহিনিগুলোর আলোকে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা গেল।

ভারতবর্ষ :

ভারতবর্ষ বিষয়ক কাহিনিগুলোর বহু গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের চিত্ত উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তিনজনের উপাখ্যান (গল্প নং

১.৩) নামক গল্পে কৃতজ্ঞ পশুপাখি এবং কৃতঘ্ন মানুষের চরিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। বন্ধুর জীবনদাতার উপাখ্যানে (গল্প নং ২.১০) সোম ব্রাহ্মণ সোমদত্ত ব্রাহ্মণের অপরাধের শাস্তি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে নিজের জীবনদান করেছিল। উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এ কাহিনির মূল উপজীব্য। মরুত্ত ব্রাহ্মণ উপাখ্যান (গল্প নং ২.১০) একটি সমাজের বাস্তব চিত্র। সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্রাহ্মণ ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তাঁর স্ত্রী পরকিয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে ব্রাহ্মণকে হত্যা করার চেষ্টা করে। শরণ স্থবির উপাখ্যানে (গল্প নং ১০.৬) একটি পরিবারের পূর্ণ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। গল্পের নায়কের স্ত্রী লোভী, ছলনাময়ী ও পরশ্রীকাতর; নায়ক স্বয়ং স্ত্রৈণ, তাই সে স্ত্রীর কথায় সহোদরাকে গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সহোদরা ভ্রাতৃবৎসল, ভাইয়ের কোনো বিপদ হোক সে কামনা করেনি। একদিকে ভাই ও ভ্রাতৃবধুর নিষ্ঠুরতা, অপরদিকে বোনের সহজাত স্নেহ-মমতা গল্পে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

রসবাহিনীর অধিকাংশ নারী চারিত্রিক মাধুর্যে প্রোজ্জ্বল। তারা রূপে-গুণে অনন্যা। অনিন্দ্য রূপসি ও সতী-সাধ্বী নারী বুদ্ধেনী (গল্প নং ১.৪) এবং পাটলিপুত্র নগরের বোধি রাজকুমারীকে (গল্প নং ৪.৯) জোর করে অপহরণ করার অপপ্রয়াস করেন তৎকালীন রাজা। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এটা অত্যাচারের বাস্তব চিত্র। কোনো কোনো গল্পে চোর-তস্করের (গল্প নং ২.২ ও ৩.৬) বিবরণও বিধৃত হয়েছে। এসব অপরাধীদের অপরাধের তারতম্য অনুসারে এসব কাহিনিতে প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্র ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবীদের মধ্যে শিকারি, সাপুড়ে, কাঠুরিয়া, বণিক, শ্রমজীবী, শিল্পী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কেও অনেক তথ্য রসবাহিনীর বহু গল্পে বিধৃত হয়েছে। দেবপুত্র (গল্প নং ৩.৯) নামক উপাখ্যানের নায়ক দেবতিষ্য সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু তাঁর পিতামাতা ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে মৃত্যুর পর পরম শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করেন। কোনো কোনো গল্পে ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পে আছে ঈশ্বরভক্ত ও বুদ্ধভক্তের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। বুদ্ধের প্রভাবে ঈশ্বরের শক্তি ম্লান হয়ে গেছে (গল্প নং ৩.৫, ৩.৩, ৩.২)।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, রসবাহিনীর অধিকাংশ গল্পে দানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। দানের পাত্র বুদ্ধ, ভিক্ষুসংঘ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, এমনকি চোর ও তির্যক প্রাণী কুকুরও। দানের মহিমা বর্ণনায় গল্পকারের কৃতিত্ব অনবদ্য। কোনো কোনো গল্পে বহুশত কিংবা বহু সহস্র ভিক্ষুসংঘকে দান দেবার বিবরণ রয়েছে।

এতে মনে হয় তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল।

কোনো কোনো উপাখ্যানে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাহিনিরূপে বিবেচ্য। তখন অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর নতুন রাজা নির্বাচন করার জন্য সুসজ্জিত মঙ্গলরথ ছেড়ে দেওয়া হতো। রথ যাকে নির্বাচন করত দৈবজ্ঞগণ তাঁর ভাগ্যচক্র পরীক্ষা করে রাজা নিযুক্ত করতেন (গল্প নং ২.১)। আধুনিককালের ন্যায় প্রাচীন রাজগণও কোনো কার্যোপলক্ষ্যে বহির্দেশে গমন করার সময় উপরাজ কিংবা প্রধান অমাত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করতেন (গল্প নং ১.১ ও ৪.১)। রাজারা সব সময় নিজেদের জীবন নিয়ে শঙ্কিত থাকতেন; পাছে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে রাজ্য কেড়ে নেয়। তাঁরা অনেক সময় অমাত্য কিংবা নিজপুত্রকেও বিশ্বাস করতেন না (গল্প নং ২.৩)। তাই তাকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। বৃহৎ রাজ্যের সামন্ত রাজারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন, উভয়ের মধ্যে তখন যুদ্ধ হতো (গল্প নং ১.৭), অনেক সময় যুদ্ধে সামন্তরাজও জয়ী হতেন। বিজিত রাজা বিজয়ী রাজাকে কর দিতে বাধ্য থাকতেন। এ ছাড়া সামন্ত রাজারা ছিলেন বড়ো বড়ো জমিদার শ্রেণীর। তাঁরা সমগ্র দেশের রাজার অধীন এবং কর দিতে বাধ্য।

এ অংশে তিন মধুবণিক ভ্রাতা (গল্প নং ৪.৮) উপাখ্যান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে রচিত। এতে বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি যথা মহামতি অশোক, তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা, নিগ্রোধ শ্রামণ, মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির, শ্রীলঙ্কার অধীশ্বর দেবপ্রিয় তিষ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। মগধসম্রাট অশোক প্রথম জীবনে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির, পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের পরশমণির স্পর্শে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে নিজের স্থায়ী আসন গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত একটি চমৎকার উপাখ্যান। ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম, তাই তাঁর নাম হয় নিগ্রোধকুমার। তিনি সপ্তম বর্ষ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর একদিন অশোক তাঁর নিকট বুদ্ধের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর হতে তিনি সদ্ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রার নেতৃত্বে একটি প্রচার দল শ্রীলঙ্কায় গমন করে ধর্ম প্রচার করেন। সে সময়কার শ্রীলঙ্কার রাজা তিষ্যের সঙ্গে মগধরাজ অশোকের নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এসব তথ্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সিংহল বা শ্রীলঙ্কা :

রসবাহিনীর তেষট্টিটি কাহিনি শ্রীলঙ্কার সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভাব পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রচিত। দুর্ভিক্ষে শত শত মানুষের করুণ মৃত্যু, বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত মানুষ জীবন রক্ষার জন্য অন্যত্র ছুটে চলছে—এসব করুণ চিত্র পাঠক মনে ব্যথার সৃষ্টি করে (গল্প নং ৫.৮ ও ৫.১০)। এতেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সমাগম ঘটেছে কাহিনিগুলোতে। ফলে এতে বিভিন্ন পেশার মানুষের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হওয়ার পর থেকে সেখানে শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির দ্রুত বিকাশ লাভ করে (W. Raula, ibid, p.9)। রসবাহিনীর গল্পে উল্লেখ আছে, ভিক্ষুগণ ছিলেন সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁরা নিজেদের মুক্তিমার্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের কল্যাণেও ব্রতী ছিলেন। আত্মহিত ও পরহিত সাধনই ছিল তাঁদের প্রধান ব্রত। আর সাধারণ মানুষেরাও ছিলেন ধর্মগত প্রাণ। বহু গল্পে চরম দুর্দিনে কিংবা দুর্ভিক্ষের সময়ও তারা নিজে অভুক্ত থেকে ভিক্ষুদের আহার্য দান করার বিবরণ রয়েছে। এ সব কাহিনির ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, বুদ্ধের মতে, ভোগসম্পত্তি প্রবৃদ্ধি ও মুক্তিলাভের প্রাথমিক সোপান হচ্ছে দান দেওয়া, তাই দানকে বৌদ্ধধর্মে সমধিক জোর দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের শুরু থেকে ধর্মপ্রাণ নরনারী নির্বিশেষে সামর্থ্যানুসারে দান দেবার ইচ্ছা বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গল্পকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করলেও দানের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের (খ্রি. পূ. ২৪৭-২০৭) সময়ে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিস্তার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে G.P Malalasekera বলেন, "It was a period of unbroken peace, devoted entirely to the social and moral welfare of the country. The king had lived sufficiently long to see the accomplishment of the task upon which he had his whole heart the permanent establishment of Buddhism as the national faith (Ibid, p.30)."

শ্রীলঙ্কার সুরতিষ্য নামে রাজা বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর সময়ে দেশ তামিলদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। তামিলগণ রাজাকে হত্যা করে (মহাবংস, ১৪শ অধ্যায়, গাথা ২১২-১৪); তাঁরা দেশের বৃহত্তম অংশে হত্যা ও নির্যাতন চালায়। তাঁরা ভিক্ষু-শ্রামণ ও সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে, সাহিত্য পুড়িয়ে ফেলে, শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়।

শ্রীলঙ্কার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রচারে আত্মনিয়োগ করে (Malalasekera, ibid, p.31)। পরবর্তীকালে তামিল নেতা এলারের নেতৃত্বে তাঁরা সুসংগঠিত হয় এবং সিংহলের রাজ্য অধিকার করে নেয়। বহু সিংহলী শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে রোহণ জনপদে মহাগ্রাম নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে সেই অঞ্চল শাসন করতে থাকে। তখনও তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। অবশেষে কাকবর্ণ তিষ্যের পুত্র দুট্‌ঠগামণি অভয়ের নেতৃত্বে দশজন সুশিক্ষিত সেনাধ্যক্ষ ও বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এলার রাজাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বহু সেনা নিহত হয়, এলার রাজাও নিহত হন। শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কাহিনির মাধ্যমে এসব ঐতিহাসিক বিবরণ অতি চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে।

রসবাহিনীর সাহিত্যিক ও ভাষাগত রচনাশৈলী :

রসবাহিনীর ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ খুব একটা দৃষ্ট হয় না। গাথা বা পদ্যাংশের ভাষা ও ভাব একরূপ নয়, ভাষা কোথাও ভাব ও ভাষার দৈন্যে নিকৃষ্ট। কোনো কোনো পদ্যাংশের ভাষা, ভাব, ছন্দ, উপমা, রূপক, প্রবচন ও রচনা বেশ উৎকৃষ্টমানের, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমানের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, (যা পূর্বেও উক্ত হয়েছে) রট্‌ঠপাল স্থবির কর্তৃক সংকলিত ও পালি ভাষায় রূপান্তরিত রসবাহিনীর ভাষা দুর্বল, অশুদ্ধ ও পুনরুক্তি দোষে প্রদুষ্ট হওয়ায় পণ্ডিত ও কবি-বৈয়াকরণ বেদেহ স্থবির এটাকে ত্রুটিমুক্ত করে বিশুদ্ধ পালি ভাষায় রূপদান করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বিশুদ্ধকরণ সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে M. Winternitz-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "Inspite of this 'improvement' it is still bad pali with prose and verses alternating and is worded in a carelessly handled style. Several of the legends are outright silly, although even for the Buddha worshippers certainly it is very edifiying (*A History fo Indian Literature*, vol. II, p.205)."

তবে রসবাহিনীর অধিকাংশ গল্পই তত্ত্বসমৃদ্ধ। কোনো কোনো গল্প অতি সাধারণ ও সাদামাটা। যেমন, অহিগুণ্ঠিকের উপাখ্যান (১.৫), যক্ষ বঞ্চিতের উপাখ্যান (৩.১) মিথ্যাদৃষ্টিকের উপাখ্যান (৩.২)—এ তিনটি এবং ধর্মসুত উপাসিকার উপাখ্যান (৫.২) ও কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবিরের উপাখ্যান (৫.৩) অতি সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য অধিকাংশ কাহিনি সুখপাঠ্য এবং পাঠকের মনে অনাবিল আনন্দ দানে সমর্থ। উল্লেখ্য যে, গল্প শ্রবণ-প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত।

বুদ্ধের জাতকসাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রসবাহিনীর গল্পগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। কেননা, গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত তত্ত্ব সাধারণত মানব-মনে বেশি রেখাপাত করে, ফলে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। গল্পগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বক্তব্য বিষয়কে প্রথমে গদ্যে ও পরে পদ্যে লিপিবদ্ধ করা। পদ্যাংশ গদ্যাংশের পুনরাবৃত্তি হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। বেদেহ স্থবির মূলত কবি ও বৈয়াকরণ। তিনি রসবাহিনীর সংশোধন ও সম্পাদনা করতে যেয়ে গল্পের সাথে যে সকল কবিতা সংযোজন করেছেন সেগুলো কাব্যরসে অতি সমৃদ্ধ। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হলো :

কোশম্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর মহিষী বিশ্বমিত্রাকে বিজিত রাজা বিয়ের প্রস্তাব দেন। মহিষী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে আবেগময় গাথা ভাষণ করেন তা অতি চমৎকার। তিনি বলেন,

"কত্বান সো'ভিসেকং মং অত্তনো হদয়ং বিয়,
পালেসি তং সরন্তস্সা সোকগ্গি দহতে মনং।
সোকগ্গিনা পদিত্তাহং সোকে সোকং কথং খিপে,
জলন্তগ্গিম্হি কো নাম পলালং পক্খিপে বুধো।"

(রসবাহিনী, পৃ.৫৭)

কাবীর পট্ঠন উপাখ্যানে বুদ্ধের গুণ ও মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অপূর্ব :

"বত্তিংস লক্খণধরো সুনক্খত্তো'বা চন্দিমা,
অনুব্যঞ্জন সম্পন্ন সাল রাজা'ব ফুল্লিতো।
রংসি জাল পরিক্খিত্তো দিত্তা'র কণকাচলো,
ব্যামপ্পভা পরিবুতো সতবংসি দিবাকরো।
সোণ্ননো জিনবরো সমণী'ব সিচ্চয়ো,
করুণাপুন্ন হদয়ো বিবট্টো বিয় সাগরো।
লোকবিস্সুত কিত্তী চ সিণেরু'ব নগুত্তমো'
যস্সা বিততো ধীরো আকাস সদিসো মুনি।"

(প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭)

সম্রাট অশোকের আমন্ত্রণক্রমে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির মগধরাজ্যে আগমনের সময় নগরীকে যে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়েছিল, লেখকের বর্ণনায় তা অপরূপ :

"ধোতমুত্তা সমাভাসা ওকিরিত্বান বালুকা,
উস্সাপিতা তত্থ তত্থ দুস্সতোরণ পন্তিয়ো।
কলধোত হেমরম্ভাদি নানা তোরণ-পন্তিয়ো,

তথাপুপ্ফময়ানেক তোরণুপরি তোরণা।
তেসু তেসু চ ঠানেসু সঙ্খতা কুসুমগ্ঘিকা,
তথেব গন্ধতেলেহি দীপিতা দীপপন্তিয়ো।

.....

গায়ন্তি মধুরং গীতং গায়ন্তে'থ লয়ানবিতং,
মগ্গো সো সাধুবাদেহি ভেরিনং নিনদেহি চ।
তথা পুণ্ণ ঘটেগয্হ পদুমুপ্পল সঙ্কুলে,
অট্ঠমঙগল মুগ্গয্হ তিট্ঠন্তি পমদা তহিং।"

(প্রাগুক্ত, পৃ.৮১)

সিংহলরাজ দুট্ঠগামণির পুত্র শালিরাজকুমার উদ্যান ক্রীড়া করতে গিয়ে দিব্যরূপ লাবণ্যময়ী রূপসি তন্বী চণ্ডাল কন্যাকে দেখে অভিভূত হয়ে রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বেদেহ স্থবিরের লেখনীতে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে :

"পাদাতে পদুমা'কারা সুরত্তা মুদুকোমলা,
হেমমোরস্স গীবা'ব জঙ্ঘনেত্ত রসায়নো।
ভদ্দেতে পীবরা উরু হেমরম্ভো'পমা সুভা,
হত্থেন পমিতব্বং তে মজ্ঝিমঙ্গং বিরাজতি।

.....

পক্ক করক বীজানং পন্তী'ব দন্ত পন্তিয়ো,
ভাসমানায় তে ভদ্দে রত্তোট্ঠং সুবিস্সিমিতা।
সিঙ্গার মন্দিরে বদ্ধ কেতু'ব হেম যট্ঠিয়ং,
চিল্লী বল্লী বিরাজন্তি অবেভন্তো বিয় কামকে।"

(প্রাগুক্ত, পৃ.২২১-২২)

দ্বিতীয় দম্পতি নামক কাহিনির পদ্যাংশে বেদেহ স্থবির অতি নিপুণভাবে নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি এতে গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য দুই রকম নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সচ্চরিত্র নারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে :

"ভোজনে সয়নে গমনে ভয়ে ব্যাধি উপদ্দবে,
সমচিত্তা সদা হোতি সা হোতি পতি পূজিকা।
মাতাপিতুসু ভাতাদি সস্সু সসুরাদি ঞাতকে,
সাদরেন উপট্ঠাতি সা হোতি কুলনন্দিনী।
যা দানাভিরতা হোতি তীসু বত্থু মামিকা,
সীলাচার গুণুপেতা ভরিয়া ধম্মচারিণী।
ভূমিং অকম্পায়ং যাতি যাতি ক্ঞ্ঞা সনিং সনিং,
দিসং যা ন'বলোকেতি ন পক্খলতি ভূমিয়ং

সা'পি কঞ্ঞা বররোহা বরিতব্বা বরেনি'ধা'তি।'

(প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৩-৮৪)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে দেখা যায় যে, লেখক কাহিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে যে অপূর্ব কাব্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে অনুপম। ভাষাগত কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও সহজ সরল ভাষায় রচিত গদ্যাংশের চেয়ে পদ্যাংশের ভাব পরিকল্পনায় ও সার্বিক সৌন্দর্য বর্ণনায় উৎকৃষ্টতর ও অনবদ্য হয়েছে। গল্পের সাথে সংযোজিত পদ্যাংশগুলোতে যে কাব্যিক সৌন্দর্য চিত্রায়িত হয়েছে তা আধুনিক কবিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কাজেই রসবাহিনী মূলত উপাখ্যান বা গল্প গ্রন্থ হলেও এটাকে সাহিত্যকাব্যের সমন্বয়ে একটি অনবদ্য অপূর্ব সাহিত্যকর্ম হিসেবে অভিহিত করা যায়।

উপসংহার :

রসবাহিনীর গল্পগুলোকে আধুনিক ছোটোগল্পের সাথে তুলনা করা যায়। এতে সর্বমোট ১০৩টি গল্পের কয়েকটি মাত্র গল্প খুব ছোটো, আবার দু-একটি দীর্ঘ। এছাড়া অধিকাংশ কাহিনি নাতিদীর্ঘ, ছোটোগল্পের আকারের। ফলে গল্পকথক, পাঠক বা শ্রোতা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন না।

গ্রন্থে ছোটোখাটো কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিকভাবে রসবাহিনী সার্থক উপাদেয় গল্প বা উপাখ্যান সংকলন। প্রতিটি কাহিনি জাতকের মতই পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। গুটি কয়েকটি গল্পের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ এবং সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করার অনুপযোগী বটে, এ কয়টি ব্যতীত অন্যসব কাহিনি ধর্মরস ও কর্মরসে সমৃদ্ধ এবং এসব কাহিনির বিষয়বস্তুর গভীরতা যেমন রয়েছে সাহিত্যের গুণগত মানও রয়েছে। পালি সাহিত্যে নিঃসন্দেহে রসবাহিনী একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম ধারায় রচিত অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
অধ্যাপক
প্রাচ্যভাষা (পালি ও সংস্কৃত) বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী

প্রথম ভাগ

ভারতবর্ষ বিষয়ক উপাখ্যান

অবতরণিকা

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।
ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা।

১. আমি ব্রহ্মাদির শিরোমণি রশ্মি-দীপ্ত, জনগণের শরণ (আশ্রয়), পঙ্কজাভসম্পন্ন, মৃদু-কোমল, চারুবর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ চক্রলক্ষণমণ্ডিত শাস্তার (বুদ্ধের) প্রশস্ত চরণবন্দনা করছি।

২. যা জিনের (বুদ্ধের) দ্বারা সিদ্ধ, যাকে অতীন্দ্রিয়ভাবে চিরকাল ভাবনা করলে ভাবনাকারী শান্তিপদ লাভ করতে পারেন, যা কল্পবৃক্ষের প্রভাস্বর মণির ন্যায় উজ্জ্বল, অতুলনীয়, সেই ধর্মমার্গকে আমি নিত্য প্রণাম করি।

৩. শান্তেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধ, দক্ষিণার্হ, পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, (ধর্মরূপ) অমৃতদানকারী, ত্রাণার্থীদের শরণ, সর্ব দুঃখোত্তীর্ণ, সুগতসুত, উত্তম মহার্ঘ, অমূল্য সেই সংঘকে আমি নতশিরে বন্দনা করছি।

৪. সেই ত্রিরত্নের স্তুতির দ্বারা অর্জিত পুণ্যপ্রভাবে সকল উপদ্রব দূরীভূত করে আমি সুমধুর রসবাহিনী বর্ণনা করব। হে সজ্জনমণ্ডলী, আপনারা প্রমোদিত চিত্তে তা শ্রবণ করুন।

৫. বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন কাহিনিগুলোকে পূর্বে প্রাচীন অর্হৎগণ (সিংহল) দ্বীপ ভাষাতে ভাষণ করেছিলেন। তঙ্গুত্তবঙ্ক-পরিবেণবাসী শীলাচারসম্পন্ন সর্বগুণাকর রট্‌ঠপাল নামক ভিক্ষু মহাবিহারে অবস্থান করে প্রজাগণের (মনুষ্যগণের) হিতের জন্য সেগুলোকে পালি ভাষায় পরিবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু সেইগুলো পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। আমি সেগুলোকে দোষমুক্ত করব। আপনারা সমাহিত চিত্তে তা শ্রবণ করুন।

৬. পূর্বে বীতরাগগণের (অর্হৎগণের) দ্বারা ভাষিত হয়েছে বলে সেই ভাষণ সর্বদা সাধুবাদসহকারে সমাদরে গ্রহণযোগ্য।

ধর্মশোণ্ডিক বর্গ

১.১ ধর্মশোণ্ডিক রাজার উপাখ্যান

এই বত্থুসমূহ (গল্প বা উপাখ্যান) দুই ভাগে উৎপন্ন হয়েছে—জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) এবং সিংহলদ্বীপে (শ্রীলঙ্কায়); জম্বুদ্বীপে চল্লিশটি এবং সিংহলদ্বীপে তেষট্টিটি। প্রথমে জম্বুদ্বীপে উৎপন্ন গল্প বা উপাখ্যানগুলো বর্ণনা করব। এসব গল্পের মধ্যে ধর্মশোণ্ডিক উপাখ্যান প্রথম। কেমন করে?

ভগবান গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ভদ্রকল্পে পৃথিবীতে কশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই বুদ্ধের শাসনের পরিসমাপ্তির অল্পকাল পরে বোধিসত্ত্ব বারাণসী রাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রাণীর অন্তরে ধর্মভাব জাগ্রত হয়েছিল। সে জন্য তাঁর নাম রাখা হয় ধর্মশৌণ্ড। মনোরম পরিবেশে বড়ো হতে লাগলেন রাজকুমার। সর্বপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হলে পিতা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন উপরাজপদে। দানাদি দশবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করতে করতে কুমারের পিতার মৃত্যুর পর রাজ-অমাত্যগণ তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। মহারাজা ধর্মশোণ্ডিক দেবনগরতুল্য বারাণসীরাজ্যে চক্রবর্তীরাজসদৃশ রাজ্য শাসন করতে লাগলেন এবং চিন্তা করলেন, 'দিবাকরবিহীন আকাশের ন্যায় ধর্মহীন রাজ্যসুখ আমার শোভনীয় নয়।' তাই বলা হয়েছে :

১. আমি পূর্বকৃত শীলাদি পুণ্যপ্রভাবে অতন্দ্রিতভাবে অমরাবতীতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় উত্তম সমৃদ্ধ পুরীতে রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছি।

২–৪. নয়নাভিরাম রূপ দ্বারা, শ্রুতিমধুকর সম্যক শব্দ দ্বারা, সুমিষ্ট ঘ্রাণ দ্বারা, উত্তম রস দ্বারা, শরীরে সুস্পর্শ দ্বারা বহু সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। প্রমাদযুক্ত হওয়া অযৌক্তিক মনে করে ভাবলেন, 'জন্ম-জরা হতে অব্যাহতি পাবার জন্য আমি আমার অঙ্গ, জীবন, ধনধান্য ইত্যাদি প্রসন্নচিত্তে ধর্ম শ্রবণের বিনিময়ে ত্যাগ করব।'

৫. সূর্যবিহীন আকাশ যেমন শোভা পায় না, ধর্ম ব্যতীত আমার রাজ্যশাসনও শোভা পায় না।

৬. চন্দ্রহীন রাত্রি যেমন শোভা পায় না, ধর্মহীন রাজ্যশাসনও শোভা পায় না।

৭. দন্তবিহীন হস্তী যেমন শোভনীয় নয়, ধর্মহীন রাজ্যশাসনও শোভনীয় নয়।

৮. কল্লোলহীন সমুদ্র যেমন শোভা পায় না, ধর্ম ব্যতীত রাজত্বও শোভা

পায় না।

৯. সুষমামণ্ডিত হলেও কপট রাজা যেমন শোভা পায় না, ধর্ম ছাড়াও রাজ্যশাসন শোভা পায় না।

১০. আমি ধর্ম শ্রবণ করব; ধর্মতেই আমার মন; ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই; ধর্মই সমস্ত সম্পদের মূল।

রাজা এরূপ চিন্তা করে প্রত্যুষে শয়নকক্ষ হতে বের হলেন। অমাত্যবর্গে পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট হলেন শ্বেতচ্ছত্রে সুসজ্জিত সিংহাসনে। তখন তিনি দেবরাজতুল্য বিরাজ করছিলেন। উপবিষ্ট রাজা অমাত্যদের বললেন, 'আমি ধর্ম শুনতে ইচ্ছা করছি, এখানে যদি কেউ বুদ্ধভাষিত ধর্ম জানেন তাহলে কিঞ্চিৎ ভাষণ করুন।' তাঁরা বললেন, 'রাজন, আমরা জানি না।' শুনে রাজা ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে লাগলেন, 'হস্তীস্কন্ধে একসহস্র মুদ্রা রেখে চারদিকে ভেরি বাদনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, যদি সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে কেউ চারি পদবিশিষ্ট গাথায়ও ধর্ম শোনাতে সক্ষম হন, তাহলে আমার চিরসুখের কারণ হবে।' সেরূপ ব্যবস্থা করেও কোনো ধর্মদেশক পেলেন না। অতঃপর দুহাজার, তিন-চার-পাঁচ হাজার, এমনকি কোটি কোটি টাকা দেওয়ারও ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি গ্রাম, নিগম, জনপদ, শ্রেষ্ঠীপদ, সেনাধ্যক্ষ-পদ, উপরাজপদও দিতে চাইলেন, এমনকি ধর্ম শোনার বিনিময়ে রাজ্য পর্যন্ত ত্যাগ করে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করবেন বলে ভেরি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু ধর্মদেশক পাওয়া গেল না। 'ধর্ম-ছাড়া রাজ্যে আমার কী লাভ'? এরূপ ভেবে রাজ্যভার অমাত্যদের হাতে অর্পণ করে মহারাজ ধর্মশৌণ্ড গ্রাম-নিগম-রাজধানী ত্যাগ করে মহাবনে প্রবেশ করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১১. রাজা ধর্মশৌণ্ড কোটি টাকার বিনিময়ে ধর্ম শ্রবণের জন্য রাজ্যে ঘোষণা করেও ধর্মদেশক পেলেন না।

১২. রাজ্য প্রদান করে দাসত্ব স্বীকার করার অঙ্গীকার করেও রাজা ধর্ম লাভে সক্ষম হলেন না। অহো, ধর্মের জন্য কী আকাঙ্ক্ষা!

১৩. রাজা মনোরম রাজ্য অমাত্যদের হাতে অর্পণ করে সদ্ধর্ম (উত্তম ধর্ম) অন্বেষণে মহাবনে প্রবেশ করলেন।

মহাসত্ত্ব মহাবনে প্রবেশ করলে তাঁর পুণ্যপ্রভাবে শক্রের (ইন্দ্রের) সিংহাসন তপ্ত হয়ে উঠল। দেবরাজ 'আমার পাণ্ডুকম্বল শিলাসন তপ্ত হলো কেন?'— অবলোকন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, ধর্মশোণ্ডক রাজা সদ্ধর্ম শ্রবণের জন্য জম্বুদ্বীপ, রাজ্য, ধন, বিষয়-আশয় ত্যাগ করে অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি এই কল্পে নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন। বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করেও সদ্ধর্ম শ্রবণ করতে না পেয়ে মহাদুঃখ ভোগ করছেন। 'এটা যুক্তিযুক্ত নয়' মনে করে 'আমি

আজ সেখানে উপস্থিত হয়ে ধর্মদেশনা করে তাঁকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করব'— এরূপ বলে তিনি স্বরূপ ত্যাগ করে ভয়ানক মহারাক্ষসের রূপ ধারণ করলেন এবং নিজেকে মহাসত্ত্বের অনতিদূরে দর্শন দান করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১৪. ব্যাঘ্র, সিংহ, মহিষ, উরগ, হস্তী, দ্বীপী, মৃগ ইত্যাদিতে পূর্ণ ও দুর্গম পর্বতাকীর্ণ বনে প্রবেশ করে নরপতি ধর্মের জন্য ইতস্তত বিচরণ করেছেন।

১৫-১৬. তাঁর প্রভাবে ইন্দ্রের শিলাসন তপ্ত হলো, কারণ তিনি (বোধিসত্ত্ব) সদ্ধর্ম শ্রবণের আশায় অরণ্যে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছেন। 'আমি আজ তাঁকে ধর্মরসে সিক্ত করে প্রত্যাগমন করব' এরূপ চিন্তা করে কূটবর্ণ মুখব্যাদান, বিকৃত দন্ত বের করে দীপ্তাগ্নিসদৃশ বিশাল নেত্রে, মধ্যভাগে ভগ্ন নাসিকায় কূট দৃষ্টিসহ বিকট গর্জন করতে করতে

১৭–১৯. তীক্ষ্ণ ও বিশাল রক্তাপ্লুত খড়্গহস্তে এবং অন্য হস্তে গদারূপ অস্ত্র নিয়ে ভীষণাকার দংশিত ওষ্ঠ এবং (ক্রোধের চিহ্নস্বরূপ) বলীযুক্ত ললাটে মনুষ্য মাংসাশী ও রক্তপায়ী ভয়ানক কুৎসিত যক্ষরূপে নিজেকে রূপায়িত করে সেই নরপতিকে দেখা দিলেন।

অতঃপর মহাসত্ত্ব যক্ষকে অনতিদূরে দেখতে পেলেন। তাকে দেখে তাঁর ভয়, রোমাঞ্চ কিংবা চিত্তত্রাস কোনোটাই উৎপন্ন হলো না। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, এই যক্ষ ধর্ম জানতে পারে। তার কাছে গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করব, এটা আমার চিরহিত ও সুখের কারণ হবে। এরূপ চিন্তা করে রাক্ষসের কাছে গেলেন এবং আলাপচ্ছলে বললেন :

২০. হে মহানুভব, এরূপ তরুসণ্ডমণ্ডিত সুপুষ্পিত বহু লতাগুল্মে পূর্ণ এই বনে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

২১. আমি ধর্ম শোনার জন্য রাজ্য ও জ্ঞাতিমিত্র ত্যাগ করে বনে প্রবেশ করেছি, আমাকে সুগতদেশিত ধর্মদেশনা করুন।

তখন যক্ষ বললেন :

২২. আমি শ্রেষ্ঠ রসযুক্ত সুগতদেশিত ধর্মের কিছুটা জানি। তা তোমাকে শোনাতে পারি। বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?

অতঃপর মহাসত্ত্ব বললেন :

২৩-২৪. যদি রাজ্যে অবস্থান করতাম তাহলে বিবিধ উপকরণ দিয়ে আপনাকে পূজা করতাম, কিন্তু এই বনের মধ্যে আমি দেহ ব্যতীত আপনাকে কী দেব? আপনি যদি আমার দেহের রক্তমাংস চান তাহলে আমি আজ তা দান করব, আপনাকে অর্চিত করার মতো আমার আর অন্য কিছু নেই, আপনি সুগতপ্রশংসিত ধর্মদেশনা করুন।

যক্ষ বললেন :

২৫. আমি অতি ক্ষুধার্ত, আপনার রক্তমাংস খেয়ে আমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করে ধর্মদেশনা করব, নচেৎ ক্ষুধায় কাতর আমি কথা বলতে সক্ষম নই।

মহাসত্ত্ব বললেন :

২৬. আপনি আমাকে ভক্ষণ করার পরে কাকে ধর্মদেশনা করবেন? আমার ধর্ম শ্রবণ এবং আপনার মাংস লাভ—এ দুই-ই যাতে একত্রে হয় তার উপায় বলুন।

এরূপ বললে দেবরাজ শক্র বললেন, 'উত্তম মহারাজ, এক উপায় আছে, আপনি আপনার পাশে তিন গাবুত[১] ঊর্ধ্ব কালবর্ণ মহাপর্বতের শিখরে আরোহণ করে আমার মুখে পড়বেন। আপনি পড়ার সময় আমি ধর্মদেশনা করব। এভাবে আপনি ধর্মপ্রাপ্ত হবেন, আমিও মাংস লাভ করব।' এ কথা শ্রবণ করে 'আমাকে সিংহ, ব্যাঘ্র, কচ্ছপ, বিহঙ্গাদি ভক্ষণ করছে না। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করার জন্য আমার জীবন ত্যাগ করা সমীচীন'—এরূপ চিন্তা করে নিজেকে সম্বোধন করে বললেন :

২৭. জীবগণ সংসারাবর্তে পতিত হয়ে বহু দুঃখ ভোগ করে, এই জীবন নিজের বা অপরের কাজে লাগল না। অতি তুচ্ছ এই জীবন।

২৮. তুমি চুরি, পরদার লঙ্ঘন, প্রাণিহত্যা, মিথ্যা কথন, নেশা পান ইত্যাদি অপকর্ম করেছ। তোমার এই জীবন ... জীবন।

২৯. কেউ কেউ বৃক্ষ উৎপাটিত হয়ে, প্রপাতে পতিত হয়ে, দুর্গম স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে, কেউ বা নানাপ্রকার দুঃখদায়ক বেদনাগ্রস্ত হয়ে এবং ঋতুজনিত নানা দুঃখবেদনায় মৃত্যুবরণ করে। এই জীবন ... জীবন।

৩০. ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মৎস্য কিংবা উরগ কত জন্মে যে আমাকে ভক্ষণ করেছে তার হিসেব নেই। এই জীবন ... জীবন।

৩১. আমার এই আত্মত্যাগ দৈব কিংবা ঐশ্বর্যাদি সুখের জন্য নয়, সর্বজ্ঞতা লাভ করে সকল প্রাণীকে সংসারদুঃখ হতে মুক্ত করার জন্যেই। আমি আপনার কথা রক্ষা করব।

৩২. আমি বলি, আপনি আমার বহূপকারী, আপনি নির্ভয়ে ধর্মদেশনা করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

এরূপ বলে মহাসত্ত্ব পর্বতশিখরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, 'আজ আমি সদ্ধর্মের জন্য আমার জীবনসহ রক্তমাংস দান করছি।' এরূপ বলে

---

[১]। এক গাবুত সমান দুমাইলের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম। তিন গাবুত প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইলের সমান।

আনন্দিত মনে, 'সৌম্য, ধর্মদেশনা করুন' বলে রাক্ষসের বৃহৎ দন্ত বহির্গত বিকট ব্যাদান মুখে পতিত হতে লাগলেন। আনন্দিত দেবরাজ শক্র আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাক্ষসরূপ ত্যাগ করে অলংকৃত দিব্যরূপ ধারণ করত দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় আকাশ হতে পতিত হবার সময় মহাসত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে দুহাতে ধরে ফেললেন। তাঁকে দেবলোকে নিয়ে গিয়ে পাণ্ডুকম্বলময় শিলাসনে উপবিষ্ট করিয়ে দিব্য গন্ধমাল্যদ্বারা পূজা করলেন। তাঁকে ধর্মবাণীর দ্বারা প্রসন্ন করে কশ্যপ বুদ্ধের দেশিত অনিত্য বিষয়ে দেশনা করলেন।

৩৩. 'সংস্কার মাত্রই অনিত্য, উৎপন্ন বস্তু মাত্রই বিলয়ধর্মী, উৎপন্ন হয়ে সমস্ত (চিরতরে) নিরুদ্ধ হয়, তাই নিবৃত্তিতেই সুখ।'

দেবরাজ গাথায় ধর্মদেশনার পর দেবলোকের মহা শ্রীবিভব প্রদর্শন করে স্বীয় রাজ্যে রাজাকে পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, অপ্রমত্ত হোন।' এভাবে উপদেশ দিয়ে তিনি দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন।

৩৪. অমিত রাজ্যশ্রী ও সুখের জীবনকে উপেক্ষা করেও সাধু ব্যক্তিগণ প্রশংসনীয় ধর্মকেই অবলম্বন করেন। অল্পমাত্র বিভব এবং অল্পায়ুসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে তোমার মতো কুশলগবেষী (কুশল অন্বেষী, কুশল গবেষণাকারী) এ জগতে কে আছে?

১.২ মৃগলুব্ধকের উপাখ্যান

এখন হতে একত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী নামক বুদ্ধ ত্রিংশ পারমী পূর্ণ করে পরম সম্বোধি লাভ করেছিলেন। তিনি দেবতা ও মানুষের সংসারচক্র হতে উত্তরণের জন্য ধর্মরত্নরূপে বৃষ্টি বর্ষণ করে ধর্ম ভেরি বাজিয়ে ধর্মধ্বজা উত্তোলন করেছিলেন। একসময় তিনি নির্জন সুখ ভোগের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করেছিলেন। বনে সুসজ্জিত নাগ-পুন্নাগাদি নানাপ্রকার বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় ও লতাগুল্মে উৎফুল্ল বহু দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রাণীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভগবান স্বীয় সংঘাটি বিছিয়ে চারদিক ষড়ুরশ্মির দ্বারা আলোকিত করে উপবেশন করলেন। সেখানে দেব-ব্রহ্মা-নাগ-সুপর্ণাদি উপস্থিত হয়ে দিব্য গন্ধমাল্যাদি দিয়ে ভগবানের পূজা, স্তুতি ও বন্দনা করে দাঁড়ালেন। সেই সমাগমে ভগবান বুদ্ধ অমৃতবারি বর্ষণের ন্যায় ব্রহ্মস্বরে সুমধুর চতুরার্য সত্য সমন্বিত ধর্মদেশনা করছিলেন। সে সময় এক মৃগ-লুব্ধক মৃগ-শূকর হত্যা করে মাংস খেয়ে সেখানে উপনীত হয়ে ভগবানকে ধর্মদেশনা করতে দেখতে পেল। সে এক স্থানে দাঁড়িয়ে প্রসন্নচিত্তে ধর্ম শ্রবণ করল। মৃত্যুর পর সেই ব্যাধ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে ষড়ুবিধ কামসুখ ও মনুষ্যগণের কাম্য অপরাপর ঐশ্বরিক সুখ উপভোগ করলেন। অতঃপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি শ্রাবস্তীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ

করেন। বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে একদিন তিনি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত চতুরার্য সত্য সমন্বিত ধর্ম শ্রবণ করে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। একদিন ভিক্ষুসংঘকে স্বীয় কৃতকর্ম প্রকাশার্থে এই প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন :

১. এখন হতে একত্রিশ কল্প পূর্বে পৃথিবীতে বত্রিশ লক্ষণযুক্ত শিখী নামক বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল।

২. তিনি দীপবৃক্ষের ন্যায়, আকাশস্থ সূর্যের ন্যায়, মেরুরাজের ন্যায় জনগণের মধ্যে উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকীর্ণ করেছিলেন।

৩. তিনি ধর্মযান পূর্ণ করে জনগণের জন্য সংসার উত্তরণের পথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৪. ধর্মধ্বজা উত্তোলন ও ধর্মদুন্দুভি নিনাদিত করে তিনি সত্ত্বগণের দুঃখ মোচন করত শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হন।

৫. একসময় লোকপ্রদ্যোত বুদ্ধ নির্জন সুখ উপভোগের জন্য বনে গমন করেন।

৬-৭. এটা (বন) ছিল পুন্নাগ, নাগ, পূগাদি নানা বৃক্ষে লতাবেষ্টিত শাখায় কুসুম-পরিবৃত অতি রমণীয়। সুগন্ধিময় পুষ্প মধুমক্ষিকার দ্বারা পরিবৃত, সেখানে নানাপ্রকার ময়ূর-মৃগ-কিন্নর নৃত্য করছিল।

৮. আষাঢ়ের মনোরম জলধারা অনবরত প্রবাহিত হচ্ছিল জলাশয়ের দিকে।

৯-১০. সেই সুশীতল বালুকাচরে শিলাসনে বসে ভগবান বুদ্ধ ষড়ুরশ্মি বিচ্ছুরণ করছিলেন। আর দেবগণ তথায় উপস্থিত হয়ে লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে গন্ধমাল্যসহ নেচে গেয়ে পূজা করছিলেন।

১১-১২. তিনি দেবগণের মাঝখানে উপবিষ্ট হয়ে মধুরস্বরে চতুরার্য সত্য দেশনা করছিলেন, এমন সময় মৃগ-শূকরের মাংসদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী এক ব্যাধ উপস্থিত হলো।

১৩-১৪. সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্যাধ দেবসংঘের মাঝে ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেল, তারকাকীর্ণ আকাশে চন্দ্রতুল্য, মেরুসদৃশ বিরাজমান বুদ্ধ চতুরার্য সত্য দেশনা করছেন।

১৫-১৬. ব্যাধ বলল, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে প্রসন্নমনে উত্তম ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম। সেই একত্রিশ কল্প পূর্বে আমা কর্তৃক সম্পাদিত পুণ্যকর্মের ফলে আমি দেবকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৭-১৮. তখন আমি দেবসংঘে পরিবৃত হয়ে রত্নময় দেববিমানে ষড়ুবিধ কামসুখ উপভোগ করেছিলাম। মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেও সদ্ধর্ম শ্রবণের কারণে ভোগসম্পত্তিতে কোনো রূপ উনতা প্রাপ্ত হয়নি।

১৯-২০. এই ভদ্রকল্পে নগরী শ্রাবস্তীর ধনবান ও উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করি। বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে বিচরণ করতে করতে একসময় জেতবন বিহারে উপনীত হই।

২১-২২. সেখানে সশিষ্য ভগবান বুদ্ধকে চতুরার্য সত্য সমন্বিত সুমধুর ধর্মদেশনা করতে দেখি। আমি সেই ধর্ম শ্রবণ করে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হই এবং জরামরণ নিবৃত্তিকারক উত্তম নির্বাণ প্রাপ্ত হই।

২৩-২৪. ক্ষণিক মাত্র সুদেশিত ধর্ম শ্রবণ করে আমি কখনো চতুরপায়ে জন্মগ্রহণ করিনি। তাই আমি হাত তুলে বলি, আপনারা আমার দৃষ্টান্ত দেখে উত্তম ধর্ম শ্রবণ করুন।

এরূপ বলা হলে প্রাণিগণ ধর্ম শ্রবণে নিয়োজিত হয়েছিল।

২৫. অল্পক্ষণের জন্য হলেও সদ্ধর্ম শ্রবণ করে এবং অধিগত বিভবের পরিণাম জেনে আলস্যহীন হয়ে দুর্লভ সুখদায়ক ধর্মকে জানুন এবং ধর্ম গ্রহণ করে ভব-বিভব সুখ লাভ করুন।

১.৩ তিনজনের উপাখ্যান

একসময় জম্বুদ্বীপে অনাবৃষ্টি হয়েছিল। প্রখর সূর্যতাপে পুকুর-নদী-গিরি-কন্দর-ঝর্ণা প্রভৃতির জল শুকিয়ে গেল। প্রতিদিন মাছ-কচ্ছপাদি জলচর প্রাণীরা মরতে লাগল। মহাবনের বৃক্ষ-তৃণ-লতাদি শুকিয়ে গেল। মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের জন্য মরীচিকার পিছনে ইতস্তত ঘুরে ভীষণ কষ্ট পেতে লাগল। এমতাবস্থায় এক তৃষ্ণার্ত শুকশাবক জলের অন্বেষণ করতে গিয়ে পাহাড়ের গভীর গহ্বরে পূতিগন্ধময় পানীয় জলের আভাস পেয়ে নেমে পড়ল। অতিরিক্ত জল পানের ফলে সে দেহভারে ওপরে উঠতে সক্ষম হলো না। এরপর একটি সর্প ও একজন মনুষ্য অনুরূপভাবে গহ্বরে পতিত হলো। তারাও আলম্বন-অভাবে গহ্বর হতে উঠতে সক্ষম হলো না। তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পরস্পর মৈত্রীভাবে বাস করতে লাগল।

অতঃপর বারাণসীর এক ব্যক্তি বনে প্রবেশ করে পানীয় জলের অন্বেষণ করতে গিয়ে ঐ গহ্বরের নিকটে উপনীত হলো। উক্ত তিন প্রাণীকে দেখে তার অন্তরে দয়া উৎপন্ন হলো। সে পিঠে শক্ত রশি বেঁধে গহ্বরে রশি ফেলে দিয়ে তাদের উদ্ধার করল। তারা বলল, 'ইনি আমাদের জীবনদান করেছেন।' তারা অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল, 'সৌম্য, আমরা আপনার দয়ায় জীবন ফিরে পেয়েছি। এখন হতে আপনি আমাদের বন্ধু, আমরাও আপনার বন্ধু।' শুকশাবক বলল, "বারাণসীর দক্ষিণ দ্বারে এক মহান্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে, আমি সেখানে বাস করি। আপনার যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানে গিয়ে 'শুক' শব্দ করে ডাকবেন।"

অতঃপর সে মৈত্রী স্থাপন করে চলে গেল। সর্পটি বলল, "সৌম্য, আমি ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অনতিদূরে একটি বল্মীকে বাস করি। আপনার প্রয়োজন হলে সেখানে গিয়ে 'দীঘা' বলে ডাকবেন।" সেও বন্ধুত্ব স্থাপন করে চলে গেল। মানুষটিও বলল, 'আমি বারাণসীর অমুক গ্রামের অমুক বাড়িতে বাস করি। আপনার প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন।' এরূপ বলে সেও চলে গেল।

একসময় সেই উপকারী ব্যক্তির ঐ বন্ধুদের প্রয়োজন হওয়ায় ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে গিয়ে 'শুক' বলে ডাক দিলেন। ডাক শুনে শুকশাবক দ্রুত গিয়ে তাকে বলল, 'সৌম্য, অনেকদিন পর এসেছেন, আপনার আগমনের কারণ বলুন।' লোকটি বলল, 'সৌম্য, আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে জীবিকানির্বাহ করতে অসমর্থ হয়ে আপনার কাছে এসেছি।' শুকশাবক বলল, 'উত্তম সৌম্য, আপনি আমার জীবনদান করেছেন, আমারও উচিত আপনার জীবন-জীবিকার উপায় করে দেওয়া। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসি আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।' এরূপ বলে সে লোকটির জীবিকা অর্জনের উপায় অন্বেষণে বের হলো। সেই সময় বারাণসীরাজ সপরিষদ নগর হতে বহির্গত হয়ে মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করে ক্রীড়ান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে পঞ্চবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত মঙ্গল পুষ্করিণী দেখতে পেলেন। তিনি অলংকারগুলো খুলে রাজকর্মচারির হেফাজতে রেখে স্নান করার জন্য পুকুরে নামলেন। তখন শুকশাবক সেখানে গিয়ে এক বৃক্ষশাখায় বসল। রাজকর্মচারিরা প্রমাদগ্রস্ত ও অন্যমনস্ক দেখে শুক রাজার মুক্তোর হারটি নিয়ে আকাশপথে দ্রুত গমন করে তার বন্ধুকে দিয়ে বলল, 'সৌম্য, এটা নিয়ে অপ্রমত্তভাবে জীবিকানির্বাহ করুন।' সে তা গ্রহণ করে 'কোথায় রাখব' ভেবে তার মনুষ্য বন্ধুর কথা স্মরণ হলো। সে যে নগরে বসবাস করে সেই নগরে তার নিকট উপস্থিত হয়ে শুকশাবক কর্তৃক প্রত্যুপকারের কথা বলে মুক্তোর হারটি তার কাছে রাখার (গচ্ছিত) জন্য বলল। ঠিক সেই সময়ে মহারাজ স্নান সমাপনান্তে আভরণসমূহ পরিধান করার সময় মুক্তোর হারটি দেখতে পেলেন না। রাজকর্মচারিগণ অন্তঃপুরে ও বাইরের লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করল, কিন্তু মুক্তোর হারটি পাওয়া গেল না। অতঃপর ভেরি বাজিয়ে জানানো হলো, যে মুক্তোর হারের সন্ধান দেবে রাজা তাকে পুরস্কৃত করবেন। সেই ব্যক্তি (মিত্রদ্রোহী) পুরস্কারের বিষয় শুনে ভাবল, 'আমিও দুঃখী, মুক্তোর হার রাজাকে প্রদর্শন করে সুখে বাস করব'—এভাবে উপকার ভুলে গিয়ে সেই মহামিত্রদ্রোহী রাজকর্মচারিদের নিকট গিয়ে মুক্তোর হারের বিষয় ব্যক্ত করল, 'এটা আমার নিকট একজন লোক রেখে গেছে।' এরূপ অসৎ পুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১. মধুক্ষীরদ্বারা বর্ধিত নিমবৃক্ষ কখনো মিষ্টি হয় না, অসৎ ব্যক্তির উপকার

করলেও সেরূপ প্রত্যুপকার পাওয়া যায় না।

২. নুহী তরুর শীর্ষে জল দিলে কখনো মিষ্টি হয় না, অসৎ ব্যক্তির উপকার করলেও সেরূপ প্রত্যুপকার পাওয়া যায় না।

৩. নিত্য দুগ্ধদ্বারা পোষ্য সর্প যেমন সুযোগ পেলে দংশন করে, তেমনই হীন ব্যক্তিও উপকারীর ক্ষতিসাধন করে।

৪. নিজের প্রজ্বলিত আগুন যেমন কখনো শীতলতা দান করে না, তেমনই হীন ব্যক্তির উপকার করলে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ হতে হয়।

৫. তাই বিচারবিবেচনা করে এবং উত্তমরূপে পরীক্ষা করে মৈত্রীভাব বা বন্ধুত্ব করা উচিত, এতে সুখ লাভ করা যায়।

অতঃপর মিত্রদ্রোহীর কথানুযায়ী রাজকর্মচারিগণ মুক্তোর হার হরণকারী লোকটিকে রাজার নিকট নিয়ে গেল। রাজা হারসহ চোরকে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে আদেশ দিলেন, 'চোরকে দক্ষিণ দ্বারে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত শূলে দাও।' সেই লোকটিকে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তার সর্পবন্ধুর কথা মনে পড়ল এবং 'নিশ্চয় সে আমাকে রক্ষা করতে পারবে' ভেবে 'দীঘা' বলে ডাকল। সর্প বল্মীক থেকে বের হয়ে তার উপকারী বন্ধুকে দেখে সংবেগ ও দুঃখবোধ করল এবং ভাবল, 'আজ অবশ্যই আমার বন্ধুর উপকার করতে হবে।' সে তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ত্যাগ করে মনুষ্যরূপ ধারণ করে রাজকর্মচারিদের বলল, 'এ লোকটিকে এখন হত্যা করবে না।' এরূপ বলে মুহূর্তের মধ্যে রাজমহিষীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সর্পরূপ ধারণ করে রানিকে দংশন করল। রানি মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সর্প পুনরায় মনুষ্যরূপ ধারণ করে বলল, 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি বিষ নিরোধ করার উপায় জানে।' তারপর বন্ধুকে বলল, 'রাজা আপনাকে আহ্বান করলে আপনি গিয়ে রানির শরীরে জল ছিটিয়ে বিষমুক্ত করবেন।' এ কথা বলে সর্প চলে গেল। রাজা বৈদ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে উক্ত বিষয় অবগত হয়ে তাকে রাজপ্রাসাদে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে উপস্থিত হলে রানিকে বিষমুক্ত করার জন্য বললেন। সেও সর্পবন্ধুর পরামর্শমতো রানির দেহে জল ছিটিয়ে দিল; রানি সুস্থ হলেন। রাজা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জমি, বিভিন্ন সামগ্রী ও যানবাহনাদি দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। অতঃপর সে রাজাকে সমস্ত বিষয় অবহিত করল। অতঃপর বলল :

৬. একসময় আমি কোনো কার্যোপলক্ষ্যে বনে গিয়েছিলাম। তখন একটি শুকশাবককে মহাগহ্বরে পতিত অবস্থায় দেখেছিলাম।

৭. একটি সর্প ও একজন মানুষও উক্ত গহ্বরে পড়েছিল। আমার করুণা উৎপন্ন হলে আমি তাদেরকে গহ্বর থেকে উদ্ধার করি।

৮. তখন তারা বলেছিল, 'আপনি আমাদের জীবন রক্ষা করে বহু উপকার

করেছেন। যদি কখনো প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি আমাদের কাছে আসবেন।'

৯. আমি শুকশাবকের নিকট উপস্থিত হই। শুক আমাকে একটি হার দিয়ে উপকার করে। অতঃপর মনুষ্য বন্ধুর নিকট গমন করি।

১০. আমার মৃত্যুদণ্ড দেখে সর্পরাজ আমার জীবন রক্ষা করেছে এবং বিপুল ধন প্রদান করেছে।

১১. হে রাজন, সুজন ক্ষুদ্র হলেও অবজ্ঞার পাত্র নয়। শুক ও সর্প উভয়ে মিত্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

১২. মানুষ আমার সমগোত্রীয়। যারা নরাধম তারা এভাবে শত্রুতার দ্বারা উপকারীর ক্ষতি করে।

১৩. নিমিত্ত অনুযায়ী আকাশ যেমন কুপিত ও নন্দিত হয়, সেরূপ শীলের দ্বারা অসৎ ও মূর্খকে জানা যায়।

১৪. মহারাজ, মনুষ্যগণ যেরূপ অবিশ্বাসযোগ্য ও হীন হয়, তির্যক প্রাণী সেরূপ হয় না।

অনন্তর সে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাজা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আদেশ দিলেন, 'এ ব্যক্তিকে একটি সুদৃশ্য গৃহ নির্মাণ করে ধনসম্পদাদি প্রদান কর।' সে অনুরোধ করল, 'আমার গৃহটি ন্যগ্রোধবৃক্ষ ও বল্মীকের মাঝখানে নির্মাণ করুন।' গৃহ নির্মিত হলে সে গৃহে বাস করে রাজার বহু উপকার সাধন করেছিল এবং বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে বাস করে আয়ু শেষে মৃত্যুর পর কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেছিল।

১৫. এভাবে উক্ত সৎ ব্যক্তি মিত্রতা ও বন্ধুত্বের কারণে কায়িক ও আর্থিক সুখ এবং পরম প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছিল। বন্ধু ব্যতীত কারও উত্তম অভিবৃদ্ধি হয় না। অতএব কুশলকর্ম কর এবং সৎ সঙ্গী বেছে নাও।

১.৪ বুদ্ধেনীর উপাখ্যান

অতীতকালে পাটলিপুত্র নগরে সত্তর কোটি ধনসম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর এক কন্যা ছিল, নাম বুদ্ধেনী। তাঁর সপ্তবর্ষ বয়ঃকালে মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তিনি সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি অপরূপ আনন্দময়ী গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শনা সুন্দরী ছিলেন। তিনি ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নচিত্ত। সেই নগরে শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, উপরাজ যাঁরা বাস করতেন, তাঁরা বুদ্ধেনীকে নিজেদের স্ত্রী করার জন্য পত্রসহ লোক প্রেরণ করেছিলেন। তা শুনে বুদ্ধেনী চিন্তা করলেন, 'আমার মাতাপিতা সবকিছু ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন, আমাকেও সে পথ অবলম্বন করতে হবে, পতিকুলে গিয়ে ধনসম্পদ নষ্ট করার কী প্রয়োজন? এই ধনসম্পদ বুদ্ধশাসনের জন্য ব্যয় করা উচিত।' এরূপ চিন্তা করে তিনি তাদের

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন হতে তিনি শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মহাদান দিতে লাগলেন। তাই বলা হয়েছে :

১. তাঁর গৃহ ছিল চারদিক হতে আগত ভিক্ষুগণের জন্য যেন দানশালা। এটা ছিল মহাকল্পবৃক্ষসদৃশ। যাঁর যা ইচ্ছা লাভ করতেন।

২. তাঁর এই শ্রেষ্ঠ দানশালা পুষ্পোপহারাদি বিতানের দ্বারা অলংকৃত ছিল। যাতে প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকত, উত্তম আসনাবলি বিছানো থাকত এবং সুখাসনে আসীন পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা সর্বদা ঐ দানশালা অলংকৃত থাকত।

৩. করুণাগুণের অগ্রস্থানীয়া বুদ্ধেনী পবিত্র-পুণ্য চিত্তে সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করে সুন্দর আসনে উপবিষ্ট হয়ে সুধৌতহস্তে প্রশংসনীয় মহাদান দিতেন।

অতঃপর এক অশ্ব বণিক প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় তাঁর (বুদ্ধেনীর) গৃহে রাত্রিযাপন করেন। সেই বণিক তাঁকে দেখে কন্যাস্নেহে মালাগন্ধ ও বস্ত্রালংকারাদি দিয়েছিলেন। যাবার সময় বললেন, 'এই অশ্বগুলো হতে তোমার ইচ্ছানুযায়ী একটি অশ্ব নাও।' তিনি অশ্বগুলোর মধ্যে এক সিন্ধুজাত অশ্বশাবক দেখে বললেন, 'আমাকে এটা দিন।' বণিক সেই সিন্ধুদেশীয় অশ্বশাবকটি দিয়ে বললেন, 'এটা আকাশে উড়তে পারে।' তিনি চিন্তা করলেন, 'আমি এটা পুণ্যফলে লাভ করেছি। ইতিপূর্বে ভগবান মহাবোধিমূলে বসে সসৈন্য মারকে পরাজিত করে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হয়েছেন। আমি সেখানে গিয়ে মহাবোধিকে বন্দনা করব।' এরূপ চিন্তা করে একদিন রজত-সুবর্ণমালাসহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আকাশমার্গে বোধিতলে উপনীত হয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমি সুবর্ণমালা দিয়ে পূজা করতে এসেছি। আর্যগণও পূজা করতে আসুন।' তাই বলা হয়েছে :

৪–৬. আমি বুদ্ধশাসনের প্রতি শুদ্ধচিত্ত ও প্রসন্ন। আমাকে অনুগৃহীত করার জন্য আসুন, বোধিকে নমস্কার করুন এবং উত্তমরূপে সুবর্ণমালা দিয়ে পূজা করুন।

তাঁর কথা শুনে সিংহলবাসী আর্যগণ আকাশমার্গে এসে সেখানে বন্দনা করলেন এবং উৎসব করলেন।

তখন হতে কুমারী বুদ্ধশাসনের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে প্রতিদিন অশ্বপৃষ্ঠারোহণে উপস্থিত হয়ে আর্যদের সঙ্গে মহাবোধিকে পূজা করে চলে যেতেন। এভাবে পাটলিপুত্রের বন দিয়ে যাতায়াত করার সময় বনচারীরা তাঁর অপরূপ রূপ দেখে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, এক অপরূপ রূপসি কুমারী প্রতিদিন অশ্বারোহণ করে মহাবোধিকে বন্দনা করে চলে যায়। আপনি সেই দেবীরূপী কুমারীকে অগ্রমহিষী করুন।' রাজা তাদের কথা শ্রবণ করে বললেন, 'তাহলে সেই কুমারীকে আনয়ন কর, আমার অগ্রমহিষী করব।' এরূপ বলে

রাজকর্মচারিদের নিয়োগ করলেন। সেই নিয়োজিত ব্যক্তিরা 'কুমারীকে বোধিপূজা করে ফেরার পথে ধরব' বলে গোপনীয় জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কুমারী অশ্বে আরোহণ করে মহাবোধিমণ্ডপে গিয়ে অর্হৎগণের সঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে বোধিপূজা-বন্দনা করে চলে যাওয়ার সময় ধর্মরক্ষিত নামে একজন স্থবির বললেন, 'বোন, তোমাকে ধরার জন্য গোপন স্থানে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তুমি সতর্কভাবে তাড়াতাড়ি চলে যাও।' কুমারী যাওয়ার সময় সে স্থানে পৌঁছলে অনুচরগণ অনুসরণ করছে বুঝতে পেরে তিনি অশ্বকে পায়ের দ্বারা আঘাত করে দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। অনুচরগণও পশ্চাদনুসরণ করতে লাগল। অশ্ব দ্রুতবেগে আকাশে উঠে গেল। কুমারী গতি রক্ষা করতে না পেরে অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গেলেন। অশ্ব উপকারের কথা স্মরণ করে দ্রুতবেগে গিয়ে কুমারীকে পৃষ্ঠে উপবিষ্ট করিয়ে আকাশপথে গন্তব্যস্থানে নিয়ে রাখল। তাই বলা হয়েছে :

৭. তির্যক প্রাণী উপকারীর কথা স্মরণ করে প্রভুকে ত্যাগ করেনি। তোমরা প্রাণীদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হও। তদবধি কুমারী সপ্তাশীতি কোটি ধন বুদ্ধশাসনে দান করে যাবজ্জীবন শীলাদি উপোসথ পালন করে মৃত্যুর পর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮. অতি তরুণ বয়সে মাতৃজাতিও বিবিধ কুশলকর্মের দ্বারা স্বর্গ লাভ করতে পারে।

৯. কুশলকর্ম মহৎ ফলদায়ক, এটা উপলব্ধি করে আপনারা কেন দানাদি সৎকর্মকে উপেক্ষা করবেন?

১.৫ অহিতুণ্ডিকের (সাপুড়ের) উপাখ্যান

এই ভদ্রকল্পে আমাদের ভগবানের পূর্বে কশ্যপ নামে বুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছিল। তিনি দেবমনুষ্যগণের সংসারসাগর থেকে পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধের সর্ববিধ কর্তব্য সমাপন করে (ধর্মদেশনা সমাপ্ত করে) অস্তগামী সূর্যের ন্যায় অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেন। সকল জম্বুদ্বীপবাসী একত্রিত হয়ে সেখানে সুবর্ণ ইষ্টকদ্বারা কোটি টাকা মূল্যে এবং বাইরে ও ভেতরে অর্ধকোটি টাকা মূল্য করে মৃন্ময় চিত্রখচিত যোজনোর্ধ্ব এক স্তূপ নির্মাণ করে মহাসৎকার করেছিলেন। সে সময় রাজধানীতে গমনাগমন পথে এক সাপুড়ে সর্পের খেলা প্রদর্শন করে জীবিকানির্বাহ করত। সে এক গ্রামে গিয়ে সর্পক্রীড়া প্রদর্শন করেছিল। গ্রামবাসী এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিবিধ প্রকার খাদ্যভোজ্য খেতে দিল। সে খেয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগল। সেই গ্রামের জনগণ ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তারা রাতে শুয়ে 'নমো বুদ্ধায়' বলত। সাপুড়ে ছিল

মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। সে ত্রিরত্নের গুণ সম্পর্কে জানত না। সে তা শ্রবণ করে শোবার সময় খেলা ও পরিহাসচ্ছলে বলত, 'নমো বুদ্ধায়'। অতঃপর একদিন সে ক্রীড়া প্রদর্শনকালে এক সর্প নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে সময় এক নাগরাজ কশ্যপ বুদ্ধের স্তূপে গিয়ে বন্দনা করে এক বল্মীকে প্রবেশ করছিল। সাপুড়ে নাগরাজকে দেখে ধরার জন্য দ্রুতবেগে গিয়ে মন্ত্র জপতে লাগল। নাগরাজ মন্ত্র শুনে রাগান্বিত হয়ে তাকে দংশন করতে উদ্যত হলো। সাপুড়ে ভয়ে দ্রুত পলায়ন করতে গিয়ে এক পাষাণে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে পূর্বোক্তভাবে পরিহাসচ্ছলে 'নমো বুদ্ধায়' বলে পড়ে গেল। তার এরূপ শব্দ নাগরাজের শ্রবণদ্বারে অমৃত বর্ষণ করল। নাগরাজ বলল, 'তুমি ত্রিরত্নের মন্ত্রে দীক্ষিত, তাই তোমাকে দংশন করা অনুচিত। আজ তুমি আমাকে প্রসন্ন করলে, তোমাকে পুরস্কার দিলাম, গ্রহণ কর।' এই বলে নাগ তিনটি সুবর্ণপুষ্প প্রদান করল। ত্রিরত্নের নাম তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের মনও জয় করেছিল। এই হেতু বলা হয়েছে :

১. বুদ্ধ শব্দ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধপদ উত্তম, পৃথিবীতে এর সমান অন্য কোনো শ্রুতিরস নেই।

২. ধর্ম শব্দ শ্রেষ্ঠ, ধর্মপদ উত্তম, পৃথিবীতে এর সমান অন্য কোনো শ্রুতিরস নেই।

৩. সংঘ শব্দ শ্রেষ্ঠ, সংঘপদ উত্তম, পৃথিবীতে এর সমান অন্য কোনো শ্রুতিরস নেই।

৪. তাঁর মুখ মুখই, যা মুখেই বর্তমান থাকে, সর্বসম্পত্তিদায়ক বুদ্ধবচন দুর্লভ।

৫. তাঁর মন মনই, যা মনেই বর্তমান থাকে, সর্বসম্পত্তিদায়ক বুদ্ধবচন দুর্লভ।

৬. তাঁর শ্রোত্র শ্রোত্রই, যা স্মৃতিমান হয়ে শ্রবণ করে, সর্বসম্পত্তিদায়ক বুদ্ধবচন দুর্লভ।

৭. তা-ই (বুদ্ধবচন) দেহে কবচসদৃশ, কামদ-মণিসদৃশ, সুরভিধেনু-সদৃশ এবং স্বর্গের কল্পবৃক্ষসদৃশ।

৮. ঈদৃশ ঘোর সদা হলাহলসম্পন্ন সর্পও 'বুদ্ধ' শব্দ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে জীবনদান করেছে।

৯. মহামূল্যবান তিনটি সুবর্ণপত্রও দান করেছে, 'বুদ্ধ' শব্দের প্রভাব বা মাহাত্ম্য দেখ।

অনন্তর নাগরাজ তাকে সেই সুবর্ণপুষ্পগুলো দিয়ে এরূপ বলল, 'সৌম্য, এর মধ্যে একটি তোমার পুণ্যের জন্য এবং একটি আমার পুণ্যের জন্য পূজা

করবে। অন্যটির দ্বারা যাবজ্জীবন সুখে বাস করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে পোষণ করে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করে জীবিকানির্বাহ করবে। হীনকর্মে রত হবে না, মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করবে।' এই উপদেশ দিয়ে নাগরাজ চলে গেল। সাপুড়েও অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নাগরাজ যেভাবে বলেছে সেভাবে দুটি পুষ্পদ্বারা চৈত্যপূজা করল এবং তৃতীয়টি বিক্রয় করে একসহস্র মুদ্রা লাভ করল। এই অর্থ দিয়ে সে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে পোষণ করে যাচক এবং প্রার্থীদের দান দিয়ে সর্প ধরার জীবিকা ত্যাগ করল এবং অনেক কুশলকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল।

তাই বলা হয়েছে :

১০. বুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে কোনো কিছু না জেনেও যদি কেউ কেবল তাঁর নাম উচ্চারণের দ্বারা ধনাদি বিশেষ লাভ করতে পারে তাহলে যারা বুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত তারা কেন অন্য কৃত্য পরিহার করে বুদ্ধের নাম জপ করে না!

১.৬ শরণ স্থবিরের উপাখ্যান

শ্রাবস্তীতে সুমন নামে এক গৃহপতি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুজস্পতিকা। গৃহবাসকালে তাঁরা এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। তারা বড়ো হয়ে উঠলে মাতাপিতা মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠপুত্রকে বললেন, 'পুত্র, আমরা এই স্থানে চিরদিন জীবিত থাকতে পারব না। আমাদের ঘরে যেসব সম্পত্তি আছে তা তুমি গ্রহণ কর। এর ভার তোমার ওপর অর্পণ করলাম।' এরূপ বলে বড়ো ছেলের হাতে ছোটো মেয়ের হাত তুলে দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর সে মাতাপিতার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে তাদের কথামতো বাস করতে লাগল। কালক্রমে কনিষ্ঠ বোনকে পাত্রস্থ করে নিজেও দার পরিগ্রহ করল। পরবর্তী সময়ে তার কনিষ্ঠা ভগ্নী গর্ভবতী হলে একদিন তার স্বামীকে বলল, 'স্বামিন, আমার ভাইকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।' সেও 'উত্তম ভদ্রে' বলে উপঢৌকনাদি নিয়ে তার সঙ্গে যাত্রা করল। সে সময় ভগবান পরিপাটিরূপে চীবর পরিধান করে ভিক্ষুসংঘে পরিবৃত হয়ে নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর দেহ হতে ষড়ুবর্ণ রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তারা ভগবানকে দেখে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে দাঁড়াল।

শাস্তা সেই দম্পতির উপনিশ্রয় সম্পত্তি (অর্হত্ত্বফল লাভে কৃতকার্য) লাভ দর্শন করে তাদের ত্রিরশণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠা করে বললেন, 'কখনো দুঃখ উৎপন্ন হলে তথাগতকে স্মরণ করবে।'

তাই বলা হয়েছে :

১. যদি কখনো রাজভয় কিংবা চোরভয় উৎপন্ন হয় তাহলে সম্বুদ্ধের শরণ নিবে, উপদ্রব বিদূরিত হবে।

২. যদি কখনো যক্ষ-প্রেতাদির ভয় উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবে, তাহলে উপদ্রব বিদূরিত হবে।

৩. যদি সিংহ, ব্যাঘ্র, হায়েনা কিংবা জলজ কোনো ভয় উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবে, উপদ্রব বিদূরিত হবে।

৪. যদি অগ্নি, বায়ু, জলাদি হতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহলে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবে, উপদ্রব বিদূরিত হবে।

৫. যদি জরা-রোগাদি ও বিষম ঋতুর দ্বারা ভয় উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবে, উপদ্রব বিদূরিত হবে।

৬. জন্তুরা যদি জীবন হরণের জন্য আক্রমণ করে তাহলে বুদ্ধের শরণ ও প্রার্থনা করলে জয়ী হওয়া যায়।

তারা ভগবানের উপদেশবাণীকে অভিনন্দন করে ও বন্দনা করে চলে গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাদের যথাযথ সৎকার করল। তার স্বামী কিছুদিন অবস্থানের পর স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে রেখে গ্রামে 'আমার কাজ আছে' বলে চলে গেল। ভাই তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ভদ্রে, এর সকল কর্তব্য সম্পাদন করবে।' সে তখন তাকে জলাহার-পানীয়াদির দ্বারা সেবা করার সময় তার হাত, পা ও গলার অলংকারের প্রতি লোভ উৎপন্ন হলো। লোভ সংবরণ করতে না পেরে জলাহার ত্যাগ করে পীড়িতের ন্যায় ভান করে শয়নাসনে শুয়ে রইল। অতঃপর স্বামী গৃহে এসে স্ত্রীকে বিছানায় শায়িত দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রে, তোমার কী অসুখ হয়েছে?' সে নীরব থাকলে কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পর বলল, 'আমি বলতে পারব না।' স্বামী পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে মিনতি করলে সে চিন্তা করল, 'আমি সোজাসুজি তার অলংকার পেতে চাই বললে রাজি হবে না। তার পঞ্চ মধুময় মাংস পেতে চাই বললে তাকে মেরে ফেলবে। তাহলে তার অলংকারগুলো আমার হবে।' তারপর সে বলল, 'স্বামিন, আমি তোমার কনিষ্ঠার পঞ্চ মধুময় মাংস পেতে চাই। না পেলে আমি বাঁচব না।' তার কথা শুনে সে তার স্ত্রীকে মনুষ্যহত্যা থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক বুঝাল, কিন্তু সক্ষম হলো না। অতঃপর তার প্রতি প্রেমে কামান্ধ ও মোহান্ধ হয়ে বলল, 'উত্তম, লাভ করবে।' তাই বলা হয়েছে :

৭. যে স্ত্রীর বশীভূত তার ইহলোক ও পরলোকের ক্ষতি হয় এবং মহৎ গুণ হ্রাস পায়।

৮. যে স্ত্রীর বশীভূত সে মাতাপিতা, ভাইবোন ও গুরুজন চেনে না।

৯. যে স্ত্রীর বশীভূত সে কামান্ধহেতু কারণ-অকারণ কিংবা কর্তব্য কিছুই

জানে না।

১০. যে স্ত্রীর বশীভূত সে প্রাণিহত্যা, পরদারগমন, অলীক বাক্য ভাষণ ইত্যাদি করে।

১১. যে স্ত্রীর বশীভূত সে বিভেদ সৃষ্টি, মদ্যপান, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি সবরকম কর্ম করতে পারে।

১২. অহো, কত আশ্চর্য ও ভয়াবহ! স্ত্রীকে বশীভূত করার জন্য সে সহোদরাকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছে।

অতঃপর সেই ব্যক্তি ভগ্নীকে বলল, 'বোন, আমাদের মাতাপিতা অমুক গ্রামে ঋণ দিয়েছিলেন, যদি আমরা যাই তবে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ ফেরৎ দেবে।' ভাইয়ের কথামতো সেও ঋণ গ্রহণের জন্য উত্তমযানে উপবিষ্ট হয়ে ঋণ গ্রহীতার গ্রামে যেতে লাগল। এক মহা অরণ্যে গিয়ে রথ হতে নামিয়ে ভ্রাতা বীরদর্পে তার হাত ধরে গহিন বনে নিয়ে 'তাকে মেরে ফেলব' চিন্তা করে চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিল। তখনই তার প্রসববেদনা উৎপন্ন হলো। সে সলজ্জায় বলল, 'আমার প্রসববেদনা উৎপন্ন হয়েছে। প্রসবের পর তুমি আমাকে ধরবে।' তাকে বিরত করা গেল না, সে একটি পুত্র প্রসব করল। 'তাকে বটবৃক্ষমূলে হত্যা করব' ভেবে চুলের মুটি ধরে টানতে লাগল। তখন সে ভাইয়ের নিকট প্রার্থনা করল, 'ভাই, তোমার ভাগ্নের মুখ দেখে তার প্রতি স্নেহবশত হলেও আমাকে মেরো না।' তার করুণ মিনতিতে কর্ণপাত না করে আরও রূঢ়ভাবে তাকে মারতে লাগল। তখন সেই মহিলা নিজেকে অসহায় বোধ করল। 'আমার শব্দ শুনে কেউ আমার ভাইয়ের অনর্থ (ক্ষতি) করবে, এটা অনুচিত' ভেবে ভাইয়ের প্রতি স্নেহবশত নিজের গৃহীত শরণ নিয়ে মৃতের মতো পড়ে রইল। তার মৈত্রীভাবনা ও মরণানুস্মৃতি ভাবনার প্রভাবে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের দেবতা ভাবলেন, 'এই ব্যক্তি মহিলাটিকে মেরে ফেলবে। আমি দেবসমাগমে প্রবেশ করতে সক্ষম হব না।' এরূপ চিন্তা করে স্বামীর রূপ ধারণ করে তাকে (ভাই) ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিলেন; বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই।' সুসজ্জিত যানে পুত্রসহ মহিলাটিকে সেই দিন শ্রাবস্তীর অন্তঃনগরে অতিথিশালায় রেখে অন্তর্ধান করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১৩. যিনি সর্বসম্পত্তিদায়ক ও সর্বলোকের নায়ক বুদ্ধের অনুধ্যান করেন তাঁকে দেবগণ রক্ষা করেন।

১৪. যিনি মুহূর্তের জন্যও মৈত্রীভাবনা করেন তাঁকে দেবগণ সকল বিপদ হতে রক্ষা ও পালন করেন।

তার স্বামী নগর হতে কাজে বের হওয়ার সময় স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখন, কীভাবে আসলে?' সে যে দেবতা কর্তৃক আনীত হয়েছে, তা জানত

না। সে বলল, 'তুমি কী বলছ? তুমিই তো আমাকে আনলে।' সে বলল, 'তুমি এ কী বলছ? তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছে দিয়ে আসার পর আজ চার মাস অতীত হলো, এর মধ্যে তোমাকে একবারও দেখিনি। তুমি কখন আমার সঙ্গে আসলে?' সে বলল, 'তাহলে সেই লোকটি এই রহস্যময় কাজ করেছেন।' বলে তার ভাইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত বলল। তা শুনে তার স্বামীর সংবেগ ও ভয় উৎপন্ন হলে নিজগৃহে গমন করল। অতঃপর তারা যে শরণ গ্রহণ ও শীলানুশীলনের প্রভাব জীবনে লাভ করেছে তা ভগবানের নিকট প্রকাশ করত পুত্রকে ভগবানকে বন্দনা করিয়ে শরণ নামকরণ করল। শাস্তা তাদের মনোভাব অনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। দেশনা শেষে উভয়ে স্রোতাপত্তিফল লাভ করল। শরণ কুমার বিশ বছর বয়সে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শনভাবনা করে অর্হত্ত্বফল লাভ করত শরণ থের নাম সার্থক করেছিলেন।

১৫. হে জনগণ, ক্ষণিকের জন্যও যদি মনে মনে দেবাদিদেব (বুদ্ধ)-কে যারা স্মরণ করে তারা শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা লাভ করে—এ কথা মনে করে, ভগবানের গুণরাশির কথা জেনে তোমরা সর্বদা (সর্বতোপায়ে) সর্বকালে শরণ এবং শীলের ভজনা কর।

১.৭. বিশ্বমিত্রার উপাখ্যান

একসময় জম্বুদ্বীপে কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বী-রাজের বিশ্বমিত্রা নামে এক অগ্রমহিষী ছিলেন। সে সময় মহাভিক্ষুসংঘসহ ভগবান কৌশাম্বীতে বিচরণ করে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি রাজার সঙ্গে বিহারে গিয়ে অনুপম বুদ্ধলীলাসহকারে সুমধুর কণ্ঠে দেশিত ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে প্রসন্নচিত্তে ত্রিশরণে শরণাপন্ন হয়ে বুদ্ধসেবিকা হলেন অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে সেই রাজার রাজত্বকালে প্রত্যন্ত রাজা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে পত্র লিখে জানাল, 'হয় রাজ্য দিন, না হয় যুদ্ধ করুন।' এ সংবাদ পেয়ে রাজা মহাসৈন্যবাহিনী-পরিবৃত হয়ে রানিসহ যুদ্ধশিবিরে গিয়ে বললেন, 'ভদ্রে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্পর্কে আমি জানি না। যদি আমি পরাজিত হই তাহলে পূর্বে রঙিন পতাকা উত্তোলন করব। তা দেখে তুমি কৌশাম্বী চলে যাবে', এরূপ নির্দেশ দিয়ে রাজা রণক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিজের পরাজয়ের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে স্ত্রীর কথা স্মরণ করে রঙিন ধ্বজা উত্তোলন করে রণক্ষেত্রে পড়ে গেলেন। রানি রঙিন পতাকা দেখে 'আমার স্বামী পরাজিত হয়েছেন' জানতে পেরে ভয়ে পলায়ন করতে লাগলেন। সেই আক্রমণকারী রাজ্যের (বিজয়ী) লোকজন তাঁকে দেখে 'ইনি রাজার অগ্রমহিষী' জানতে পেরে তাঁদের রাজার হাতে প্রদান করল। রাজা তাঁকে দেখে আসক্তচিত্তে অমাত্যদের

নির্দেশ দিলেন, 'তার সঙ্গে আমার অভিষেক কর।' অমাত্যগণ রানিকে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি 'আমি অভিষিক্ত হবো না' বলে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। অমাত্যগণ তা রাজাকে অবহিত করলেন। রাজা তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি অনিচ্ছুক কেন?' তিনি বললেন :

১. হে সজ্জন, আমার কথা শ্রবণ করুন। আমার সর্বসুখ প্রদানকারী স্বামী আজ মৃত।

২. তিনি আমাকে অভিষিক্ত করে প্রাণবৎ ভালবাসতেন, তা অন্তরে পোষণ করে আসছি যাতে আমি শোকাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি।

৩. মহারাজ, যদি আমি আপনার অগ্রমহিষী হই, তাহলে আপনার দুঃখ মোচন করতে কিংবা অন্তরে শান্তি দিতে পারব না।

৪. আমি শোকানলে প্রজ্বলিত, দেহমন শোকাচ্ছন্ন, আমার বিবেকবুদ্ধি (জ্ঞান) জ্বলন্ত অনলে প্রক্ষিপ্ত খড়ের ন্যায়।

৫. আমি প্রিয়বিয়োগ দুঃখ বার বার চিন্তা করি। আমি আপনার দুঃখ মোচন কিংবা অন্তরে শান্তি দিতে পারব না।

এ কথা শুনে রাজা ক্রোধান্ধ হয়ে বললেন, 'যদি অভিষিক্ত না হও তবে তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।' এরূপ বলে বহু শুষ্ক কাঠ দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করত আগুনে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি রাজাকে অনুরোধ করলেন :

৬–৭. রাজন, পাপকারীর ফল অনলে পতনের ন্যায় নিশ্চয়ই ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ করতে হয়। পূর্বরাজা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মাতাপিতা, বালক, রোগগ্রস্ত স্ত্রী ইত্যাদি কোনো প্রাণীকে বধ করেননি, আপনিও তাঁর মতো হত্যায় বিরত থাকুন।

রাজা তাঁর কথা শুনে দুষ্ট প্রকৃতির লোক আনালেন। নির্দেশ দিলেন, 'একে হাত-পা ধরে আগুনে নিক্ষেপ কর।' তারা তাই করল। তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্তকালে 'আমি কখনো শরণ ত্যাগ করিনি, এখন শরণ গ্রহণ করব' চিন্তা করে মনে মনে বললেন, 'বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।' এরূপ শরণ নিতে নিতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হলেন। অগ্নি তাঁর দেহের লোমাগ্রভাগেও উষ্ণ করতে সক্ষম হলো না। পদ্মগর্ভে প্রবেশ করার ন্যায় তাঁর শীত অনুভূত হলো। রাজা এই আশ্চর্য বিষয় দেখে সংবেগপ্রাপ্ত ও রোমাঞ্চিত হলেন। ত্বরিত বেগে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় হাতে তাঁকে ধরে নামিয়ে সিংহাসনে বসালেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার দেহে অগ্নি পরিদগ্ধ করল না কেন?' তিনি কারণ বলতে গিয়ে বললেন :

৮-৯. সত্ত্বগণের ভয় বা বিপদ উপস্থিত হলে ত্রিরত্নের শরণ ব্যতীত মাতাপিতা, জ্ঞাতি-পরিবার, বন্ধু কিংবা মন্ত্রশক্তি, মহাশক্তিধর দেবগণ কিংবা রাজা রক্ষা করতে পারে না।

১০. বুদ্ধের শরণ শ্রেষ্ঠ, তাই আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করি। রাজন, তার প্রভাবে জ্বলন্ত অগ্নি আমাকে দহন করেনি।

১১. ধর্মের শরণ শ্রেষ্ঠ, তাই ধর্ম আমার শরণ। রাজন, তার প্রভাবে জ্বলন্ত অগ্নি আমাকে দহন করেনি।

১২. সংঘের শরণ শ্রেষ্ঠ, তাই সংঘ আমার শরণ। রাজন, তার প্রভাবে জ্বলন্ত অগ্নি আমাকে দহন করেনি।

১৩. এরূপ মহানুভব বাণী প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণযোগ্য, নানা উপদ্রব ধ্বংসকারী ও নানাসম্পত্তি প্রদানকারী।

১৪. যে সত্ত্ব ত্রিশরণ সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করে না, সে ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করতে পারে না।

১৫. যিনি ত্রিশরণ সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করেন, তিনি ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করেন।

১৬. তাই, হে রাজন, আপনিও ত্রিশরণ গ্রহণ করুন। এতে আপনি সর্বত্র সর্বদা নিরাপদে বাস করতে পারবেন।

তা শ্রবণ করে রাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে মহাসৎকার ও সম্মান করে বললেন, 'আজ থেকে আপনি আমার বোন।' তাঁকে ভগ্নী পদে স্থান দিয়ে তিনি ত্রিশরণে শরণাপন্ন হলেন। সেখানে সমবেত বহুজনতা তাঁর প্রাতিহার্য দেখে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম করে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হলেন।

১৭. এভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ করার ফলে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে শীতানুভব করেছিলেন। পরম শরণ গ্রহণ ও শীল পালনের ফলে কেন ভোগসম্পত্তি ও নির্বাণ লাভ হবে না!

১.৮ মহামান্ধাতার উপাখ্যান

এখন হতে একানব্বই কল্প পূর্বে জগতে বিপস্সী নামক সম্যকসম্বুদ্ধ আবির্ভূত হয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে দেবমনুষ্যগণের পূজা প্রাপ্ত হয়ে বন্ধুমতী নগরে অবস্থান করছিলেন। তখন সেই নগরে মান্ধাতা সূচিকর্মীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূচিকর্ম করে জীবিকানির্বাহ করতেন। তখন সেই নগরবাসীগণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি এরূপ চিন্তা করলেন, 'নগরবাসীরা দান দিচ্ছে। আমিই একমাত্র দুর্গত ব্যক্তি যে, যার

জন্য পুণ্যরূপ বীজ বপন করতে পারছি না। আমার এই দুঃখ মোচন করতে পারব না।' তিনি তাড়াতাড়ি সূচিকর্ম সমাপ্ত করে কিছু মূল্য (টাকা) নিয়ে বাজারে গেলেন, বাজার হতে কিছু রাজমাস (একপ্রকার ডাল) ক্রয় করে পাত্র পূর্ণ করত তা নিয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের আহার করার সময় সম্মুখে স্থিত হয়ে চিন্তা করলেন, 'এগুলো একজনমাত্র ভিক্ষুর পাত্রে দেওয়ার মতো পরিমাণও নয়। আমি এগুলো আকাশে নিক্ষেপ করব। পড়ন্ত অবস্থায় একটি করে হলেও ভিক্ষুদের পাত্রে পতিত হবে। এটা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের হিত ও সুখের হেতু হবে।' এরূপ চিন্তা করে মাসগুলো প্রসন্নচিত্তে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই পড়ন্ত মাসগুলো পরিচারিকা দেবগণ ও ভগবানের প্রভাবে বাইরে না পড়ে প্রথমে ভগবানের পাত্রে এবং পরে সবগুলো ভিক্ষুদের পাত্রে পতিত হলো। তিনি এবংবিধ আশ্চর্য বিষয় দর্শন করে আনন্দিত মনে নতশিরে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এরূপ প্রার্থনা করলেন :

১. এই পুণ্যপ্রভাবে আমি যেন জন্মজন্মান্তর কামভোগে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারি। আমি যখন হাততালি দিয়ে আকাশ অবলোকন করব সর্বদা যেন সপ্ত রত্নময় বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

তখন হতে তিনি মহাদিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে দেবমনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করছিলেন। এই ভদ্রকল্পের প্রথমে মহাসম্মত নামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পুত্র রোজো, তাঁর পুত্র বড়ো রোজো, তাঁর পুত্র কল্যাণ, তার পুত্র বড়ো কল্যাণ, বড়ো কল্যাণের পুত্র উপোসথের মান্ধাতা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তরত্ন ও চতুর্বিধ ঋদ্ধিসম্পন্ন হয়ে চক্রবর্তীরাজ্য শাসন করতেন। তাঁর বাম হাতে দক্ষিণ হাত দিয়ে আঘাত করলে আকাশ হতে জানুপ্রমাণ দিব্য সপ্তরত্ন বর্ষিত হতো, এরূপ আশ্চর্য বিষয় সংগঠিত হতো। তিনি চুরাশি সহস্র বছর বাল্যক্রীড়া, চুরাশি সহস্র বছর উপরাজ্য শাসন ও চুরাশি সহস্র বছর চক্রবর্তী রাজা হিসাবে রাজ্য শাসন করেন। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল অসংখ্য। তিনি একদিন কামতৃষ্ণা পূর্ণ করতে না পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অমাত্যগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'দেব, আপনি কীজন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আমার পুণ্যকর্ম অবলোকন করে মনে হচ্ছে এই রাজ্য রমণীয় নয়, কোন স্থান রমণীয়?' 'দেবলোক, মহারাজ।' তিনি চক্ররত্ন উৎক্ষিপ্ত করে সপরিষদ চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে গমন করলেন। তাঁকে চতুর্মহারাজগণ দিব্য মাল্যগন্ধ হাতে দেবগণ-পরিবৃত হয়ে স্বাগত অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকের রাজত্ব প্রদান করলেন। তিনি সেখানে পরিষদপরিবৃত হয়ে নাতিদীর্ঘ সময় রাজত্ব করেন। তিনি সেখানেও তৃষ্ণা পূর্ণ করতে অসমর্থ হয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাঁকে চতুর্মহারাজগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, কী কারণে আপনি

উৎকণ্ঠিত হয়েছেন?' 'এই দেবলোক অপেক্ষা কোন স্থান রমণীয়?' 'তাবতিংস দেবলোক এখান হতে শতগুণে রমণীয়।' মান্ধাতা চক্ররত্ন নিক্ষিপ্ত করে স্বীয় পরিষদসহ তাবতিংস দেবলোকের দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর দেবরাজ শক্র দিব্যমাল্যগন্ধ হস্তে দেবগণপরিবৃত হয়ে তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে হাত ধরে বললেন, 'এখানে আসুন মহারাজ।' রাজা দেবগণ-পরিবৃত হয়ে যাওয়ার সময় পরিনায়করত্ন (পথনির্দেশক) চক্ররত্ন নিয়ে পরিষদ মনুষ্যপথ হতে উত্তরণ করে স্বীয় ঘরে প্রবেশ করলেন। শক্র মান্ধাতার ইন্দ্রত্বভাব অবহিত হয়ে দেবগণকে দুই ভাগ করে স্বীয় রাজ্যকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। তখন হতে দুজন রাজা রাজত্ব করতে লাগলেন। দেবরাজ শক্র শতসহস্রাধিক কোটি বর্ষ রাজত্ব শেষে আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়ে চ্যুত হন। তখন অন্য শক্র উৎপন্ন হন। এভাবে সেখানে ছত্রিশজন শক্র রাজত্ব করে চ্যুত হন। মান্ধাতা এরূপে মনুষ্যভূমি ত্যাগ করে দেবরাজ্য শাসন করেছিলেন। এভাবে রাজ্য শাসনকালে তাঁর অতিরিক্ত মাত্রায় কামতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি চিন্তা করলেন, 'অর্ধেক রাজ্যে লাভ কী? শক্রকে হত্যা করে একরাজ্য করে নেব।' কিন্তু শক্রকে হত্যা করতে সক্ষম হলেন না। কামতৃষ্ণা হচ্ছে সকল বিপত্তির মূল। তাই বলা হয়েছে :

২. যে ব্যক্তি অতি লোভের বশবর্তী হয়ে চরম সুখ ইচ্ছা করে, সে ইহ-পরলোকে কোনো সুখ বা শান্তি লাভ করতে পারে না।

৩. তৃষ্ণার কারণে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণার কারণে ভয় উৎপন্ন হয়, যিনি তৃষ্ণাবিমুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ই বা কোথায়?

৪. তৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তি চৌর্যাদি অপকর্ম করতে পারে, তাকে হস্তাদি ছেদন করে বহু দুঃখে নিপতিত করা হয়।

৫. যে অধম ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, গো-অশ্ব প্রভৃতি সর্বদা পেতে চায়, সেই লোভী ব্যক্তি সর্বত্র বিজ্ঞগণ কর্তৃক পরিত্যাজ্য হয়।

তখন হতে অতি লোভের কারণে তাঁর আয়ুসংস্কার ক্ষয় হয়ে আসল। ধীরে ধীরে জরাগ্রস্ত মনুষ্যশরীরে পরিণত হলেন। দেবলোকে মনুষ্যশরীরে থাকা যায় না। অতঃপর তিনি দেবলোক হতে অবতরণ করে বন্ধুমতী নগরের উদ্যানে প্রবেশ করলেন। উদ্যানপাল তাঁর আগমনের সংবাদ রাজপরিবারে অবহিত করল। রাজা রাজভবন হতে উদ্যানে এসে আসনের ব্যবস্থা করলেন। মান্ধাতা উদ্যানে প্রজ্ঞাপ্ত শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। অমাত্যগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'দেব, আমরা আপনাকে ইতিপূর্বে কী বলেছিলাম?' রাজা বললেন, 'তোমরা বলেছিলে, আমার পরে এই শাসন জনগণের।' মহারাজ মান্ধাতা

দ্বিসহস্র দ্বীপের মধ্যে চতুর্মহাদ্বীপে চক্রবর্তীরাজ্য শাসন করে, চাতুর্মহারাজিক স্বর্গরাজ্য শাসন করে ছত্রিশজন শক্রের আয়ুপরিমাণ দেবলোকে রাজত্ব করে দেহত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুর পর কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হন। এ অর্থ প্রকাশের জন্য চতুর্মহাপরিষদে এ গাথা ভাষণ করেছিলেন :

৬. চন্দ্র-সূর্য যেমন সকল ভেদ বা বিপত্তি পরিহার করে সমানভাবে সর্বত্র আলো দান করে, তেমনই মান্ধাতাও সকল দাস এবং পৃথিবীর মানুষ ও প্রাণীর প্রতি দয়া পোষণ করতেন।

৭. কাম অল্প আস্বাদময় হলেও অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ, তা জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ অর্থের বিনিময়েও কামে রমিত হন না।

৮. সম্বুদ্ধের শ্রাবকগণ দিব্য কামসুখ ভোগেও রমিত হন না, তাঁরা তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন। এ বিষয় শ্রবণ করে বহুজন স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করেছিলেন।

৯. তাই জ্ঞানই হচ্ছে উত্তম গতিনিয়ামক, স্বকৃত তৃষ্ণা আগত হয়ে দুঃখ প্রদান করে।

যার গতি অনিশ্চিত তার সম্পর্কে কী বলব? তাই এটা ত্যাগ করে ত্রিবস্তুর (ত্রিরত্নের) ভজনা কর।

১.৯ বুদ্ধধর্ম বণিকের উপাখ্যান

একসময় জম্বুদ্বীপের পাটলীপুত্র নগরে বুদ্ধধর্ম নামে এক বণিক ছিলেন। তিনি বাণিজ্য করে জীবিকানির্বাহ করতেন। তিনি বৃহৎ পণ্যবাহী শকটসহ গ্রাম ও রাজধানীর মধ্যে যাতায়াত-সংগমে বাণিজ্য করে বিচরণ করছিলেন। সে সময় ভগবান বহু সহস্র ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে জনপদে বিচরণ করে দেবমনুষ্যগণকে সংসারকান্তার হতে মুক্তি দিচ্ছিলেন। তখন বণিক বত্রিশ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন-প্রতিমণ্ডিত দেদীপ্যমান সুবর্ণমেরু-সদৃশ বিচরণশীল মহাভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত ভগবানকে দেখলেন। তাঁকে দেখে পরম প্রীতিসহকারে আনন্দচিত্তে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভগবান-সমীপে উপস্থিত হয়ে বন্দনান্তে বিকালে আহার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি ভগবানকে বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, ভগবান বিকালে কী আহার করেন?' তথাগত বিকাল ভোজন হতে বিরত। ভগবান বললেন, 'তথাগতগণ বিকালে অষ্টপানীয় ভোজন করতে পারেন। সেগুলো : অম্ব-পানীয়, জম্বু-পানীয়, গ্রাম্য কদলি-পানীয়, মোচ-পানীয় (Plantain or banana), দাড়িম্ব-পানীয়, মধু-পানীয়, মুদ্দিক (মৃদ্বীকা)-পানীয় এবং শালুক-পানীয় (The edible root of the water-lily)। তা শুনে বণিক মৃদ্বীকা-পানীয় (আঙ্গুরের রস) বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন।

ভিক্ষুসংঘসহ শাস্তা পানীয় পান করে তাঁকে ধর্মদেশনা করত জনপদে বিচরণ করার জন্য নির্গত হলেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে বাণিজ্য করার জন্য বহির্গত হয়ে বিভিন্ন জনপদে বাণিজ্য করে বিচরণকালে মহাবত্তনি নামক কান্তারে (difficult of pass, waste land, wilderness) গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাদের সব গাড়ির (শকট) পানীয় জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকজন এবং বলীবর্দসমূহের জন্য কোনো পানীয় ছিল না। অতঃপর তিনি (বণিক) পিপাসায় অধীর হয়ে প্রতি গাড়িতে পানীয় জলের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অনন্তর একটি গাড়ির লোকেরা তাঁকে দেখে করুণাদ্র হয়ে বললেন, 'এখানে আসুন, এই পাত্রে কিছু পানীয় আছে, পান করুন।'

তিনি সেখানে গিয়ে পানি পান করার সময় মৃদ্বীকা-পানীয় রসের মতো প্রতীয়মান হলো। পান করে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, 'সম্যকসম্বুদ্ধকে মৃদ্বীকা-পানীয় দানের ফলে নিশ্চয়ই আমি আজ এটা লাভ করেছি।' তিনি অতি আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আনন্দিত মনে গিয়ে পাত্রসমূহের ঢাকনি খুললেন; দেখলেন, সকল পাত্র মৃদ্বীকা-পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তিনি সেখান হতে রসময় সুস্বাদু ক্ষয়হীন দিব্যপানীয়-সদৃশ পানীয় পান করলেন। এ বিষয় শুনে সকলে সমবেত হয়ে পানীয় দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন; বণিক তাদেরকে বুদ্ধানুভব প্রকাশ করার জন্য বললেন :

১. দেখ, ভগবানের মহানুভব কত অচিন্তনীয়, আশ্চর্য, সান্দৃষ্টিক এবং কালাকালবিহীন!

২. প্রসন্নচিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে পানীয় দান করার কারণে এর ফল এখন প্রদান করছে।

৩. এটা অতি সুস্বাদু, স্বর্গীয় খাদ্যের ন্যায় শীতল মধুর পানীয়, এটা দিব্যসদৃশ দেবগণ কর্তৃক সৃষ্ট অদ্ভুত ও অক্ষয়।

৪. জ্ঞানীগণ শীলবানকে কেন দান দেবেন না? পরলোকে সুখের জন্য শীলবানগণ দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র।

৫. এই মধুময় পানীয় যথেচ্ছ গ্রহণ করে পান করুন এবং যথেচ্ছ পাত্রাদি পূরণ করে রাখুন।

এরূপ বলে তিনি মানুষ এবং বলদদের পরিতৃপ্তভাবে মৃদ্বীকা-রস পান করালেন। যেখানে যেখানে গেলেন সেখানে পানীয় পান করার পরও অক্ষয় অবস্থায় রইল। বণিক সার্থবাহদের সঙ্গে বাণিজ্য শেষে স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য গেলেন। জেতবনে গিয়ে শাস্তাকে বন্দনা করত আলাপ করে একান্তে উপবেশন করলেন। শাস্তাও তাঁর সঙ্গে মধুর সম্ভাষণ করলেন। উপাসক (বণিক) বললেন, 'প্রভু, আপনার প্রাতিহার্য (অলৌকিক

ঋদ্ধি) দেখে প্রসন্ন হয়ে আপনাকে বন্দনা করার জন্য এসেছি।' তিনি যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল তা বিস্তারিত বললেন। অতঃপর ভগবান তাঁকে ধর্মদেশনা করলেন। তিনি ধর্ম শ্রবণ করে পরদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিয়ে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করলেন। তিনি তখন হতে দানাদি পুণ্যকর্ম করতে লাগলেন এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে দ্বাদশ যোজন পরিমাণ কনকময় বিমানে দেবপরিচারক-পরিবৃত হয়ে দেবৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বজন্মের কর্মফল প্রকাশার্থে সর্বত্র রত্নময় পাত্রে দিব্য মৃদ্বীকা-পানীয় পূর্ণ থাকত। দেবগণ পানীয় পান করে নাচ, গান ও ক্রীড়া করতেন।

৬. অধিক নয়, অল্পমাত্র পানীয় দান করে বিপুল ভোগসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। ত্রিরত্নের এই গুণ জ্ঞাত হয়ে শীলবানদের দান করে বহু ফল লাভ কর।

১.১০ রূপদেবীর উপাখ্যান

অতীতে বিপস্‌সী বুদ্ধের সময় কোনো নগরে এক গ্রাম্য বালিকা বিহারে ঘোরাফেরা করার সময় এক পীড়িত ভিক্ষুকে দেখে স্নেহসিক্ত মনে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনি কোন রোগ দ্বারা পীড়িত?' তিনি বললেন, 'বোন, আমি তীব্র রোগে আক্রান্ত।' তিনি (বালিকা) বললেন, 'ভন্তে, তাহলে আমি আপনার রোগ উপশম করব।' এরূপ বলে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গৃহে নিয়ে মাতাপিতাকে অবহিত করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে তিনি পরদিন নানাপ্রকার রসযুক্ত ভৈষজ্যাহার প্রস্তুত করলেন। সেই ভিক্ষু পরদিন চীবর পরিধান করে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করতে করতে তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ভিক্ষুর আগমন দেখে আনন্দিত মনে পাত্র নিয়ে আসন প্রজ্ঞাপ্ত করলেন। তিনি (ভিক্ষু) উপবেশন করলে উত্তমরূপে আহার্য পরিবেশন করলেন। তাঁর শ্রদ্ধাবলে ভিক্ষুর রোগ উপশম হলো। তিনি নীরোগ হওয়ায় দ্বিতীয় দিন পুনরায় তাঁর গৃহে গেলেন না। অতঃপর তিনি (বালিকা) বিহারে গিয়ে তাঁকে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনি যাননি কেন?' তিনি বললেন, 'আমার রোগ উপশম হয়েছে, তাই যাইনি।' তিনি (বালিকা) 'উত্তম ভন্তে' বলে প্রসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ছয় বুদ্ধান্তরকাল পর্যন্ত দেবৈশ্বর্য উপভোগ করে আমাদের ভগবানের (গৌতম বুদ্ধ) সময় জম্বুদ্বীপে দেবপুত্র নগরে উদীচ্য ব্রাহ্মণ বংশের জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি যথাসময়ে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হন। তিনি মাতৃগর্ভ হতে নির্গমনের পর প্রতিদিন আটটি করে তণ্ডুলপাত্র উৎপন্ন হতো। তাঁর রূপসৌষ্ঠব

দেখে খুশি হয়ে মাতাপিতা নাম রাখলেন রূপদেবী। পরবর্তী সময়ে তাকে এক সুন্দর যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তণ্ডুলপাত্র নিয়ে ইচ্ছানুযায়ী মাংস-ব্যঞ্জন, ঘি, নবনীত, দধি, ক্ষীরাদি গোরচন[১] জিরা-মরিচ ইত্যাদি মসলা, কলা, কাঁঠাল, মধু, গুড় উপকরণাদি যাচঞা করে পাত্রাদি পূর্ণ করে রাখতেন। সেখান হতে খাওয়ার জন্য হাত দিয়ে নেওয়ার পরও নষ্ট হতো না। অন্নপাত্র থেকে সকল নগরবাসীকে খাওয়ানোর পরও পাত্রের ভাত কমত না, এভাবে পুণ্য অক্ষয় হয়েছিল। দেবপুত্র নগর চন্দ্র-সূর্যের আলোয় যেন পরিদীপ্ত হয়েছিল। তিনি পাঁচশ ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে ভোজন করাতেন। তন্মধ্যে প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত মহাসংঘরক্ষিত স্থবির তাঁর পুণ্যকর্ম দিব্যচক্ষুতে দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন 'এই মহিলা স্বীয় পূর্বকৃত কর্ম জানে না। আমি তা প্রকাশ করব।' একদিন তাঁর গৃহে আহার শেষে পুণ্যানুমোদন করার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'বোন, তোমার পূর্বকৃত কর্ম জান কি?' তিনি বললেন, 'না প্রভু, আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।' তিনি তাঁর পূর্বকৃত কর্ম প্রকাশার্থে বললেন :

১. একানব্বই কল্প পূর্বে পৃথিবীতে সকল বন্ধন ছিন্নকারী লোকনায়ক বিপস্সী বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল।

২-৩. সে সময় কোনো নগরে অবস্থানরত ভগবানকে দেখার জন্য এক গ্রাম্য বালিকা বিহারে উপস্থিত হয়ে এক তীব্র রোগাক্রান্ত, কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ মুমূর্ষু ভিক্ষুকে দেখে দয়ার্দ্র চিত্তে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

৪. তার দানকৃত ঔষধ এবং আহার্য ভক্ষণ করে তিনি ব্যাধিহীন ও উপদ্রবহীন হয়েছিলেন।

৫. সেই পুণ্যফলে তথা হতে চ্যুত হয়ে (মৃত্যুর পর) সর্বকামসুখে সমৃদ্ধময় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিল।

৬. সে পুণ্যপ্রভাবে মণিস্তূপে আকীর্ণ ও সুদৃশ্য অলংকারে ভূষিত রত্নময় প্রাসাদ লাভ করেছিল।

৭. তার সুশোভিত শয়নাসন বহু অপ্সরী নৃত্যগীতদ্বারা মুখরিত করে রাখত।

৮. সারিবদ্ধভাবে কদলি-অম্ব-জম্বু (the rose-apple tree) পুন্নাগ (a specious tree) নাগেশ্বর প্রভৃতি তরু পুষ্পবৃক্ষদ্বারা সুশোভিত ছিল।

৯-১০. পুষ্করিণী ছিল পদ্ম-উৎপল, কুম্ভ, মধুমত্ত প্রভৃতি ফুলদ্বারা চতুর্দিক পরিবেষ্টিত। বিমানে বহু দেবতা ও দেবঅপ্সরাগণ নিত্য তার সেবা করত।

---

[১]। (Ususlly pl.) Produce of cow enum in set of five viz khira, dadhi, takka, navanita, sappi.

১১. এভাবে দেবলোকে অবস্থান করার পর গৌতম বুদ্ধের সময় সে এখানে জন্মধারণ করে।

১২. এখন জম্বুদ্বীপে উদীচ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে তুমি পুণ্যবতী, প্রজ্ঞাবতী, রূপবতী ও প্রিয়ভাষিণীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েছ।

১৩. দেবলোকে অপরিমেয় দেবৈশ্বর্য ভোগ করেছ এবং মর্তলোকেও মনুষ্যদের লভ্য সকল সুখ উপভোগ করছ।

১৪. ভগবান বিপস্‌সী বুদ্ধের সময়ে তুমি এক পীড়িত ভিক্ষুকে দান করার ফলে এসব লাভ করেছ।

১৫. সুখ কামনা করলে সর্বদা পুণ্যকর্ম করা বাঞ্ছনীয়। তাই হে ভদ্রে, সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্যোগী হও।

এভাবে তিনি তার কৃতাকৃত কর্তব্য প্রকাশ করে উপদেশ দিলেন, 'অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর।' তিনি তাঁর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তখন হতে নিয়ত দানাদি পুণ্যকর্ম করে স্রোতাপত্তিফল লাভ করে আর্যশ্রাবিকা হয়েছিলেন।

১৬. এভাবে তরুণী পুণ্যকর্মের সার অবিদিত হয়ে ভিক্ষুকে দান দিয়ে দিব্য-মনুষ্য সুখ লাভ করেছিলেন। কুশলকর্মের বিপাক জেনেও তোমরা কেন সেই সুখ লাভ করবে না!

নন্দিরাজ বর্গ

২.১ নন্দিরাজের উপাখ্যান

এখন হতে শতসহস্র কল্প পূর্বে পৃথিবীতে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে দেবমানবের ত্রাণের জন্য ধর্মদেশনা করেছিলেন। সে সময় এক কুটুম্বিক (A house-holder) শাস্তার ধর্মদেশনা শ্রবণ করে আনন্দিত হয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করলেন। দানসামগ্রী সজ্জিত করে তাঁর গৃহ দেবভবনের ন্যায় অলংকৃত করত বুদ্ধের জন্য মহাদানের ব্যবস্থা করে তাঁর (ভগবানের) নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, এখন আহার গ্রহণের সময় হয়েছে।' ভগবান মহাভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে বুদ্ধের প্রভাবে তথায় উপনীত হলেন। কুটুম্বিক উত্তমরূপে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উপবেশন করালেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সপরিষদ ভগবান বুদ্ধকে বহুবিধ উত্তম অন্নপানীয় পরিবেশন করলেন। সে সময় বুদ্ধের শাসনে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বসভথের নামে মহাশ্রাবক ক্রমাগতভাবে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করতে করতে সেই কুটুম্বিকের গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ালেন। তিনি স্থবিরকে দেখে অনুরোধ করলেন, 'প্রভু, শাস্তা গৃহ-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন, আপনিও আগমন করুন।' স্থবির আসলেন। কুটুম্বিক ভগবান-সমীপে উপস্থিত হয়ে সেই বিষয় বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, দেব ও মনুষ্যলোকে ভগবানের সদৃশ উন্নততর গুণসম্পন্ন কেউ আছে কি?' তিনি (ভগবান) পুত্রবৎ স্থবিরের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এরূপ বললেন :

১. অল্প ইচ্ছাসম্পন্ন মুনিগণ পরিশুদ্ধভাবে প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল প্রতিপালন করে ধুতাঙ্গ ব্রত সমাপন করেন।

২. যুদ্ধ শেষে বিজয়ী যোদ্ধাগণ যেমন সদা গর্ববোধ করে, পুণ্যকর্মদ্বারা বিষয় লাভকারী দেবমনুষ্যগণও সেরূপ করে।

৩. কেউ কেউ রং-বেরঙের চীবর পরিধান করে, কিন্তু বুদ্ধপুত্র মহাভিক্ষুগণ সেরূপ ধারণ করেন না।

৪. তাঁরা (ভিক্ষুগণ) বনে (শ্মশানে) নিক্ষিপ্ত ছেঁড়া কাপড় এবং পাংশুকুল সংগ্রহ করে ধারণ করেন।

৫. (অন্য তীর্থিকগণ) 'আমি উপাসকদের নিমন্ত্রণ ইচ্ছা করি', কিন্তু বুদ্ধপুত্রগণ উপাসকদের প্রার্থনা ইচ্ছা করেন না।

৬. ভালো কিংবা মন্দ সাধারণভাবে যা লাভ করেন আমার পুত্রগণ (শিষ্যগণ) রসাস্বাদ ত্যাগ করে তাতেই সন্তুষ্ট হন।

৭. আমার সাধুগণ (ভিক্ষুগণ) সংসারচক্রে ভীত হয়ে শ্রেষ্ঠ শয্যা ত্যাগ করত জীর্ণ শয্যায় শয়ন করেন।

৮. তাঁরা স্থিত-গমন প্রতি ঈর্যাপথে (বিদর্শনভাবনা) সুষ্ঠুরূপে সমাধান করেন; অনেক স্থান জুড়ে সকলে প্রসন্নভাবে বাস করেন।

৯. বুদ্ধপুত্রগণ কখনো সংসারাগারে প্রবেশ করেন না, তাঁরা বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, মুক্ত আকাশে বাস করেন।

১০. ভব নাশকারী হেতু সাধনা উত্তম, সঠিক স্থান পাওয়ার জন্য আমি প্রয়োজনে গ্রামে বাস করব।

১১. আমার পুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পথে স্থির, তাঁদের মধ্যে মহাশক্তিধর ও শ্রেষ্ঠতর স্থবিরগণ আছেন, যাঁরা পাপমুক্ত এবং ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে অগ্র।

এরূপ বলে ভগবান হস্ত উত্তোলন করে চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত করার মতো স্থবিরের গুণ প্রকাশ করলেন। তিনি এরূপ গুণকথা শ্রবণ করে ভগবানের পাদমূলে পতিত হয়ে প্রার্থনা করলেন, 'অনাগতে কোনো সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি যেন ধুতাঙ্গধারীগণের অগ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।' শাস্তা তাঁর হেতু পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "আজ হতে শতসহস্র কল্প পরে গৌতম নামে বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। আপনি তখন 'কশ্যপ' নামে ধুতাঙ্গধারীগণের অগ্রজ হবেন।" তখন হতে তিনি প্রসন্নচিত্তে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করত মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে দেবৈশ্বর্য উপভোগ করে ভগবান বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে একসাটিক নামক ব্রাহ্মণ হয়ে মহাদান দিয়েছিলেন। সেখান হতে মৃত্যুর পর কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে তিনি পরিনির্বাপিত হওয়ার পর বারাণসীরাজ্যে বারাণসীর শ্রেষ্ঠীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সে সময় দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে দশ সহস্র বর্ষ সংসারে পরিভ্রমণ করত বারাণসীতে এক কুটুম্বিক (House-holder) রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুটুম্বিক একসময় অরণ্যে বিচরণকালে পশ্চিম দিকের অরণ্যমধ্যে এক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখতে পেলেন। সেখানে প্রত্যেকবুদ্ধ একস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর ছিন্ন চীবর সেলাই করছিলেন। কুটুম্বিক তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কী করছেন?' প্রত্যেকবুদ্ধের অল্প-ইচ্ছাহেতু তাঁর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে নীরব রইলেন। 'তার চীবর বয়ন কাজে আসবে না'—তা জানতে পেরে তিনি নিজের উত্তরসাটিক (চাদর) প্রত্যেকবুদ্ধের পাদমূলে রেখে চলে গেলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ তা নিয়ে চীবর বয়ন করলেন।

কুটুম্বিক আয়ু শেষে মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করত সেখানে পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে বারাণসী হতে তিন যোজন দূরে এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নাম রাখলেন নন্দি। তাঁরা সাত ভাই ছিলেন। ছয় ভাইয়েরা নানাবিধ কাজ করে মাতাপিতাকে

প্রতিপালন করতেন। নন্দি অকর্মণ্য হয়ে গৃহে অবস্থান করতেন। তাঁর অন্য ভাইয়েরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। মাতাপিতাও নন্দিকে ডেকে উপদেশ দিলেন। তিনি নীরব রইলেন। অতঃপর কোনো সময়ে গ্রামে নক্ষত্রক্রীড়া ঘোষণা করা হয়, তিনি তাঁর মাকে বললেন, 'মা, আমার কাপড় দিন, নক্ষত্রক্রীড়া খেলব।' তিনি ধৌত পরিষ্কার কাপড় এনে দিলেন। নন্দি বললেন, 'মা, এটা মোটা কাপড়।' তিনি (মা) অন্য কাপড় এনে দিলেন। এটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তাঁর মা বললেন, 'বৎস, আমাদের গৃহে এটা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কাপড় নেই, পুণ্যপ্রভাবে এটা লাভ করা যায়।' তিনি বললেন, 'মা, যথাস্থানে আমি লাভ করব।' মা বললেন, 'পুত্র, আমি বারাণসী নগরে তোমার রাজ্যলাভ ইচ্ছা করি।' তিনি 'উত্তম মাত' বলে মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। মা পুনরায় এরূপ বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? পূর্বের মতো এবারও কারও ঘরে বসে চলে আসবে।' তিনি পুণ্যবিপাক প্রমাণ করার জন্য গৃহ হতে বহির্গত হয়ে বারাণসী নগরে উপস্থিত হয়ে কোনো বণিকের গৃহে বাস করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি একদিন তাঁর কর্মচারিদের সঙ্গে বসে কথা বলতে বলতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখলেন, 'মুখ দিয়ে বের হয়ে সকল জম্বুদ্বীপ প্রসারিত করে কে যেন গর্ভ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।' জেগে উঠে তিনি ভয়ে চিৎকার করলেন। উক্ত বণিক তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। নন্দি বললেন, 'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। 'কীরূপ স্বপ্ন' জিজ্ঞেস করলে তিনি তা বললেন। বণিক তাঁর কুলগুরু পরিব্রাজককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ স্বপ্নের ফল কী?' পরিব্রাজক বললেন, 'যদি স্ত্রীলোক এরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন তাহলে সাত দিনের মধ্যে অভিষেক প্রাপ্ত হবেন। আর যদি পুরুষ দর্শন করেন তাহলে রাজা হবেন।' বণিক তাঁর বাক্য শ্রবণ করে, 'নন্দিকে আমার জ্ঞাতি করব' চিন্তা করে সাত কন্যাকে ডেকে ক্রমানুসারে প্রত্যেকে নন্দির সঙ্গে বাস করার (বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ) জন্য বললেন। বড়ো কন্যাগণ প্রত্যেকে বলল, 'অল্প সময় আগে আগমনকারী নন্দি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, সে কী উচ্চ বংশজাত, নাকি নিম্ন বংশজাত, কাজেই আমরা তার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক নই।' সর্বশেষে কনিষ্ঠা কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সম্মতি দিয়ে বললেন, 'আমার মাতাপিতার কথা অমান্য করতে পারব না।' তারপর বণিক নন্দিকে ডেকে নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করে বহু সম্পত্তি দিলেন। তখন হতে সপ্তম দিনে নন্দি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে 'রাজার মঙ্গল উদ্যান দর্শন করব' বলে উদ্যানে গিয়ে মঙ্গল শীলায় মস্তক রেখে শুয়ে রইলেন। সেদিন ছিল বারাণসীরাজের মৃত্যুর সপ্তম দিবস। অমাত্যগণ ও পুরোহিত রাজার দাহকার্য সম্পাদন করে রাজধানীতে বসে মন্ত্রণা করছিলেন। 'রাজার একজনমাত্র কন্যা

আছে, পুত্র নেই। রাজাবিহীন রাজ্য থাকতে পারে না। পুষ্পরথ সজ্জিত করা হোক' বলে কুমুদপত্র বর্ণ চারটি সিন্ধুঘোটক যোজন করে শ্বেতচ্ছত্র আদি পঞ্চবিধ রাজকীয় চিহ্ন রথে স্থাপন করে রথের পেছনে বাদ্যাদি বাজিয়ে রথ ছেড়ে দিলেন। রথ পূর্ব দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করল। জনতা বলল, 'পরিচিত উদ্যানে যাচ্ছে, বারণ করব।' পুরোহিত বললেন, 'বারণ করবে না'।

রথ কুমারকে প্রদক্ষিণ করে আরোহণ উপযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুরোহিত কাপড় অনাবৃত করে তাঁর পদতল দেখে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইনি দ্বিসহস্র দ্বীপ পরিবৃত চারমহাদ্বীপে রাজত্ব করতে সক্ষম' বলে তাঁর সাহস পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনবার তুর্য-ধ্বনি করলেন। কুমার মুখব্যাদান করে অবলোকন করলেন এবং বললেন 'আপনারা কীজন্য এসেছেন?' 'আপনাকে রাজ্য দান করার জন্য।'

'রাজা কোথায়?'

'তিনি কালগত হয়েছেন প্রভু।'

'কতদিন অতিক্রান্ত হয়েছে?'

'আজ সাতদিন অতীত হতে চলছে।'

'তার পুত্র বা কন্যা নেই কি?'

'তাঁর এক কন্যা আছে, কিন্তু পুত্রসন্তান নেই।'

'তাহলে রাজ্যভার গ্রহণ করব।'

অতঃপর তাঁরা অভিষেকমণ্ডপ প্রস্তুত করে রাজকন্যাকে সর্বালংকারে অলংকৃত করে উদ্যানে নিয়ে কুমারের সঙ্গে অভিষেক করালেন। অভিষেককালে শতসহস্র মূল্যবান বস্ত্র আনলেন। তিনি বললেন, 'এটা কীরূপ কাপড়?' 'এটা পরিধানের কাপড় প্রভু।' 'এটা মোটা কাপড়'। 'মনুষ্যগণের ব্যবহার্য বস্ত্রের মধ্যে এর চেয়ে সূক্ষ্ম কাপড় নেই প্রভু।' 'তোমাদের রাজা কি এরূপ কাপড় পরিধান করতেন?' 'হ্যাঁ, প্রভু।' 'মনে হয় তোমাদের রাজা পুণ্যবান ছিলেন না।'

অনন্তর তিনি বললেন, 'জলপাত্র নাও, বস্ত্র লাভ করব।' সুবর্ণ-জলপাত্র নিলেন। তিনি হাত উত্তোলন করে ধৌত করে মুখ প্রক্ষালন করে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে জল ছিটিয়ে দিলেন। তখনই শক্ত পৃথিবী ভেদ করে ষোলোটি কল্পতরু উৎপন্ন হলো। পুনরায় জল হাতে নিয়ে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে অনুরূপভাবে ছিটিয়ে দিলেন। সবদিকে ষোলোটি করে মোট চৌষট্টিটি কল্পতরু উৎপন্ন হলো। তিনি একটি দিব্য পোষাক পরিধান করে ও একটি গায়ে জড়িয়ে নিলেন। নন্দিরাজ তন্তুকার স্ত্রীদের কাপড় বয়ন নিষেধ করে ঘোষণা দিলেন।

অতঃপর ছত্র ধারণ ও অলংকার-পরিবৃত হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরে প্রবেশ করে রাজপ্রাসাদে মহাসম্পত্তি উপভোগ করতে লাগলেন। এসব বিপাক প্রত্যেকবুদ্ধকে দান দেওয়ার ফল। তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

১২. ক্ষুদ্র ন্যগ্রোধ (বট) বীজ হতে শত শাখাপ্রশাখা পল্লবিত হয়ে আকাশ পরিমাণ মহান্যগ্রোধ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনই ক্ষুদ্র পুণ্যকর্মদ্বারা বিপুল পরিমাণ ফল লাভ করা যায়, যা পণ্ডিত কর্তৃক জ্ঞাত।

এভাবে কিছুদিন অতীত হওয়ার পর রাজার সম্পত্তি দেখে দেবী বললেন, 'ওহে স্বামিন, করুণাময় কর্ম প্রদর্শন করুন।'

'দেবী, কী বলছ?'

তিনি বললেন, 'দেব, আপনার অতি বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি, নিশ্চয়ই অতীতের কল্যাণময় কর্মের ফলে এসব লাভ করেছেন, ভবিষ্যতের জন্য কুশলকর্ম সম্পাদন করুন।'

'কাকে দান করব? শীলবান ব্যক্তি তো নেই।'

'জম্বুদ্বীপ অর্হৎ শূন্য নয়। আপনি দানের ব্যবস্থা করুন। আমি অর্হতের ব্যবস্থা করব।' পরদিন রাজা মহাসমারোহে দানের আয়োজন করলেন। দেবী বললেন, 'যদি এদিকে অর্হৎ থাকেন, এখানে আগমন করে আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন' বলে উত্তর দিকে হিমবন্ত অভিমুখে পুষ্প ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে আবক্ষ নত হয়ে বন্দনা করলেন। সেই পুষ্পসমূহ আকাশমার্গে গিয়ে হিমবন্ত প্রদেশে বসবাসরত পদুমবতীর পুত্র পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধগণের জ্যেষ্ঠ মহাপদুম প্রত্যেকবুদ্ধের পদতলে পতিত হলো। তাই বলা হয়েছে :

১৩. অহো, পুণ্যকর্মের কী বিস্ময়কর ফল! অচেতন পুষ্প পর্যন্ত দূত কর্মে রত হয়েছে। কৃতকর্ম বশত পৃথিবীর সবকিছু নিজের বশীভূত হয়। তাই সর্বত্র সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত।

মহাপদুম প্রত্যেকবুদ্ধ এ বিষয় অবগত হয়ে অন্য প্রত্যেকবুদ্ধগণকে আহ্বান করলেন। বললেন, 'নন্দিরাজ তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণের জন্য অবকাশ কর।' তাঁরা সময় করে তথা হতে আকাশমার্গে গমন করে উত্তর দ্বারে অবতরণ করলেন। জনগণ রাজাকে অবহিত করলেন, 'পাঁচশ প্রত্যেকবুদ্ধ এসেছেন।' রাজাসহ দেবী গিয়ে বন্দনা করে পাত্র গ্রহণ করলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধগণকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে দান দিলেন। আহারান্তে রাজা স্থবিরসংঘের এবং দেবী নবসংঘের পদতলে পতিত হয়ে বললেন, 'প্রভু, আপনারা না থাকায় আমরা পুণ্যকর্ম করতে পারি না। আপনারা আমাদের এখানে বাস করুন। প্রতিশ্রুতি দান করুন।' প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে উদ্যানে বাসস্থানাদি নির্মাণ করত প্রত্যেকবুদ্ধগণকে যাবজ্জীবন সেবা ও প্রতিপালন

করেন। তাঁদের পরিনির্বাণের পর চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে দাহকার্য সম্পাদন করত ধাতু নিয়ে চৈত্য নির্মাণ করালেন। 'এরূপ মহানুভব মহাত্মাদের মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, সেখানে আমাদের কথা কি, এরূপ সংবেগ উৎপন্ন হলে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বয়ং প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করলেন। দেবীও 'রাজা প্রব্রজিত হলে আমি কী করব' ভেবে তিনিও প্রব্রজিত হয়ে উদ্যানে উভয়ে ধ্যানস্থ হয়ে ধ্যানসুখ উপভোগ করত আয়ু শেষে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁরা আমাদের ভগবানের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হন। নন্দিরাজ ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে অগ্র মহাকশ্যপ থের নামে পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্যের মতো আলো বিকিরণ করে ভগবানের পরিনির্বাণের পরে বুদ্ধশাসনে অতি শোভা পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ভদ্রাকপিলানী নামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪. নন্দি পূর্বে বিচরণশীল এক প্রত্যেকবুদ্ধকে দান দিয়ে তার প্রভাবে পৃথিবীর অধিপতি হয়ে স্বরাজ্য গৌরব ও মহত্ত্বতার সাথে শাসন করেছিলেন। তোমরাও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানাবিধ দান দিয়ে কল্পতরুবৎ ফলাদি লাভ কর।

২.২ অন্যতর ব্যক্তির উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর পাটলিপুত্রের কোনো গ্রামে এক দুঃস্থ লোক বাস করতেন। তিনি অন্য কোনো গ্রামে যাওয়ার সময় দুটি কাপড় পরিধান করে এক মহা অরণ্যমুখে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে এক চোর 'এ ব্যক্তির কাপড় কেড়ে নেব' বলে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। তিনি দূর থেকে চোরকে আসতে দেখে চিন্তা করলেন, 'আমি এর কাছ থেকে পালাতে কিংবা তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হব না। সে এসে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিশ্চয় আমার এই বস্ত্র কেড়ে নেবে। আমিও এটাকে অনর্থক হারাতে পারি না, দান হিসেবেই তাকে দেব।' এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। চোর এসে বস্ত্র ধারণ করল। সেই লোকটি চিত্তকে প্রসন্ন করে, 'আমা কর্তৃক এই বস্ত্র দান ভব ভোগসুখের প্রত্যয় হোক' বলে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করে উলঙ্গহেতু রাজপথ ত্যাগ করে অরণ্যপথ দিয়ে যাওয়ার সময় সর্পদংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর পর তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বহু সহস্র অপ্সরা-পরিবৃত দ্বাদশ যোজন পরিমাণ এক কনকবিমানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিমানের চারদিকে পরিবেষ্টিত তিন যোজন পরিমাণ স্থানে কল্পতরু উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি সেই মহান দিব্যসম্পত্তি দেখে আনন্দমনে বলেছিলেন :

১. নিজের অল্পমাত্র সম্পত্তি আনন্দমনে সঠিকভাবে দান দিলে দিব্য ঐশ্বর্যময় বিপুল ভোগসম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২-৩. আমার পুণ্যপ্রভাবে চোখ ঝলসানো নয়ন মুগ্ধকর সুবর্ণময় দ্বাদশ যোজনোর্ধ্ব পরিমাণ শ্রেষ্ঠ কূটাগার (বিমান) উৎপন্ন হয়েছিল যা অনেক মহার্ঘ ধ্বজাসমূহ ও পরিশুদ্ধ বিতানসমূহের দ্বারা শোভিত ছিল।

৪. সমস্ত প্রাসাদ দিব্যবস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং বাত্যাঘাতে অতি শোভা পাচ্ছিল।

৫. প্রাসাদের চতুর্দিকে তিন যোজনের মধ্যে ইচ্ছিত ইচ্ছিত কল্পবৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হয়েছিল।

৬. আমার প্রাসাদে অনেক সহস্র অপ্সরা নাচ, গান, বাদ্য ও হর্ষধ্বনিদ্বারা মোদিত করে রাখত।

৭. অনুপযুক্ত পাত্রে বস্ত্র দান করে এরূপ ফল লাভ করা গেলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান করলে কী রকম ফল লাভ করা যাবে!

৮. এভাবে একাগ্রচিত্তে কুশলকর্ম করলে বুদ্ধবর্ণিত দিব্যবিভব লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাসহকারে পরিশুদ্ধ অন্তরে সৎ পাত্রে দান কর, এতে বিশেষ ফল লাভে সমর্থ হবে।

২.৩ বিষমলোম কুমারের উপাখ্যান

অতীতে এই জম্বুদ্বীপে কশ্যপ নামে সম্যকসম্বুদ্ধ পারমী পূর্ণ করত সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর জনগণের দুঃখ অপনোদনকারী ও সুখকর নির্বাণরূপ মহানগর অধিগত করে বাস করছিলেন। সে সময় জনৈক ব্যক্তি শাস্তার ধর্মদেশনা শ্রবণ করে প্রসন্ন হয়ে ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়ে, শীল রক্ষা করে, উপোসথকর্মাদি নানাবিধ পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করে মৃত্যুর পর সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেবলোকে সহস্র দেবঅপ্সরা-পরিবৃত দেববিমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তথায় পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল অবধি অবস্থান করে তথা হতে চ্যুত হয়ে আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর জম্বুদ্বীপে পাটলিপুত্র নগরে চক্রবর্তী রাজা ধর্মাশোকের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষমলোম-মস্তকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'বিষমলোম কুমার'। তিনি ক্রমে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে শক্তিসম্পন্ন হলেন, মহাস্তম্ভসদৃশ হলেন। তিনি দর্শনীয় রমণীয় যশসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করছিলেন। কোনো সময়ে মহানরপতি ধর্মাশোক চতুরশীতি সহস্র রাজপরিবৃত (পরিষদ) হয়ে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন বাহনে (আরোহণ করে) ক্রীড়া করার জন্য হিমবন্তে গিয়ে যথাভিরুচি ক্রীড়া করে প্রত্যাগমনকালে চন্দ্রভাগা নামক নদীতে উপনীত হয়েছিলেন। চন্দ্রভাগা যোজন পরিমিত বিস্তৃত এবং তিন গব্যুত পরিমাণ গভীর ছিল। তখন এটা (নদী) উত্থাল ঢেউ ও বিপুল বুদ্‌বুদ্‌পূর্ণ জল উভয়কুল প্লাবিত করে ক্ষিপ্রগতিতে বয়ে চলছিল।

রাজা অশোক এরূপ গঙ্গাকে দেখে বললেন, 'কোন ব্যক্তি এই মহাগঙ্গা পার হতে সক্ষম?' তাঁর কথা শুনে বিষমলোম কুমার এসে প্রণাম করে বললেন, 'দেব, আমি গঙ্গা পার হয়ে ওপারে গিয়ে আবার ফিরে আসতে সক্ষম।' রাজা 'উত্তম' বলে সম্মতি প্রদান করলেন। অতঃপর কুমার উত্তমরূপে কাপড় পরিধান করে মকরদন্তে (a design in the shape of the teeth of a sword fish) কেশ (চুল) বন্ধন করে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আঠারো হস্ত ওপর দিয়ে গমন করে উচু স্থান হতে পতিত হয়ে নদী পার হতে আরম্ভ করলেন। নদীর তীব্র স্রোত ছেদন করে এপার-ওপার গমনাগমনকালে শতাধিক উগ্র কুমীরকে হস্তদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করে বধ করত নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। রাজা এরূপ অবস্থা দেখে ভীত হয়ে ভাবলেন, এ কুমার (বিষমকুমার) আমাকেও হত্যা করে রাজ্য কেড়ে নিতে সক্ষম। আদেশ দিলেন, 'তাকে কারাগারে বন্দি কর।' কর্মচারিরা তাকে বন্দি করলেন। কারাগারে তাঁর চার মাস অতিক্রান্ত হলো, রাজাও চার মাস পর ষাট হাত দীর্ঘ ষাটটি বাঁশ সংগ্রহ করে গীটসমূহ পরিচ্ছন্ন করে ভেতরে লৌহরস (সীসা) পূর্ণ করত রাজোদ্যানে স্থাপন করে বিষমলোম কুমারকে কারাগার হতে আনয়ন করে অমাত্যদের বললেন, 'ওহে, এই কুমার এই খড়্গদ্বারা বংশদণ্ডসমূহ চার আঙুল পরিমাণ করে কেটে ফেলবে। সে যদি কাটতে অসমর্থ হয় তাহলে তাকে হত্যা করবে।' শুনে কুমার বললেন, 'আমি কারাগারে বহুদিন অবস্থান করায় ক্ষুধায় পীড়িত ও ক্লান্ত। কিছু আহারের পর আমি ছেদন করব।'

তারা বলল, 'তোমার জন্য কোনো খাদ্য নেই।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমি পুকুরের জল পান করব।' তারা 'উত্তম' বলে তাঁকে পুকুরে নিয়ে গেল। কুমার পুকুরে অবতরণ করে স্নানান্তে ডুব দিয়ে প্রয়োজনমতো কাঁদা ভক্ষণ করে, জলপান করে উঠে খড়্গ নিয়ে মহাজনতার সম্মুখে আটাশি হস্ত ঊর্ধ্বে আকাশে লম্ফ দিয়ে সমস্ত বাঁশ চারি আঙুল পরিমাণ খণ্ডবিখণ্ড করার সময় মূলে স্থূল লৌহদণ্ড দিয়ে ক্ষীণ শব্দ শ্রবণ করে খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজকর্মচারিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে কান্না করছ?' তিনি বললেন, 'এতগুলো লোকের মধ্যে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যক্তি একজনও নেই। যদি থাকত তাহলে এই বংশদণ্ডের অভ্যন্তরে যে লৌহরস আছে তা আমাকে বলা উচিত ছিল। তা জানা থাকলে এই বংশদণ্ডকে আমি এক আঙুল পরিমাণ করে কেটে ফেলতাম।' রাজা কুমারের কৃতকর্ম অবলোকন করে প্রসন্ন হয়ে উপরাজপদে অভিষিক্ত করে বহু ধনসম্পদ প্রদান করলেন। এরূপ বলসম্পত্তি জাতি-গোত্র-প্রদেশ দ্বারা লাভ করেননি, প্রাণিহত্যা ইত্যাদি দুষ্কর্মের দ্বারা লাভ করেননি, অনুশীলনের দ্বারা এরূপ শক্তি লাভ করেছেন। এটা কশ্যপ সম্বুদ্ধের

সময়ে ভিক্ষুসংঘকে প্রদত্ত দানাদি সুচরিত কর্মবিপাক। তাই বলা হয়েছে :

১-২. কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে সুদেশিত ধর্ম শ্রবণ করে শীলাচারসম্পন্ন ভিক্ষুদের শ্রদ্ধাচিত্তে প্রচুর উত্তম খাদ্যপানীয় দান করেছিলেন।

৩-৪. চীবর, পাত্র, কায়বন্ধনী, ক্ষীরশলাকা এবং বহু যষ্টি, ঘুমাবার জন্য আসন, মঞ্চাদি এবং শীত নিবারণের জন্য সুশোভিত কম্বলাদি দান করেছিলেন।

৫. অসুস্থ ভিক্ষুদের আরোগ্যের জন্য ঔষধ দান করেছিলেন, এভাবে বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

৬-৭. তিনি তথায় মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হয়ে দিব্যবিমানে উৎপন্ন হয়ে, দেবঅপ্সরা-পরিবৃত ও দেবসেনা রক্ষিত হয়ে দিব্য নাচগান, দিব্য বাদ্য-বাজনাসহ বহুবিধ দিব্যসম্পত্তি নন্দিত মনে উপভোগ করেছিলেন।

৮-৯. তথায় আয়ুষ্কাল অবস্থানের পর জম্বুদ্বীপের রমণীয় স্থান পাটলিপুত্রে বুদ্ধাদি (ত্রিরত্নে) শ্রদ্ধাশীল (কুমার) মহাস্তম্ভ, মহাশক্তিধর, বিপুল যশসম্পন্ন ও অঢেল ভোগসম্পত্তিসম্পন্ন হয়ে ধর্মাশোক রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

১০. ভবসম্পত্তি লাভেচ্ছু ব্যক্তির কুশলকর্ম করা, শীল পালন করা এবং সাধনা করা সমীচীন। কুমার উপরাজপদ লাভ করে বিভব উপভোগ করত মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়াদি দিয়ে সৎকার করে শীল পালন ও উপোসথকর্ম করে আয়ু শেষে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হন।

১১. শুদ্ধচিত্তে এবংবিধ সুচরিত কর্ম করলে জন্মজন্মান্তর বহু বিভবের ভাগী হওয়া যায়। ওহে, তোমরাও অনুরূপ সুচরিত কর্ম সাধন করে নিবৃত্তিপদ (নির্বাণ) লাভে সচেষ্ট হও।

২.৪ কাঞ্চনদেবীর উপাখ্যান

জম্বুদ্বীপে দেবপুত্রনগর নামে এক দর্শনীয় নগর ছিল। সেই সময়ে জনসাধারণ সকলে পাত্রোৎসব নামক পূজা করত। ভগবানের ব্যবহৃত পাত্রকে নিয়ে অনেক পূজার্চনা করে উৎসব করত। সে সময় দেবপুত্র নগরের রাজা সর্ব রত্নময় রথ সর্বালংকারে অলংকৃত করে কুমুদপত্রবর্ণ চারটি সিন্ধুঘোটক যোজন করত সুশিক্ষিত শিল্পাচার্যসহ সপ্তরত্ন ও অশীতিহস্ত কাপড় দিয়ে শাস্তার শৈলময় পাত্র মুক্তাদির দ্বারা অলংকৃত করে বংশদণ্ডের শীর্ষে স্থাপন করত বংশটিকে রথে স্থাপন করতেন এবং নগরকে দেবনগরের মতো সজ্জিত করে ধ্বজা উত্তোলন করে তোরণদ্বারে পূর্ণঘট, দীপমালাদি স্থাপন করে বহুবিধ পূজোপকরণসহ নগর

প্রদক্ষিণ করে নগরের মাঝখানে সুসজ্জিত রথমণ্ডপে ধাতুপাত্র স্থাপন করতেন, সপ্তম দিনে ধর্মশ্রবণ করাতেন, তখন সেই সমস্ত জনপদে বহু মানব ও দেবতা, যক্ষ-রাক্ষস এবং নাগ-সুপর্ণাদি মানুষের রূপ ধারণ করে তথায় সর্বত্র বিচরণ করত। এটা এরূপ আশ্চর্যজনক পূজাবিধি ছিল।

তখন এক নাগরাজ তার পূর্ব পুরুষদের (অতীতকালের) সম্পর্কিত উত্তম রূপবতী এক কুমারীকে ধর্মপরিষদে উপবিষ্টাবস্থায় দেখে তাঁর প্রতি কামচিত্তাবদ্ধ হয়ে বিবিধ প্রকারে যাচঞা করে তাঁকে বশীভূত করতে না পেরে মেরে ফেলার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে নাক-বায়ু (রোষবশত নাক দিয়ে বিষাক্ত বায়ু) বিচ্ছুরণ করতে লাগল। তাঁর শ্রদ্ধাবলবশত সে কোনো ক্ষতি করতে পারল না। অতঃপর নাগরাজ উক্ত কুমারীর পা হতে সমস্ত শরীর কুণ্ডলাকারে পেঁচিয়ে মস্তকে রত থাকায় তিনি একটুও কষ্টবোধ করেননি। রাত্রি প্রভাত হলে তাঁকে দেখে লোকজন জিজ্ঞেস করল, 'এরূপ হওয়ার কারণ কী?' সেও তাদেরকে সমস্ত বিষয় বলে এরূপ সত্যক্রিয়া করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১. মনুষ্যলোকে জন্মাবধি আমি ব্রহ্মাচারী, এ সত্য বাক্যের প্রভাবে আমাকে নাগ ত্বরিত মুক্তি দান করুক।

২. কামাসক্ত নাগের প্রতি আমি আসক্ত হইনি, এ সত্য বাক্যের প্রভাবে আমাকে নাগ ত্বরিত মুক্তি দান করুক।

৩. আমার প্রতি কুপিত হয়ে নাগ বিষবাষ্প নিক্ষেপ করলেও আমি কিন্তু ক্রোধহীন ছিলাম। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে আমাকে নাগ ত্বরিত মুক্তি দান করুক।

৪. আমি ভক্তিসহকারে সদ্ধর্ম শ্রবণ করছিলাম। এ সত্য বাক্যের প্রভাবে নাগ আমাকে মুক্তি দান করুক।

৫. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো অক্ষর বা পদ বাদ না দিয়ে আমি সদ্ধর্ম শ্রবণ করেছি। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে নাগ আমাকে ত্বরিত মুক্তি দান করুক।

সত্যক্রিয়া শেষে নাগরাজ তাঁর প্রতি অতি প্রসন্ন হয়ে কুণ্ডলী অনাবৃত করে শত শত ফণা বিস্তার করত ফণাগর্ভে তাঁকে বসিয়ে বহু নাগ-মানবসহ উদকপূজা নামে পূজা করল। তা দেখে নগরবাসীরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে আঠারো কোটি ধন দিয়ে তাঁকে পূজা করেছিল। তাই বলা হয়েছে :

৬-৭. পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সমান বন্ধু এবং সর্বকামদ কিছু নেই। দেখ, তাঁর শ্রদ্ধাবলে নাগ ও মনুষ্যগণ তাঁকে পূজা করেছিল। ইহজন্মেও তিনি বিবিধ প্রকার পার্থিব ভোগ লাভ করেছিলেন। তাই ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর তিনি বিপুল বিভব লাভ করে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী হয়ে আয়ুষ্কাল শেষে মৃত্যুবরণ করত সেই নগরের রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ

করে দশ মাস পর মাতৃগর্ভ হতে নির্গত হলেন। তাঁর জন্মদিনে সমগ্র দেবপুত্রনগরে রত্ন বর্ষিত হয়েছিল। তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল কাঞ্চনদেবী। তিনি সকলের আনন্দদায়ক দেবঅপ্সরা-সদৃশ সুন্দরী হয়েছিলেন। মুখ হতে উৎপলের সুগন্ধি বের হতো। শরীর হতে চন্দন-সুবাস বের হতো। তাঁর সমস্ত দেহ হতে তরুণ অরুণালোক-সদৃশ রশ্মি বের হতো। চারদিকে প্রদীপের প্রয়োজন হতো না। শরীরালোকে সমস্ত গৃহ (অংশ) উদ্ভাসিত হতো। তাঁর রূপসম্পত্তির কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রকাশ পেয়েছিল।

জম্বুদ্বীপের সকল রাজা তাঁকে পাওয়ার জন্য (বিয়ে করার জন্য) তাঁর পিতাকে পত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি পঞ্চকামে রমিত না হয়ে পিতাকে অবহিত করে ভিক্ষুদের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত বিদর্শন পরিবর্ধন করে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফল লাভ করেছিলেন।

৮. কুমারী শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মশ্রবণ করে নির্মল শীল পালন করে উত্তরোত্তর বহুবিধ বিভব লাভ করেছিলেন; ওহে, তোমরা সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদনে প্রমত্ত হবে না?

২.৫ ব্যাঘ্রের উপাখ্যান

জম্বুদ্বীপের চুল্লরাজ্যের সন্নিকটে বারাণসী নগরে একটি বড়ো রাস্তা ছিল যার দুদিকে ছিল বালিয়াড়ি। এর মাঝখানে এক ব্যাঘ্র তার অন্ধ পিতাকে পর্বতগুহায় রেখে প্রতিপালন করে বাস করত। সেই পর্বতের বনদ্বারে একবৃক্ষে তুণ্ডিল নামে এক শুকশাবক বাস করত। তারা উভয়ে পরস্পর বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় প্রত্যন্ত গ্রামবাসী এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে বারাণসী গিয়ে সেই বনদ্বারে উপনীত হলো। শুকশাবক সহায়সম্বলহীন দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই ব্যক্তিকে দেখে করুণাচিত্তে তাকে ডেকে বলল, 'ওহে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'কাষ্ঠ আহরণের জন্য যাচ্ছি।' তুণ্ডিল বলল, 'এ বনের মধ্যে এক ব্যাঘ্র বাস করে, সে বদমেজাজী ও কর্কশ, এক্ষুণি তোমাকে হত্যা করে খেয়ে ফেলবে। তুমি সেখানে যেও না।' সেই দুষ্ট ব্যক্তি হিতকামী পক্ষীর কথা অগ্রাহ্য করে বলল, 'আমি যাব।' তুণ্ডিল বলল, 'সৌম্য, যদি যেতে চাও তাহলে যাও, তবে ঐ ব্যাঘ্র আমার বন্ধু, তোমার কাছে আমার কথা শুনে তোমাকে সমাদর করবে।' সে শুকরাজকে ধরে প্রদুষ্ট চিত্তে মুদ্গর দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলল, কাষ্ঠ দিয়ে অগ্নি উৎপাদন করে মাংস পুড়ে খেল। অসৎ ব্যক্তির সংসর্গে আসলে মনুষ্যগণের ইহ-পরলোকে দুঃখ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে :

১. এরূপ হীন ব্যক্তিকে আমা কর্তৃক প্রেম-ভালবাসা দিয়ে আমার দেহ

দগ্ধীভূত হয়েছে।

২. মধু-দুগ্ধাদি দ্বারা, প্রেম দিয়ে প্রতিপালিত নরাধম কুপিত (রাগান্বিত) হয়ে আমার দেহ দগ্ধ করেছে।

৩. এরূপ হীনজাত, পাপী অকৃতজ্ঞ নরাধমদের সঙ্গে ক্ষণকাল সংসর্গও অনুচিত।

৪. এরূপ অসৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যও সংসর্গ করা অনুচিত, কারণ এরা অনর্থকারী।

সেই দুর্জন মাংস আহার করে বনের মধ্যে উপনীত হলো। ব্যাঘ্র তাকে দেখে মহাগর্জন করে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলো। সে ব্যাঘ্রকে দেখে ভীত হয়ে তুণ্ডিলের কথা স্মরণ করে বলল, 'ওহে, আমি তোমার বন্ধু তুণ্ডিলের কাছ থেকে আসছি।' ব্যাঘ্র বলল, 'সৌম্য, এদিকে এসো।' তাকে এভাবে ডেকে তার বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে আহার্যাদির দ্বারা খাইয়ে পিতার নিকট বসিয়ে পুনরায় বনে প্রবেশ করল। অতঃপর ব্যাঘ্রপুত্র চলে যাওয়ার পর পিতা তার সঙ্গে কথোপকথনে জানতে পারল যে, সে তুণ্ডিলকে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছে। ব্যাঘ্রপুত্র বন থেকে ফিরে এ বিষয়ে অবগত হয়ে দ্রুতবেগে তুণ্ডিলের বাসস্থানে গিয়ে 'সৌম্য তুণ্ডিল' বলে শব্দ করল। তাকে না দেখে, প্রক্ষিপ্ত পালকসমূহ দেখে 'নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি আমার বন্ধুকে হত্যা করেছে' বলে অনুশোচনা ও পরিদেবন করতে করতে আসল। ইতিমধ্যে সেই দুর্জন ব্যক্তি ব্যাঘ্র চলে যাওয়ার পর তার পিতাকে পাষাণের আঘাতে হত্যা করে 'ব্যাঘ্রকে এখন হত্যা করব' এই বলে ব্যাঘ্র আসার পথে গোপনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন ব্যাঘ্রও আসছিল। ব্যাঘ্র আসার সময় তার গর্জনে ভীত হয়ে সে বলল, 'প্রভু, আমার জীবনদান করুন' বলে পাদমূলে পতিত হলো। ব্যাঘ্র তার কৃতকর্ম দেখে স্বীয় চিত্তকে শান্ত করে 'আমার বন্ধুর কথা চিন্তা করে প্রদুষ্ট চিত্তে এই ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা অযৌক্তিক' চিন্তা করে বলল, 'সৌম্য, তুমি চলে যাও।'

এরূপ বলে তাকে যেতে দিল। এভাবে সজ্জনের সংসর্গে আসলে ইহ-পরকাল সুখাবহ হয়। তাই বলা হয়েছে :

৫. সাধু ব্যক্তিদের সংসর্গ করা উচিত, তাদের সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত, সজ্জনের সংসর্গে সর্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়, অন্যথায় ক্ষতি হয়।

৬. সাধু ব্যক্তিদের সংসর্গ সুখপ্রদ হয় এবং দুঃখ অপনোদিত হয়, তাই সৎপুরুষদের সংসর্গ করা জনগণের সমীচীন।

সেই ব্যাঘ্র মৈত্রীভাবের কারণে মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিল।

৭. এভাবে কর্কশ ও পরমাংসভোজী ব্যাঘ্র করুণার কারণে স্বর্গে (সুগতি) গমন করেছিল, সেরূপ সকলের প্রতি করুণা করা উচিত; তোমাদেরও

জন্মজন্মান্তরে ভোগ এবং বৈভব দান করা উচিত।

২.৬ ফলকখণ্ড দাতার উপাখ্যান

শ্রাবস্তীর কোনো লোক 'উত্তরাপথে যাব' বলে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘপথ অতিক্রমকালে মধ্যাহ্ন সময়ে খরতাপে ক্লান্ত হয়ে বৃক্ষচ্ছায়ায় গিয়ে পান খেতে খেতে একটি ফলকে উপবেশন করল। অতঃপর উত্তরাপথে আগত অনুরূপ এক ব্যক্তি গরমে ক্লান্ত হয়ে এসে ঐ ব্যক্তির পাশে উপবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, আপনার নিকট পানীয় আছে কি?' সে বলল, 'আমার কাছে পানীয় নেই।' অতঃপর সে বলল, 'তাহলে আমাকে পান দাও, আমি তৃষ্ণার্ত।' কিন্তু সে পানও লাভ করল না। চার কার্ষাপণ (মুদ্রাবিশেষ) দিয়ে একটি পান ক্রয় করে সেখানে উপবেশন করে খেয়ে পিপাসা নিবারণ করে তার (অপরব্যক্তি) উপকারীকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজ গন্তব্য-স্থানে চলে গেল।

অতঃপর অন্য একসময়ে সে বন্দরে গিয়ে নৌকাযোগে বাণিজ্য করার জন্য সমুদ্রের মধ্যখানে উপনীত হলো। সপ্তম দিনে নৌকা ডুবে গেল। মানুষেরা (নৌকার আরোহী বা নাবিকগণ) মাছ ও কচ্ছপের খাদ্য হলো। সেই ব্যক্তি সুস্থ ছিল এবং এক তক্তাফলক বুকে নিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করল। অপরজনও অনুরূপভাবে নৌকা ডুবে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে পূর্বব্যক্তির সন্নিকটে আসল। তারা সাতদিন ধরে ভাসতে ভাসতে সপ্তদিনে পরস্পরকে চিনতে পারল। তাদের মধ্যে কার্ষাপণ দিয়ে তাম্বুল গ্রহণকারী পূর্ব উপকার স্মরণ করে নিজের তক্তাফলক তাকে প্রদান করল। সে তার ওপর শয়ন করে ভাসতে ভাসতে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল। অপরজন কাষ্ঠফলকহীন হয়ে ভাসতে ভাসতে জলে ডুবে যেতে লাগল। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে বসবাসকারী মণিমেখলা নাম্নী দেবকন্যা ডুবন্ত অবস্থায় সেই ব্যক্তিকে দর্শন করে 'সৎপুরুষ' বলে তার গুণ স্মরণ করে দ্রুত গিয়ে তাকে স্বীয় প্রভাবে সমুদ্রতীরে তুলে আসলেন। অপরজনকেও তার গুণের প্রভাবে তীরে পৌঁছে দিলেন। অতঃপর তক্তাফলকের ব্যক্তি তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সৌম্য, আমাকে কীভাবে তীরে আনয়ন করলেন?' সে বলল, 'আমি জানি না, যদিও ভালোভাবেই তীরে অবতীর্ণ হয়েছি।' অতঃপর দেবকন্যা দৃশ্যমান মানবী দেহে নিজের আগমন বার্তা ব্যক্ত করলেন :

১. যিনি মাতাপিতাকে ধর্মত প্রতিপালন করেন, তাঁকে দেবগণ সর্বদা জলে-স্থলে রক্ষা করেন।

২. যিনি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণাগত, তাঁকে দেবগণ সর্বদা জলে-স্থলে রক্ষা করেন।

৩. যিনি পঞ্চশীল-অষ্টশীল ও প্রাতিমোক্ষ শীল প্রতিপালন করেন, দেবগণও তাঁকে সর্বত্র সর্বদা রক্ষা করেন।

৪. কায়মনোবাক্যে যিনি সুচরিত, তাঁকে দেবগণও সর্বত্র সর্বদা রক্ষা করেন।

৫. যিনি সৎপুরুষ ধর্মে স্থিত ও কৃতবিদ, তাঁকে দেবগণও সর্বদা জলে-স্থলে রক্ষা করেন।

অতঃপর সে বলল :

'আমি দান দিইনি, শীল পালন করিনি, কোন পুণ্যকর্মের কারণে দেবতা আমাকে রক্ষা করলেন? আমার সংশয় আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। হে দেব, আমাকে ব্যক্ত করুন।'

দেবতা বললেন :

'অগাধ ও পারাপার কষ্টসাধ্য সাগরে ভগ্ন নৌকায় ভাসমানকালে কাষ্ঠফলকে স্থিত হয়ে সুজনের ধর্মপালন করতে গিয়ে নিজের ফলক মিত্রতাবশত এক ব্যক্তিকে দান করেছ। মহাশয়, তোমার মিত্রধর্ম ও তক্তাফলক দানের কারণে সমুদ্র হতে উদ্ধার পেয়েছ।'

এরূপ বলে তিনি (দেবকন্যা) তাকে দিব্য আহারে ক্ষুধা নিবারণ করালেন, দিব্য বস্ত্র, অলংকারাদি দিয়ে অলংকৃত করে স্বীয় প্রভাবে শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছে দিলেন। তখন থেকে সে যথালব্ধভাবে বাস করে দান দিয়ে, শীল রক্ষা করে, উপোসথকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে স্বর্গে গমন করেছিল।

৬. এভাবে কুশলকর্ম করে সত্ত্বগণ সাগরে দেবগণেরও আশ্রয় লাভ করে। তোমরাও সৎপুরুষদের ধর্ম নষ্ট করবে না, প্রমত্ত হবে না, সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করবে।

২.৭ চোরের বন্ধুর উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর জম্বুদ্বীপে দেবদহ নগরে এক দুর্গত ব্যক্তি যত্রতত্র বিচরণ করে পরে এক গ্রামে গিয়ে কোনো কুলগৃহে বাস করতে লাগল। সেখানকার মানুষেরা তাকে জাউ (যাগু)-ভাত দিয়ে প্রতিপালন করত। তথায় সে জনগণের সঙ্গে মিত্রতা করে কিছুকাল বাস করে অন্যত্র গিয়ে চৌর্যকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহ করতে লাগল। অতঃপর একদিন চৌর্যকর্ম করার সময় রাজকর্মচারিগণ তাকে ধরে রাজাকে দিলেন। রাজা আদেশ দিলেন, 'তাকে কারাগারে বন্দি কর।' তারা তাকে কারাগারে নিয়ে শৃঙ্খলাদি দিয়ে বন্ধন করে রক্ষী নিয়োজিত করে চলে গেল। কারাগারে তার দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলো। তখন তার পূর্ববন্ধু প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তি কোনো

কর্মোপলক্ষ্যে দেবদহে এসেছিলেন। তাকে খোঁজাখুঁজি করে কারাগারে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাকে দেখে তাঁর হৃদয় স্নেহসিক্ত হলো। তিনি কান্না ও পরিদেবন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সৌম্য তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?' তখন সে বলল, 'সৌম্য, আমি কারাগারে বারো বছর যাবৎ অতিক্রম করছি। এ যাবৎ শাস্তিদানকারীদের কর্তৃক মহাদুঃখ ভোগ করে আসছি। আমাকে আহার্য ভোজন করা পর্যন্ত বন্ধনমুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।' এরূপ বললে সেই সজ্জন বললেন, 'গুণশীল বিবর্জিত রূপের দ্বারা কী হবে? মিথ্যা প্রতারণাকারী ধীকৃতদের কী প্রয়োজন? দানাদি ত্যাগে বিমুখ ধনে কী প্রয়োজন? বিপদকালে ত্যাগকারী বন্ধুর কী প্রয়োজন?'

এরূপ বলে তিনি 'উত্তম সৌম্য, তাই করব' বলে কথা দিয়ে রক্ষীদের নিকট গিয়ে বললেন, 'মহাশয়, এই ব্যক্তি ভাত খেয়ে আসা পর্যন্ত আমি আপনাদের কাছে থাকব, তাকে যেতে দিন।' তারা বললেন, 'তাকে যেতে দিতে পারি না। যদি সে যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকতে পার তাহলে যেতে দিতে পারি, অন্যথা নয়।' তিনি 'তাই হবে সৌম্য' বলে তার পা হতে শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বীয় পায়ে বন্ধনী দিয়ে কারাগারে প্রবেশ করত তাকে মুক্তি দিলেন। সেই দুর্জন ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয়ে পুনরায় আসল না। অহো, অকৃতজ্ঞের স্বভাব জানা দুষ্কর। তাই বলা হয়েছে :

১. বারিপূর্ণ পাত্র যেরূপ শোভা পায়, অপূর্ণ পাত্র তেমন শোভা পায় না, সাধু ব্যক্তির প্রজ্ঞায় মানসিকতা সমৃদ্ধ হয়।

২. মুখে একরকম বলে মনে অন্যরূপ চিন্তা করে, প্রকৃতপক্ষে অসাধু ব্যক্তিরাই এরূপ করতে পারে।

৩. যিনি প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে জানেন তিনি প্রকৃত পণ্ডিত, বহুশ্রুত এবং পরচিত্ত সম্পর্কে জ্ঞাত।

অতঃপর তিনি কারাগারে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অতিক্রম করলেন। এ দীর্ঘকাল ক্ষুধাপীড়ায় আহার চাইতে পারতেন না, ভুক্ত দিনের চাইতে অভুক্ত দিনের সংখ্যা বেশি ছিল। বারো বৎসর পর রাজপুত্রের জন্ম হয়। এ সময়ে রাজা কারাগারে সকল বন্দিকে মুক্তিদান করেন। বন্দি মৃগপক্ষীরাও মুক্তি পেল। কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ তাদের ইচ্ছানুসারে চলে গেল। তিনিই একমাত্র তাদের সঙ্গে না গিয়ে রয়ে গেলেন। রক্ষীগণ 'আপনি কেন যাচ্ছেন না?' জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'আমি এখন যেতে সক্ষম নই, আমি অতি পরীক্ষীণ হয়েছি, অন্ধকারে গমন করব।' এরূপ বলে অন্ধকার হতে বের হয়ে নগরের বাইরে বিশ্বস্ত ব্যক্তির অভাবে 'কোথায় আহার্য পাব' চিন্তা করতে করতে বের হয়ে রাতের অন্ধকারে আমক-শ্মশানে আসল এবং ভাবল, 'এখানে আহার্য

পাব।' সেখানে তিনি সদ্য নিক্ষিপ্ত মৃত মানুষ দেখে মনুষ্য অস্থি হতে মাংস ছিনিয়ে নিয়ে তিনটি মনুষ্য মস্তক ঊর্ধ্বে স্থাপন করত চিতায় জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা আগুন প্রজ্বলিত করল। শ্মশানে অগ্নি নির্বাপনের জন্য আনীত জল দিয়ে এবং মনুষ্য অস্থি দিয়ে নেড়ে মাংস রান্না করে নামিয়ে শাখা-ভাঙা দিয়ে আবৃত করে ছেঁড়া কাপড়দ্বারা বাতাবরণ করে বসেছিল। সেই সময়ে সেখানে পিপ্পলি বৃক্ষে বসবাসরত দেবতা তাঁর এরূপ কাণ্ড দেখে 'জিজ্ঞেস করব' বলে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ওহে, তুমি ঘনান্ধকারে গভীর রাতে বিক্ষিপ্ত নরস্থি সংকীর্ণ কুকুর শৃগালাদি শবাদি মনুষ্য মাংস ভক্ষণকারী যক্ষাদি দ্বারা ভয়ানক শ্মশানে মনুষ্য মাংস রান্না করে কী করছ?'

এরূপ প্রশ্ন করে বললেন :

৪. 'রাত্রির অন্ধকারে শবাদি পূর্ণ মৃতের পূতিগন্ধময় স্থানে মনুষ্য মাংস রান্না করার কারণ ও প্রয়োজন ব্যক্ত কর।'

অতঃপর তিনি বললেন :

৫. যজ্ঞ কিংবা দানের জন্য শ্মশানে মাংস রান্না করছি না, মানুষের ক্ষুধার সমান অন্য কিছু নেই, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এই মাংস রান্না করছি।

তখন দেবতা বললেন, 'তা-ই হোক, এই ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাতাবরণ করেছ, এর কারণ কী আমাকে বলো।'

তিনি এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে বললেন :

৬-৭. ভালো-মন্দ মিশ্রিত শীতবায়ু চিত্তহীন, চেতনাহীন, এটা অকৃতজ্ঞ, মিত্র ধ্বংসকারী অসাধুর দেহ স্পর্শ করে যদি সেই বায়ু আবার আমাকে স্পর্শ করে দুঃখ দেয়, তাই এই ছিন্ন কাপড় দিয়ে বাতাবরণের ব্যবস্থা করেছি।

দেবতা বললেন :

৮. কে তোমার ধন কিংবা শস্য ধ্বংস করেছে? কে মাতাপিতা, বন্ধু, ক্ষেত্র, বস্তু ইত্যাদি বিনাশ করেছে আমাকে বলো।

অতঃপর তিনি বললেন :

৯. যার রাজভয় আছে, যার সর্বস্ব হরণ ও যাকে বধ করা হবে অর্থাৎ যার সম্পত্তি জব্দ করা হবে কিংবা যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এরূপ ব্যক্তি, যে অকৃতজ্ঞ, অসৎ ব্যক্তি তাকে দূর থেকে পরিত্যাগ করা উচিত।

১০. যার চোরাদি ভয় আছে সে অথৈ জল কিংবা আগুনের মতো অকৃতজ্ঞ, এরূপ ব্যক্তিকে দূর থেকে পরিত্যাগ করা উচিত।

১১-১২. যে প্রাণিহত্যা, চুরি, পরদারগমন, মিথ্যা ভাষণ, মাদকদ্রব্য পান, কলহ, অপবাদ এবং সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে সেই দুষ্ট ব্যক্তিগণ সর্বদা অনিষ্ট ও অনর্থ দুঃখ প্রদান করে, সেই অকৃতজ্ঞ অসৎ ব্যক্তিকে দূর থেকে ত্যাগ করা

বাঞ্ছনীয়।

এরূপ বলে তিনি পূর্বোক্ত অসৎ ব্যক্তির সংসর্গের সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করলেন। অনন্তর দেবতা বললেন, 'আমি ভগবান কর্তৃক মঙ্গলসূত্র দেশনার সময় এই বৃক্ষে বসে শুনেছিলাম' :

১৩. অসেবনীয় (দুর্জন বা মূর্খ) ব্যক্তির সেবা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম।

গাথায় 'মূর্খের দোষের সীমা নেই' বলে তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর বিমানে নিয়ে মহাসৎকার ও সম্মান করে স্বীয় প্রভাবে সেই নগরের রাজ্যে অভিষিক্ত করালেন। তিনি তথায় রাজত্ব করার সময় দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ু শেষে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হন।

১৪. এভাবে অসাধুর সঙ্গে বাস বর্জন করে সজ্জনের সঙ্গে বসবাসের ফলে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করত স্বর্গাদি বিভব প্রাপ্ত হও।

২.৮ মরুত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

জম্বুদ্বীপে চন্দ্রভাগা নামক গঙ্গাতীরে হোমগ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে মরুত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি একসময় বাণিজ্যার্থে তক্ষশীলায় গিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় পথে এক বিশ্রামশালায় একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কুকুর দেখে তার প্রতি করুণাবশত নীল বল্লিসহ (লতা) মাখন দুগ্ধ মর্দন করে প্রলেপ দিলেন। কুকুর সুস্থ হয়ে ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার করার মানসে তাঁর সঙ্গে গমন করল। সে সময় ব্রাহ্মণের স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। গর্ভ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলে সন্তান নির্গত হওয়ার সময় আড়াআড়িভাবে পড়ে গর্ভ-অভ্যন্তরে মারা যায়। এতে অস্ত্র দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে সন্তান বের করা হয়। ব্রাহ্মণ এ দৃশ্য দেখে বিষণ্ন হৃদয়ে গৃহবাস ত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করত অরণ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রী অন্যের সঙ্গে (স্বামী-স্ত্রী হিসেবে) বাস করতে লাগল। 'এই ব্যক্তি আমাকে ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে' বলে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রদুষ্টচিত্তে 'এই ব্রাহ্মণকে মেরে ফেলব' বলে তার স্বামীর সঙ্গে মন্ত্রণা করল। তাদের মন্ত্রণা শুনে কুকুরটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিচরণ করতে লাগল। অতঃপর একদিন তার স্বামী 'তাপসকে মেরে ফেলব' বলে তির-ধনু নিয়ে বহির্গত হলো। সে সময় তাপস ফলান্বেষণে বনে গিয়েছিলেন। কুকুরও তাঁর সহগামী হয়েছিল। লোকটি তাপসের আগমন পথে লুকিয়ে রইল। কুকুর তার অন্তরায় দেখতে পেয়ে ধনুর গুণ কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল। সে পুনরায় গুণ মেরামত করে ঠিক করে রাখল। এভাবে সে মেরামত করলে কুকুর খেয়ে ফেলতে লাগল। অতঃপর সেই দুর্জন ব্যক্তি তাপসের আগমন বিষয় জেনে

'তাকে মারব' বলে ধনু নিয়ে যেতে লাগল। সে সময় কুকুর তার পায়ে কামড় দিয়ে মাটিতে ফেলে তার মুখে কামড় দিয়ে দুর্বল করে ডাকতে লাগল। এভাবে সজ্জনেরা উপকারীর প্রত্যুপকার করে থাকে। তাই বলা হয়েছে :

১. (তাপস) উপকার করেছিলেন বলে সেই কুকুর কৃতজ্ঞ হয়েছিল, শত্রুকে আঘাত করে ঋষির জীবনদান করেছিল।

২. তির্যক প্রাণী পর্যন্ত নিজের কৃত্য সম্পর্কে সর্বদা অবহিত, এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিতগণ প্রাণীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

তখন তাপস কুকুরের শব্দ শ্রবণ করে সেখানে গেলেন। তার অবস্থা দর্শন করে স্নেহ উৎপাদন করে বনে গিয়ে সযত্নে প্রতিপালন করতে লাগলেন। সেখানে বাস করার সময় ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করে আয়ুক্ষয়ে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলেন।

৩. কুকুর কর্তৃক ঋষিকে প্রত্যুপকার করা হয়েছে শুনে তাকে মৈত্রী প্রদর্শন করা হলো। সম্যকরূপে করুণা ও পরোপকার কর, এটা সর্বদা ভবভোগের হেতু হয়ে থাকে।

২.৯ পানীয় দাতার উপাখ্যান

জম্বুদ্বীপের অন্যতর জনপদের কোনো ব্যক্তি রাজ্য হতে রাজ্যে, জনপদ হতে জনপদে বিচরণ করতে করতে ক্রমান্বয়ে চন্দ্রভাগা নদীতীরে উপনীত হয়ে নৌকায় আরোহণ করে অপর তীরে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে এক গর্ভিনী স্ত্রীলোকও একই নৌকায় করে যাচ্ছিল। নৌকা নদীর মাঝখানে গেলে তার গর্ভবেদনা আরম্ভ হলো। সে প্রসব করতে অসমর্থ হয়ে লোকটিকে বলল, 'আমি অতি তৃষ্ণার্থ, পান করার জন্য আমাকে জল দিন।' তার কথা (নৌকার) মানুষেরা না শোনার মতো ভান করে জল দিল না। অতঃপর সেই জনপদবাসী করুণাবশত জল নিয়ে মুখে প্রদান করল। সেক্ষণে সে শ্বাস নিয়ে সুখে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। অতঃপর তারা তীরে উপনীত হয়ে কয়েক দিন স্বস্থানে অবস্থান করল। তারপর সেই জনপদবাসী ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীলোককে তার বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে এদিক-ওদিকে ইতস্তত ঘুরে ঘুরে অবস্থান করার মতো কোনো বাসস্থান না পেয়ে নগরদ্বারে এক শালবৃক্ষের নিচে গিয়ে শুয়ে রইল। সেদিন নগরে কতিপয় চোর প্রবেশ করে রাজগৃহে সিঁধ কেটে ধনসম্পদ নিয়ে যাওয়ার সময় রাজকর্মচারিগণ পশ্চাদনুসরণ করলে তারা ধনসম্পদ বিশ্রামাগারে ফেলে পালিয়ে গেল। অতঃপর রাজকর্মচারিগণ এসে চোরদের না দেখে সেই জনপদবাসীকে দেখে 'এ ব্যক্তিই চোর' বলে তাকে পেছনে হাত দৃঢ় করে বেঁধে পরদিন রাজার নিকট উপনীত করালেন। রাজা বললেন, 'চৌর্যকর্ম কেন করছ?' সে বলল,

'দেব, আমি চোর নই, আমি আগন্তুক।' রাজা চোরের অনুসন্ধান করে না পেয়ে আদেশ দিলেন, 'এ ব্যক্তিই চোর, তাকে হত্যা কর।' রাজকর্মচারিগণ তাকে দৃঢ়রূপে বেঁধে বধ্যভূমিতে নেওয়ার সময় সেই স্ত্রীলোক দেখে বুঝতে পারল এবং করুণায় আপ্লুত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রণাম করে বলল, 'দেব, ইনি চোর নন, আগন্তুক, তাকে মুক্তি দিন।' রাজা তার কথায় অবিশ্বাস করে বললেন, 'তার মুক্তি নিতে ইচ্ছা করলে পূর্বে চুরি যাওয়া ধনসম্পদ দিয়ে মুক্তি নিতে পারো।' সে বলল, 'আমার গৃহে কোনো ধনসম্পদ নেই, আমি সাত পুত্রসহ আপনার চাকর হয়ে থাকব, তবু তাকে মুক্তি দিন।' রাজা তার (ধৃত ব্যক্তি) জন্য এরূপ কেন বলছে যে সে পুত্রসহ দাসত্ব স্বীকার করবে, সে কী তার জ্ঞাতি অথবা উপকারী কিনা জিজ্ঞেস করার জন্য বললেন :

১-২. ওহে, এই ব্যক্তি কি তোমার ভাই, পিতা, স্বামী, দেবর, জ্ঞাতি, রক্তের সম্পর্কিত, ঋণদাতা অথবা তোমার উপকারী; সংশয়ের কারণে আমি জিজ্ঞেস করছি—কেন তুমি তার জন্য জীবন দিতে চাও?

৩-৪. এই ব্যক্তি আমার পূর্ব উপকারী, একসময় আমি সন্তান প্রসব করতে অসমর্থ হয়ে দুঃখবেদনায় মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলাম, তিনি জল দিয়ে আমাকে দুঃখমুক্ত করেছিলেন।

৪-৫. আমি কল্লোলময় গঙ্গা পাড় হবার সময় মহাসমুদ্রে উপনীত হই এবং তৃষ্ণার্থ হই। রাজন, জলযানে অবস্থানকারীদের মধ্যে তিনি একমাত্র সাধু ব্যক্তি ছিলেন।

৬-৭. মৃত হস্তীর মাংস-অস্থি ত্যাগ করে চলে গেলেও, সেই মাংস-অস্থিকে শশক মনস্কার করে একাকী দ্রুত চলে যায়। সেইরূপ মানুষের মধ্যেও নরশ্রেষ্ঠ গুণবান, বন্দনীয় ও কৃতবিদ ব্যক্তি আছেন।

৮-৯. এরূপ সৎ ব্যক্তিগণ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্বকৃত উপকারীর উপকার স্মরণ করছি। আমি এবং আমার পুত্রগণ যে সুখ পাচ্ছি, আমাদের এই জীবন তিনিই দান করেছেন।

তখন রাজা দৌবারিককে ডাকিয়ে তাকেও জিজ্ঞেস করে তার সততা সম্পর্কে তুষ্ট হয়ে তাদের উভয়কে মহাযশ বা সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাঁরা যশপ্রাপ্ত হয়ে তখন হতে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

১০. মহিলারাও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এরূপ বিভব ও প্রশংসা প্রাপ্ত হন, সাধুজনেরা ধর্মকে উত্তমরূপে আচরণ করেন এবং মনে পোষণ করেন, সজ্জন কর্তৃক ধর্ম সর্বদা প্রতিপাল্য।

২.১০ বন্ধুর জীবনদাতার উপাখ্যান

ভগবানের পরিনির্বাণের পর সোম ব্রাহ্মণ ও সোমদত্ত ব্রাহ্মণ নামে দুজন ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। সোমদত্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে সোম ব্রাহ্মণ প্রায় সময় দ্যূতক্রীড়া করতেন। একদিন সোমদত্ত সোম ব্রাহ্মণকে দূত ক্রীড়ায় পরাজিত করে তাঁর চাদর ও চিহ্নিত মোহর (সীল) নিয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় সোম ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ওহে, চলো গৃহে গমন করি।' সোম বললেন, 'সৌম্য, আমি একশাটিক হওয়ায় এই অভ্যন্তরীণ পথ দিয়েই যাব। এ পথে গমনই আমার জন্য উপযোগী।' সোমদত্ত বললেন, 'তাহলে এই উত্তরাসঙ্গ গ্রহণ কর।' তা তাকে দিয়ে 'এখন সৌম্য চলুন' বললেও তিনি গেলেন না। পুনরায় তৎকর্তৃক 'কেন যাচ্ছ না' জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, 'সৌম্য, আমার হাতে সিলমোহর না দেখলে আমার স্ত্রী-পুত্র আমার সঙ্গে কলহ করবে।' তিনি এরূপ বললে, 'তুমি যাতে তুষ্ট হও তাই আমি দেব' বলে মোহরও দিয়ে তাকে নিয়ে গৃহে গেলেন। তখন থেকে তাঁরা পরস্পর বন্ধু হলেন। পরবর্তী সময়ে সোমদত্ত ব্রাহ্মণ পরদার লঙ্ঘনজনিত কারণে লোকজন তাঁকে ধরে রাজার নিকট নিয়ে গেল। রাজা তার রূপ দেখে 'পুনরায় এরূপ করবে না' বলে উপদেশ দিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। রাজা এভাবে তৃতীয়বারও উপদেশ দিয়ে মুক্তি প্রদান করত চতুর্থ বারে নির্দেশ দিলেন, 'একে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর। এরূপ পাপকর্মে নিরত ব্যক্তিদের বহু উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বিরত করতে সক্ষম হইনি।' তাই বলা হয়েছে :

১-২. কুকুর, শৃগাল, কাক কিংবা নীলমক্ষিকারা যেমন মৃত ভক্ষণ হতে বিরত হয় না সেরূপ প্রাণিহত্যা, পরদার লঙ্ঘন, মদ্যসেবন, মিথ্যাভাষণ, চুরি ইত্যাদি যারা করে তাদের বিরত করা যায় না।

রাজকর্মচারিগণ তাকে বন্দি করে শ্মশানে নিয়ে আসলেন। সোম ব্রাহ্মণ সোমদত্ত ব্রাহ্মণকে নিয়ে যেতে দেখে রাজকর্মচারিগণের নিকট গিয়ে বললেন, 'ওহে, এ ব্যক্তিকে এখন হত্যা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি রাজার নিকট থেকে আসি।' এরূপ বলে রাজার নিকট গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাজন, আমার জীবন সোমদত্ত ব্রাহ্মণকে দেব। তাকে মুক্তি দিন। যদি হত্যা করতে চান তাহলে আমাকে হত্যা করুন।' রাজা নীবর রইলেন। রাজকর্মচারিগণ সোমদত্তকে মুক্তি দিয়ে সোম ব্রাহ্মণকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলেন। অহো, কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই বলা হয়েছে :

৩. উপকারের কথা স্মরণ করে সোমদত্ত ব্রাহ্মণের জন্য সোম ব্রাহ্মণ জীবন দিয়েছিলেন।

তিনি সেই জীবন দানের দ্বারা দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সুবৃহৎ কনকবিমানে সহস্র অপ্সরায় পরিবৃত হয়ে দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করত অবস্থান করছিলেন। সোমদত্ত ব্রাহ্মণ 'ইনি আমাকে মৃত্যু হতে মুক্তি দিয়েছেন' বলে তাঁর উদ্দেশ্যে দান দিয়ে পুণ্যানুমোদন করলেন। তখন থেকে তিনি বহুবিধ দেবৈশ্বর্য প্রাপ্ত হলেন। সোম ব্রাহ্মণ স্বীয় এবম্বিধ দেবৈশ্বর্য অবলোকন করে দেখলেন, তিনি বন্ধুর জন্য জীবনদান করেছিলেন। তিনি স্বরূপ ত্যাগ করে মানবের রূপ ধারণ করে সোমদত্ত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বাগত জানিয়ে দেবলোকে উৎপত্তির বিষয় প্রকাশ করে স্বীয় প্রভাবে তাকে নিয়ে দেবলোকে গিয়ে 'যথেচ্ছ ভোগসম্পত্তি উপভোগ করুন' বলে সপ্তাহকাল পর্যন্ত দেবৈশ্বর্য সুখ প্রদান করে সপ্তম দিবসে তার গৃহে পৌঁছে দিয়ে আসলেন। দিব্যসম্পত্তি ভোগের পর মনুষ্যসম্পত্তি তাঁর কাছে অপ্রতিকূল মনে হলো। তখন হতে তিনি দিব্যসম্পত্তির বিষয় স্মরণ করতে করতে কৃশ, দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন দেবপুত্র তাঁকে দেখতে গিয়ে তার দুর্দশা অবলোকন করে বললেন, 'মনুষ্য কর্তৃক দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করা সম্ভব নয়।' এরূপ বলে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি প্রদানকারী একটি মণি প্রদান করলেন। তাঁর স্ত্রীকেও স্বীয় প্রভাবে রূপবতী, যশস্বী ও বর্ণবতীকে অতিক্রম করে মতো মনুষ্য-স্ত্রী বর্ণে পরিণত করলেন। পরবর্তীকালে সেই দম্পতি দিব্যসম্পত্তি ও সুখ বিভব প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়ে দান দিয়ে শীল রক্ষা করে মৃত্যুর পর তাঁদের বন্ধু দেবপুত্রের নিকট উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪. কিঞ্চিৎ নন্দিতচিত্ত ব্যক্তিরা (কৃতজ্ঞ) উপকারী কর্তৃক 'সজ্জন' চিন্তা করে প্রাণ পর্যন্ত দান করেন। মিত্রদ্রোহী হবে না, সজ্জন ব্যক্তিগণ উপকারীর নিত্য প্রশংসিত হন।

যক্ষ বঞ্চিত বর্গ

৩.১ যক্ষ বঞ্চিতের উপাখ্যান

ভগবানের পরিনির্বাণের পর কোশলরাজ্যের কোনো এক জনপদে তুণ্ডগ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় এক বুদ্ধদাস নামে ব্যক্তি 'আমি আজীবন বুদ্ধের শরণ নিচ্ছি, বুদ্ধই আমার একমাত্র শরণ, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল' বলে আজীবন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে বাস করতেন। সেই সময়ে এক জনপদবাসী এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেই তুণ্ডগ্রামে পৌঁছে তাঁর গৃহে অবস্থান করতে লাগল। সেই জনপদবাসীর দেহে একটি যক্ষ অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে শোষণ করত। সে গ্রামে প্রবেশ করার সময় বুদ্ধদাস উপাসকের গুণতেজের প্রভাবে উক্ত যক্ষ গৃহে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়ে তাকে ছেড়ে গ্রামের বাইরে এক সপ্তাহ ধরে দাঁড়িয়ে তার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছিল। সেই জনপদবাসী সপ্তাহকাল অবস্থান করে সপ্তম দিনে স্বরাজ্যে যাবার জন্য গ্রাম হতে বের হলো। অতঃপর তাকে বের হতে দেখে যক্ষ তার কাছে আসল এবং জিজ্ঞেস করল, 'এতদিন কোথায় গিয়েছিলে? আমি তোমার জন্য এখানে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেছি।' সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন আমার জন্য অপেক্ষা করছ?' যক্ষ বলল, 'আমি ক্ষুধায় কাতর, আমার খাদ্যের প্রয়োজন।' লোকটি বলল, 'তাহলে তুমি কেন আমার সঙ্গে গৃহে যাওনি?' যক্ষ বলল, 'তোমার সেই গৃহে বুদ্ধের শরণাপন্ন এক উপাসক আছেন। তাঁর শীলতেজে আমি গৃহে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' জনপদবাসী 'শরণ বলতে কী বোঝায়' জানে না বিধায় যক্ষকে জিজ্ঞেস করল, 'শরণ গ্রহণ কী?' যক্ষ বলল, 'বুদ্ধের শরণ নিচ্ছি' বলে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করা।' এটা শ্রবণ করে জনপদবাসী 'এখন যক্ষকে বঞ্চিত করব' চিন্তা করে বলল, 'তাহলে আমিও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।' এরূপ বলামাত্র যক্ষ মহাশব্দ করে ভীত হয়ে পলায়ন করল। এভাবে সম্যকসম্বুদ্ধের আশ্রয়দ্বারা পৃথিবীতে ভয় ও উপদ্রব নিবারণের কারণ হয়, পরলোকেও স্বর্গমোক্ষের কারণ হয়। তাই বলা হয়েছে :

১. বুদ্ধ শব্দ অমনুষ্যদের জন্য ভয়াবহ, বুদ্ধোপাসকগণ সর্বদা উপদ্রবহীন হন।

২. এটা সর্ব-উপদ্রব বিনাশকারী, প্রত্যক্ষ দিব্যঔষধ-সদৃশ দিব্যমন্ত্র, মহাতেজস্বী, মহোত্তম ও মহা আশ্চর্যজনক।

৩. এ কারণে নিষ্ঠুর যক্ষ তাকে শরণাগত দেখে উদ্বিগ্ন, ভীত, রোমাঞ্চিত ও সংবিঘ্ন প্রাপ্ত হয়েছিল।

৪-৫. সূর্যোদয়ে যেমন তিমির বিদূরিত হয়, প্রবল বাতাসে যেমন কাপড় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়, তেমনই সমস্ত দুঃখ, রাজভয়, চোরভয়, যক্ষ-প্রেতাদির ভয় ত্রিশরণে গমনের ফলে নিশ্চিতভাবে বিদূরিত হয়।

৬. শরণ গ্রহণের ফলে যক্ষও ভয়ে পলায়ন করেছে, তা দেখে মন্দকর্ম ত্যাগ করত সুগতি লাভের জন্য শীল পালন ও শরণ গ্রহণ কর।

৭. তখন থেকে জনপদবাসী শরণ গ্রহণে বহু গুণ ও বহু আনিশংস দেখে সগৌরবে সপ্রেমে আজীবন 'বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি' বলে শরণ গ্রহণ করে। শরণ গ্রহণের ফলে মৃত্যুর পরে সে সুপ্তোত্থিত-সদৃশ দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল।

৩.২ মিথ্যাদৃষ্টিকের উপাখ্যান

তথাগতের পরিনির্বাণের পর রাজগৃহ নগরে জনৈক ব্রহ্মবাদী মিথ্যাদৃষ্টিক বাস করত। তথায় একজন সম্যগ্‌দৃষ্টিকও বাস করত। তাদের উভয়ের দুজন পুত্র ছিল। তারা একত্রে খেলাধুলা করে বড়ো হতে লাগল। তারা গুটিখেলা খেলার সময় সম্যগ্‌দৃষ্টিকের পুত্র 'নমো বুদ্ধায়' বলে গুটি নিক্ষেপ করত এবং প্রত্যেক দিন জয়ী হতো। মিথ্যাদৃষ্টিকের পুত্র 'নমো ব্রাহ্মণো' বলে গুটি নিক্ষেপ করে পরাজিত হতো। সম্যগ্‌দৃষ্টিকের পুত্র নিত্য জয়ী হতে দেখে মিথ্যাদৃষ্টিকের পুত্র জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু, তুমি নিত্য জয়ী হও, কী বলে তুমি গুটি নিক্ষেপ কর?' সে বলল, 'বন্ধু, আমি 'নমো বুদ্ধায়' বলে গুটি নিক্ষেপ করি।' সেও তখন থেকে 'নমো বুদ্ধায়' বলে গুটি নিক্ষেপ করত। তখন থেকে গুটি খেলায় তারা উভয়ে সমান সমান হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মিথ্যাদৃষ্টিকের পুত্র পিতাসহ কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে ফেরার পথে নগরদ্বারে শকট রেখে পিতা নগরে প্রবেশ করল। সন্ধ্যার পর লোকজন নগরের দরজা বন্ধ করে দিল। কুমার নগরের বাইরে কাঠের গাড়ির নিচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই রাতে সম্যগ্‌দৃষ্টিক ও মিথ্যাদৃষ্টিক দুটি যক্ষ বিচরণ শেষে শকটের নিচে ঘুমন্ত কুমারকে দেখতে পেল। মিথ্যাদৃষ্টিক বলল, 'আমি এ কুমারকে ভক্ষণ করব।' অন্যজন বলল, 'এরূপ করো না, এই ব্যক্তি হচ্ছে "নমো বুদ্ধায়" বাক্য ভাষণকারী।' অপরজন (মিথ্যাদৃষ্টিক) 'খাব' বললে সে অন্যজন কর্তৃক (সম্যগ্‌দৃষ্টিক) তিনবার নিবারণ করা সত্ত্বেও সে গিয়ে তার পায়ে ধরে টান দিল। এ সময় বালক পূর্বানুরূপ বলল 'নমো বুদ্ধায়'। তা শুনে যক্ষ ভীত ও রোমাঞ্চিত হয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে পিছু গিয়ে দাঁড়াল। অহো, কী আশ্চর্য বুদ্ধের প্রভাব, কী অদ্ভুত বুদ্ধের প্রভাব! এর অর্থ সম্পর্কে না জেনেও 'নমো বুদ্ধায়' বলায় ভয়, লোমহর্ষ ও উপদ্রব হয়নি। তাই বলা হয়েছে :

১. ময়ূরের ডাক যেমন সর্পদের ভয়ের কারণ হয় তেমনই 'বুদ্ধ' শব্দও অমনুষ্যদের ভয়ের কারণ হয়।

২. মন্ত্রপাঠে যেমন বিষ বিদূরিত হয় তেমনই 'বুদ্ধ' শব্দদ্বারা ভূত-প্রেত বিদূরিত হয়।

৩. অগ্নির তাপে শীত যেমন দূরে চলে যায়, শরণাগতকে দেখেও প্রেতাদি দূরে চলে যায়।

৪. বুদ্ধ শব্দ শ্রেষ্ঠ, অদ্ভুত, সর্ব-উপদ্রব বিনাশকারী এবং প্রাকারের ন্যায় স্থির উন্নত।

৫. এটা সপ্তরত্ন প্রসাদিত মূল্যবান হীরা (ডায়মন্ড) সদৃশ, অন্ধকারহারী প্রদীপসদৃশ এবং কবচের (রক্ষকারী কবচ) মতো শুভকর।

৬. এটা যেন শিরে রত্নময় কিরীট শোভা পায়, ললাটে রমণীয় তিলক ও নয়নযুগলে কর্পূরসদৃশ শোভিত হয়।

৭. কর্ণযুগলে অলংকার, গলায় স্বর্ণমালা শোভা পায়, একটিমাত্র চাঁদ সমস্ত তারার আলো হরণ করে আকাশ শোভিত করে।

৮-৯. এটা (বুদ্ধের শরণ) বাহু, হস্ত ও আঙুলে বালা বা অলংকার পরিধান করার মতো মঙ্গলময়। স্বর্ণময় উষ্ণীষে যেমন শর নিক্ষিপ্ত হয় না, শরণকারীও সর্বালংকারবৃত হন, সকল দুঃখ প্রদানকারী দূরীভূত হয়।

১০. এ কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি 'এসে দেখার যোগ্য' গুণসম্পন্ন লোকচক্ষুসদৃশ শাস্তার শরণ গ্রহণ করেন।

১১. ঘুমন্ত অবস্থায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কুমার কর্তৃক নমো বুদ্ধায় বাক্য উচ্চারণ করা হয়।

১২. এ শব্দ শ্রবণ করে পিশাচও বুদ্ধগুণ স্মরণকারীকে হিংসা করেনি।

অতঃপর সম্যগ্‌দৃষ্টিক যক্ষ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন যক্ষকে বলল, 'ওহে, সে বুদ্ধের শরণাগত।' 'তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।' সে 'আমার কী করা উচিত' জিজ্ঞেস করলে বলল, 'সে ক্ষুধার্ত, তার জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করো।' সে 'উত্তম' বলে 'আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে' বলে বিম্বিসার রাজার সোনার পাত্রে সজ্জিত রসময় খাদ্য সংগ্রহ করে কুমারের পিতার ন্যায় আহার করিয়ে পুনঃ কুমারের উক্তি বুদ্ধবাক্য ও স্বীয় কর্তব্য ইত্যাদি সবকিছু লিখে 'এটা রাজার ন্যায় প্রদীপ্ত হোক' এরূপ অধিষ্ঠান করে চলে গেল। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হলে রাজা আহার্য গ্রহণের সময় রাজকর্মচারিগণ সেখানে খাদ্যপাত্র না দেখে নগর পর্যবেক্ষণ করে উক্ত স্থানে শকটে বালক এবং পাত্র দেখে পাত্রসহ তাকে রাজার নিকট নিয়ে গেলেন। রাজা পাত্রে লিপি দেখে তার গুণে মুগ্ধ হয়ে মহাযশের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীপদ প্রদান করলেন।

১৩. যে ব্যক্তি মুখে বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তার স্বপ্নভয় থাকে না। তাই সতত মুনিশ্রেষ্ঠের (বুদ্ধের) গুণাবলি স্মরণ কর এবং শরণ গ্রহণ কর।

৩.৩ পাদপিঠিকের উপাখ্যান

জম্বুদ্বীপে মহাবোধির দক্ষিণ পাশে এক প্রত্যন্ত নগর ছিল। সেখানে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এক উপাসক বাস করতেন। সে সময় এক ক্ষীণাস্রব ভগবানের ব্যবহার্য পাদপীঠ থলির মধ্যে রেখে যেখানে যেখানে যেতেন পূজা করতেন, ক্রমান্বয়ে সেই নগরে উপনীত হয়ে তিনি চীবরাদি সুন্দররূপে পরিধান করে পাত্র নিয়ে নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য জনগণকে উপদেশ দিতে লাগলেন। অনন্তর সেই উপাসক তথায় বিচরণকারী স্থবিরকে দেখে প্রসন্নমনে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে পাত্র গ্রহণ করত আহার্যাদি দান দিয়ে বললেন, 'নিত্য আমার গৃহে আসার ইচ্ছা (প্রার্থনা) করছি। প্রভু, আমার প্রতি অনুকম্পা করে এখানে বাস করুন।' এভাবে প্রার্থনা করে নগরের অনতিদূরে রমণীয় বনের ধারে নদীর কুলে পর্ণশালা নির্মাণ করে স্থবিরের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। তিনি চারি প্রত্যয়াদি দিয়ে সেবা, সম্মান ও পূজা করতে লাগলেন। স্থবিরও তথায় রমণীয় স্থানে ভগবানের পাদপীঠ-ধাতু নিধান করে বালুকার দ্বারা স্তূপ করে নিত্য গন্ধ-ধূপ-দীপ-পুষ্প ইত্যাদি দিয়ে পূজা করে বাস করতেন। সেই সময়ে সেই উপাসকের সগৃহবাসী এক ঈশ্বরভক্ত নিজ দেবতাকে নিত্য নমস্কার করত। তা দেখে উপাসক বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করে বললেন, 'সৌম্য, অক্ষেত্রে সেবা করো না, এই মত ত্যাগ কর।' তখন সেই অসৎ ঈশ্বরভক্ত বলল, 'আমাদের ঈশ্বরের গুণ মহত্তর।' এরূপ বলে তার অগুণসমূহ গুণ বলে প্রকাশ করতে গিয়ে বলল :

১. মহীশ্বর (ঈশ্বর) ললাট-নয়নাগ্নির দ্বারা ত্রিভুবন ধ্বংস করেছেন এবং ত্রিশূল দিয়ে অসুরকে ধ্বংস করেছেন।

২. দিনের সংযোগের সময় তিনি জটাকলাপ আবর্তিত করে নৃত্য করেন, ভেরি, বীণা ইত্যাদি বাজিয়ে গান করেন।

৩. তাঁর স্ত্রীর একটি জটার উদ্ভব হয়, পরস্পর পরস্পরকে দেখেন, দেখতে দেখতে বিচরণ করেন।

৪. তিনি হস্তীচর্ম পরিধান করেন এবং তদ্দ্বারা বাতাতপ হতে নিজেকে রক্ষা করেন; রূপে তিনি অতি উজ্জ্বল, পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নেই।

৫. রতিকর্মে ও মদ্যপানে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকেন; তিনি মনুষ্য অস্থি ধারণকারী, মস্তক-কপোলাদি ভোজনকারী।

৬. তিনি নির্ভীক, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি শাশ্বত, আমার মহাদেবের মতো

গুণ অন্য কারও মধ্যে নেই।

এ কথা শুনে উপাসক বললেন, 'সৌম্য, আপনার ঈশ্বরের এরূপই যদি গুণ হয় তাহলে নির্গুণ কোনগুলো?' এইরূপ বলে ভগবানের সকল গুণ সংবরণ (প্রকাশ না করে) করে কিছু গুণ প্রকাশ করার জন্য বললেন :

৭. সকল নদীর আধার যেমন সাগর তেমনই সকল গুণের আধার তথাগত।

৮. সকল চরাচরের (প্রাণিসকল) আধার যেমন এই পৃথিবী তেমনই সকল গুণের আধার তথাগত।

৯. তিনি শান্ত, সুশিক্ষিত, করুণাকর, ঋদ্ধিশালী প্রভৃতি বহুবিধ গুণের অধিকারী।

এরূপ বলা হলে তারা উভয়ে 'আমাদের প্রভু শ্রেষ্ঠ' বলে বিবাদ বর্ধিত করে রাজার সমীপে উপস্থিত হলেন। রাজা বললেন, 'তাহলে তোমাদের দেবতাদের মহানুভবতা ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য দ্বারা জানব; তাঁদের ঋদ্ধি প্রদর্শন কর' বলে নগরে ভেরি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'এখন হতে সপ্তাহ পর এই দুজনের শাস্তাদের প্রাতিহার্য দর্শিত হবে; সকলে সমবেত হও।' এ সংবাদ শুনে নানাদিক হতে বহু লোক সমাগত হলো। অতঃপর মিথ্যাদৃষ্টিক 'আজ আমাদের দেবতার মহানুভব প্রদর্শন করব' বলে মহাপূজা করে তাতে কোনো সার লাভ করল না। সম্যগ্‌দৃষ্টিকও 'আজ আমাদের ভগবানের মহানুভব প্রদর্শন করব' বলে বালুকাস্তূপে গিয়ে গন্ধমালাদির দ্বারা পূজা করত প্রদক্ষিণ করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজাও সসৈন্য পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সমাগমে সম্যগ্‌দৃষ্টিক বালুকাস্তূপের দিকে মুখ করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন, 'প্রভু, আমাদের ভগবান সকল প্রকার বুদ্ধকৃত কর্ম শেষ করে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন। আমাদের অন্য কোনো শরণ নেই'—এরূপ সত্যক্রিয়া করে বললেন :

১০. আমি আজীবন বুদ্ধের শরণাগত, আমার অন্য কোনো শরণ নেই—এ সত্য বাক্যের দ্বারা এই ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১১. আমি আজীবন ধর্মের শরণাগত, আমার অন্য কোনো শরণ নেই—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে এই ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১২. আমি আজীবন সংঘের শরণাগত, আমার অন্য কোনো শরণ নেই—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৩. রামের রাজত্বকালে রাজার পাদুকা অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করেছিল—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে এই ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৪. বুদ্ধের ষড়্‌দন্ত বিভক্তির সময় ষড়্‌রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল—এ সত্য

বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৫. বুদ্ধ জন্মমাত্র পঙ্কজমধ্যে স্থিত হয়ে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বলে সগৌরবে বলেছিলেন—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৬. চতুর্নিমিত্ত দর্শন করে তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৭. বুদ্ধ সসৈন্য মারকে বিতাড়িত (পরাজিত) করে (বোধিমূলে) উপবিষ্ট হয়ে বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৮. ভগবান বুদ্ধ ঋষিপতনে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেন—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

১৯. নন্দোপনন্দ ভোগিন্দ নাগ, নালাগিরি হস্তী, আলবক যক্ষ, বকব্রহ্মা, সচ্চক নিগণ্ঠ এবং কূটদন্ত ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ দমন করেছিলেন—এ সত্য বাক্যের প্রভাবে ধাতু প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুক।

এরূপ বলে উপাসক 'আমাদের প্রতি অনুকম্পাবশত জনগণের মিথ্যাদৃষ্টি নির্মূলকারক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুন' বলে আরাধনা করলেন। অতঃপর বুদ্ধানুভব, থেরানুভব ও উপাসকগণের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে বালুকাস্তূপ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাদপীঠ-ধাতু আকাশে উত্থিত হয়ে ষড়ুবর্ণ রশ্মি বিকিরণ করতে করতে সৌন্দর্য বিকাশমান হয়ে স্থিত হলো। অতঃপর মহাজনতা সহস্র বস্ত্র উৎক্ষেপ করে উত্তম ক্রীড়া করে মহানন্দের সঙ্গে মহাপূজা করেছিল। মিথ্যাদৃষ্টিকও এই আশ্চর্য বিস্ময়কর অবস্থা দেখে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেছিল।

২০. ভগবান বুদ্ধের পাদস্পর্শে এসে শুষ্ক ব্যক্তিও মহত্ত্বে পরিণত হয়েছেন। লোকনাথ ক্ষীণাস্রব বুদ্ধের মহানুভব অচিন্তনীয়।

৩.৪ উত্তর শ্রামণের উপাখ্যান

তিনি পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের সময় হতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মজন্মান্তরে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত তথাগত সুমেধ বুদ্ধের সময়ে বিদ্বান হয়ে হিমালয়ে বাস করতেন। তখন সুমেধ নামক সম্যকসম্বুদ্ধ নির্জন ধ্যানসুখ উপভোগের জন্য হিমালয়ে গমন করত রমণীয় স্থানে আসন স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন। সে সময় বিদ্যাধর (বিদ্বান) আকাশমার্গে গমন করে ষড়ুরশ্মিসহ বিরাজমান ভগবানকে দেখে তিন প্রকার কনকপুষ্প দিয়ে পূজা করলেন। পুষ্পসমূহ বুদ্ধানুভবে শাস্তার মস্তকোপরি ছত্রাকারে স্থিত হলো। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রসন্ন হলেন এবং পরবর্তীকালে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে

জন্মগ্রহণ করে বিপুল দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করতে করতে যথায়ুষ্কাল অবস্থানান্তে তথা হতে চ্যুত হয়ে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করত বর্তমান বুদ্ধের (গৌতম বুদ্ধ) আবির্ভাবকালে রাজগৃহ নগরে ব্রাহ্মণ মহাসালের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় উত্তর। তিনি শ্রেষ্ঠ রূপধর হয়ে ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে জাতি, রূপ, বিদ্যা ও চরিত্রগুণে পৃথিবীতে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রজ্ঞাসম্পত্তি দেখে মগধের মহামাত্য বর্ষাকার নিজকন্যাকে সম্প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি গৃহত্যাগের ইচ্ছায় তা প্রত্যাখ্যান করে যথাকালে ধর্মসেনাপতির (সারিপুত্র) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধাচিত্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে কর্তব্যপরায়ণ হয়ে স্থবিরের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। একসময় তাঁর (স্থবিরের) একপ্রকার রোগ হয়েছিল। ঔষধের জন্য উত্তর শ্রামণের প্রভাতে পাত্রচীবর গ্রহণ করে বিহার হতে নির্গত হয়ে মধ্যপথে এক হ্রদের তীরে পাত্র রেখে জলের কাছে গিয়ে মুখ প্রক্ষালন করছিলেন। তখন এক বিভ্রান্ত চোর চুরি করার কারণে রক্ষাকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ধাবিত হয়ে প্রধান দরজা দিয়ে নগর হতে বহির্গত হয়ে পলায়ন করার সময় চুরি করা রত্নাদি জিনিসপত্র শ্রামণেরের পাত্রে রেখে পলায়ন করল। শ্রামণেরও তখন সেই পাত্রের নিকট এলেন। চোরের অনুধাবনকারী রাজকর্মচারিগণ শ্রামণেরের পাত্রের জিনিসপত্র দেখে 'ইনিই চোর, ইনিই চুরি করেছেন' বলে শ্রামণেরকে পেছনে হস্ত বন্ধন করে বর্ষাকার ব্রাহ্মণের নিকট নিয়ে গেলেন। বর্ষাকার রাজা কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হয়ে তখন বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তিনি ভাবলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্বে আমার কথা রক্ষা করেনি, শুদ্ধধর্ম মতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে।' এরূপ চিন্তা করে আদেশ দিলেন, 'এই শ্রামণেরকে আঘাত করে তার কর্মের শোধন করতে না দিয়ে জীবন্ত শূলে দাও।' রাজকর্মচারিগণ তাঁকে নিম্বশূলে দিলেন।

শ্রামণের শূলাগ্রে উপবিষ্ট হয়ে 'আমার উপাধ্যায়ের জন্য ঔষধ আহরণ করছি' বলে সারিপুত্র স্থবিরকে স্মরণ করলেন। স্থবির তাঁর এরূপ অবস্থা জ্ঞাত হয়ে সম্যকসম্বুদ্ধকে বললেন। শ্রাবকসংঘ পরিবৃত ভগবান বুদ্ধ তাঁর জ্ঞানের পরিপক্বতা (অর্হত্ত্বফল) অবলোকন করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় বুদ্ধের উপস্থিতিতে নগরে কোলাহল উৎপন্ন হয়েছিল। বহু জনসাধারণ একত্রিত হয়েছিল। অতঃপর ভগবান পরিব্যাপ্ত হস্ততলে নখমনি হতে নির্গত আলো মিশ্রিত প্রীতিভাস নিঃসৃত প্রাকৃতিক সিঁদুরের সুবর্ণ রস-ধারাবৎ যন্ত্রণা উপশমের জন্য কোমল হাত উত্তরের মস্তকে রেখে বললেন, 'উত্তর, এটা তোমার পূর্বকৃত কর্মের ফলে উৎপন্ন হয়েছে, তা তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা ধৈর্যসহ সহ্য করা উচিত।' তাই বলা হয়েছে :

১-২. অতীতে কোনো এক গ্রামে তুমি বালকরূপে জন্মগ্রহণ করে বালকদের সমাগমে খেলা করার সময় এক শুক (Parrot) পাখি ধরে নিমগাছের শাখা দিয়ে তাকে জীবন্ত শূলে দিয়েছিলে।

৩–৫. শ্রবণ কর, আমি তোমার পাপকর্ম বলছি, অতীতে তোমার মাতা তোমাকে উপদেশ দিয়ে ক্রোধবশত অভিসম্পাত দিয়েছিলেন। এই দ্বিবিধ পাপকর্মের কারণে সংসারসাগরে সঞ্চরণ করতে করতে তোমাকে পঞ্চশত জন্ম অবধি শূলে পড়তে হয়েছে, এবার তোমার শেষ জন্ম, তোমার ফল পূর্ণ হয়েছে।

এভাবে তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে আদি-অন্ত ধর্মদেশনা করলেন।

উত্তর অমৃতাভিষেক-সদৃশ ভগবানের হস্তসংস্পর্শজাত প্রসাদদ্বারা আনন্দিত হয়ে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করে যথাযথভাবে বিদর্শনমার্গে আরোহণ করে জ্ঞানের পরিপক্বতা লাভ করে শাস্তার দেশনা শেষে মার্গফল লাভ করে সর্বক্লেশ ধ্বংস করত ষড়ভিজ্ঞা প্রাপ্ত হলেন। তথায় সমাগত দেবমনুষ্যগণ ধর্ম শ্রবণ করে চতুরশীতি সহস্র দেবমানবের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। উত্তর ষড়ভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে শূল হতে উত্থিত হয়ে আকাশে স্থিত হলেন এবং প্রাতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। মহাজনতা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। সেই মুহূর্তে তাঁর ক্ষত সুস্থ হয়ে গেল। ভিক্ষুগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, এরূপ কষ্টের মধ্যেও আপনি কীভাবে বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করতে সমর্থ হলেন?' তিনি বললেন, 'সংসারের আদীনব (ক্ষতি, উপদ্রব) এবং সংস্কারসমূহ আমা কর্তৃক উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়েছে। এবংবিধ দুঃখ সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমি বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করেছি।' পরে সেই ভিক্ষুসংঘের সমক্ষে নিজের অতীত জীবন কথা প্রকাশার্থে এই গাথাগুলো ব্যক্ত করলেন :

৬. বত্রিশ লক্ষণসম্পন্ন সুমেধ বুদ্ধ নির্জন সুখ উপভোগ করবার জন্য হিমালয়ে উপস্থিত হলেন।

৭. কারুণিকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হিমালয়ে প্রবেশ করে পল্যঙ্ক বৃত্তাকার করে উপবেশন করলেন।

৮. এক মায়াবী (ঋদ্ধিবান) অন্তরিক্ষে ত্রিশূল নিয়ে আকাশপথে সেখানে গমন করল।

৯. পর্বতশিখরে অগ্নি, পূর্ণিমার চাঁদ কিংবা শালরাজের (বৃহৎ শালবৃক্ষ) পূর্ণ বিকাশের মতো তখন ভগবান বুদ্ধ বর্ণ বিচ্ছুরিত করলেন।

১০. বন হতে বুদ্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সর্বত্র আলোকিত হলো, এরূপ বর্ণ দেখে চিত্ত প্রসাদিত হলো।

১১. দিব্য গন্ধময়, কনকময় তিনটি ফুল আহরণ করে আমি উত্তম বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

১২. বুদ্ধের প্রভাবে সেই ফুলত্রয় ভগবান বুদ্ধকে ঊর্ধ্বে ও অধোদিকে ছায়া দান করেছিল।

১৩. সেই চেতনাসমৃদ্ধ শুভময় কর্মের প্রভাবে মানবজীবন ত্যাগের পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৪. সেখানে আমি সপ্ত যোজন উঁচু (Hight) এবং ত্রিশ যোজন বিস্তার কনকময় সর্প লাভ করেছিলাম।

১৫. আমার সহস্র খণ্ড শতপ্রকার ধ্বজা সমন্বিত শতসহস্রবিধ সর্প উৎপন্ন হয়েছিল।

১৬. সুবর্ণময়, মণিময় ও লোহিতময় ফলবৃক্ষ ও পালঙ্ক আমার জন্য যথেচ্ছ উৎপন্ন হয়েছিল।

১৭. আমার শয়নাসন ছিল মহামূল্যবান কার্পাস-নির্মিত এবং ভোঁদড়ের লোম দ্বারা সুশোভিত।

১৮. বিমান হতে বের হয়ে দেবসংঘ পরিবৃত হয়ে আমি যথেচ্ছ বিচরণ করতাম।

১৯. আমি ফুলের দ্বারা আচ্ছাদিত স্থানে দাঁড়াতাম, শতযোজন পরিমিত স্থান কনকদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

২০. আমাকে পরিবৃত করে দিনরাত নিত্য ষাট সহস্র বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দ দান করা হতো।

২১. তথায় নাচ, গান, তাল, বাদ্য ইত্যাদি ক্রীড়ায় রমিত ও কামাদিতে রত ও আমোদিত হতাম।

২২. ত্রিদশ স্বর্গে আমি সর্বদা খেয়ে ও পান করে নারীদের সঙ্গে উত্তম দিব্যানন্দে আমোদিত থাকতাম।

২৩. আমি পঞ্চশতবার দেবরাজ্য শাসন করেছি এবং তিনশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছি।

২৪. আমি প্রাদেশিক রাজা কতবার হয়েছি তা গণনায় অসংখ্য; সংসারে পরিভ্রমণকালে মহাভোগ লাভ করেছি।

২৫. দেবলোক অথবা মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণকালে ভোগসম্পত্তিতে আমার কোনো অভাব পড়েনি, এটা আমার বুদ্ধপূজা করার ফল।

২৬ আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, আর অন্য কোনো গতি লাভ করিনি, এটাও আমার বুদ্ধপূজার ফল।

২৭. আমি কখনো নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিনি, হস্তীযান, অশ্বযান, মণিমাণিক্য আমার প্রচুর ছিল, এটাও আমার বুদ্ধপূজার ফল।

২৮. আমি বহু দাস-দাসী ও অলংকৃত নারী লাভ করেছি, এটাও আমার

বুদ্ধপূজার ফল।

২৯. সিল্কের কম্বল ও লিনেন কাপড় ইত্যাদি সবকিছু লাভ করেছি, এটাও আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৩০. আমি সর্বদা নব বস্ত্র, নব ফল এবং নতুন নতুন সুস্বাদু খাদ্য লাভ করেছি, এটাও আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৩১. এটা খাও, এটাতে ভোজন কর, এখানে শয়ন কর ইত্যাদি সবকিছু লাভ করেছি, এটাও আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৩২. আমি সর্বত্র পূজিত হয়েছি, আমার যশ ছিল সকলের ঊর্ধ্বে। আমি সর্বদা মহাপরাক্রমশালী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছি, জ্ঞাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছি, এটা আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৩৩. শীত-গ্রীষ্ম জানতাম না, পরিতাপ ছিল না, চৈতসিক কোনো দুঃখ আমার অন্তরে ছিল না।

৩৪. স্বর্ণকান্তি ধারণ করে আমি সংসারচক্র পরিভ্রমণ করেছি, দুর্বর্ণ কী তা আমি জানি না, এটা আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৩৫. আমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে শ্রাবস্তীর মহাসাল গ্রামে এক সমৃদ্ধশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করি।

৩৬. আমি পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করে অনাগারিক হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, সপ্ত বর্ষ বয়সে অর্হত্ত্বফল লাভ করি।

৩৭. অনন্ত গুণাকর চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেন, তরুণ হলেও সম্মান প্রাপ্ত হই, এটা বুদ্ধপূজার ফল।

৩৮. আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ এবং সমাধি যথার্থ, আমার অভিজ্ঞাপারমী প্রাপ্ত হয়েছে, এটা আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৩৯. প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়েছি, আমি ঋদ্ধিতে অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং সদ্ধর্ম পারঙ্গম, এটা বুদ্ধপূজার ফল।

৪০. সম্বুদ্ধকে পূজা করার ফলে ত্রিশ সহস্র কল্প কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হইনি, এটা বুদ্ধপূজার ফল।

৪১. আমার কলুষ দগ্ধ হয়ে গেছে, সমস্ত ভব (উৎপত্তির কারণ) বিনষ্ট হয়ে গেছে, আমি বন্ধনছিন্ন হস্তীর মতো সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. ভগবান-সকাশে আগমন আমার স্বাগতম হয়েছে, আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করে বুদ্ধশাসন প্রতিপালন করেছি।

৪৩. আমি চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টবিধ বিমোক্ষ ও ষড়ুবিধ অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধশাসন রক্ষা করেছি।

তাঁর কথা শুনে অনেকে কুশলকর্ম-পরায়ণ হয়েছিলেন।

৪৪. সহেতুক হীন প্রাণীরা পাপকর্ম ত্যাগ করতে পারে না, দুঃখভোগে অনিচ্ছুক ব্যক্তি পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

৩.৫ কাবীর পট্টনের উপাখ্যান

জম্বুদ্বীপে চোলরাজ্যে কাবীর পট্টন নামে কোনো এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে ঈশ্বরে বিশ্বাসী বহু মিথ্যাদৃষ্টিক বাস করত। সে সময় কোনো দেবলোকে একটি ফলকে ভগবানকে (বুদ্ধ) ঈশ্বরের প্রতি নমিত (বন্দনারত অবস্থা) করে একটি চিত্র অঙ্কন করেছিল। সেই সময় বহু উপাসক সেই দেবলোকে গমন করে উক্ত চিত্রিত চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করার সময় উক্ত ফলকে চিত্রকর্মটি দেখতে পেলেন। তাঁরা বললেন, 'অহো, আমাদের অদেখা বিষয় দেখলাম। এই দেবলোকসহ পৃথিবীতে মার-শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে অনন্ত চক্রবালে ভগবানের ওপরে স্থাপন করার মতো অন্য কেউ নেই, সপ্ত নিকায়ের সকলের বন্দ্য ও পূজ্য ভগবান বুদ্ধ, তাঁর সমান কেউ নেই।' এরূপে তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে পরিদেবন করতে করতে রাজদ্বারে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। রাজা তা শ্রবণ করে তাঁদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেন চিৎকার করছ?' তাঁরা বললেন, 'দেব, আমাদের ভগবান (বুদ্ধ) দেবাতিদেব, শক্রাতিশক্র, ব্রহ্মাতিব্রহ্ম, পর্বতের ন্যায় অচল, সাগরের মতো গম্ভীর, আকাশের মতো অনন্ত, পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু।' এভাবে ভগবানের গুণ বর্ণনা করলেন।

সে কারণে বলা হয়েছে :

১. তিনি (ভগবান বুদ্ধ) বত্রিশ লক্ষণসম্পন্ন, নক্ষত্ররাজির মধ্যে চন্দ্রতুল্য, (অশীতি) অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, শালরাজ-সদৃশ উচ্চ শির।

২. তিনি উজ্জ্বল কনকসদৃশ রশ্মিজাল-পরিবৃত, নিত্য রশ্মি বিচ্ছুরিত দিবাকরের ন্যায় তাঁর বর্ত (দুবাহু দুদিকে প্রসারিত করলে যে বিস্তার হয়) পরিমিত স্থান আলোকিত হয়।

৩. জিনশ্রেষ্ঠের (বুদ্ধ) মুখ সুবর্ণের ন্যায়, ভিক্ষুণীরাও পর্বততুল্য, অগাধ সাগরের ঊর্মিমালার ন্যায় তাঁর অন্তর করুণায় পরিপূর্ণ।

৪. পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় লোকবিশ্রুত তাঁর কীর্তি, এই মুনির যশ আকাশসদৃশ বিস্তৃত।

৫. তিনি অনন্যসাধারণ অনিলের মতো নায়ক, সর্বপ্রাণীর নিকট মহীসদৃশ মুনি উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত।

৬. তিনি জলে পদ্মের ন্যায় সংসারে অনলিপ্ত (নির্লিপ্ত) থাকেন এবং বৃহৎ অঙ্গারের ন্যায় শোভা পান।

৭. তিনি সর্বত্র ক্লেশরূপ রোগ বিনাশকারী ঔষধসদৃশ, গন্ধমাদন পর্বততুল্য তিনি গুণরূপগন্ধে বিভূষিত।

৮. তিনি গুণের আকর, রত্নের সাগর, সিন্ধু (সাগর) যেমন সকল আবর্জনা হরণ করে, তিনিও সেরূপ ক্লেশ হরণকারী।

৯. তিনি মহাযোদ্ধাসদৃশ, সসৈন্য মারকে মর্দন করে বিজয়ী, তিনি চক্রবর্তীরাজ-সদৃশ সর্বজ্ঞ।

১০. তিনি রোগমুক্তকারী সুদক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় বিপথগামীর মার্গ (মুক্তিপথ) প্রদর্শনকারী।

১১. শাস্তা ভগবান সর্বদা দেব, মহাব্রহ্মা, দেবেন্দ্র, সুর, সিদ্ধ ব্যক্তি প্রমুখ কর্তৃক বন্দিত।

১২. সমস্ত চক্রবালে যে-সকল অগ্র ও পূজ্য আছেন তন্মধ্যে ভগবান বুদ্ধ অগ্র ও প্রভাময়।

দেবকুলে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই—এরূপ বলা হলো। তা শ্রবণ করে রাজা বললেন, 'তোমরা সকলে নিজ নিজ দেবতাদের মহানুভব ব্যাখ্যা কর। তোমরাও তোমাদের শাস্তার মহানুভব সম্পর্কে আমাদের জানাবে।' উপাসকগণ বললেন, 'মহারাজ, আপনি উক্ত ফলক আনিয়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে এটাকে স্বমুদ্রায় চিহ্নিত করে সুন্দররূপে রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে দেবলোকে স্থাপন করত সপ্তাহকাল পূজা করার পর আনয়ন করে পর্যবেক্ষণ করুন।' রাজা তাঁদের কথানুযায়ী কাজ করে দেবলোকে (উক্ত ফলক) স্থাপন করে সমস্ত দরজা বন্ধ করে চিহ্নিত করে 'রক্ষা করুন' বলে কর্মচারি নিযুক্ত করলেন। তথায় সকল উপাসক সম্মিলিত হয়ে সপ্তাহ যাবৎ দান দিয়ে, শীল পালন ও উপোসথকর্ম সম্পাদন করে, ত্রিরত্নের পূজা করে এরূপ ঘোষণা করলেন : 'আমাদের কৃত কুশল নিঃসন্দেহে মহাঋদ্ধিময় ও মহানুভবশালী, সমস্ত দেবতা এবং চারি লোকপাল দেবতা আমাদের শাস্তার নিকট উপস্থিত হয়ে স্থিত অবস্থায় দর্শন দিন।'—এভাবে সত্যক্রিয়া করলেন। অনন্তর তাদের পুণ্যপ্রভাবে সেই ক্ষণে দেবরাজ শক্রের পাণ্ডুকম্বলময় শিলাসন উত্তপ্ত হলো। তিনি মনুষ্যলোক অবলোকন করে মিথ্যাদৃষ্টিকদের দ্বারা কৃত পরিবর্তন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সেখানে গিয়ে ঈশ্বরকে ভগবানের পাদে বন্দনা করিয়ে শায়িত অবস্থায় রেখে উপাসকদের বলে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। তখন থেকে সপ্তম দিনের প্রভাতে তাঁরা সকলে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে বললেন, 'দেব, ঈশ্বর আমাদের ভগবানের পাদে মস্তক রেখে বন্দনা করে শায়িত আছেন।' রাজা তাদের কথা শুনে নগরে ভেরি বাজিয়ে মহাজনগণকে একত্রিত করে তাদের পরিবৃত হয়ে দেবলোকে উপনীত হয়ে চিহ্ন অপসারণ করে দ্বার খুলে ফলক

আনিয়ে বেষ্টিত চাদর অপসারণ করলেন। রাজা ও মহাজনতা মহাপ্রাতিহার্য দর্শন করে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করত সকলে শাস্তার শরণ গ্রহণ করলেন। অতঃপর রাজা দেবলোক হতে এসে রমণীয় মহাবিহার নির্মাণ করিয়ে আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

১৩. অস্ত্রের চেয়ে কুশলকর্মের প্রভাব (শক্তি) শক্তিশালী দেখে মুনীন্দ্র (বুদ্ধ) মহা অদ্ভুত ফলদায়ক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৩.৬ চোরঘাতকের উপাখ্যান

কোনো একসময় আমাদের ভগবান শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অবস্থানকালে ধর্মোপদেশ দ্বারা জনসাধারণকে স্বর্গমোক্ষ-সম্পদ দান করছিলেন। সেই সময়ে পাঁচশ চোর বন হতে নগরে এসে রাত্রিকালে চৌর্যকর্ম করে তাদের স্ত্রী-পুত্রকে প্রতিপালন করত। অতঃপর একদিন চোরগণ চুরি করার জন্য নগরে প্রবেশের সময় নগরদ্বারে এক দুঃখী (গরিব) জনপদবাসীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, তুমি কেন বসে আছ?' সে নিজেকে ঐ জনপদবাসী বলে উল্লেখ করল। তারা বলল, 'তুমি কেন এরূপ দুঃখে অবস্থান করছ? চলো, আমাদের সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি করে বস্ত্রালঙ্কারসহ দারাপুত্র প্রতিপালন করবে। এরূপ দরিদ্রবেশে বাস করো না।' সেও 'তারা সঠিক বলছে' বলে তাদের কথায় রাজি হলো। অতঃপর তারা 'তাহলে আমাদের সঙ্গে এসো' বলে তাকে নিয়ে নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এখানে-সেখানে দেখে চৌর্যকর্ম করতে লাগল। তদবধি জনপদবাসী ধনসম্পত্তি লাভ করে তাদের সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি করে জীবিকানির্বাহ করতে লাগল। অতঃপর একদিন রাজকর্মচারিগণ তাদের কতৃকর্মের জন্য সকল চোরকে দৃঢ়ভাবে পেছন বাহু করে বন্ধন করত কোশলরাজের নিকট নিয়ে গেলেন। রাজা বললেন, 'ওহে, তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি সকলকে মেরে ফেলতে পারবে তাকে জীবনদান করব।' চোরগণ পরস্পর সৌহার্দ্যবশত এরূপ করতে কেউ চাইল না। কিন্তু সেই জনপদবাসী ব্যক্তি রাজাকে বলল, 'আমি এদের সকলকে হত্যা করতে সক্ষম' বলে সে সকলকে হত্যা করল। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে চোরঘাতক কর্ম (চাকরি) প্রদান করলেন। তখন থেকে সে চোরদের হত্যা করত। এভাবে পঁচিশ বছর পর সে ক্রমাগত বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। বলহীন হওয়ার কারণে সে কতিপয় চোরকে প্রহার ও হত্যা করতে সক্ষম হলো না। রাজা তা জেনে চোরঘাতক পদ অন্যকে প্রদান করলেন। অতঃপর সে চোরঘাতক পদ হতে চ্যুত হয়ে নিজগৃহে বাস করতে লাগল। তখন অন্য এক ব্যক্তি নাসিকাবায়ুর দ্বারা মারার মন্ত্র জানত। হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক ইত্যাদি যেখানে ছিন্নভিন্ন করতে ইচ্ছা করত সেখানে মন্ত্রপাঠ করে নাসিকাবায়ু

ত্যাগ করত। সেই সেই স্থানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। সেই মন্ত্রের এরূপ প্রভাব ছিল। চোরঘাতক সেই ব্যক্তির নিকট গিয়ে মন্ত্র শিক্ষা করে রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করল, 'আমি ইতিপূর্বে বৃদ্ধ চোরদের হাতপায়ে কষ্ট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতাম, মৃত্যুযোগ্যকে কষ্ট দিয়ে মারতাম। এখন হতে সেরূপ করি না, আমি মন্ত্র প্রভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি।'

রাজা তার সংবাদ শুনে 'উত্তম' বলে তাকে ডেকে পূর্বপদ প্রদান করলেন। সে তখন হতে সেভাবে পঁচিশ বছর কাজ করল। সে বৃদ্ধ, ক্ষীণায়ু, দুর্বল ও মরণাপন্ন হয়ে মরণবেদনা দুঃখে মহাভয়ানক শব্দ করে কাঁদছিল। তখন সে নিমীলিত চোখে ভয়ানক নরকাগ্নি ও প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডময় মুদ্গারহস্তে নিরয়পালকে দেখে শুয়ে রইল। সেই সময় মহাসারিপুত্র স্থবির দিব্যনেত্রে জগৎ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে 'সেই চোরঘাতক মৃত্যুর পর নিরয়ে গমন করবে' দেখে 'আমি যদি সেখানে যাই তাহলে আমার প্রভাবে স্বর্গে উৎপন্ন হবে' জানতে পেরে 'আজ তাকে অনুগ্রহ করা উচিত' বলে পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধান করে তার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। সে স্থবিরকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কম্পিত দেহে 'আজ তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে মেরে ফেলব' বলে শায়িত অবস্থায় মন্ত্রপাঠ করে নাসিকাবায়ু নিক্ষেপ করল। সে সময় স্থবির নিরোধ সমাপন্ন হয়ে নিরোধ ধ্যানে প্রবিষ্ট হয়ে সূর্যের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সে স্থবিরকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও সেরূপ করে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি করতে না পেরে অত্যন্ত বিস্মিত চিত্তে স্থবিরের প্রতি চিত্ত প্রসাদিত করে স্বীয় পায়েস স্থবিরকে প্রদান করল। স্থবির তার প্রতি মঙ্গল বৃদ্ধি করে (তার মঙ্গল কামনা করে) বিহারে প্রস্থান করলেন। চোরঘাতক স্থবিরকে প্রদত্ত দান স্মরণ করে সেক্ষণে দেহত্যাগ করে স্বর্গে উৎপন্ন হলো। অহো, বীতরাগ বুদ্ধপুত্রের কত প্রভাব! নরকে উৎপন্ন হতে গিয়ে তাঁর প্রভাবে স্বর্গে উৎপন্ন হলো। তাই বলা হয়েছে :

১. দান মানুষকে ত্রাণ করে, দান দুর্গতি নিবারণকারী, দান স্বর্গের সোপান, দান পরলোকে শান্তি প্রদান করে।

২. দানে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, দান চিন্তামনিসদৃশ, দান সত্ত্বদের জন্য কল্পতরু ও মঙ্গলঘট-সদৃশ।

৩. শীলবান ব্যক্তিকে দান দিলে চক্রবর্তীসুখ, শক্রসম্পত্তি ও মঙ্গলময় লোকোত্তর-সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪-৫. যে ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত থেকে নরকে গমন করত, সারিপুত্র স্থবিরকে পিণ্ডপাত দান করার ফলে অসীম দুঃখ সমন্বিত অপায় পরিবর্জন করে দেবসংঘে পরিবৃত হয়ে দেবকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল।

৬. সুতরাং সুখ লাভের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে আনন্দময় দান দেওয়া ও শীল

প্রতিপালন করা উত্তম।

অতঃপর ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় সমবেত হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, সেই পাপী চতুরপায়ের কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে?' শাস্তা বললেন, 'ভিক্ষুগণ, অদ্য সারিপুত্রকে প্রদত্ত দানের প্রভাবে সে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে। সে ভবিষ্যতে প্রত্যেকবুদ্ধও হবে।'

৭. ওহো, সারিপুত্রকে অল্প দান করেও স্বর্গলাভ করেছে। তাই সুখের জন্য দান দাও, স্বর্গমোক্ষ কামনা কর।

৩.৭ শ্রদ্ধোপাসকের উপাখ্যান

অতীতে কশ্যপ দশবলের সময়ে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কোনো লোক গুড়ের (ইক্ষু) ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করতেন। একদিন তিনি এক রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকে দেখে এক চামচ ঘি দান করেছিলেন। একটি গুড়পিণ্ডও ভিক্ষুকে দান করেছিলেন। পরদিন এক ক্ষুধার্ত কুকুরকে দেখে তাকে ভাত দিলেন। এক দরিদ্রকে একটি কার্ষাপণ (টাকা) দান করেছিলেন। অতঃপর একদিন ধর্ম শ্রবণ করার সময় ধর্মদেশককে কাপড় দিয়ে পূজা করেছিলেন। তিনি এসব পুণ্যকর্ম করার সময় প্রার্থনা করেছিলেন, 'ভবে বিচরণ (জন্মান্তর) করার সময় আমি যেন সমুদ্র-পর্বত পরিমিত যা যা ইচ্ছে করি পাই।' পরবর্তী সময়ে তিনি দেহত্যাগ করে কুশলকর্মের প্রভাবে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে তথায় দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে আমাদের ভগবানের সময়ে শ্রাবস্তীর এক মহাধনবান মহাসালকুলে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান হলে তিনি ধর্ম শ্রবণের জন্য গিয়ে 'গৃহবাস বিপৎসঙ্কুল এবং প্রব্রজ্যা পুণ্যময়' শ্রবণ করে প্রব্রজিত হয়ে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। পরে তিনি শাস্তাকে বন্দনা করে পাঁচশ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে উগ্‌গ নগরে আসলেন। সেখানকার শ্রেষ্ঠীর স্ত্রীর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলো। তিনি (শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী) স্থবিরকে পাঁচশ ভিক্ষুসহ ভিক্ষার জন্য বিচরণ করতে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে স্থবিরের পাত্র গ্রহণ করে পঞ্চশত ভিক্ষুদের ভোজন করালেন এবং স্থবিরকে সেখানে বাস করার প্রার্থনা করে পঞ্চশত কূটাগার নির্মাণ ও অলংকৃত করেছিলেন। পঞ্চশত ভিক্ষু তথায় অবস্থানকালে চারি প্রত্যয়াদি দ্বারা ভরণপোষণ করতেন। স্থবির তাঁকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করে যথাভিরুচি অবস্থান করত অন্যত্র গমনের ইচ্ছায় ক্রমাগত পট্‌ঠন গ্রামে উপনীত হলেন। তথায় অবস্থান করার পর পাঁচশ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে নৌকাযোগে সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। তাঁরা সাগর পার হওয়ার সময় সমুদ্রের মধ্যে উদর বাতাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তা দেখে ভিক্ষুসংঘ জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, এই রোগ ইতিপূর্বে কীভাবে উপশম

হয়েছিল?' 'বন্ধুগণ, ইতিপূর্বে আমি এক চামচ পূর্ণ ঘি পান করিয়ে রোগ উপশম করিয়েছিলাম।' ভিক্ষুগণ বললেন, 'সমুদ্রের মধ্যে কোথায় ঘি পাব?' স্থবির বললেন, 'আয়ুষ্মানগণ, ঘি দুর্লভ নয়, আমার পাত্র গ্রহণ করে সমুদ্রের পানি নিয়ে আসুন।' এরূপ বললে ভিক্ষুগণ সেরূপ করলেন। পাত্রস্থিত জল পরিবর্তিত হয়ে ঘি হলো। ভিক্ষুগণ এরূপ অলৌকিক অবস্থা দেখে অতি আশ্চর্যবোধ করলেন। স্থবির ঘি পান করিয়ে সেই রোগ উপশম করালেন। অতঃপর ভিক্ষুসংঘ 'প্রভু, ইতিপূর্বে এরূপ আশ্চর্যজনক দৃশ্য কখনো দৃষ্ট হয়নি'—এরূপ বললে স্থবির 'তাহলে কৃত পুণ্যের পুণ্য বিপাক দর্শন কর' বলে সমুদ্র অবলোকন করে বললেন, 'এই জল ঘি হোক।' তখন দৃষ্টিপথ পর্যন্ত সমুদ্রের জল পরিবর্তিত হয়ে ঘি হয়ে গেল। ভিক্ষুগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, এরূপ পুণ্য কী আর আছে?' স্থবির 'তাহলে আমার পুণ্য দেখ' বলে যেখানে যেখানে ঘন পর্বত আছে সেদিকে তাকালেন। সে সবগুলোই গুড়পিণ্ডে পরিণত হলো। যতটুকু দৃষ্টি যায় সমস্তই ভাতের পাত্র ও ব্যঞ্জনে পরিণত হলো। সেখান হতে হিমবন্তের দিকে দৃষ্টি দিলেন। সবগুলো সুবর্ণবর্ণ হয়ে গেল। ভিক্ষুগণ এসব প্রাতিহার্য দর্শন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনি কোন পুণ্যপ্রভাবে এরূপ প্রাতিহার্য লাভ করেছেন?' স্থবির কশ্যপ দশবলের সময়ে স্বীয় কৃত সমস্ত কুশলকর্ম প্রকাশ করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১. এই ভদ্রকল্পে কশ্যপ নামক চক্ষুষ্মান নায়ক বুদ্ধ সর্বলোকের হিতের জন্য জগতে উৎপন্ন হন।

২. তখন আমি ইক্ষু হতে প্রস্তুত গুড় বিক্রি করে জীবন নির্বাহ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করতাম।

৩-৪. এক রোগাক্রান্ত ভিক্ষু দেখলাম, তিনি ভিক্ষাচরণের সময় আমি ঘিয়ের পাত্র হতে চামচ দিয়ে ঘি নিয়ে সেই ভিক্ষুকে দান করেছিলাম।

৫-৬. সেই কর্মের ফলে ভব হতে ভবান্তরে পরিভ্রমণ করার সময় আমার ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রের জলও ঘিয়ে পরিণত হতো, এরূপ ঘিয়ে পরিণত হওয়ার কারণ ঘি দান করার ফল।

৭-৮. আমার অন্যপ্রকার মনোরম পুণ্যকর্ম শ্রবণ কর। রোগাক্রান্ত এক ভিক্ষুকে দেখে আমি গুড়পিণ্ড নিয়ে তাঁর পাত্রে দান করি, এতে তিনি রোগমুক্ত হয়ে সুখী হন।

৯-১০. গুড়দানের ফলে দেবমনুষ্যলোকে সঞ্চরণ করার সময় আমি যথেচ্ছ সর্বত্র গুড় লাভ করেছি। পর্বত পর্যন্ত আমার ইচ্ছানুযায়ী গুড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছে—এটা গুড়দানের ফল।

১১-১২. হে সাধু ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক আরও পুণ্যের কথা শ্রবণ কর।

ক্ষুধায় কাতর এক কুকুরকে দেখে তাকে ভাত দান করি, তখন হতে আমি অন্ন-পানিতে ঊনতা ভোগ করিনি।

১৩. আমি জন্মজন্মান্তর অন্ন-পানিতে সুখী ছিলাম, এখনও আমার প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী লাভ করি।

১৪. আমার দৃষ্টিপথে সমস্ত পাত্র পরিপূর্ণ; শ্রবণ কর, এসব আমার কুশলকর্মের ফল।

১৫-১৬. দরিদ্র ব্যক্তিকে কাহন (মুদ্রা) দান করেছিলাম। সেই পুণ্যপ্রভাবে ভবসম্পদ লাভ করি। জন্মে জন্মে প্রচুর সোনারূপা লাভ করেছি। ঘন শৈল পর্বতের মতো আমার ইচ্ছানুযায়ী ধন লাভ করেছি। এসব দরিদ্রকে দুঃখমুক্ত করার ফল।

১৭-১৮. আমার অন্য শ্রুতিমধুর পুণ্য শ্রবণ কর। কশ্যপ বুদ্ধের সময় এক বহুশ্রুত ভিক্ষু কর্তৃক দেশিত ভগবান বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে প্রসন্ন হয়ে কাপড় দিয়ে তাঁকে পূজা করেছিলাম।

১৯-২০. সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ (জন্মান্তর) করার সময় প্রচুর কাপড় লাভ করেছি যা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। আমি যদি ইচ্ছা করি সমগ্র হিমালয় পর্বত নানাপ্রকার কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করতে পারি।

২১. আমি যদি ইচ্ছা করি সমগ্র চতুর্দ্বীপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করতে পারি, এটা বস্ত্র দানের ফল।

২২. এই পুণ্যকর্মের প্রভাবে কামভূমির উত্তম নগর শ্রাবস্তীতে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছি।

২৩. উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর হতে সুখে অবস্থান করছি। তাঁর (বুদ্ধ) ধর্ম শ্রবণ করে শাসনে প্রব্রজিত হই।

২৪. বুদ্ধভাষিত লোকোত্তর অগ্রসর (ধর্ম) আহার গ্রহণ করে ক্লেশ পরিত্যাগ করে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

২৫. ক্ষুদ্র হলেও কুশলকর্ম সম্পাদন করা উচিত। এটা অনন্ত ফলদায়ক এবং নির্বাণপদ।

তাঁর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ এবং মহাজনতা দানাদি কুশলকর্ম করত তাঁরা সকলেই মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হলেন।

২৬. প্রসন্নমনে যদি অল্প পুণ্যও করা হয় তাহলে মহাফল প্রদান করে জেনে অল্প পুণ্য করতেও প্রমত্ত না হয়ে দান দেওয়া উচিত।

৩.৮ দরিদ্রের (কপণ) উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর বারাণসী নগরবাসী এক দরিদ্র ব্যক্তি পরের গৃহে চাকরি করে জীবিকানির্বাহ করতেন। সেই সময়ে নগরবাসী প্রায় সময় বিভিন্ন স্থানে মণ্ডপ তৈরি করে মহাদান দিতেন। তা দেখে দরিদ্র লোকটি চিন্তা করলেন, 'আমি পূর্বজন্মে পুণ্যকর্ম না করার কারণে এখন পরের গৃহে চাকরি করে অতি দুঃখকষ্টে জীবিকানির্বাহ করছি। পরিধানের কাপড়চোপড় এবং বাসস্থানও অতি কষ্টে লাভ করেছি। এখন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে ভিক্ষুসংঘ সৃষ্টি করেছেন। এখন সকলে দান দিয়ে স্বর্গমার্গের উপায় পরিষ্কার করছেন। আমারও দান দেওয়া উচিত। এটা আমার আজীবন দিবারাত্রি সুখ দান করবে। যদিও এখন আমার কাছে তণ্ডুল পর্যন্ত নেই। বীর্যহীন হয়ে এটা লাভ করা অসম্ভব, এজন্যে আমার নিজ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দান দেব।' এরূপ ভেবে তখন হতে সে চাকরি সমাপ্ত করে অন্যত্র গিয়ে কাজ (চাকরি) করে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত খাদ্য ও ভিক্ষাচর্যার দ্বারা প্রাপ্ত চালের গুঁড়া একত্রিত করে লোকজন ডেকে মণ্ডপ তৈরি করিয়ে বনফুল দিয়ে সজ্জিত করে ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করে মণ্ডপে বসিয়ে সকলকে পায়েস দান করে ভোজন করাতেন। তিনি মৃত্যুর সময় স্বীয় কৃত দানের কথা স্মরণ করলেন। সেই কুশলকর্মের প্রভাবে তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তখন তাঁর কৃত পুণ্যপ্রভাবে কনকবিমান উৎপন্ন হয়েছিল। ত্রিগাবুত পরিমিত স্থানে দেবতাগণ নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে উপহার প্রদান করত। সব সময় সহস্র দেবঅপ্সরা তাঁকে পরিবৃত করে দাঁড়িয়ে থাকত। তিনি এরূপ মহাসম্পত্তি উপভোগ করতেন। অতঃপর একদিন সুবর্ণ সেল বিহারবাসী মহাসংঘরক্ষিত স্থবির পটিসম্ভিদাপ্রাপ্ত হয়ে দেবলোকে বিচরণ করার সময় সেই দেবপুত্রকে অনুপম দেবসম্পত্তির দ্বারা বিরাজ করতে দেখে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১-২. আপনার প্রাসাদ রত্নময়, সপ্তস্বর্ণমণ্ডিত ও দেখতে উজ্জ্বল প্রভাময়, স্বর্ণমালায় আপনার আগার সমাকীর্ণ, যত্রতত্র মনোরম মুক্তামালায় পরিপূর্ণ।

৩. আপনার শয়নাসন শত শত গন্ধমাল্যে সমাকীর্ণ, পুণ্য প্রবৃদ্ধির কারণে সবগুলো পৃথক পৃথক লাভ করেছেন।

৪. মণ্ডপমধ্যে বাদ্যসহ নাচ, গান, ক্রীড়া করে প্রমোদিত হয়েছেন।

৫-৬. তিন গাবুত পরিমিত স্থানে সমস্ত প্রাসাদ অপ্সরা ও দেবপুত্রগণ ঢোলক নিয়ে সর্বদা আপনার চারদিকে ঘিরে নাচগান করছে আর সর্বত্র লাফালাফি ও দম্ভোক্তি করছে।

৭. এরূপ চাঁদের প্রভার মতো আপনার ঋদ্ধি। দেবপুত্র, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি পূর্বে কী কর্ম করেছিলেন?

৮. অতীতে শ্রেষ্ঠ বারাণসী নগরে আমি দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করি, তখন মনুষ্যরা ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করে দান দিত।

৯. তখন আমি কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতাম; বহু লোক তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রমোদিত হয়ে দান দিচ্ছে, তা দেখে আমি চিন্তিত হলাম।

১০. তারা মৃত্যুর পর অপার সুখের আশায় বস্ত্র ও অলংকারাদি দান করছে।

১১. বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীতে ধর্ম প্রবর্তন করেছেন, সেই জিনরত্নকে সৎ ব্যক্তিরা দক্ষিণা প্রদান করেছেন।

১২. অন্যায়কারীরা সংসার হতে গিয়ে নিশ্চয়ই অপায়ভূমি পূর্ণ করবে, কল্যাণবিমুখ প্রাণীরা দুর্গতি প্রাপ্ত হবে।

১৩. এ জন্মে দরিদ্র, দীন, অল্পভোগী, অতি গরিব ও দুঃখী এবং অতি কষ্টে আমি জীবিকানির্বাহ করছি।

১৪. এখন সুক্ষেত্রে সৎপাত্রে যদি বীজ রোপন করি, অল্প হলেও পরজন্মে যেন সুখ লাভ করতে পারি।

১৫-১৬. এরূপ চিন্তা করে ভিক্ষা করে ও কাজ করে তথায় মণ্ডপ স্থাপন করিয়ে ভিক্ষুগণ নিমন্ত্রণ করে অতি কষ্টে পায়েস দান করি, সেই কর্মবিপাকের দরুন আজ আমি মনোরম দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি।

১৭. দিব্যকাম, আনন্দ ইত্যাদি বহুবিধ লাভ করেছি; দীর্ঘায়ু, সুন্দর ও তেজস্বী হয়েছি।

এভাবে দেবপুত্র নিজের কৃত পুণ্যকর্ম বিস্তারিতভাবে বললেন। স্থবিরও মনুষ্যলোকে আগমন করে জনগণকে স্বীয় প্রত্যক্ষ করা দিব্যসম্পত্তি প্রকাশ করলেন। তা শ্রবণান্তে বহুজন কুশলকর্ম সম্পাদন করে প্রায় সকলেই স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল।

১৮. দরিদ্র, দুর্গত, দীন হয়েও লাভের জন্য দান দাও, স্বর্গ পেতে যদি কামনা কর তাহলে লোভরূপ মলকে হত্যা বা ত্যাগ করে দান কর।

৩.৯ দেবপুত্রের উপাখ্যান

ইতিপূর্বে নারদ সম্যক সম্বুদ্ধের সময় এই দ্বীপ অন্য নামে পরিচিত ছিল। তখন একসময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মনুষ্যগণ খাদ্য ও কাপড়ের জন্য অভাবগ্রস্ত হয়েছিল। সে সময় ভগবান নারদের এক শাসনিক শ্রাবক (ভিক্ষু) পরিষ্কার পাত্র (অষ্টপরিষ্কারসহ ভিক্ষাপাত্র) নিয়ে অন্য এক গ্রামে পিণ্ডের জন্য বের

হয়েছিলেন। এক গৃহে লোকজন তণ্ডুল নালি (সামান্য পরিমাণ চালের গুঁড়া) পুত্তলি আকারে বেঁধে জল দিয়ে রন্ধন করে তা পান করে জীবিকানির্বাহ করত। তারা স্থবিরকে দেখে বন্দনা করত পাত্র গ্রহণ করে সেই চাল দিয়ে ভাত রান্না করে পাত্রে দিয়ে স্থবিরকে বন্দনা করল। তাদের শ্রদ্ধাবলে সেই ক্ষুদ্র পাত্র অন্নে পরিপূর্ণ হলো। তারা এরূপ অদ্ভুত অবস্থা দেখে 'সাধু ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানের বিপাক আর দেখিনি' বলে আনন্দিত হয়ে বহু লোক নিমন্ত্রণ করে ভাত খাওয়াল; এবং পরে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল। সেই স্থবির ভাত গ্রহণ করে অন্য এক বৃক্ষমূলে গিয়ে উপবেশন করে আহার করতে আরম্ভ করলেন। সেই বৃক্ষজাত এক দেবপুত্র খাদ্যাভাবে ক্লান্ত হয়ে ভোজনরত স্থবিরকে দেখে স্বীয় প্রকৃতি ত্যাগ করে দরিদ্রের বেশে তাঁর নিকট এসে দাঁড়ালেন। স্থবির নির্লিপ্তভাবে খাচ্ছিলেন। দেবপুত্র শেষ পর্যন্ত খাওয়ার সময় কেশে নিজের উপস্থিতি জানালেন।

স্থবির তাঁকে দেখে অনুতপ্ত হয়ে শেষ ভাতের গ্রাসটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি (দেবতা) ভাতের পিণ্ড গ্রহণ করে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমি ইহজন্মে দরিদ্র হয়ে জন্মেছি, পরজন্মে যেন প্রচুর ধনসম্পদ প্রাপ্ত হই' বলে তাঁর পাত্রে দান করলেন। ভাতের পিণ্ড পাত্রে দেওয়ামাত্র ত্রিগাবুত পরিমিত স্থানে দিব্যময় ভাতের পাত্রে পরিণত হলো। দেবপুত্র স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে সেখান হতে দিব্যখাদ্য গ্রহণ করে প্রথমে দান দিয়ে পরে নিজে আহার করলেন। এরপর দ্বিতীয় দিন হতে দেবপুত্র স্থবির ও সমাগত বহু জনগণকে মহাদান দিয়ে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে ছয়টি কামস্বর্গ ও অন্যান্য দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে সেখান হতে চ্যুত হয়ে বহু বিত্তসম্পত্তিসহ এক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কুটুম্বিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন তাঁর নাম হয়েছিল দেবতিষ্য। অনন্তর তিনি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাঁর মাতাপিতা কালগত হন। তিনি সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদি পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার দেখে বললেন, 'আমার মাতাপিতা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বিধায় দানাদি কিছুমাত্র না করে, কিঞ্চিন্মাত্র না দিয়ে পরলোকগমন করেছেন, আমি অবশ্যই তা সঙ্গে নিয়ে যাব।' এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে ভেরি বাজিয়ে গরিব-নিঃস্বদের একত্রিত করে সমস্ত সম্পত্তি হাসিমুখে সপ্তাহের মধ্যে দান করে দিলেন। অতঃপর অরণ্যে প্রবেশ করে ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে ধ্যানের প্রাথমিক কর্তব্য সমাপন করে পঞ্চ-অভিজ্ঞা ও অষ্টসমাপত্তি প্রাপ্ত হয়ে আকাশচারী হয়েছিলেন। সেই সময়ে পদুমুত্তর বুদ্ধ হংসবতী নগরীতে দেবব্রহ্মা পরিবৃত হয়ে চতুরার্য সত্য সমন্বিত ধর্মদেশনা করে অবস্থান করছিলেন। উক্ত তাপস আকাশপথে যাবার সময় মহাজনতার সমাগম এবং ভগবানের দেহ হতে বিচ্ছুরিত ষড়্‌রশ্মি দেখে বিস্মিত হয়ে আকাশ হতে

অবতরণ করলেন। তিনি ভগবানকে উত্তম বুদ্ধলীলায় উপবিষ্ট অবস্থায় ধর্মদেশনা করতে দেখে প্রসন্নমনে পরিষদন্তরে উপবেশন করে ধর্ম শ্রবণ করত বুদ্ধকে বন্দনা করে স্বীয় আশ্রমে চলে গেলেন। তিনি সেখানে যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর তাবতিংস ভবনে জন্মগ্রহণ করে ত্রিশ কল্প দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করত ছয় কামভূমিতে পর্যায়ক্রমে জন্মান্তর গ্রহণ করেন। একান্নবার দেবরাজ শক্র হয়ে রাজত্ব করেছিলেন। একুশবার চক্রবর্তী রাজা হয়ে মনুষ্যসম্পত্তি উপভোগ করেছিলেন। বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তির পর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলে তিনি শ্রাবস্তীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করে সপ্তবর্ষ বয়সকালে এক ভিক্ষুকে ধর্মদেশনা করতে দেখেন; তাঁকে দেখে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে অনিত্যজ্ঞান লাভ করত সেখানে বসেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি তথায় প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় কৃত পুণ্যকর্ম অবলোকন করে তা তাঁর অনুগামী ভিক্ষুদের মাঝে প্রকাশার্থে বললেন। তাই বলা হয়েছে :

১. পূর্বে নরশ্রেষ্ঠ নারদ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে জগতের দুঃখ বিমোচনের জন্য অমৃতপদ (ধর্মদেশনা) দান করেছিলেন।

২-৩. সে সময় তাঁর জনৈক শ্রাবক তৃষ্ণারূপ বন্ধন ছিন্ন করে ভিক্ষা সংগ্রহ করে প্রাপ্ত আহার্য ভোজনের জন্য এক বৃক্ষমূলে উপনীত হলেন; সেই বৃক্ষে বসবাসরত বৃক্ষদেবতা ক্ষুধার্থ হয়ে তাঁর নিকট এসে দাঁড়ালেন।

৪. তিনি (ভিক্ষু) আমাকে করুণান্তকরণে ভাতের পিণ্ড দিলেন, ক্ষুধা সহ্য করেও আমি পিণ্ড গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

৫. পূর্বজন্মে আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণও ভাত-তরকারি দান করিনি, তাই দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ক্ষুধায় পীড়িত হচ্ছিলাম।

৬. আজ আমার (দানের) ক্ষেত্র সুলভ হয়েছে, দেয়ার বস্তুও আছে, সংসার হতে বিমুক্তির জন্য এখানেই বীজ রোপন করব।

৭. এরূপ ভেবে বন্দনা করে বললাম, 'প্রভু, আমি এ জন্মে কষ্টে আছি, পরজন্মের জন্য এটা পুনঃ আপনাকে দান করছি।'

৮. এরূপ বলে আমার প্রদত্ত আহার দয়া করে ভোজন করলেন, সেই পুণ্যকর্মের দ্বারা সেইক্ষণে বহুধন লাভ করি।

৯. তথা হতে চ্যুত হয়ে ছয় দেবলোকে বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত হই, সেখানে সুদীর্ঘকাল দেবঋদ্ধিসহ বাস করি।

১০. এখন হতে শতসহস্র কল্প পূর্বে লোকনায়ক ধর্মরাজ তথাগত পদুমুত্তর নামক বুদ্ধের উৎপত্তি হয়।

১১. সে সময় আমি মহাঋদ্ধিশালী তাপস হয়ে অষ্টসমাপত্তি ও পঞ্চাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে আকাশমার্গে বিচরণ করছিলাম।

১২-১৩. তখন আকাশপথে যাবার সময় হংসবতী নগরে বহু ধ্বজা উড্ডীয়মান দেবসংঘ পরিবৃত বুদ্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত বুদ্ধকে দর্শন করি। তাঁকে দেখে আমি আকাশ হতে অবতরণ করে পরিষদন্তরে দাঁড়িয়েছিলাম।

১৪. আমি ধর্ম শ্রবণ করে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে আনন্দিত হয়ে চলে গেলাম। সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনোরম তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হই।

১৫. ত্রিশ সহস্র কল্প দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করার সময় দুর্গতি লাভ করিনি, বিপুল সুখ প্রাপ্ত হই।

১৬. একান্নবার দেবরাজ্য শাসন করেছি, একুশবার চক্রবর্তীরাজা হয়ে জন্মলাভ করেছি।

১৭-১৮. আমি প্রদেশ রাজ্য শাসন করেছি বহুবার। এই ভদ্রকল্পে তথাগতের উৎপত্তি হলে পুণ্যকর্মের প্রভাবে শ্রাবস্তীর উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে সাত বছর বয়সে,

১৯. বুদ্ধের ব্যাখ্যাত ধর্ম শ্রবণ করে ভিক্ষু ও অন্যান্যসহ আমি জন্ম ছিন্ন করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হই।

২০. আমার দেওয়া দান উত্তম হয়েছে, আমার শ্রুত ধর্ম উত্তম হয়েছে, আমি সেই কর্মের প্রভাবে দুঃখের অন্ত সাধন করেছি। এরূপ বলা হলে বহু ব্যক্তি কুশলকর্মে নিয়োজিত হয়েছিল।

২১. দান দিলে, যাচককে পিণ্ড দিলে, মুহূর্তের জন্য ধর্ম শ্রবণ করলে, দাসগণ ও সত্ত্বগণ ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ করতে পারে।

৩.১০ সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান

এখন হতে শতসহস্র কল্প পূর্বে পদুমুত্তর নামে শাস্তা পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়ে ধর্মদেশনা করে সত্ত্বগণকে অমৃতময় নির্বাণপদ দান করেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান হংসবতী নগরীতে রাজাসহ পরিষদে এক ভিক্ষুকে লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করেছিলেন। রাজা তা অবলোকন করে সেই স্থান পাবার ইচ্ছায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে ভগবানের পাদমূলে মস্তক রেখে বন্দনা করলেন। ভগবান বললেন, 'ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে সেই স্থান লাভ করবে।' তা শ্রবণান্তে আনন্দিত হয়ে রাজা পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে স্বর্গে জন্মধারণ করেন। সেখান হতে বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধকে যাবজ্জীবন চারি প্রত্যয় দান করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে বিপুল সম্পত্তি উপভোগ করেছিলেন। তিনি তথা হতে চ্যুত হয়ে বিপস্সী বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতী নগরীতে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সেই সময়ে সেনানিবাসে (সেনা কার্যালয় বা উচ্চপদস্থ সরকারি কার্যালয়) অবস্থান করে রাজকর্ম সম্পাদন করতেন। তখন নগরবাসী উপাসকগণ বিপস্‌সী সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে বন্দনা করে, 'প্রভু ভগবান, শ্রাবকসংঘসহ আমাদের কৃপা করুন' বলে পরদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিলেন। সকলে মিলিত হয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদের জন্য একটি বাসস্থান (পরিবেণ) নির্মাণ করিয়ে মহাদান দেবার পূর্বে 'কিছু কিছু জিনিস নেই' বলায় দানীয় সামগ্রী এনে দানের পূর্বে অবলোকন করে দধি ও পটলমধু না দেখে লোক ডেকে সহস্র টাকা দিয়ে 'তাড়াতাড়ি দধি ও মধু খোঁজ করে আনো' বলে পাঠালেন। তারা সহস্র টাকা নিয়ে দধি ও মধু অন্বেষণের জন্য সর্বত্র বিচরণ করে রাস্তার মধ্যস্থলে দাঁড়াল। সে সময় সেই সেনাবাসী রাজকর্মকর্তা ভাতসহ দধি-মধু নিয়ে যেতে যেতে মহাফটকে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা দধি-মধু দেখে তাঁকে বলল, 'মহাশয়, অর্থ বিনিময় করে এগুলো আমাদের দিন।' তিনি 'না, দেব না' বললে ক্রমান্বয়ে সহস্র মুদ্রায় যাচঞা করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মূল্য অল্প, অথচ সহস্র মুদ্রায় যাচঞা করছেন, এসব দিয়ে কী করবেন?' 'এসব ভগবান বুদ্ধের জন্য' বললে, 'তাহলে আমিই তাঁকে দান করব' বলে জিরা-মরিচ-আদিসহ লবণ-মধু-গুড় নিয়ে শ্রেষ্ঠ দান দিয়েছিলেন। শাস্তার দৈবপ্রভাবে বুদ্ধপ্রমুখ আটষট্টি সহস্র ভিক্ষুসংঘের জন্য উক্ত আহার্য পর্যাপ্ত হয়েছিল। সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি তখন হতে দেবমনুষ্য-সম্পত্তি উপভোগ করে আমাদের ভগবান বুদ্ধের সময়ে কলিঙ্গ নগরের মহালিচ্ছবি রাজ্যের সন্নিকটে সুপ্রিয়া (সুপ্রভা) নামে অগ্রমহিষীর কুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর সাত মাস মাতৃকুক্ষিতে বাস করে সাতদিন গর্ভাভ্যন্তরে দুঃখভোগ করেছিলেন। মাতৃকুক্ষি হতে নির্গত হবার পর তাঁর মাতাপিতা নাম রাখলেন 'সীবলী'। স্বীয় কৃত পাপফলে এরূপ মহাপুণ্যবান এতদিন ধরে মাতৃগর্ভে দুঃখানুভব করেছিলেন। তিনি কোনো সময় অতীতকালে রাজা হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় মাতার সঙ্গে মন্ত্রণা করেছিলেন। তিনি (মাতা) 'নগরের পথ রুদ্ধ করলে শত্রুদের বন্দি করতে সক্ষম হবে' বলে উপায় বের করেছিলেন। তিনিও (সীবলী) মাতার কথানুযায়ী নগরের দ্বার রুদ্ধ করে সপ্তম দিনে খুলে দিয়েছিলেন। সেই পাপকর্মের ফলে মাতাপুত্র এরূপ মহাদুঃখ ভোগ করেছিলেন। তিনি (মাতা) সপ্তম দিবসে পুত্র প্রসবকালে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সুখে গর্ভমুক্ত হন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সপ্তম দিনে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়েছিলেন। অনন্তর পুত্র সপ্তবর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করে শাস্তাকে দেখে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। শাস্তা সারিপুত্র স্থবিরকে প্রব্রজ্যা দানের জন্য নির্দেশ

করেন। সীবলী সারিপুত্র স্থবিরকে উপাধ্যায় এবং মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরকে আচার্য করে প্রব্রজিত হন। অতঃপর তিনি ক্ষুর দিয়ে মস্তকের চুল ছেদনের সময় অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে শোভিত হন। তিনি পূর্বজন্মকৃত পুণ্যপ্রভাবে মহাপুণ্যবান ও লাভী-অগ্র হয়েছিলেন। অনন্তর ভগবান ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ একসময় রেবত স্থবিরকে দর্শন করার জন্য খদিরবন বিহারে যাবার কালে ত্রিশ যোজন বিপৎসঙ্কুল পথ অতিক্রম করার সময় খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হয়েছিল। বহু দেবতা সীবলী স্থবিরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাই ভগবান সীবলী স্থবিরকে সম্মুখভাগে রেখে যাত্রা করলে দেবগণ সজ্জিত দানীয় সামগ্রী দিয়ে ভোজন করিয়েছিলেন। এভাবে রেবত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে কাজ সমাপ্ত করে জেতবনে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে লাভীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা হয়েছিল। তাই অপদানে বলা হয়েছে :

১. সর্ববিধ স্বভাবধর্মে চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর নামক জিন (বুদ্ধ) এ হতে লক্ষ কল্প পূর্বে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

২. শীল তাঁর গণনাতীত (অসংখ্য), তাঁর সমাধি বজ্রসদৃশ, তাঁর জ্ঞানগরিমা অসংখ্য এবং তাঁর বিমুক্তিসুখ অনুপম।

৩. দেবমনুষ্য, শ্রমণব্রাহ্মণদ্বারা পরিপূর্ণ সমাগমে তিনি (নায়ক) ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪. তিনি জনৈক ভিক্ষুকে শ্রাবকসংঘের লাভীদের মধ্যে অগ্র, পুণ্যবান এবং জ্ঞানবান বলে ঘোষণা করেছিলেন।

৫. সে সময় হংসবতী নগরীতে ক্ষত্রিয় (রাজা) এসে উক্ত শ্রাবকের বহুগুণ সম্পর্কে বুদ্ধের কাছে শুনতে পেলেন।

৬. সশ্রাবক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে তিনি সপ্তাহকাল ভোজন করালেন ও মহাদান দিয়ে সেই পদ (লাভীশ্রেষ্ঠ) প্রার্থনা করলেন।

৭. তাঁর পাদপদ্মে বিনীতভাব দেখে ভগবান বুদ্ধ (মহাবীর) তাঁকে নিম্নরূপ বাক্য বললেন :

৮-৯. সে সময় জিনবচন (বুদ্ধবচন) শোনার ইচ্ছায় বহু লোক দেবমানব, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ এবং মহাঋদ্ধিশালীগণ, শ্রমণব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বন্দনা করলেন—স্মরণীয় পুরুষকে নমস্কার, পুরুষোত্তমকে নমস্কার।

১০. সপ্তাহব্যাপী ক্ষত্রিয় কর্তৃক প্রদত্ত মহাদানের ফল জানতে ইচ্ছুকদের জন্য মহামুনি (বুদ্ধ) ব্যাখ্যা করেছেন।

১১-১২. ভগবান বুদ্ধ বললেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর, বুদ্ধের গুণ অপ্রমেয় বলে সুপ্রতিষ্ঠিত। দাতা অপ্রমেয় ফল লাভ করে এবং যে-স্থানে হোক না কেন প্রার্থনানুযায়ী উত্তম বিভব লাভ করে।

১৩. সুদর্শন ভিক্ষুর মতো ভবিষ্যতে তুমি বিপুল ভোগসম্পত্তি লাভী হবে।

১৪. এখন হতে শতসহস্র কল্প পরে ইক্ষ্বাকু বংশে গৌতম নামে শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

১৫. তাঁর ধর্মের উত্তরাধিকারী হয়ে তুমি শাস্তার শ্রাবকরূপে সীবলী নামে শোভিত হবে।

১৬. সেই সুকৃত কর্ম, চেতনা ও প্রণিধির দ্বারা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম লাভ করি।

১৭. অতঃপর তথা হতে পরবর্তী সময়ে উত্তম নগরী বারাণসীতে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে মহাধনের অধিকারী হই।

১৮. তখন সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে মধু-অন্ন-পানীয় দ্বারা পূজা করেছিলাম।

১৯. সেখান হতে চ্যুত হয়ে ছয় কামলোকে দেবঅপ্সরা-পরিবৃত রত্নময় প্রাসাদে মহাযশ উপভোগ করি।

২০. বুদ্ধের গুণ অচিন্তনীয়, বুদ্ধের ধর্ম (ধর্মের গুণ) অচিন্তনীয়। এরূপ অচিন্তনীয় বিষয়ে যাঁরা প্রসন্ন হন, তাঁদের প্রসন্নতার ফলও অচিন্তনীয়।

২১. এখন হতে একানব্বই কল্প পূর্বে বিপস্‌সী নামক বুদ্ধ, চারুনয়ন, সর্বধর্মদর্শীর উৎপন্ন হয়েছিল।

২২. আমি প্রার্থনানুযায়ী কর্মবিপাকে বন্ধুমতী নগরীর উচ্চকুলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি।

২৩. তখন নগরবাসী বিপস্‌সী নামক এক বুদ্ধকে অতি মনোরম বিশ্ববিখ্যাত একটি পরিবেণ দান করেছিল।

২৪. (পরিবেণ) দানশেষে নবনীত, দধি-মধু ইত্যাদি খাদ্যভোজ্য দান দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করতে পারল না।

২৫. তারা দান দিতে নবনীত-দধি-মধু সংগ্রহের জন্য ঘরে ঘরে গিয়েছিল।

২৬. সহস্র অর্থের বিনিময়েও তারা তা সংগ্রহ করতে পারল না (অর্থাৎ দিলাম না)। তাই চিন্তা করলাম, 'এটা নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র কাজ হবে না।'

২৭. যেভাবে এই মহাজনগণ তথাগতকে দান করছে, আমিও সংঘ লোকনাথকে (বুদ্ধকে) তাই করব।

২৮. আমি এরূপ চিন্তা করে দধি-মধু একত্রে মিশ্রণ করে সংঘ লোকনাথকে (বুদ্ধকে) দান করেছিলাম।

২৯. সেই চেতনা প্রণিধিময় সুকৃত কর্মের প্রভাবে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে (মৃত্যুর পর) তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হই।

৩০. আমি পুনরায় মহাযশশালী বারাণসীরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করি, সে

সময় শত্রুদের দ্বার রুদ্ধ করে বন্দি করে রেখেছিলাম।

৩১. এক তাপস বন্দিদের রক্ষা করেছিলেন। সেই পাপের ফলে নিরয়ে পতিত হই।

৩২. পরবর্তী সময়ে আমি কোলিয় বংশে জন্মগ্রহণ করি, সুপ্রভা আমার মাতা এবং মহালিচ্ছবী কুমার আমার পিতা।

৩৩. পূর্ব পুণ্যকর্মের ফলে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করে রাখার কারণে সাত বছর সাত মাস মাতৃকুক্ষিতে দুঃখভোগ করি।

৩৪. আমি ভূমিষ্ঠ হবার সময় সপ্তাহকাল মাতৃযোনিতে মহাদুঃখ ভোগ করেছি। আমার মাতা ছন্দ বা অনুমতি দিয়েছিলেন বলে তিনিও বহু দুঃখ ভোগ করেছিলেন।

৩৫. শ্রাবস্তী হতে নিষ্ক্রান্ত বুদ্ধ কর্তৃক অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়ে আমি নিষ্ক্রমণ দিবসে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করি।

৩৬. আমার উপাধ্যায় সারিপুত্র এবং আচার্য মহাঋদ্ধিবান মৌদ্গল্যায়ন, কেশ ছেদনকালে মহামতি আমাকে উপদেশ দান করেন।

৩৭. আমি প্রব্রজ্যার জন্য কেশ ছেদনের সময় অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হই। দেব-নাগ-মনুষ্যগণ আমার উপকরণ যুগিয়ে থাকেন।

৩৮. পদুমুত্তর ও বিপস্‌সী নামক বিনায়ককে (বুদ্ধ) আমি বিশেষ বিশেষ বস্তুদ্বারা সন্তুষ্ট চিত্তে পূজা করেছিলাম।

৩৯. সেই বিপুল ও উত্তম কর্মের ফলে আমি বনে, গ্রামে, জলে, স্থলে সর্বত্র প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করে থাকি।

৪০. লোকশ্রেষ্ঠ নায়ক (বুদ্ধ) যখন ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ রেবত স্থবিরকে দেখতে গিয়েছিলাম,

৪১. তখন দেবগণ আমার জন্য উত্তম বস্ত্র এনেছিলেন, আমি তা দিয়ে ভিক্ষুসংঘসহ লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৪২. ভগবান বুদ্ধ রেবত স্থবিরকে দর্শন করতে গিয়ে সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে আমাকে লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেছিলেন।

৪৩. সর্বলোকের হিতৈষী শাস্তা ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার লাভী শিষ্যদের মধ্যে সীবলীই শ্রেষ্ঠ।' এরূপ বলে পরিষদের মধ্যে আমার প্রশংসা করেছিলেন।

৪৪. আমার কলুষ দগ্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত ভব বিনষ্ট হয়েছে, আমি বন্ধনছিন্ন হস্তীতুল্য সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৫. ভগবান বুদ্ধের সন্নিকটে আগমন আমার পক্ষে 'স্বাগতম' অর্থাৎ সুন্দর আগমন হয়েছে, আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করে বুদ্ধনীতি প্রতিপালন করেছি।

৪৬. আমি চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ু অভিজ্ঞা লাভ করে বুদ্ধশাসন রক্ষা করেছি।

মাননীয় সীবলী স্থবির এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গাথার সাহায্যে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছিলেন।

৪৭. এরূপ মহা অদ্ভুত পুণ্যময়, উজ্জ্বলময় চরিত (জীবনী) শ্রবণ করে খারাপ কাজ ত্যাগ কর, যা কাম ও ভব ভোগের বিমুক্তি আনয়ন করে তা সম্পাদন কর।

মহাসেন বর্গ

৪.১ মহাসেন রাজার উপাখ্যান

ভগবানের পরিনির্বাণের পর পাটলিপুত্র নগরে মহাসেন নামে এক রাজা ধর্মত রাজত্ব করতেন। তিনি পিতা-পিতামহদের ধনসম্পদ অবলোকন করে বললেন, 'এই সমুদয় সম্পত্তি ত্যাগ করে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অহো, তারা সংসার সম্পর্কে অজ্ঞানতাবশত ধন সংরক্ষণ করে নিজেকে বিনাশ করবে, নাকি নিজেকে রক্ষা করে ধন বিনাশ করবে জানত না। এরূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েও বিনাশ হয়েছিল।' এরূপে সকল বিষয় চিন্তা করলেন। অতঃপর ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রতিদিন দশ হাজার ভিক্ষুকে উত্তম আহার্যাদি দান দিয়ে তুষ্টি বিধান করতেন। একদিন একাকী নির্জন স্থানে বসে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, 'রাজা কর্তৃক নিয়োজিত মানুষকে কষ্ট দিয়ে দান দেবার চেয়ে নিজ হাতে কাজ করে প্রাপ্ত অর্থ বা বস্তু দান করলে মহৎ ফল ও অনেক পুণ্য লাভ করা যাবে, আমাদের এরূপই করা উচিত।'

তিনি তাঁর সুহৃদ অমাত্যদের রাজ্যভার প্রদান করে কাকেও না জানিয়ে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ছদ্মবেশে নগর হতে বহির্গত হয়ে উত্তরমধুর নামক নগরে উপনীত হলেন। সেখানে মহাধনশালী এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কীজন্য এসেছ?' রাজা বললেন, 'আপনার গৃহে চাকরি করব।' এরূপে তাঁর অনুমতি নিয়ে তিন বছর সেখানে কাজ করলেন। অনন্তর একদিন শ্রেষ্ঠী তাঁদেরকে ডেকে বললেন, 'তোমরা অত্যন্ত সুকুমার, তবুও তোমরা কর্মোপলক্ষ্যে এ গৃহে যথাভিরুচি অবস্থান কর। এতকাল অলসতা করেছ বলে মনে হয় না। সকালে জাউভাত দেওয়া ছাড়া আমি তেমন উপকার করতে পারিনি।' তিনি (শ্রেষ্ঠী) জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের জন্য কাজ করছ?' রাজা বললেন, 'এই জনপদে বহু উত্তম ধান (শালি) আছে। সেই শালিধান সংগ্রহের জন্য এসেছি।' তা শ্রবণ করে শ্রেষ্ঠী তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে একহাজার শকট শালি প্রদান করলেন। রাজা শালি প্রাপ্ত হলে শ্রেষ্ঠীকে বললেন, 'এটা আমাদের নগরে পৌঁছায়ে দেবেন।' রাজা নগরে গিয়ে নানারঙের বস্ত্র-হিরণ্য-সুবর্ণাদির দ্বারা শকট পরিপূর্ণ করে শ্রেষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করে বন্ধুত্ব স্থাপন করত রাজগৃহে ধানসমূহ মজুত করালেন। অতঃপর রাজা কিছুদিন পর মুদ্গারদ্বারা স্বহস্তে ধান ভাঙলেন এবং চাল গুঁড়া করলেন। এভাবে তণ্ডুলরাশি একত্রিত করে ও জল সংগ্রহ করে অম্লভাত পরিপাক করে রাজগৃহে পাঁচশো আসন সজ্জিত করে ঘোষণা করলেন,

'আর্যগণ, অনুগ্রহ করে আমার গৃহে আহার গ্রহণের জন্য আগমন করুন।' তাঁর ঘোষণা শুনে পাঁচশো ভিক্ষু আকাশমার্গে তথায় আগমন করলেন। রাজা তাঁদেরকে পরিপূর্ণরূপে খাদ্য পরিবেশন করলেন।

তাঁদের (ভিক্ষুদের) মধ্যে মহাসীব স্থবির নামক এক ভিক্ষু ভাত নিয়ে 'এরা আমাকে দেখুক' বলে অধিষ্ঠান করে আকাশমার্গে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে গিয়ে পাঁচশো ভিক্ষুকে সেই আহার্য দিয়ে ভোজন করালেন। এই খাদ্য তাঁর প্রভাবে সকলের পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছিল। এরূপ অল্পের দ্বারা সৎপুরুষকে দেওয়া জিনিস দায়কদের প্রসন্নতার দরুন বহুল পরিমাণ হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে :

১. শ্রদ্ধাসহকারে পণ্ডিতগণ অল্প পরিমাণে দান করলেও চন্দ্রকিরণের ন্যায়, ক্ষীর সাগরের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২. অপাত্রে নিয়োগ (দান) কিংবা সন্নিধি করা অনুচিত, পরিভোগ না করেও প্রত্যয় ধ্বংস হয় না।

৩. পাপাচারী চোর কিংবা অনুরূপ কাকেও দান দিও না, সুশীল ব্যক্তিকে দান করবে এবং নিজে শীল গ্রহণ করে শীলবান হবে।

অনন্তর রাজা কনিষ্ঠের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে ভুক্ত পাঁচশো ভিক্ষুকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা উভয়ে দানের কথা অনুস্মরণ করে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছিলেন।

৪. দুঃখ ত্যাগ করে মহতী শ্রীসৌভাগ্য ও সুখ ইচ্ছা করলে সুজনের অর্থাৎ জ্ঞানীগণের সংস্পর্শে রত থাক।

৫. কষ্টের দ্বারা কৃত পুণ্য মহাফলদায়ক হয়, এটা জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিতগণ স্বহস্তে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন।

৪.২ সুবর্ণতিলকার উপাখ্যান

লঙ্কাদ্বীপে (শ্রীলঙ্কা) অনুরাধপুর নগরে এক মহিলা শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন অভয়ুত্তর চৈত্যে পুষ্পপূজা করতেন। একদিন তিনি স্বীয় কন্যাসহ সেই চৈত্যে পুষ্পপূজা করার জন্য গিয়ে পুষ্পাসনে জল না দেখে কন্যার হাতে পুষ্পস্তবক রেখে ঘট নিয়ে পুষ্করিণীতে গিয়েছিলেন। সেই বালিকা মায়ের প্রত্যাগমনের পূর্বে অধৌতাসনে হাতের পুষ্পরাশি দিয়ে মণ্ডলাকারে পূজা করে এরূপ প্রার্থনা করল :

১–৪. মহাবীর, ধীর (পণ্ডিত) স্বয়ম্ভু, মহর্ষি, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, রক্ষাকারী, ভগবান, শাস্তাকে আমি যে-পুষ্প দিয়ে পূজা করছি তার কর্মের ফলে আমি যেন চতুর্দিকের মধ্যে রূপে অনিন্দ্যসুন্দরী হই, আমাকে দর্শন করে সকল পুরুষ যেন কামে মোহিত হয়। আমার দেহ থেকে যেন প্রতিনিয়ত সূর্যের রশ্মির মতো

আলো বিচ্ছুরিত হয়, আমার বাক্য যেন মধুর হয়, শ্রুতিসুখকর ও মনোরম হয়, কিন্নরদের বাক্য যেরূপ আমার বাক্যও যেন সেরূপ হয়।

অনন্তর মাতা এসে অধৌতাসনে পুষ্প দিয়ে পূজা করেছে দেখে বললেন, 'চণ্ডালিনী, কেন অধৌতাসনে ভগবানকে পুষ্প দিয়ে পূজা করেছ? তুমি অন্যায় করেছ।' তা শুনে সেও তার মাকে রাগ করে 'চণ্ডালিনী' বলে ডাকল। এভাবে পুণ্যাপুণ্য করে সেই কন্যা পরবর্তী সময়ে সেখান হতে চ্যুত হয়ে জম্বুদ্বীপে উত্তরমধুর নামক স্থানে এক চণ্ডাল গায়ক বা সংগীতজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করল। সে উত্তম রূপবতী হয়েছিল। তার দেহ থেকে বিদ্যুতের ছটার মতো রশ্মি বের হতো। চারদিকে চারহাত পরিমাণ স্থান তার শরীরের প্রভায় অন্ধকার বিদূরিত হতো। মুখ হতে উৎপল-গন্ধ বের হতো, দেহ হতে চন্দন-সুবাস বের হতো, তার কপালের মধ্যখানে সুবর্ণবর্ণের এক তিলক ছিল, এটা হতে নবীন সূর্যের মতো আলো বিকিরণ করত। তাকে যারা দেখত তারা কামে উন্মত্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যেত। অহো, কুশলকর্মের কী প্রভাব! তাই বলা হয়েছে :

৫-৬. তার মাকে ক্রোধবশত 'চণ্ডালিনী' বলায় তার ফলে সে হীনকুলে ঘৃণ্য চণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিল। সম্বুদ্ধের গুণাবলি দর্শন করে পূজা করার পুণ্যপ্রভাবে সে মনোরম রূপবতী হয়েছিল। যে ব্যক্তি যেভাবে পুণ্য কিংবা পাপকর্ম করে সে সেভাবেই ফল লাভ করে থাকে। পাপকর্মের দ্বারা তির্যককুলে জন্মগ্রহণ করে, আর কুশলকর্মের দ্বারা কমলবর্ণের মতো হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কর্মের বিধানই এরূপ।

মাতাপিতা তার নাম রাখলেন সুবর্ণতিলকা। সে নগরে বহু লোক তার রূপ দেখে ও শুনে এসে 'চণ্ডালের কন্যা' বলে লোকে মন্দ বলবে—এ ভয়ে তাকে বিবাহ করল না। অতঃপর জ্যেষ্ঠ চণ্ডাল ব্রাহ্মণের পুত্র তাকে বিয়ে করার জন্য তার মাতাপিতার নিকট বস্ত্রালংকার গন্ধমালা ইত্যাদি প্রেরণ করলেন। তারা (দূতগণ) গিয়ে বলল, 'সুবর্ণতিলকাকে আমাদের সম্প্রদান করুন।' সে ঘৃণাসহ পরিহাস করল। ব্রাহ্মণপুত্র লজ্জিত হয়ে রাজার নিকট গিয়ে বীণা রেখে গানের সুরে বললেন :

৭. অপরূপ রূপিনী, চঞ্চল নয়না, তরুণ অরুণ সদৃশ ধরা মোহিনী, মানুষের অতি প্রিয়, তার প্রতি মৈত্রীভাব করার পরও সে সমজাতিকা সত্ত্বেও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

রাজা 'এটা কী সত্য বলছ?' জিজ্ঞেস করলে বলল :

৮. দেব, পৃথিবীর মাটি দিয়ে কি কখনো সোনা প্রস্তুত হয়? শৃগাল-গোরু প্রভৃতি নীচজাতি কি কখনো সিংহের মতো হয়?

এরূপ বলে পুনরায় বলল, 'দেব, এই নগরে সুবর্ণতিলকা নাম্নী এক চণ্ডাল কন্যা আছে। সে সমগোত্রীয় কর্তৃক প্রেরিত উপহার গ্রহণ করেনি। কুলীন বর কামনা করছে। দেব, কাকের কাছে কি কখনো সুবর্ণহংস আসবে?' রাজা তা শ্রবণ করে তার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব সত্য কথা কি?' সে বলল, 'সত্য দেব। সে জাতিসম্পন্ন (উচ্চবংশ) কামনা করে।' রাজা বললেন, 'তাই যদি বলে তাহলে পঞ্চমধুর নগরে উড্ডাল ব্রাহ্মণ নামে এক ব্রাহ্মণ আছে, সে মাতাপিতার দিক হতে উচ্চজাতিসম্পন্ন এবং অনিন্দিত; সে ঘৃণ্য ও পরিত্যক্ত কোনো মহিলার সঙ্গে বাস করেনি। নিজগৃহ হতে রাজবাড়ি গমনাগমন করার সময় পথে ষোলোটি ঘটের ক্ষীরোদক সিঞ্চন করে। মহিলা দেখলে 'কালকর্ণী' বা অলক্ষুনে মহিলা আমাকে দেখেছে বলে ক্ষীরোদক দিয়ে মুখ প্রক্ষালন করে। তোমার কন্যা কি তার সঙ্গে বসবাস করতে সক্ষম হবে? এ কথা তোমার কন্যাকে বলো।'

সেও গৃহে গিয়ে কন্যাকে ডেকে রাজার বর্ণনানুযায়ী বিষয়টি বলল। সে বলল, 'আমি উড্ডাল ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাস করতে পারব। তোমরা কোনো চিন্তা করো না, বিলম্ব করো না, আগামীকাল প্রাতে আমি যাব।' এরূপ বললে পিতা 'উত্তম' বলে সহস্র উত্তম চিত্রিত কাপড় ও আভরণ দিয়ে কন্যার শরীর আবৃত করে বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রসহকারে যাত্রা শুরু করল এবং অর্ধপথে উপনীত হলো। সেখানে অপর এক নগরের রাজা উপস্থিত ছিলেন। সেই রাজাকে শোনানোর জন্য চণ্ডাল (সুবর্ণতিলকার পিতা) গান পরিবেশন করতে লাগল। তখন পিতার পিছনে উপবিষ্ট সুবর্ণতিলকা তার প্রতি কূটদৃষ্টি (মোহনীয় দৃষ্টি) নিক্ষেপ করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে তার আবৃত দেহ আবরণ কিঞ্চিৎ অপনোদন করে স্বীয় দেহের সৌন্দর্য দেখাল।

রাজা তার শরীরের প্রভা ও রূপ দেখে কামে সংজ্ঞাহীন হয়ে মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বিবাহিতা নাকি অবিবাহিতা?' সে 'চণ্ডালকন্যা' শুনে লোকনিন্দার ভয়ে তাকে নিয়ে যেতে পারলেন না। 'এমন রূপ পদ্মবর্ণসদৃশ স্ত্রীরত্ন না পেলে আমার জীবনের কী অর্থ'—এভাবে অনুশোচনা ও পরিতাপ করতে করতে তিনি কামান্ধ হয়ে কৃতাকৃত ভুলে গিয়ে অসি নিয়ে স্বীয় শির ছেদন করে মৃত্যুবরণ করলেন। এভাবে পথিমধ্যে তার রূপসম্পদ দেখে রাজা উন্মত্ত হয়ে অসি নিয়ে স্বীয় শির ছেদন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে প্রাণীরা হিরণ্য-সুবর্ণ, দাস-দাসী, দারাপুত্র ইত্যাদি প্রিয়জনের জন্য কামান্ধ হয়ে বহু বিপদে পতিত হয়। তাই ভগবান বলেছেন :

৯. প্রিয় হতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রিয় হতে ভয় উৎপন্ন হয়, যিনি প্রিয়ানুরক্তি হতে মুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ের কথা কি?

১০. প্রেম হতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রেম হতে ভয় উৎপন্ন হয়, যিনি প্রেম হতে মুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ের কথা কি?

১১. রতি (বিষয়াসক্তি) হতে শোক উৎপন্ন হয়, যে ব্যক্তি রতি বিমুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ের কথা কি?

১২. কাম (বিষয় বাসনা) হতে শোক উৎপন্ন হয়, কাম হতে ভয়ের জন্ম হয়, যিনি কামবিমুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ের কথা কি?

১৩. তৃষ্ণা হতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হতে ভয়ের উৎপন্ন হয়, যিনি তৃষ্ণামুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ের কথা কি?

সেখান হতে ক্রমান্বয়ে তারা পঞ্চমধুর নগরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের আগমনের বিষয় রাজাকে অবহিত করল। রাজা অনুমতি প্রদান করলে তারা রাজার নিকট গিয়ে দেখা করল। সে সময় উড্ডাল ব্রাহ্মণ রাজার অনতিদূরে একটি মনোরম চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। গন্ধর্ব ব্রাহ্মণও কন্যাসহ সঙ্গীত করতে করতে বসেছিল। সেক্ষণে পিতার পাশে উপবিষ্ট সুবর্ণতিলকা 'উড্ডাল ব্রাহ্মণ কে?' জিজ্ঞেস করলে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট 'ইনিই উড্ডাল ব্রাহ্মণ' শুনে নির্মল নয়নে তাঁকে দেখল; উজ্জ্বল দাঁত বের করে কামাসক্ত হয়ে তাঁর দিকে মৃদুমন্দ হেসে তাকাল। তারপর তার পরিধেয় বস্ত্র অপনোদন করে শরীরের আবেশ বিচ্ছুরণ করতে লাগল। ব্রাহ্মণ তা দেখে শোকে (কাম) উন্মত্ত, পরিদগ্ধ হয়ে তপ্ত বায়ুদ্বারা মুখ-নাক জলে সিক্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন মুহূর্তে শ্বাস গ্রহণ করে রোগীর মতো রাজার নিকট হতে স্বীয় গৃহে গিয়ে বন্ধুকে আহ্বান করে বললেন, এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

১৪. যে বিপদ হলে কাছে অবস্থান করে, সুখে-দুঃখে সমদর্শী হয় সেই প্রকৃত মিত্র ও জ্ঞাতি।

১৫. যে গুণ প্রকাশ করে নির্গুণ ঢেকে রাখে, কৃতকর্ম পরিশোধন করে সেই প্রকৃত মিত্র জ্ঞাতি।

১৬. সুবর্ণতিলকা নাম্নী এক নীলাক্ষী মহিলা কামাসক্ত হয়ে আমার অন্তর চূর্ণবিচূর্ণ করে খণ্ডবিখণ্ড করেছে।

১৭. তার কমলকান্তি মুখ আমার নয়ন আবিষ্ট করেছে, আমি তাকে ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

১৮. তার প্রতি আমার চিত্ত উত্তেজিত ও আলোড়িত, আমার সমস্ত লজ্জা ও ভয় তিরোহিত হয়েছে।

১৯. আমি তাকে দেখে হতবুদ্ধি ও হতভম্ব হয়ে পড়েছি, আমাকে তার আশ্রয়ে দাও, আমার সঙ্গিনী (স্ত্রী) কর।

তাঁর কথা শুনে তিনি এরূপ বললেন :

২০. তুমি যার পাণি প্রার্থনা করছ সে চণ্ডালিনী এবং তোমার সমগোত্র নয়, কখনো কি চন্দনের সঙ্গে বিষ্ঠার সংযোগ হয়।

২১. এদেরকে মানুষেরা দূর থেকে বর্জন করে; তোমার কীর্তি, আয়ু, বল, বুদ্ধি সমস্তই লোপ পেয়েছে।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বললেন :

২২. সে মণিরূপ উত্তম, লোকে (পৃথিবীতে) তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ সে অকুলীন হলেও স্ত্রীরত্ন, সুবাক্যভাষিণী ও সুগায়িকা।

এরূপ বলার পর সে কী সপতি নাকি পতিহীন, পতিহীন জানতে পেরে তাকে আনতে বললেন। তারা তাই করল। ব্রাহ্মণ তাকে গৃহে আনয়নের পর হতে চার মাস অবধি রাজার নিকট গমন করেননি। সে সময় ব্রাহ্মণের নিকট পাঁচশো রাজকুমার নানাপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করত। কুমারগণ বুঝতে পারল, 'সুবর্ণতিলকা আসার পর হতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হচ্ছে। তাকে যে-কোনো প্রকারে মেরে ফেলা সমীচীন।'—এরূপ চিন্তা করে তারা হস্তীচালককে ডেকে ঘুষ দিয়ে এরূপ বলল, 'হস্তীকে সুরা পান করিয়ে পাগল করত সুবর্ণতিলকাকে হত্যা কর।' অনন্তর তারা সকলে রাজবাড়িতে একত্রিত হয়ে 'আচার্যকে দর্শন করতে ইচ্ছুক' বলে দূত প্রেরণ করল। ব্রাহ্মণ তথায় এসে উপবিষ্ট হলে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আচার্য, আমরা আচার্য-পত্নীকে দর্শন করতে ইচ্ছুক।' অতঃপর তারা সুবর্ণতিলকাকে আনয়ন করার জন্য লোক প্রেরণ করল। সে পথিমধ্যে উপস্থিত হলে হস্তীকে ছেড়ে দিল। হস্তী শুঁড় দিয়ে মাটি প্রহার করে যেতে যেতে দ্রুত গিয়ে শুঁড় দিয়ে তাকে উত্তোলন করে জলের পাত্রে (বড়ো কলস) বসিয়ে রাখল। রাজাঙ্গনে তাকে মারতে না পেরে পরদিন রাতে লোক নিয়োগ করে তাকে মেরে ফেলল। ব্রাহ্মণও 'এরূপ স্ত্রী না পাওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়' অনুশোচনা ও পরিতাপ করতে করতে রাজাঙ্গনে কাঠ দিয়ে চিতা প্রস্তুত করত অগ্নি সংযোগ করে আত্মাহুতি দিলেন। এভাবে মহিলার সঙ্গে বসবাস করে মহাবিপদ হয়েছিল এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এটা বেদনাদায়ক, বন্ধনসদৃশ এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। এ জন্য যে নারীকে বিশ্বাস করে সে নরদের মধ্যে নরাধম।

২৩. পূর্বজন্মে সে (সুবর্ণতিলকা) পুণ্যকর্ম করেও দুর্গতি লাভ করেছিল, একাগ্র মনে কুশলকর্ম করে নির্বাণমুখী হও।

৪.৩ দরিদ্র মহিলার উপাখ্যান

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা 'জয় মহাবোধিকে বন্দনা করব' বলে গিয়ে বন্দনা করতেন। পরবর্তী সময়ে বহু

ভিক্ষু একত্রিত হয়ে মহাবোধি বন্দনা করার জন্য যাবার সময় অন্য এক গ্রামে ভিক্ষাচরণ করে আসনশালায় গিয়ে আহারকার্য সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করছিলেন। তখন সেখানে এক দরিদ্র দুঃস্থ মহিলা উক্ত উপবিষ্ট ভিক্ষুগণকে দেখে সেখানে উপস্থিত হয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে একপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর্যগণ, কোথায় গমন করছেন?' ভিক্ষুগণ জয় মহাবোধির প্রভাব এবং এটাকে বন্দনার্থে নিজেদের গমনের কথা প্রকাশ প্রসঙ্গে এরূপ বললেন :

১-২. জিন (বুদ্ধ) যে আসনে উপবিষ্ট হয়ে সসৈন্য দানব রাজকে জয় করেছিলেন এবং সসৈন্য ক্লেশসেনাকে জয় করে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হয়েছিলেন, যার পদতলে দাঁড়িয়ে মহাবীর (বুদ্ধ) সপ্ত দিবারাত্রি সকৃতজ্ঞে সজল নেত্রে দর্শন করেছিলেন;

৩-৪. ময়ূরের ন্যায় যে বৃক্ষের ঘন সবুজাভ পত্র সুরাসুর নরগণ অপলক নেত্রে দর্শন করে, দেববৃক্ষসদৃশ যে বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে ইহ-পরলোকে যথেচ্ছ লাভের জন্য দান করে;

৫–৭. যে বৃক্ষের পতিত জীর্ণ বা পুরাতন পত্রকে ভবভোগ প্রবৃদ্ধির জন্য পূজা করে, যেখানে মানুষ ভেতরে-বাইরে কিংবা দূর হতে গন্ধ-মালা-জল দিয়ে সব সময় সর্বদা সেবা করে, যে বৃক্ষের সেবা করলে ইহলৌকিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়; হে মহাশয়া, আমরা সেই জয়বোধিকে বন্দনা করতে যাচ্ছি।

ভিক্ষুগণের কথা শুনে তিনি এরূপ বললেন, 'প্রভু, আমি পরগৃহে কাজ করে অতি দুঃখকষ্টে জীবিকানির্বাহ করি। আগামীকালের জন্য আমার কাছে সামান্য তণ্ডুলও নেই, অন্য সম্পত্তির কথা কী বলব। এটা ব্যতীত আমার জন্য অন্য কোনো চাদর নেই। কারণ, পূর্বজন্মে আমি পুণ্যকর্ম করিনি। অতএব, প্রভো আমার প্রতি অনুগ্রহ করে এই চাদরটি বোধিবৃক্ষের ওপরে ধ্বজা দেবেন।' এভাবে প্রার্থনা করে চাদরখানি ধৌত করে তাঁদেরকে দিলেন। ভিক্ষুগণও তাঁর প্রতি অনুকম্পা করে চাদরটি নিয়ে চলে গেলেন। তিনি চাদরটি দান করে প্রীতি-প্রমোদিত মনে গৃহে গমন করলেন এবং সেদিন রাতেই মধ্যম যামে প্রবল ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে সেই ভিক্ষুগণের গমন পথে এক রমণীয় বনে স্থলজ দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে ত্রিযোজন পরিমিত স্থানে দিব্য কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল। সেখানে সর্বত্র নানাপ্রকার ধ্বজা শোভা পাচ্ছিল। দেবপুত্র ও দেবকন্যাগণ সর্বালংকারে বিভূষিত হয়ে ধ্বজা নিয়ে খেলা করছিলেন। তাঁরা নৃত্যগীতাদি বিভিন্ন প্রকার আশ্চর্যজনক কাজে লিপ্ত ছিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় দিবসে বোধিমণ্ডপে যাবার সময় সায়াহ্নকালে সেই স্থানে উপনীত হয়ে 'আজ এই বনমধ্যে অবস্থান করব' বলে বাসস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তাঁরা রাতে নানাপ্রকার রঙের ধ্বজা, দেবগণ নাচ-গানে

মত্ত এবং তিন যোজন পরিমিত স্থানে কল্পবৃক্ষ—এসবই দেবৈশ্বর্য তার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে দেখে বিস্মিত হয়ে দেবকন্যাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কী কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে?' তিনি ভিক্ষুগণকে বন্দনা করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'প্রভু, আপনারা কি জানেন না?' ভিক্ষুগণ 'না, বোন আমরা জানি না' বললে তিনি স্বীয় প্রভাবের বিষয় অবহিত করার জন্য এরূপ বললেন :

৮-৯. গতকাল আসনালয়ে সমাগত হয়ে উপবিষ্টাবস্থায় যে দরিদ্র মহিলা আপনাদের কাছে গিয়ে অভিবাদন করেছিল, যে মহিলা বোধিবৃক্ষ পূজা করার জন্য বস্ত্র প্রদান করেছিল, সে-ই আমি, রোগাক্রান্ত হয়ে সেখান হতে চ্যুত হয়ে (মৃত্যুবরণ করে);

১০. নানাবিধ সম্পত্তি ও নানাপ্রকার অলংকারে বিভূষিত হয়ে রত্নময় বিমানসহ এই কাননে জন্মগ্রহণ করি।

১১. গতকাল আমাকে ধুলা ও জলসিক্ত দেহে দেখেছেন, আজ আমাকে দেখুন বর্ণময় প্রভাময় দেহে।

১২. প্রভু, গতকাল আমাকে বস্ত্রহীন মলিন বস্ত্রে দেখেছেন, আজ আমাকে উত্তম দিব্য বস্ত্রে দেখুন।

১৩-১৪. গতকাল আমার কেশরাশি ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, আমার মস্তক ছিল উকুনপূর্ণ ও ময়লাপূর্ণ বিশ্রী, অদ্য আমার পুণ্যপ্রভায় তা পরিবর্তন হয়ে সুনীল মৃদু পরিপাটি কেশ কুসুমাভরণে ভূষিত হয়েছে।

১৫. পূর্বে আমি স্বীয় মস্তকে কাঠ, জল ইত্যাদি বহন করতাম, পুণ্যপ্রভাবে আজ আমার মস্তকে মালাভরণ শোভা পাচ্ছে।

১৬. প্রভু, গতকাল ধ্বজার জন্য আমা কর্তৃক মোটা চাদর দানের ফলে আজ আমার বহু দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছে।

১৭. দানের যে মহৎ ফল তা জানা কর্তব্য, দান দেবলোক ও মনুষ্যলোকে উত্তম সুখপ্রদ। এ কথা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ আশ্চর্যান্বিত ও অভিভূত হলেন। সেই দেবতা সে রাতে ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করে দিব্য খাদ্যভোজ্য স্বহস্তে তৈরি করে তাঁদের দান দিয়ে মহাবোধির (বৃক্ষের) নিকট গেলেন। তিনি ধ্বজাটি নানা বস্ত্রাদি দান দিয়ে প্রত্যাগমন করলেন। সেই বনে বসবাস করার সময় নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মলাভ করেন। ভিক্ষুগণও এই আশ্চর্য বিষয় সর্বত্র প্রচার করে বহু ব্যক্তিকে পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন।

১৮. এভাবে দরিদ্র মহিলা পর্যন্ত জিনশাসনের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে মোটা কাপড় দান করে দিব্যবিভবের অধিকারী হয়েছিলেন; এটা জ্ঞাত হয়ে সৌম্যগণ, বস্ত্রাদির দ্বারা পূজা করবে।

৪.৪ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর জম্বুদ্বীপে পাটলিপুত্র নামে এক নগর ছিল। সেই সময় অশোক নামে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহিমাময় এক চক্রবর্তী রাজা রাজত্ব করতেন। ঊর্ধ্বাকাশে এবং পৃথিবীর নিম্নদিকে যোজন পরিমাণ স্থান সমগ্র জম্বুদ্বীপবাসী তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল। তখন সমগ্র জম্বুদ্বীপবাসী এবং চুরাশি সহস্র নগরের রাজাগণ নিজ নিজ বাহনে করে এসে মহারাজ ধর্মাশোককে সেবা করতেন। সেই সময়ে দেবপুত্র নগরের দেবপুত্র নামে মহারাজ স্বীয় বাহন নিয়ে রাজার সেবায় আগমন করেছিলেন। ধর্মাশোক দেবপুত্র মহারাজকে দেখে মধুর সম্ভাষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের রাজ্যে বহুশ্রুত মহাগুণবান আগত কোনো আর্য আছেন কি?' দেবপুত্ররাজ বললেন, 'দেব, আমাদের নগরে সীহকুম্বক নামে মহাবিহার আছে, তথায় বহু সহস্র ভিক্ষু বাস করেন, যাঁরা শীলবান, অল্পেচ্ছু, তুষ্ট এবং ন্যায়বান। তাঁদের মধ্যে অর্থকথাসহ ত্রিপিটকধর ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির প্রখ্যাত। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে আরামস্থ ভিক্ষুদের ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। তিনি গুণবান, নিজগুণে তিনি পৃথিবীতে খ্যাত।' এ কথা শুনে রাজা প্রসন্নচিত্তে স্থবিরকে দেখার ইচ্ছায় বললেন, 'সৌম্য, আপনি গিয়ে এখনই স্থবিরকে প্রার্থনা করে এখানে আনয়ন করুন।' দেবপুত্র রাজা স্বীয় শক্তিশালী বাহনাদিসহ মহাসেনা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের নিকট গিয়ে বন্দনা করে বললেন, 'প্রভু, আর্য ধর্মাশোক মহারাজ আপনাকে দেখতে ইচ্ছুক।' স্থবির 'উত্তম' বলে সম্মতি প্রকাশ করলে রাজা স্থবিরের যাবার ইচ্ছা মহারাজ ধর্মাশোকের নিকট জ্ঞাপন করালেন। ধর্মাশোক মহারাজ সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় রাজ্যের আজ্ঞাবহ স্থানে (অর্থাৎ অশোকের রাজ্য যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) অনুশাসন (আদেশ) প্রেরণ করলেন, 'স্থবিরের আগমন পথে সর্বত্র সজ্জিত করুন।' অনন্তর সেই রাজাগণ অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ নগরে ভেরি বাজিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, 'দেবপুত্র নগর হতে পাটলিপুত্র নগর পর্যন্ত পঞ্চান্ন যোজন অসমান রাস্তা সমান করে দেবতাদের দিব্যবীথির মতো সজ্জিত করুন, মহানরেন্দ্র ধর্মাশোক এ অনুশাসন (আদেশ) জারি করেছেন।' তাই বলা হয়েছে :

১. মহারাজ কর্তৃক আদেশ প্রেরিত হয়েছে, 'প্রভু ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবিরের গমনের জন্য রাস্তা সজ্জিত কর।'

২. তখন তারা পাথর ও কণ্টকাদি সরিয়ে অসমান স্থান সমান করে উত্তমরূপে মসৃণ করল।

৩. নিক্ষিপ্ত বালুকারাশি মুক্তার মতো শোভা পাচ্ছিল, সর্বত্র সারিবদ্ধভাবে

কাপড়ের তোরণ সজ্জিত হয়েছিল।

৪. স্বর্ণময় কদলিবৃক্ষাদি নানাপ্রকার সারিবদ্ধ তোরণ এবং সে-সব তোরণ অনেক রকম পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল।

৫. সেসব তোরণে পুষ্পরাজি শোভা পাচ্ছিল এবং তথায় গন্ধময় তৈল দিয়ে সারিবদ্ধভাবে দীপ প্রজ্বলিত করা হয়েছিল।

৬. কমল-উৎপল ও পুষ্পপল্লব একত্রিত করে অলংকৃত করত সুগন্ধ জলের দ্বারা পূর্ণ ঘট, মালা ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছিল।

৭. নীল-পীত আদি বর্ণে খচিত ধ্বজা রাস্তার উভয়পাশে বনের মতো শোভা পাচ্ছিল।

৮. তখন মৃদু-মন্দ সমীরণ উত্থিত হয়েছিল যেন ব্রহ্মা সুরাদিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

৯-১০. নাগ-চম্পক-পুন্নাগ-কেতকী-বকুল, কমল, উৎপল প্রভৃতি জলজ পুষ্প, মালতী প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা বহু মাল্য তৈরি করে রাস্তা সজ্জিত করত সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আনন্দ যেন ছড়িয়ে দিয়েছিল।

১১. লাজাদি পঞ্চবিধ পুষ্প মনোরম আভা বিকিরণ করছিল, কুসুমাভরণ দিয়ে চারাগাছসমূহ অলংকৃত করেছিল।

১২. রাস্তা অলংকৃত করার জন্য সর্বত্র (লোকজন) দাঁড়িয়েছিল, সেই সব স্থানের মধ্যখানে তৈরি মণ্ডপ ছিল (অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রাদির দ্বারা উৎসবমুখর ছিল)।

১৩. সর্বক্ষণ নন্দিত রসিক নারীগণ নৃত্য করছিল, বহুবিধ কংস-বংশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদ্য করছিল।

১৪. লয় সমন্বিত মধুর গান গাইবার সময় রাস্তার লোকজন সাধুবাদ দিয়ে বাদ্য বাজনা বাজাচ্ছিল।

১৫-১৬. হস্তীদের নিনাদ এবং অশ্বদের হ্রেষাধ্বনি এবং বহু শাখাপ্রশাখা হস্তে সমবেত হয়ে রাস্তার উভয়পাশে কুলরমণীগণ দেবকন্যাসদৃশ শোভা পাচ্ছিল এবং মালাদি হাতে তুষ্টচিত্তে দাঁড়িয়েছিল।

১৭. সেই স্থানে পূর্ণঘটে পদ্ম শোভা পাচ্ছিল এবং অষ্টমঙ্গলসহ মহিলাগণ আনন্দিত মনে দাঁড়িয়েছিল।

১৮. শীতল জলসহ তারা সমলংকৃত হয়ে স্নানান্তে সর্বত্র সিক্ত দেহে দাঁড়িয়েছিল।

১৯. সে স্থানে বহু লোক সমবেত হয়ে মনোরম দানশালায় বহুবিধ দানীয় সামগ্রী স্তূপীকৃত করেছিল।

২০. এরূপ বহুবিধ পূজাসামগ্রী সংগ্রহ করে আমরা এখানে মহাগঙ্গাধারে স্থাপিত করেছি। মহারাজ, তা আপনাকে জানাচ্ছি।

এর পর মহারাজ অশোক গঙ্গা অলংকৃত করার জন্য ষোলোজন যক্ষ প্রেরণ করলেন। তারা সপরিবারে তথায় গমন করে নিজেদের প্রভাবে গঙ্গার অভ্যন্তরে ত্রিগাবুত স্থান পর্যন্ত উদক্‌খল পাষাণ স্থাপন করেছিল। তার ওপর স্তম্ভ নির্মাণ করে তুলাদণ্ড প্রদান করত হিমালয় হতে রক্তচন্দন সংগ্রহ করে ফলকে বিস্তারিত (উৎকীর্ণ) করে বহুবিধ পূজার সামগ্রীর দ্বারা অলংকৃত করত এরূপ অনুশাসন প্রেরণ করলেন। তাই বলা হয়েছে :

২১. যে কারণে মহারাজ কর্তৃক আমরা প্রেরিত হয়েছিলাম, তা শ্রবণ করুন, আমরা তা সম্পূর্ণ সম্পাদন করেছি।

২২. ত্রিগাবুত গভীর ও যোজন পরিমাণ বিস্তৃত গঙ্গায় দুর্মূল্য রক্তচন্দনময় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছি।

২৩. হিমালয় হতে সুষ্ঠুভাবে সেতু রচনা করে উভয়পাশে রত্ন দিয়ে তোরণ তৈরি করা হয়েছে।

২৪. পূর্ণ কুম্ভ, ধ্বজা, প্রদীপাদি ও রত্ন ইত্যাদি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে উভয়পাশে ঝুলে পড়েছে।

২৫. সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদি দ্বারা সমলংকৃত হয়ে বালুকাময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মুক্তাপ্রভা বিস্তার করছে।

২৬. যেসব স্থানে মহামুনি দাঁড়াবেন সেসব স্থানেও সেতুর ওপরে নানাপ্রকার বিতান শোভা পাচ্ছে।

২৭. সেখানে দিব্য কুসুমাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে, পূজার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে; দেব, তা আপনাকে জানানো হলো। এরূপ বলে সংবাদ প্রেরণ করা হলো।

সংবাদ পেয়ে মহারাজ অশোক 'তোমরা স্থবিরগণকে এখানে আনয়ন কর' বলে তাদেরকে পুনঃ প্রেরণ করলেন। তাঁরা 'উত্তম' বলে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের নিকট বন্দনা করে বললেন, 'প্রভু, পাটলিপুত্র নগরে গমনের সময় হয়েছে।' তথা হতে স্থবির ষাট হাজার ভিক্ষুসংঘে পরিবৃত হয়ে পঞ্চান্ন যোজন পথ অতিক্রম করলেন। দেবপুত্র, নগরবাসীগণ বহুপ্রকার মালাগন্ধ, সুগন্ধিচূর্ণ, ধ্বজাপতাকা ইত্যাদি নানারকম তাল-বাদ্য, নৃত্য-গীত ইত্যাদিসহ পূজা করার জন্য এসেছিল। অতঃপর স্থবির জম্বুদ্বীপবাসী কর্তৃক মহাপূজা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে চন্দ্রভাগা ও গঙ্গার সেতুর নিকট উপস্থিত হয়ে সেখানে মহাপূজার আয়োজন দেখে এরূপ চিন্তা করলেন, 'এরূপ উত্তম পূজার আয়োজন জম্বুদ্বীপে অন্য কোথাও নেই। এটা আমার জন্য করা হয়েছে, কিন্তু আমি সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইনি। আমি অধিকতর উত্তম হবো।' এরূপ মনোভাব উৎপাদন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেক্ষণে এক ক্ষীণাস্রব স্থবির তাঁর মনে উৎপন্ন বিষয় দিব্যচক্ষুর দ্বারা

দেখতে পেয়ে তাঁর নিকট গিয়ে বন্দনা করে স্থবিরকে উপদেশচ্ছলে এরূপ বললেন :

২৮. অহংকারের বশবর্তী হবেন না; প্রভু, অহংকারকে বশীভূত করুন, এটা সর্বদা অনর্থকর এবং ভবান্তর ঘটায়।

২৯. অহংকারী সত্ত্ব তৃষ্ণা-রাগে পড়ে মর্কট-উরগ-কুকুরাদি তির্যক প্রাণী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৩০. প্রভু, অহংকার করবেন না, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে পূজা করুন, অপরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে দাতাগণ প্রতিপালন করে না।

৩১. আপনি যদি দান দেন, শরণ গ্রহণ করেন, পূজা করেন তাহলে মহাফলদায়ক মহা অদ্ভুত 'নির্বাণ' পদ প্রাপ্ত হবেন।

৩২. তাঁর উপদেশ শুনে স্থবির সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তথায় স্থিত অবস্থায় ত্রিলক্ষণ সম্পর্কে ধ্যান করে কায়িক অনুধ্যান করত প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হলেন। তখন মহারাজ ধর্মাশোক সৈন্যসামন্তসহ পরিবৃত হয়ে মহাপূজাসহকারে সম্মুখস্থ পথে এসে বন্দনা করত দ্বিগুণ পূজাসৎকার করে মহাভিক্ষুসংঘসহ স্থবিরকে স্বীয় নগরে আনয়ন করলেন, তাঁর নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করে প্রসন্নমনে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহাবিহার নির্মাণ করত স্থবিরের সঙ্গে আগত ষাট হাজার ভিক্ষুর চারি প্রত্যয়াদি দিয়ে সেবা করেছিলেন। অতঃপর স্থবির অট্ঠকথাসহ ত্রিপিটক দেশনা করে সেখানে চিরকাল অবস্থান করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা সপরিষদ তাঁর (স্থবিরের) শরীরকৃত্য সম্পাদন করে ধাতু নিয়ে মহাচৈত্য নির্মাণ করালেন।

৩৩. প্রাণিগণ পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম ও গুণের প্রভাবে এরূপ মহৎ হন, সদেবগণের সর্বদা পুণ্যকর্ম করার মানসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪.৫ সাখামাল পূজিকার উপাখ্যান

আমাদের ভগবান দশ পারমী পরিপূরণ করে ক্রমান্বয়ে তুষিতভবনে জন্মগ্রহণ করলে দেবতা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে শাক্যকুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে মাতৃকুক্ষি হতে নির্গত হয়েছিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পরমাভিসম্বোধি প্রাপ্ত হয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর অবস্থান করে চুরাশি সহস্র ধর্মস্কন্ধ দেশনা করত অসংখ্য সত্ত্বকে ভবকান্তার হতে পার করিয়ে সম্বুদ্ধের করণীয় কর্ম সমাপ্ত করে কুশীনারার নিকটবর্তী মল্লদের শালবনে যমকশালের অভ্যন্তরে উত্তর শীর্ষ করে পাতানো মঞ্চে বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে দক্ষিণ পাশে অন্তিমশয্যায় শায়িত হয়ে অন্তিমযামে ভিক্ষুদের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে প্রত্যুষ সময়ে মহাপৃথিবী প্রকম্পিত করে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। আনন্দ স্থবির লোকশ্রেষ্ঠ

ভগবানের পরিনির্বাণের বিষয় মল্লরাজাদের অবহিত করেন। তথায় কুশীনারাবাসী ও দেবব্রহ্মগণ সম্মিলিত হয়ে নৃত্য-গীত বাদ্যসহ মাল্যগন্ধ নিয়ে সম্মান, গৌরব, শ্রদ্ধা ও পূজা করত চাঁদোয়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করে ভগবানের শরীর নগরের মধ্যখানে যেখানে মল্লদের মুকুট বন্ধন নামক চৈত্য আছে সেখানে নিয়ে রাজচক্রবর্তীর দেহের ন্যায় নতুন বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে তাঁর ওপর কার্পাস দিয়ে আবৃত করে এভাবে পাঁচশ সুন্দর কাপড় দিয়ে আবৃত করে লৌহনির্মিত তৈলপাত্রে সিক্ত করে অন্য একটি পাত্রদ্বারা আবৃত করে সকল প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে চিতা সজ্জিত করে ভগবানের দেহ চিতার ওপর স্থাপন করলেন। অতঃপর মহাকশ্যপ স্থবির ভগবানের পাদপদ্মে শির রেখে বন্দনা করলে দেবগণের প্রভাবে একসঙ্গে সমগ্র চিতা প্রজ্বলিত হয়েছিল। ভগবানের দেহ জ্বলে জুঁই ফুলের মতো ধাতু অবশিষ্ট রইল। সেই সময়ে কোশলরাজ্যের জনপদের এক গ্রামবাসী রমণী ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসার সময় পথিমধ্যে স্বীয় দেহে উৎপন্ন বাত ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হবার কারণে সম্মান প্রদর্শন করতে অসমর্থ হয়ে শাস্তার শ্মশানে গিয়ে ভগবানের দেহধাতুর উপর তিনটি শাখাপুষ্প দিয়ে পূজা করে প্রসন্ন অন্তরে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে প্রত্যাগমন করেন। সেদিন রাতের মধ্যযামে তিনি মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশযোজন কনকবিমানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বকর্ম প্রকাশার্থে তথায় সর্বত্র চক্র পরিমিত শাখাপুষ্প উৎপন্ন হয়েছিল। এসব দ্বারা বিমান উদ্ভাসিত হয়েছিল। বিমান সুগন্ধ পেটিকাসদৃশ হয়েছিল। তিনি স্বীয় সৌভাগ্য-সম্পদ, ব্যক্তিত্ব, বিমানসম্পদ ও পারিবারিক সম্পদ অবলোকন করে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে 'পূর্বের কী পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি এসব প্রাপ্ত হয়েছি' তা পর্যবেক্ষণ করে ভগবানের শারীরিক ধাতু তিনটি শাখাপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলেন দেখে প্রসন্নমনে মহাচক্র পরিমিত শাখাপুষ্প হাতে নিয়ে ধাতুপূজা করার জন্য আগমন করলেন। সেখানে সমবেত জনগণ তাঁর রূপসম্পদ এবং হস্তে বৃহৎ শাখাপুষ্প দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, আপনি কোথায় বাস করেন, কোথায় এরূপ পুষ্প লাভ করেছেন?' দেবকন্যা নিজে ভগবানের দেহধাতু শাখামালার দ্বারা পূজা করার প্রভাবে উক্ত রূপসম্পত্তি, দিব্যবিমান প্রাপ্তির আনুপূর্বিক ঘটনা তাদের অবহিত করলেন এবং বললেন :

১. দেখুন, সম্যকসম্বুদ্ধের ধাতু অল্পমাত্র পূজা করে আমার সম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছে।

২. গতকাল তিনটি শাখামালা (পুষ্পমালা) দিয়ে ভগবানের ধাতু শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করে সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করি।

৩. তীব্র বাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সময় সেই পুণ্যকর্ম স্মরণ করি এবং

মৃত্যুর পর সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করি।

৪. এখানে আমার জন্য শাখামালার দ্বারা পরিবৃত ত্রিশ যোজন পরিমিত মনোরম কূটাগার প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছে।

৫. সর্বপ্রকার সুগন্ধি দ্বারা যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হয় তেমনই আমার প্রাসাদও দিব্য সুগন্ধির দ্বারা পূর্ণ।

৬. চক্র পরিমিত শাখাপুষ্প সর্বত্র বিরাজমান, দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে আর মধুমক্ষিকা সঙ্গ দিচ্ছে অর্থাৎ মধু আহরণ করছে।

৭. একটিমাত্র পুষ্প হতে বহুপরিমাণ পরাগ পতিত হয়, তথায় দেবগণ ক্রীড়া ও গান করেন।

৮. সুশোভন মাল্য ও দিব্যাভরণাদি পরিধান করে অপ্সরাসহ দেবগণ নাচগানে রত থাকেন।

৯. আমাকে দেখ, সর্পের মতো সত্ত্বগণ মোহে আবৃত থাকে, গতকাল আমার পূঁতিগন্ধময় দেহ পরিত্যাগ করা হয়েছে।

১০. এ দেহ সরীসৃপ, মাছি, কাক, কুকুর প্রভৃতির খাদ্যবিশেষ এবং এ দেহ কৃমি আদিতে পরিপূর্ণ।

১১. অহো, মানুষেরা পূর্বজন্মে বহু প্রকারে তৃষ্ণা ও অবিদ্যার বশবর্তী হয়ে প্রতিনিয়ত বহু দুঃখে পতিত হয়।

১২. এরূপ দেহ ত্যাগ করে আমার মতো ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়ে জলে ভাসমানের মতো দিব্যরূপে শোভিত হও।

১৩. সমাগত জনগণ আমার বাক্য শ্রবণ করুন, কৃত পুণ্যকারীর মতো পৃথিবীতে অনুমাত্রও সুখ নেই।

১৪. শাসনে বিন্দুমাত্র পুণ্যবীজ বপন করলেও নির্বাণ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ফল প্রদান করে।

সেই দেবী স্বীয় প্রতিলব্ধ দিব্যবিভবের বিষয় দর্শন করে জনসাধারণকে উপদেশ প্রদান করে দিব্য শাখাপুষ্প দিয়ে বুদ্ধের ধাতু পূজা করত মানুষেরা দেখে মতো বিমানযোগে দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন। তা দেখে মহাজনতা দানাদি পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৫. এভাবে তিনি (দেবী) অল্প পুষ্প দিয়ে ধাতুপূজা করে দেবলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ওহে, তোমরাও ত্রিদশ (তাবতিংস স্বর্গ) সুখ কামনায় উত্তমরূপে পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর।

৪.৬ মোরিয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর মগধরাজ্যে মচল নামে এক বৃহৎ

গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে মোরিয় নামে এক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর সেনা নামক স্ত্রী ছিলেন, তিনিও ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা উভয়ে শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে সর্বদা দান দিয়ে চীবরাদি চারি প্রত্যয়ের দ্বারা ভরণপোষণ করতেন এবং শীল রক্ষা করে, উপোসথকর্ম সম্পাদন করে দিন অতিবাহিত করতেন। অনন্তর দানাদি দেওয়ার ফলে তাঁদের গৃহসম্পত্তি পরিক্ষীণ হয়ে আসল। তখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বললেন, 'স্বামিন, আমাদের গৃহে ধন কমে আসছে, কীভাবে দানকার্য করব?' ব্রাহ্মণ 'ভদ্রে, চিন্তা করো না, যে-কোনো উপায়ে দানকার্য সম্পাদন করব' বলে আত্মতৃপ্তি প্রকাশের জন্য বললেন :

১-২. পৃথিবীতে ধনজন ইত্যাদি দানেরই ফল, কোনো শীলবান দৈনিক অল্প পরিমাণও দান না দিয়ে থাকতে পারেন না। পৃথিবীতে স্বর্গের নিদান একমাত্র উত্তম দানের ফল, কোনো হিতকামী ব্যক্তি দান না দিয়ে থাকতে পারে না!

অতঃপর বললেন, 'ভদ্রে, বনে গিয়ে নানাপ্রকার পত্রফল আহরণ করে পাত্রপূর্ণ করে বিক্রি করত দান করব।' তখন হতে বনে গিয়ে ফলাদি আহরণ করত বিক্রি করে দান দিয়ে বসবাস করতেন। অনন্তর একদিন ব্রাহ্মণ বনে প্রবেশ করে ফলাদি নিয়ে পাত্র পূর্ণ করে মস্তকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করার সময় পুষ্প, ফল-পল্লবাদি পতিত, বহু তরু সমন্বিত, আনন্দে বিচরণশীল পশুপাখি পরিপূর্ণ, পুষ্পপত্রে বালুকারে সমাকীর্ণ স্থান দিয়ে পর্বত থেকে প্রবাহিত পরিষ্কার শীতল জলপ্রবাহ কর্দমহীন অবস্থায় প্রবহমান দেখে পাত্রটি নদীর তীরে রেখে স্নান করার জন্য নামলেন। সেই সময়ে তথায় এক বৃক্ষে অবস্থানরত দেবপুত্র তাঁকে সেখানে স্নান করতে দেখে 'এই ব্যক্তি কী কল্যাণময়ী নাকি পাপকারী' দিব্যচক্ষুদ্বারা দর্শন করে 'এই আশ্চর্য ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত (দরিদ্র) হয়ে দানকার্য হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে বনে গিয়ে পত্র ও ফলাদি আহরণ করে দুঃখকষ্টে জীবিকানির্বাহ করছেন এবং দানধর্ম করতে পারছেন না'—এরূপ চিন্তা করে 'তাঁর সংগৃহীত পাত্রের পত্র ও ফলাদি সম্পূর্ণ সুবর্ণে পরিণত হোক' বলে অধিষ্ঠান করলেন। তাঁর প্রভাবে সবগুলো সুবর্ণবর্ণ হয়ে গেল। অনন্তর তিনি সুবর্ণ পূর্ণ পাত্রের ওপরে সুবর্ণরাশির শীর্ষে একটি সর্বকামদ মহামণিরত্ন রেখে অন্তরিক্ষে সরে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ স্নান সেরে উঠে পাত্রস্থ সুবর্ণবর্ণ রশ্মির দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুতের ন্যায় মণিরত্ন দর্শন করে 'এটা কী' বলে আশঙ্কিত ও পরিশঙ্কিত হয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে দেবপুত্র দৃশ্যমান শরীরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি ভয় পাবেন না, আমি এসব তৈরি করেছি, নিয়ে চলে যান।' অনন্তর ব্রাহ্মণ দেবপুত্রের কথা শুনে 'এই দেবপুত্র এগুলো আমার জন্য নির্মাণ করে 'নিয়ে যাও' বলছেন।

এসব কী তাঁর স্বীয় প্রভাবে দিচ্ছেন নাকি আমার পুণ্যপ্রভাবে পাচ্ছি জিজ্ঞেস করব' বলে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে বললেন :

৩-৪. হে মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্র, আমি করজোড়ে জিজ্ঞেস করছি আপনি আমাকে সুবর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কামদমণি দিয়েছেন, আমি আপনার জ্ঞাতি, মিত্র কিংবা উপকারী নই, আপনি কী কারণে আমাকে এই ধনসম্পদ প্রদান করলেন।

৫-৬. হে দেব, আমার তপ, শীল, আচারগুণ কিংবা সুচরিত কর্মগুণের দ্বারা কি আমাকে এটা দিয়েছেন? নাকি আমার পূর্ব কর্মফলে দিচ্ছেন অথবা আপনার ঋদ্ধিগুণে আমাকে প্রদান করছেন তা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

তখন দেবপুত্র কর্তৃক 'ব্রাহ্মণ, আমি কাউকেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ কিছু দিতে সক্ষম নই, আপনার পূর্বকৃত সুচরিত কর্মপ্রভাবে এসব উৎপন্ন হয়েছে' বলা হলে দিব্যচক্ষুদ্বারা তাঁর পূর্বকর্ম দর্শন করে তা প্রকাশ করার জন্য বললেন :

৭. লোকপ্রদ্যোত কশ্যপ সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁর শাসন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

৮. তখন আপনি প্রত্যন্ত গ্রামে কোনো গৃহে কুলপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রদ্ধা-প্রসন্নমনে কুশলকর্মে রত ছিলেন।

৯. সে সময় এক প্রব্রজিত নির্জন পথে যাওয়ার সময় চোরেরা পাত্রচীবর কেড়ে নিয়ে যায়।

১০. ভগ্নশাখা (বৃক্ষের পাতা) পরিধান করে গ্রামে প্রবেশ করত ছিন্নবস্ত্র অন্বেষণ করার সময় আপনি তখন বিচরণ করা অবস্থায় তাঁকে দেখে একজোড়া কাপড় শ্রদ্ধাসহকারে দান করেছিলেন।

১১-১২. অন্নাদি দিয়ে সেই ভিক্ষুকে দান করে শুচি মনে শ্রদ্ধাসহকারে বন্দনা করেছিলেন, আপনি এই পুণ্যকর্ম করেছিলেন, এটা আপনার চরিত্র, এটাই আপনার পুণ্যকর্মের অমোঘ ফল।

এরূপ বলে তিনি উপদেশ দিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এই ধন রাজা কিংবা আমার গ্রহণযোগ্য নয়, আপনি নির্ভয়ে গ্রহণ করে যথেচ্ছ করবেন। এই মণিরত্নও আপনার ইচ্ছিত বিষয় প্রদান করবে, এর প্রভাবে আপনি দানাদি করে স্ত্রী-পুত্রকে পালন করুন।' ব্রাহ্মণ তাঁর কথানুযায়ী ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে শীল রক্ষা করে আজীবন বসবাস করত পরবর্তী সময়ে তথা হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩. এরূপ ধনহীন (দরিদ্র) হয়েও তিনি দানে বিরত হননি, তাহলে যাদের ধন আছে তারা কেন দানে প্রমাদগ্রস্ত হবে?

৪.৭ পুত্রের উপাখ্যান

কোনো একসময় লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসী ষাটজন ভিক্ষু জয়মহাবোধি বন্দনা করার জন্য একত্রে পরামর্শ করে পোতাশ্রয়ে নৌকায় আরোহণ করে জম্বুদ্বীপে অলিত্ত পোতাশ্রয়ে অবতরণ করে ক্রমান্বয়ে পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হয়েছিলেন। অনন্তর সেই নগরে উক্ত ভিক্ষুগণকে পিণ্ডাচরণ করার সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি দেখে বললেন, 'আমি কখনো বুদ্ধপুত্র দর্শন করিনি।' তিনি খুশি হয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'ভদ্রে, এই আর্যগণকে আমি দান দিতে ইচ্ছা করছি। পূর্বজন্মে আমরা পুণ্যকর্ম করিনি বলে এ জন্মে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এই পুণ্যক্ষেত্রে আমরা বীজ বপন করব, পরবর্তী জন্মে এসব প্রাপ্ত হব।' এরূপ বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের গৃহে দান করার মতো কী আছে?' তিনি (স্ত্রী) বললেন, 'স্বামিন, আর্যগণকে দেয়ার মতো ঘরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার পুত্রকে মেরে দান দিতে পারি।' তিনি তাঁর কথা শুনে বললেন, 'পুত্রকে মেরে কী দান দেবে ভদ্রে?' তিনি বললেন, 'স্বামিন, আপনি কি জানেন না, আমাদের পুত্রের মৃত্যু হলে জ্ঞাতি-মিত্র-বন্ধুগণ একত্রে দেখার জন্য আমাদের নিকট আসার সময় কিছু উপহার নিয়ে আসবেন, আমরা সেই উপহার-সামগ্রী দিয়ে দান দেব।' এরূপ বললে উপাসক 'উত্তম, তাই কর' বলে স্ত্রীর ওপর ভার প্রদান করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১. কষ্টে প্রাপ্ত পুত্র 'মা' 'মা' বলে প্রিয়বাক্য বলে, সে সুদর্শন সুনেত্রধারী, তাকে ঘরে দেখতে ইচ্ছা হয়।

২. মাতা কর্তৃক হত হয়েছে বলে মা রোদন করে, আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবো না, হৃদয় আমার বেদনাহত হচ্ছে।

৩. পুত্র পিতার দুঃখ নিবারণ করে এবং পুত্রই কীর্তি, পুত্র পিতার সর্বদা সুখ-দুঃখের দায়াদ হয়।

৪. সেরূপ আমার পুত্র শিশুসদৃশ মঞ্জুভাষী, ভদ্রে, আমি জীবিতের জীবন হনন করতে পারব না।

৫. পুত্রঘাতক অসম্মান ও অকীর্তি প্রাপ্ত হয়, যেই ব্যক্তি প্রাণিহত্যা-কর্ম সম্পাদিত করে সে পাপগ্রস্ত হয়।

এরূপ বলে তিনি 'তোমার পুত্রকে তুমি হত্যা কর' বলে তার নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি এরূপ বললে পুত্রকে হত্যা করার উপায় অন্বেষণ করে বললেন, 'আমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবো না। আমাদের বাড়ির পেছনে একটি বৃহৎ বল্মীক আছে। সেখানে এক নাগরাজ বাস করে। কুমারকে সেখানে প্রেরণ করব। নাগরাজ তাকে দংশন করে মেরে ফেলবে।' এভাবে তাঁরা উপায় চিন্তা

করে কুমারকে ডেকে নেত্র প্রলেপাদি দ্বারা মণ্ডিত করে তার হাতে একটি বল দিয়ে 'পুত্র, গৃহের পেছনে বল্মীকের নিকট গিয়ে খেলা কর' বলে পাঠিয়ে দিলেন। বালক সেখানে গিয়ে বল দিয়ে ক্রীড়া করার সময় বল বল্মীক-গর্তে গিয়ে পড়ল। অনন্তর সে 'বল গ্রহণ করব' বলে বল্মীক-গর্তে হাত প্রবেশ করল। তখন সর্প রাগান্বিত হয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে বৃহৎ ফণা তুলে গর্ত হতে মস্তক উত্তোলন করে দেখতে দেখতে কুমারের হাতের কাছে পড়ে যাচ্ছিল। তখন কুমার কিছু না বুঝেই সর্পের গ্রীবা শক্ত করে ধরে ফেলল। মাতাপিতার শ্রদ্ধার ফলে নাগরাজ কুমারের হাতে অষ্টবিধ ইচ্ছাদায়ক একটি মণিরত্ন প্রদান করল। কুমারের মাতাপিতা দরজায় দাঁড়িয়ে এ ঘটনা দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে রত্নসহ পুত্রকে গৃহে নিয়ে আসলেন। অনন্তর তাঁরা সেই মণিরত্ন পরিশুদ্ধাসনে রেখে পূজা করে সত্যক্রিয়া করলেন, 'আমাদের এই এই জিনিস দাও'। অনন্তর তাঁরা মণিরত্নের প্রভাবে গৃহদ্বারে বৃহৎ মণ্ডপ করে চাঁদোয়াদি দ্বারা মণ্ডপ অলংকৃত করে ভিক্ষুদের জন্য আসনাদি সজ্জিত করে ষাট হাজার ভিক্ষুকে বসিয়ে মহাদান দিলেন। নগরবাসী সেই মণিরত্নের প্রভাব শুনে সমবেত হয়েছিল। তাঁরা তাদের মধ্যে নিজেদের শ্রদ্ধা বলের দ্বারা মণিরত্ন লাভের বিষয় প্রকাশ করে 'এটা দানের জন্য পরিত্যাগ করব' বলে বাড়ির একস্থানে রেখে দিলেন। এটার প্রভাবে যাবজ্জীবন দানাদি দিয়ে শীলাদি রক্ষা করে আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

৬. তাঁরা স্বীয় পুত্রের প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা ত্যাগ করে দান করেছেন, দান ছাড়া কোনো ব্যক্তি সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। দান এবং দানের ফল অনুসরণ করা উচিত।

৪.৮ মধুবণিক তিন ভ্রাতার উপাখ্যান

অতীতকালে বারাণসীতে কোনো তিন ভাই একত্রে মধু ব্যবসা করে স্ত্রী-পুত্র পোষণ করতেন। তাঁদের একজন প্রত্যন্ত দেশে গিয়ে মলয়বাসীদের কাছ থেকে মধু ক্রয় করে সংগ্রহ করতেন। একজন সংগৃহীত মধু নগরে আনয়ন করতেন। একজন তাঁদের সংগৃহীত মধু বারাণসীতে দোকানে বসে বিক্রি করতেন। সেই সময়ে গন্ধমাদন পর্বতে এক প্রত্যেকবুদ্ধ ক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ 'মধু দ্বারা রোগ উপশম হবে' জেনে চীবর পরিধান করে গন্ধমাদন পর্বত হতে আকাশমার্গে নগরদ্বারে অবতরণ করে 'কোথায় মধু পাওয়া যাবে' অবলোকন করতে করতে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই সময় পরগৃহে কাজ করে জীবিকানির্বাহকারিণী এক বালিকা কলসি নিয়ে জলের জন্য যাবার পথে খালি কলসি রেখে বুদ্ধকে বন্দনা করে একান্তে দাঁড়াল। প্রত্যেকবুদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'বোন, এখানে ভিক্ষা করে কোথায় মধু পাওয়া যাবে?' সে যেদিকে মধুর দোকান সেদিকে হাত প্রসারিত করে 'প্রভু, ওটাই মধুর দোকান' প্রদর্শন করে 'প্রত্যেকবুদ্ধ যদি দোকানে মধু প্রাপ্ত না হন তাহলে আমার পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে মধু ক্রয় করে দান করব'—এরূপ চিন্তা করে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখে রইল। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধ ক্রমান্বয়ে মধুর দোকানে উপস্থিত হলেন। কুটুম্বিক দোকানদার তাঁকে দেখে হাত হতে পাত্র নিয়ে আধারে রেখে মধুপাত্র নিয়ে পাত্রে ঢেলে পূর্ণ করে দিলেন। মধু পাত্র পূর্ণ হয়ে ভূমিতে উপচে পড়ল। তা দেখে আনন্দিত বণিক এরূপ প্রার্থনা করলেন :

১–৩. বণিক প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের পাত্রে মধু উপচে পড়ে মতো দান করে প্রার্থনা করলেন, এ দানের দ্বারা আমার যে পুণ্যসম্পদ উৎপন্ন হলো তার ফলে ভবিষ্যৎ জন্মে আমাকে দেখে জনগণ যেন প্রসন্ন হয়, আমি যেন জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করতে পারি এবং ঊর্ধ্বে-অধে চতুর্দিকে যেন যোজন পরিমিত স্থানে আমার আদেশ প্রতিপালিত হয়।

এরূপ বলে তিনি পাত্রটি প্রদান করলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ পাত্র গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে বললেন :

৪. পূর্ণিমার চাঁদ যেমন শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তেমনই আপনার ইচ্ছিত আকাঙ্ক্ষা ও চিত্তসংকল্প পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক।

৫. মণিজ্যোতির মতো আপনার ইচ্ছিত আকাঙ্ক্ষিত চিত্তসংকল্প সবকিছু পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক।

এরূপ বলে তিনি মঙ্গলকামনা করে প্রস্থান করলেন। পথিমধ্যে স্থিত জলবহনকারিণী বালিকা প্রত্যেকবুদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, মধু প্রাপ্ত হয়েছেন কি?' তিনি বললেন, 'বোন, লাভ করেছি।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কী বললেন?' প্রত্যেকবুদ্ধও সমস্ত বিষয় তাকে জানালেন। সে শুনে বলল, 'ভন্তে এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করে এখানে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন।' সে দ্রুত গৃহে গিয়ে স্বীয় পরিধেয় জীর্ণ কাপড় ধৌত করত ভাঁজ করে প্রত্যেকবুদ্ধকে দান করল। 'প্রভু, যখন মধুদায়ক সমগ্র জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করবেন, সে সময় আমি যেন তাঁর অগ্রমহিষী হই' বলে প্রার্থনা করে এরূপ বলল :

৬-৭. ভন্তে, যখন মধুদায়ক পৃথিবীতে ভূপতি হবেন, তখন আমি যেন তাঁর অগ্রমহিষী হই। আমি যেন সুরূপা, সুভাষিণী, সুযশা, সদাচারিণী, ভাগ্যবতী ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। প্রত্যেকবুদ্ধ তাকেও 'প্রার্থনা পূর্ণ হোক' বলে আশীর্বাদ করে আকাশমার্গে গন্ধমাদন পর্বতে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর পরবর্তী সময়ে সেই তিন ভ্রাতা একত্রিত হলে অপর দুজন মধু

পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মধুপাত্র কোথায়?' তিনি পূর্ববৃত্তান্ত সম্পূর্ণ প্রকাশ করলেন। 'যদি তোমরা এ দান অনুমোদন কর তাহলে উত্তম, যদি না কর তাহলে মধুর মূল্য আমার কাছ থেকে নাও।' তারা বললেন, 'আমরা তো তাকে মধু দান করিনি। কীরূপ ব্যক্তিকে দান করেছ?' এরূপ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এক প্রত্যেকবুদ্ধ গন্ধমাদনে বাস করেন। কাষায় বস্ত্র পরিধান করে তিনি গৃহে গৃহে ভিক্ষাচরণ করেন, তিনি সাধু, শীলবান।' তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বললেন, 'ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরাও কাষায় বস্ত্র পরে বিচরণ করে, আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই চণ্ডাল।' মধ্যম ভ্রাতা রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমার প্রত্যেকবুদ্ধকে সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ কর।' তাঁদের কথা শুনে মধুদাতা বললেন, 'তোমরা আর্যদের মধ্যে মহাশাক্য মহানুভব প্রত্যেকবুদ্ধকে এরূপ পরুষ বাক্য বলো না, নরক দুঃখময় কথা বলো না।' এভাবে নানাপ্রকারে তাঁদের বিরত করে বুদ্ধের নানাপ্রকার গুণ প্রকাশ করলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করতে করতে তথায় মহাসম্পত্তি উপভোগ করত আমাদের শাস্তার (গৌতম বুদ্ধের) পরিনির্বাণের দু-শো বছর পর নিজেদের কর্মানুযায়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই বলা হয়েছে :

৮. মধুদায়ক অশোক, জল বহনকারিণী বালিকা সন্ধিমিত্রাদেবী, চণ্ডালবাদী নিগ্রোধ এবং পরপাড়বাদী তিষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁদের মধ্যে চণ্ডালবাদী জ্যেষ্ঠ বণিক বিন্দুসার রাজের বড়ো পুত্র সুমন রাজকুমারের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আনুপূর্বিক কাহিনি নিম্নরূপ :

বিন্দুসার রাজা বয়োবৃদ্ধ হলে অশোক কুমার নিজের রাজ্য উজ্জয়িনীর রাজত্ব ত্যাগ করে এসে সমস্ত নগর স্বীয় হস্তগত করে সুমন রাজকুমারকে হত্যা করেছিলেন। সেই সময়ে সুমন রাজকুমারের স্ত্রী সুমনাদেবী পূর্ণ গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অজ্ঞাতবেশে রাজবাড়ি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অনতিদূরে এক চণ্ডাল গ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ চণ্ডালের গৃহের অবিদূরে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষে অবস্থানরত দেবতা কর্তৃক 'সুমনে, এখানে বাস কর' বলে আশ্রয় প্রদান করলেন। তিনি সেই শালায় প্রবেশ করলেন। দিবাবসানে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। নিগ্রোধ দেবতার তত্ত্বাবধানে পুত্রের জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখলেন নিগ্রোধ। জ্যেষ্ঠ চণ্ডাল তাঁকে দেখার পর হতে স্বীয় প্রভু কন্যা মনে করে নিয়মিতভাবে তাঁর দেখাশোনা করতেন। পুত্রসহ তিনি সেখানে সাত বছর অবস্থান করেছিলেন। নিগ্রোধ কুমারেরও সাত বছর বয়স হলো। সে সময় মহাবরুণ স্থবির নামক এক অর্হৎ বালকের হেতু সম্পদ দেখে 'সাত বছর বয়স্ক বালক, এখন তাকে প্রব্রজ্যা দেওয়ার সময়' চিন্তা করে তাঁর মাতাকে বলে নিগ্রোধ কুমারকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। কুমার ক্ষৌরকর্ম করার

সময় অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মহাবংসে উক্ত হয়েছে :

৯. মহাবরুণ স্থবির তথায় কুমারকে দেখে তার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কুমারকে প্রব্রজ্যা দানের প্রারম্ভে ক্ষৌরকর্মের সময় অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তিনি একদিন প্রাতে শরীরকৃত্য করে আচার্য-উপাধ্যায়ের কৃত্য সমাপন করে পাত্রচীবর গ্রহণ করে 'মাতৃ-উপাসকের গৃহদ্বারে যাব' বলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মাতৃনিবাস স্থানের নগরের দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ করে নগরের মধ্যখানে গিয়ে পূর্ব দ্বারে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন, (অন্যদিকে) ধর্মরাজ অশোক পূর্ব দিকের সিংহপঞ্জরে চক্রমণ করছিলেন। সেক্ষণে শান্তেন্দ্রিয়, সৌম্য, শান্ত, জোয়াল পরিমিত স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ঈর্যাপথসম্পন্ন নিগ্রোধ রাজাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন দেখে অশোক এরূপ বললেন, 'সকলেই বিক্ষিপ্তচিত্ত ভ্রান্তমৃগসদৃশ। কিন্তু এই বালক অবিক্ষিপ্ত চিত্ত, সম্মুখদিকে আনত নয়নে শোভা পাচ্ছেন।' তাঁর প্রতি প্রসন্ন প্রেমচিত্ত উৎপন্ন হলো। কারণ পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন রাজার ভাই।

১০. পূর্বজন্মে একত্রে বসবাসের কারণে বর্তমানে প্রেমের উৎপন্ন হয়েছে, যেমনভাবে জলে উৎপল উৎপন্ন হয়।

অনন্তর রাজা প্রেম উৎপন্ন করে 'শ্রামণেরকে আহ্বান কর' বলে অমাত্য প্রেরণ করলেন। তিনি অতি ধীরে আসছেন দেখে আরও দু-তিন জন দূত পাঠিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি আসুন।' শ্রামণের স্বীয় গতিতে আসলেন। রাজা বললেন, 'উপযুক্ত আসন জেনে বসুন।' তিনি ইতস্তত অবলোকন করে 'এখানে অন্য কোনো ভিক্ষু নেই' বলে শ্বেতচ্ছত্র শোভিত রাজপালঙ্কের নিকট গিয়ে পাত্র গ্রহণের জন্য রাজাকে ইঙ্গিত করলেন। রাজা তাঁকে পালঙ্কের দিকে যেতে দেখে চিন্তা করলেন, 'আজ এই শ্রামণের এ গৃহের অধিকর্তা হবেন।' শ্রামণের রাজার হাতে পাত্র দিয়ে পালঙ্কে আরোহণ করে উপবেশন করলেন। রাজা নিজের জন্য আনীত সকল প্রকার জাউভাত ইত্যাদি খাদ্য তাঁকে দিলেন। শ্রামণের নিজের প্রয়োজনমতো গ্রহণ করলেন। আহারকৃত্য শেষে রাজা বললেন, 'আপনি কি আপনার শাস্তার উপদেশ জানেন?' 'মহারাজ, একটিমাত্র উপদেশ জানি।' 'আমাকে তা ব্যক্ত করুন।' 'উত্তম, মহারাজ' বলে তিনি ধম্মপদের অপ্রমাদবর্গ ভাষণ করলেন। রাজা 'অপ্রমাদ অমৃতের পদ, প্রমাদ মৃত্যুর পদ'—এ ভাষণ শ্রবণ করে বললেন, 'তাত, আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি সমাপ্ত করুন।' শ্রামণের অনুমোদন করলেন। রাজা বললেন, 'আরও বত্রিশজন ভিক্ষু আপনার সঙ্গে আগামীকাল আমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।' এভাবে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে ষাট হাজার ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের আহার গ্রহণের পরিবর্তে ষাট হাজার ভিক্ষু নিত্যদিন আহার গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। নিগ্রোধ স্থবির রাজাকে প্রসাদিত (আনন্দিত) করে সপরিষদ ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে

প্রতিষ্ঠিত করালেন, সাধারণ জনগণকেও বুদ্ধশাসনের প্রতি অবিচল প্রসাদিত করে প্রতিষ্ঠিত করালেন। রাজাও অশোকারাম নামে মহাবিহার নির্মাণ করিয়ে ষাট হাজার ভিক্ষুসংঘের নিত্য আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে চুরাশি হাজার নগরে চুরাশি হাজার বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে :

১১. 'চণ্ডাল' বলার অপরাধে তিনি চণ্ডাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরে অনুমোদন করাতে আসবমুক্ত হয়েছিলেন।

মধুদাতা বণিক দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পুষ্পপুরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে প্রিয়দাস মগধ (প্রিয়দর্শী) কুমার নামে ছত্র উত্তোলন করে সমগ্র জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করতেন। কীভাবে?

বিন্দুসার রাজার একশ পুত্র ছিল। অশোক সহোদর তিষ্য কুমার ব্যতীত অন্য সকলকে হত্যা করেছিলেন। হত্যার পর চার বছর অনভিষিক্ত অবস্থায় রাজত্ব করত চতুর্থ বছর পর তথাগতের পরিনির্বাণের দু-শো আঠারো বছর পরে সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হয়। সমগ্র জম্বুদ্বীপের চুরাশি সহস্র নগরের রাজাগণ এসে তাঁকে সেবা করেছিলেন। তাঁর তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল। একটি মহাসপিক, একটি মোরগীব, অন্যটি মঙ্গল নামে অভিহিত ছিল। তিনি সেখানে বহু সহস্র নর্তকী পরিবৃত হয়ে থাকতেন। যিনি মধুর দোকান দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি অসন্ধিমিত্রা নামে দেবঅপ্সরা-সদৃশ রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে ধর্মাশোকের ষাট হাজার স্ত্রীর মধ্যে অগ্রমহিষী হয়েছিলেন।

অভিষেকের পর তাঁর (অশোক) নিম্নরূপ রাজক্ষমতা উৎপন্ন হয়েছিল। পৃথিবীর নিচে যোজন পরিমাণ তাঁর আজ্ঞাবহ হয়েছিল, সেরূপ আকাশের ওপরও। অনোতত্ত হ্রদ হতে প্রত্যেক দিন দেবগণ আট জোড়া দণ্ড দ্বারা ষোলোটি পানীয় জলের কলসি দান দিতেন। তিনি (অশোক) শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে আট কলসি ভিক্ষুসংঘকে দান করতেন, দুকলসি ত্রিপিটকধর ষাটজন ভিক্ষুকে দান করতেন। দুকলসি অগ্রমহিষী অসন্ধিমিত্রার জন্য এবং চার কলসি রাজা নিজে পরিভোগ করতেন। দেবগণ প্রত্যেক দিন হিমালয় হতে স্নিগ্ধকোমল-রসপূর্ণ নাগলতা দন্তকাষ্ঠ আহরণ করে দিত। এর দ্বারা রাজা তাঁর মহিষীগণ, ষোলো হাজার নর্তকী এবং ষাট হাজার ভিক্ষু প্রত্যেক দিন দন্ত মর্দনকর্ম সম্পাদন করতেন। এভাবে দেবগণ প্রত্যেক দিন আমলকী, হরীতকী এবং সুবর্ণবর্ণের গন্ধরসে পরিপূর্ণ পাকা আম আহরণ করে দিতেন। ছদ্দন্ত হ্রদ হতে পঞ্চবর্ণ পরিধেয় কাপড় ভাঁজ করে পীতবর্ণ তোয়ালে, কাপড় এবং দিব্য পানীয় আহরণ করে দিতেন। প্রত্যেক দিন নাগরাজ নাগভবন হতে প্রসাধনের

জন্য প্রসাধনসামগ্রী, সুমন-পুষ্প-কাপড় এবং মহামূল্যবান অঞ্জন আহরণ করে দিত। ছদ্দন্ত হ্রদ হতে প্রত্যেক দিন তোতা পাখিরা বহু সহস্র নতুন শালিধান আনয়ন করত। ইঁদুরেরা ধানের খোসা মুক্ত (ভেঙে) করে দিত। এতে একটি ভাঙা চালও থাকত না। রাজা সর্বদা এই চাল পরিভোগ করতেন। মধুমক্ষিকারা মধু সংগ্রহ করে কর্মশালায় সংরক্ষণ করত। কোকিলেরা এসে মধুর স্বরে গান গেয়ে রাজাকে কর প্রদান করত। এবংবিধ ঋদ্ধিসম্পন্ন রাজা একদিন একটি সুবর্ণবর্ণের শৃঙ্খল-বন্ধনকে (বন্ধনী) প্রেরণ করে চারিজন বুদ্ধের রূপ দর্শনকারী কল্পায়ুসম্পন্ন মহাকাল নাগরাজকে আনয়ন করলেন। শ্বেতচ্ছত্রের নিচে মহাপালঙ্কে উপবেশন করিয়ে বহুশত বর্ণের জলজ-স্থলজ পুষ্প এবং সুবর্ণপুষ্প দিয়ে সর্বালংকারে বিভূষিত ষোলো হাজার নর্তকীকে চতুর্দিকে পরিবৃত করায়ে বললেন, 'অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন উত্তম সদ্ধর্ম-চক্রবর্তী সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতিকৃতি এই অক্ষিতে প্রদর্শন করুন।' এরূপ বলা হলে তিনি পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে স্বীয় দেহে অশীতি অনুব্যঞ্জনমণ্ডিত দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রকাশ করলেন; সরোবরে বিকশিত কমল-উৎপল পুণ্ডরিক (শ্বেতপদ্ম) যেন শোভা পাচ্ছে, সমস্ত আকাশতল তারকারাজির বিস্তারিত আলোর শোভায় সমুজ্জ্বল। নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের রশ্মি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, দুহস্তে প্রসারিত পরিমিত স্থান আলোয় পরিমণ্ডিত, স্বপ্রভায় আলোকিত রংধনু বিদ্যুতের মতো পর্বতশিখররাজি, নানাপ্রকার বিচিত্র বর্ণের পতাকাশোভিত চারুমস্তক-সদৃশ নয়নাভিরাম বুদ্ধের রূপ দর্শন করতে করতে সপ্তদিবস অবধি দেব-ব্রহ্ম-মনুষ্য-যক্ষগণ অক্ষিপূজা করেছিল।

রাজা অভিষেক প্রাপ্ত হওয়ার পর তিন বছর পর্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। চতুর্থ বছরে বুদ্ধশাসনের প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁর পিতা বিন্দুসার ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তিনি নিত্য ষাট হাজার ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-জাতবিরুদ্ধ মতাবলম্বী এবং শ্বেতাঙ্গ পরিব্রাজককে আহার্য দিতেন। অশোকও পিতার প্রবর্তিত দান স্বীয় অন্তঃপুরে দেওয়ার সময় একদিন সিংহপঞ্জরে দাঁড়িয়ে ভোজনরত উক্ত যতীন্দ্রিয়দের বাহ্যিক আবরণে অবিনীত ঈর্যাপথ দর্শন করে চিন্তা করলেন, 'এরূপ দান পরীক্ষা করে যথাস্থানে দেওয়া উচিত।' এরূপ চিন্তা করে অমাত্যদের বললেন, 'ওহে, তোমরা গিয়ে নিজেদের উত্তম শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে নিয়ে এস, আমি দান দেব।' অমাত্যগণ 'উত্তম দেব' বলে সম্মতি জানিয়ে শ্বেতাম্বর পরিব্রাজক নিয়ে আজীবক নিগ্রন্থদের আনয়ন করে বললেন, 'মহারাজ, এঁরা আমাদের অর্হৎ।' রাজা অন্তঃপুরে বিভিন্ন প্রকার আসনের ব্যবস্থা করে 'আসুন' বলে আগত সবাইকে আহ্বান করে বললেন, 'নিজেদের যোগ্যতানুযায়ী আসনে বসুন।' কেউ কেউ মসৃণ ফলকে, কেউ কেউ তক্তা

ফলকে উপবেশন করল। রাজা তা দেখে 'এদের মধ্যে সার নেই' জানতে পেরে তাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী খাদ্যভোজ্য দান করে বিদায় করলেন। এভাবে সময় অতীত হলে একদিন রাজা সিংহপিঞ্জরে দাঁড়িয়ে নিগ্রোধ শ্রামণের-এর ধীরগতি দেখে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ষাট সহস্র ভিন্নমতাবলম্বীদের বিতাড়িত করে ষাট সহস্র ভিক্ষুকে আহার্য দান করত বুদ্ধশাসনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অশোকারাম প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন অশোকারামে ষাট সহস্র ভিক্ষুকে দান দিয়ে চারি প্রত্যয়ের দ্বারা পরিতুষ্ট করে এরূপ প্রশ্ন করলেন, 'প্রভু ভগবানের দেশিত ধর্ম কয় প্রকার?' 'মহারাজ, নয় অঙ্গবিশিষ্ট, স্কন্ধভেদে চুরাশি সহস্র ধর্মস্কন্ধ।' রাজা ধর্মের প্রতি প্রসাদিত হয়ে 'এক একটি ধর্মস্কন্ধকে এক একটি বিহার দ্বারা পূজা করব।'—এরূপ বলে তিনি একদিন অমাত্যদের ছিয়ানব্বই কোটি ধন প্রদান করে আদেশ দিলেন, 'এক একটি নগরে এক একটি বিহার প্রস্তুত করে চুরাশি সহস্র নগরে চুরাশি সহস্র বিহার নির্মাণ কর।' রাজা স্বয়ং অশোকারাম মহাবিহারের কাজ আরম্ভ করলেন।

ভিক্ষুসংঘের মধ্যে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির ছিলেন মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহানুভব ও ক্ষীণাস্রব, তাঁকে এ কাজের অধীক্ষকের পদ দেওয়া হলো। যেখানে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি স্থবির স্বীয় প্রভাবে সেখানে সম্পন্ন করে ফেললেন। এভাবে তিন বছরে বিহারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলো। একদিন সমস্ত নগর হতে পত্র আসল, অমাত্যগণ রাজাকে লিখেছেন, 'মহারাজ, চতুরাশীতি সহস্র বিহার নির্মাণকাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।' অনন্তর রাজা ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'প্রভু, আমা কর্তৃক চতুরশীতি সহস্র বিহার নির্মাণ করা হয়েছে। ধাতু কোথায় পাব?'

'মহারাজ, ধাতু নিধাহিত আছে বলে শুনেছি, কোন স্থানে সঠিকভাবে জানি না।' রাজা রাজগৃহে চৈত্য খনন করিয়ে ধাতু না পেয়ে চৈত্য পুনর্নির্মাণ করিয়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা—এ চার পরিষদ নিয়ে বৈশালীতে গমন করলেন। সেখানেও ধাতু না পেয়ে কপিলবাস্তুতে গমন করলেন। তথায়ও ধাতু না পেয়ে রামগ্রামে গমন করলেন, রামগ্রামে নাগচৈত্য ভাঙার সময় শব্দ হয়েছিল। চৈত্যে নিক্ষিপ্ত কোদাল খণ্ডবিখণ্ড হয়েছিল। এখানেও প্রাপ্ত না হয়ে অল্লকপ্প, পাবা, কুশিনারার সমস্ত চৈত্য ভেঙেও ধাতু না পেয়ে সেসব চৈত্য পুনর্নির্মাণ করিয়ে রাজগৃহে গমন করে চতুর্বিধ পরিষদকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন স্থানে ধাতু নিধাহিত আছে তা কেউ শুনেছেন কি?' তথায় একজন একশ বিশ বছর বয়স্ক স্থবির বললেন, 'কোন স্থানে ধাতু নিধাহিত আছে আমি জানি না, কিন্তু আমার পিতামহ স্থবির আমার সাত বছর বয়সকালে ফুলদানি নিয়ে বলেছিলেন, 'শ্রামণের, অমুক স্থানের অভ্যন্তরে পাষাণের স্তূপ

আছে, সেখানে যাব' বলে সেখানে গিয়ে পূজা করে বলেছিলেন, 'শ্রামণের, এ স্থান স্মরণ রাখা উচিত। মহারাজ, আমি এ পর্যন্ত জানি।' রাজা 'এটাই সেই স্থান' বলে গুল্ম-লতাদি পরিষ্কার করে পাষাণস্তূপের ময়লা অপনোদন করার পর নিচে আঠালো মাটি দেখা গেল। আঠালো মাটি ও ইট অপনোদন করে ক্রমান্বয়ে পরিবেণে অবতরণ করে সপ্তরত্নময় বালুকা এবং অসিহস্তে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় কাষ্ঠফলক দেখা গেল। তিনি যক্ষদাসকে ডেকে পূজা করালেন। পেছনে দেবগণকে প্রণত অবস্থায় দেখে বললেন, 'আমি ধাতুসমূহ গ্রহণ করে চতুরশীতি সহস্র বিহারে নিধাহিত করে সৎকার করব। দেবগণ আমার অন্তরায় না করুন।' দেবরাজ শক্র চারদিক বিচরণ করার সময় তা দেখে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে বললেন, 'তাত, ধর্মরাজ অশোক "ধাতু উত্তোলন করব" বলে পরিবেণে অবতরণ করেছেন; যাও, কাষ্ঠরূপক উত্তোলন কর।' সে পঞ্চজটাধারী গ্রাম্য বালকবেশে রাজার সামনে ধনুহস্তে দাঁড়িয়ে বলল, 'মহারাজ, নিয়ে যাব কি?' 'নিয়ে যাও তাত,' বললে তির নিক্ষেপ করে জোড়া ভেঙে দিল। সমস্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রাজা উত্তেজিত হয়ে বিচ্ছিন্ন জিনিসগুলো নিলেন। মণিখণ্ড-পত্র দেখতে পেলেন, পত্রে লেখা 'অনাগতে এক দরিদ্র রাজা এই মণি গ্রহণ করে ধাতুর সৎকার করুক' দেখে রাগান্বিত হয়ে 'আমার মতো রাজাকে দরিদ্র রাজা বলা অযৌক্তিক' এরূপে বার বার স্বগতোক্তি করে দরজা খুলে ভেতরের গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, দু-শো আঠারো বছর পূর্বে প্রজ্বলিত প্রদীপ তখনও সেভাবে জ্বলছিল। নীলোৎপল পুষ্পাদি যেন এই মাত্র আহরণ করে প্রদান করা হয়েছে এবং এই মাত্র যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র সুগন্ধ যেন স্থায়ী হয়ে রয়েছে।

রাজা সুবর্ণপাত্র উন্মোচন করে (উৎকীর্ণ লেখা দেখলেন) 'ভবিষ্যতে প্রিয়দর্শী নামে এক কুমার রাজচ্ছত্র উত্তোলন করে অশোক নামে ধর্মরাজ হবেন। তিনি এই ধাতুসমূহ বিস্তারিত (নানা স্থানে প্রসার) করবেন।' এই বাক্য দেখে 'এটা আর্য মহাকশ্যপ থের কর্তৃক কৃত' বলে বাম হাত বাঁকা করে ডান হাতের দ্বারা তালি দিলেন। তিনি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে সমস্ত ধাতু গ্রহণ করে ধাতুগৃহ পূর্বের ন্যায় ভরাট করিয়ে সবকিছু পূর্বের ন্যায় করে উপরে পাষাণচৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়ে ধাতুসমূহ চতুরশীতি সহস্র বিহারে প্রতিষ্ঠা করালেন। অনন্তর রাজা একদিন বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করত বললেন, 'ভন্তে, আমি ছিয়ানব্বই কোটি ধন ব্যয় করে চতুরশীতি সহস্র বিহার চৈত্যসহ প্রতিষ্ঠা করিয়েও যদি দায়াদ (উত্তরাধিকারী) না হই তাহলে কে দায়াদ হবে?' 'মহারাজ, আপনি প্রত্যয়দায়ক মাত্র, যিনি স্বীয় পুত্র কিংবা কন্যাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন, এই শাসনে তিনিই একমাত্র দায়াদ হন।' এরূপ বললে

রাজা অশোক শাসনে দায়াদপদ পাওয়ার জন্য অনতিদূরে স্থিত মহেন্দ্র কুমারকে দেখে বললেন, 'তাত, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে সক্ষম কি?' প্রব্রজ্যা লাভে ইচ্ছুক কুমার রাজার বাক্য শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, 'দেব, আমি প্রব্রজিত হব, আমাকে দান দিয়ে শাসনের দায়াদ হোন।' সেই সময়ে রাজকন্যা সংঘমিত্রা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে রাজা বললেন, 'মা, তুমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণে সম্মত?' 'উত্তম, পিতা' বলে সম্মতি প্রদান করলেন। রাজা পুত্রের সম্মতি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত মনে ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা দান করে আমাকে শাসনের দায়াদ করুন।'

সংঘ রাজার কথায় সম্মত হয়ে মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরকে উপাধ্যায় এবং মহাদেব স্থবিরকে আচার্য করে কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান এবং মজ্ঝন্তিক স্থবিরকে আচার্য করে উপসম্পদা প্রদান করলেন। তিনি উপসম্পদা গ্রহণের সময় প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। রাজকন্যা সংঘমিত্রার আচার্য ছিলেন আয়ুপাল থেরী এবং উপাধ্যায় ছিলেন ধর্মপাল থেরী। রাজা নানাভাবে বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিশোধনের জন্য মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের সহায়তায় ষাট সহস্র দুঃশীল তীর্থিককে বুদ্ধশাসন হতে বিতাড়িত করে তৃতীয় মহাসংগীতি অনুষ্ঠান করেন। সেই সমাগমে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী কী পরিমাণে উপস্থিত ছিলেন, বলা হয়েছে :

১২. সেই সমাগমে আশি কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শতসহস্র ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু ছিলেন।

১৩. তথায় নব্বই শতসহস্র ভিক্ষুণী উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে একসহস্র ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুণী ছিলেন। ধর্মরাজ অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপে শ্রেষ্ঠ রাজা হয়ে বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। এটা সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত মহাবংসে উক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে :

১৪. চেতনায় আনন্দদায়ক তিষ্য এটা সমাপন করে সর্বত্র সর্বদা সর্বসম্পত্তি লাভ করেছিলেন।

মধ্যম-বণিক নিজের পরবাদ (প্রত্যেকবুদ্ধকে সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ কর) বলার অপরাধে সমুদ্রের পরপারে লঙ্কায় জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর আদেশজনিত ফলরূপে জ্ঞাতব্য। তাম্রপর্ণি দ্বীপে মুটসীব নামে জনৈক রাজা ষাট বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বহু উত্তম গুণমণ্ডিত ও পরস্পর মৈত্রীসম্পন্ন দশটি পুত্র এবং দুজন কন্যা ছিল। তাঁরা সকলে সুখে বাস করতেন। অতঃপর পরবর্তী সময়ে মুটসীব রাজার মৃত্যু হলে অমাত্যগণ দেবতাদের প্রিয় তিষ্য কুমারকে অভিষিক্ত করেন। অভিষেককালে বহু অদ্ভুত বিষয় সংঘটিত হয়েছিল। এটা প্রকাশ করার জন্য মহাবংস কথাচার্য বলেছেন :

১৫. দেবতাদের প্রিয় তিষ্য ছিলেন মুটসীব রাজার বিখ্যাত দ্বিতীয় পুত্র এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে অধিক পুণ্যবান ও প্রজ্ঞাবান।

১৬. পিতার মৃত্যুর পর দেবপ্রিয় তিষ্য রাজা হন, তাঁর অভিষেককালে বহু অদ্ভুত বিষয় সংঘটিত হয়েছিল।

১৭. লঙ্কাদ্বীপে নিধাহিত সমস্ত রত্ন মাটির অভ্যন্তর হতে পৃথিবী-পৃষ্ঠে উঠে এসেছিল।

১৮. লঙ্কাদ্বীপের সমীপবর্তী স্থানে জাহাজডুবিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত রত্নসমূহ তথায় উদ্ভব হয়েছিল।

১৯. তিষ্যের জন্য পর্বতপাদদেশে রথ অঙ্কুশসহ সমপরিমাণ বংশযষ্টি উৎপন্ন হয়েছিল।

২০. সেই লতাসমূহের মধ্যে একটি ছিল রজতময় যষ্টি, একটি সুবর্ণময় যষ্টি, দেখতে অতি মনোরম ছিল।

২১. তন্মধ্যে একটি কুসুমযষ্টি কুসুমে পূর্ণ, নানা বর্ণের পুষ্পে তা ছিল মনোহর।

২২. তন্মধ্যে একটি ছিল শকুন-যষ্টি, সেখানে বহুবিধ পাখি, মৃগ ও নানারঙের পাখি অলংকারসদৃশ শোভা পাচ্ছিল।

২৩. অশ্ব-হস্তী-রথ প্রভৃতি, ককুধ ফলাদি অষ্টবিধ ফল তাঁর ইচ্ছামতো উৎপন্ন হয়েছিল।

২৪. সমুদ্র হতে মুক্তা, ইন্দ্রনীল, মূল্যবান প্রস্তর লোহিত-মণি ইত্যাদি সমুদ্রতীরে উপনীত হয়েছিল, যা দেবপ্রিয় তিষ্যের পুণ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হয়েছিল।

২৫. এ সকল রত্ন-মুক্তা সপ্তাহের মধ্যে রাজার নিকট উদ্ভব হয়েছিল।

সেই সময় মহারাজ দেবপ্রিয় তিষ্য (তিস্‌স) এবং ধর্মরাজ অশোক অদৃষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। 'এ রত্নাদি ও অন্যান্য বহুবিধ উপহার আমার বন্ধুর নিকট প্রেরণ কর' বলে মহানরেন্দ্র ধর্মাশোকের কাছে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা দর্শন করে প্রসন্ন হয়ে পঞ্চবিধ রাজকীয় জিনিস ও অন্যান্য উপঢৌকন অভিষেকের জন্য প্রেরণ করে বললেন, 'আমার বন্ধুর অভিষেক করা হোক'। এটা সম্পূর্ণ আমিষ উপহার, কিন্তু ধর্ম উপহার হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল।

২৬-২৭. 'আমি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণাগত, শাক্যপুত্রের শাসনে উপাসক ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়েছি। এই ত্রিরত্ন (বস্তু) নরলোকে শ্রেষ্ঠ, চিত্তকে প্রসন্ন করে শ্রদ্ধাসহকারে শরণ গ্রহণ করুন।'

অমাত্যগণ পুনরায় লঙ্কায় আগমন করে রাজাকে অভিষিক্ত করলেন। সেই সময় মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির 'বুদ্ধশাসন ভবিষ্যতে কোথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে?'

পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে 'সীমান্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে' জানতে পেরে সেই স্থবিরদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে মহামহেন্দ্র স্থবিরের নিকট গিয়ে 'তাম্রপর্ণি দ্বীপে সদ্ধর্ম প্রচার কর' বলে দায়িত্ব অর্পণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহামহেন্দ্র স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'প্রভু, মুটসীবরাজ মুত্যুবরণ করেছেন, বর্তমানে মহারাজ দেবপ্রিয় তিষ্য রাজত্ব করছেন, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক আপনাকে ব্যক্ত করা হয়েছে, ভবিষ্যতে মহেন্দ্র নামে ভিক্ষু তাম্রপর্ণি দ্বীপ প্রসাদিত (ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে) করবেন। অতএব, ভন্তে, এখন দ্বীপে গমন করার সময় হয়েছে। আমিও আপনার সহায় হব।' স্থবির তাঁর কথায় সম্মত হয়ে চৈত্যের পর্বতবিহার হতে আকাশমার্গে অনুরাধপুরের পূর্ব দিকে মিস্‌সক পর্বতে উপস্থিত হয়েছিলেন—যেটা চৈত্যপর্বত নামে পরিচিতি লাভ করে। সেদিন ছিল তাম্রপর্ণি দ্বীপে উৎসবের দিন। রাজা প্রজাদের উৎসব করার নির্দেশ দিয়ে চুয়াল্লিশ হাজার সহচরপরিবৃত হয়ে মৃগয়ার জন্য মিস্‌সক পর্বতে উপনীত হয়েছিলেন। সেই পর্বতে অবস্থানরত এক দেবতা 'স্থবিরকে রাজার দৃষ্টিগোচর করাব' বলে লোহিত মৃগের বেশে অনতিদূরে তৃণ-পত্রাদি ভোজনরত অবস্থায় বিচরণ করতে লাগল। রাজা বললেন, 'এটাকে শিকার করা অনুচিত, জীবন্ত ধরো।' মৃগ আমবাগানের রাস্তা ধরে পলায়ন করতে আরম্ভ করল। রাজা মৃগের অনুসরণ করে আমবাগানে প্রবেশ করতে লাগলেন। মৃগও স্থবিরের অনতিদূরে অন্তর্হিত হলো। মহেন্দ্র স্থবির রাজার অনতিদূরে আগমন করলে 'রাজা এখন আমাকে ব্যতীত অন্যদের না দেখুন' বলে অধিষ্ঠান করে বললেন, 'তিষ্য তিষ্য, এখানে এসো।' রাজা শব্দ শুনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'এই তাম্রপর্ণি দ্বীপে আমাকে "তিষ্য" নাম ধরে ডাকতে সমর্থ কাউকেও দেখছি না। এই জীর্ণ-শীর্ণ কাষায়বস্ত্রধারী ব্যক্তিই আমার নাম ডেকেছেন। ইনি কে হবেন, মনুষ্য নাকি অমনুষ্য?' স্থবির বললেন :

২৮. মহারাজ, আমরা শ্রমণ ধর্মরাজ বুদ্ধের শ্রাবক, আপনার প্রতি অনুকম্পাবশত জম্বুদ্বীপ হতে এখানে আগমন করেছি।

রাজা নরেন্দ্র ধর্মাশোক কর্তৃক প্রেরিত শাসনের বিষয় স্মরণ করার সময় রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর্য, আপনি কোথা হতে এসেছেন?' বলে অস্ত্র ত্যাগ করে একান্তে উপবেশন করলেন।

এভাবে সম্বোধনীয় আলাপ করছিলেন। সেই সময় উক্ত চুয়াল্লিশ সহস্র মানব এসে তাঁর সেবা করতে লাগল। তখন স্থবির তাঁর সঙ্গে আগত ভিক্ষুদের প্রদর্শন করালেন। রাজা তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁরা কখন এলেন?' মহারাজ, আমার সঙ্গে এসেছেন।' 'এখনও এরূপ বহু শ্রমণ আছেন?' 'মহারাজ, এভাবে জম্বুদ্বীপ কাষায়বস্ত্রে উজ্জ্বল, ঋষিবায়ুতে প্রবাহিত!' তাই বলা

হয়েছে :

২৯. ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ক্ষীণাস্রব, অর্হৎ বহু বুদ্ধশ্রাবক এখানে রয়েছেন।

রাজা তা শ্রবণ করে প্রসন্ন হলেন। অতঃপর স্থবির তাঁর বৃক্ষোপম প্রজ্ঞা উদয়ের বিষয় জ্ঞাত হয়ে রাজাদের উত্তম করণীয় বিষয়ে ধর্মদেশনা করলেন। তাই বলা হয়েছে :

৩০. পণ্ডিত বলে জ্ঞাত হয়ে (অর্থাৎ সদ্ধর্ম অধিগত করার ক্ষমতা বা জ্ঞান লাভ) স্থবির মহামতি রাজাকে চুল্লহত্থি-পদোপম সূত্র দেশনা করেন।

দেশনা অবসানে রাজা চুয়াল্লিশ সহস্র মানবসহ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলেন। অতঃপর রাজা 'প্রভু আগামীকাল আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলে প্রার্থনা করে প্রস্থান করলেন এবং নগর ও রাজবাড়ি সজ্জিত করে স্থবিরকে উপবিষ্ট করিয়ে খাদ্যপানীয় পরিবেশন করলেন। স্থবির ধর্মরত্ন-বৃষ্টি বর্ষণ করালেন। তখন পঞ্চশত মহিলা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন হস্তশালে একসহস্র এবং নন্দনবনে একসহস্র—সর্বমোট আড়াই সহস্র স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তৃতীয় দিন তার অর্ধেক পরিমিত প্রাণী (ব্যক্তি) স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এভাবে অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক শতসহস্র মানুষ বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করেন। বলা হয়েছে :

৩১. মহামহেন্দ্র-সূর্য লঙ্কারূপ আকাশমধ্যে বোধগম্য ধর্মরশ্মি বিকাশ করেছিলেন।

৩২. মহামহেন্দ্র-চাঁদ লঙ্কারূপ আকাশে উপনীত হয়ে কুমুদ বিদূরিত করে ধর্মরশ্মি বিস্তার করেছিলেন।

৩৩. মহামহেন্দ্র-মেঘ লঙ্কারূপ আকাশে এসে ধর্মবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন, যা উত্তম চিত্ত এবং কুশলরূপ বীজ উৎপাদন করে।

অতঃপর রাজা সুমন শ্রামণের কর্তৃক ধর্মাশোকের হাত হতে সম্যকসম্বুদ্ধের পরিভুক্ত পাত্রপূর্ণ ধাতু এবং শক্রর নিকট হতে দক্ষিণ স্কন্ধের ধাতু আহরণ করে চৈত্যপর্বতে স্তূপাদি স্থাপন করে সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে যোজনান্তর স্তূপ নির্মাণ করিয়ে দক্ষিণ স্কন্ধের ধাতু নিধাহিত করে থূপারাম স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। অতঃপর সংঘমিত্রা থেরী কর্তৃক আনীত জয়মহাবোধির দক্ষিণ শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়ে পূজা করেছিলেন। সকল বিষয় বিস্তারিত মহাবংসে জ্ঞাতব্য।

৩৪. পরবাদ দোষে তিনি সাগরের পরপারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরে অনুমোদন করায় লঙ্কাদ্বীপের রাজা হয়েছিলেন।

৩৫. পাপের এরূপ ফল হয়, পুণ্যের ফলও এরূপ হয়, তোমরা পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, যে পুণ্যকর্মের প্রভাবে যেখানে জন্মগ্রহণ করলে অনুশোচনা

করতে না হয়।

৪.৯ বোধিরাজকন্যার উপাখ্যান

ভগবানের পরিনির্বাণের পর লঙ্কায় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সেখানে হকুরেল নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক বালিকা গ্রাম্য বালিকাদের সঙ্গে এখানে-সেখানে খেলা করে বিচরণ করত। তখন গ্রামটি অতি সুশোভিত ছিল। সেখানে একটি মরুত্তবৃক্ষ সর্বদা সজ্জিত ফুলে অবস্থিত থাকত। মানুষেরা বুদ্ধপূজার জন্য ফুল আহরণ করতে জলাশয় পার হয়ে বৃক্ষে আরোহণ করে ফুল সংগ্রহ করত। কুমারী তা দেখে 'মানুষেরা সুখে গিয়ে ফুল আহরণ করুক' বলে একটি শুষ্ক তালকাষ্ঠদণ্ড সংগ্রহ করে সেতু তৈরি করে স্থাপন করেছিল। অতঃপর সে যথাসময়ে মৃত্যুর পর সেই কুশলকর্মের প্রভাবে জম্বুদ্বীপের পাটলীপুত্র নগরের সোমদত্ত রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। তিনি দেবঅপ্সরা-সদৃশ হয়েছিলেন। মাতাপিতা তাঁকে 'বোধি রাজকুমারী' বলে ডাকতেন। পূর্বজন্মে সেতু নির্মাণের প্রভাবে তাঁর 'সুবীরক' নামে এক আকাশচারী সিন্ধুপোতক (ঘোড়া) উৎপন্ন হয়েছিল। রাজকন্যার পিতা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি উক্ত সিন্ধুপোতকে চড়ে প্রতিদিন ত্বরিতগতিতে গিয়ে মহাবোধি বন্দনা করতেন। রাজকন্যা তা দর্শন করে পিতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিতা, আপনি প্রায় দিন কোথায় যান?' রাজা কিছুই বললেন না। অতঃপর তিনি বার বার পিতাকে অনুরোধ করে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাজা তা ব্যাখ্যা করার জন্য এরূপ বললেন :

১. আমাদের ভগবান পূর্বে মস্তক, অক্ষি, রক্ত, মাংস এবং জীবন দান করে দশ পারমী পূর্ণ করেছিলেন।

২. পারমী পূর্ণতার জন্য স্ত্রী-পুত্র-রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন এবং বহু কল্প কোটি জন্ম অতিবাহিত করেছিলেন।

৩-৪. লোকে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী (সিদ্ধার্থ) শাক্য রাজকুলে জাত চক্রবর্তী সম্পদ ও নরাধিপত্য ত্যাগ করে চতুর্নিমিত্ত দর্শন করত বোধিমূলে উপগত হয়ে বজ্রাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

৫-৬. মারসেনা সহস্র বাহু বিস্তার করে নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কালপর্বতের মতো মহাভয়ংকর গিরিচারী বারণ তৈরি করে ভয় দর্শনের জন্য আনয়ন করেছিল।

৭-৮. পারমী বলে সেই মারসেনারা পলায়ন করেছিল, জিন (বুদ্ধ) কর্তৃক সহস্র ক্লেশরূপ অরিকে হত্যা করা হলে কৃতজ্ঞতাবশে সপ্তাহ ধরে অনিমেষ

নয়নে বুদ্ধ সেবা (বোধিবৃক্ষের) করেছিলেন, দেবব্রহ্মগণ কর্তৃকও এটা পূজিত হয়।

৯. আমি জয়বোধিকে বন্দনা করার জন্য সর্বদা গমন করি, গন্ধ-দীপ-ধূপ ইত্যাদি নানাবিধ উত্তম পূজোপকরণ দিয়ে সর্বদা তথায় গিয়ে বোধিপাদ সেবা করি।

১০-১১. পূজাকারী ব্যক্তি পূর্বাপর সময়ে নিরোগ, দীর্ঘায়ু, বলবান ও সুখী হয়। শ্রদ্ধাসহকারে বোধিপাদে উপস্থিত হয়ে যা প্রার্থনা করে তা প্রাপ্ত হয়।

পিতার কথা শুনে কুমারী প্রীতফুল্লমনে পিতাকে প্রণাম করে বললেন, 'পিতা, আমিও যাব।'

রাজা উপদ্রব-ভয়ে তাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ক্রমান্বয়ে তৃতীয়বার পিতার নিকট প্রার্থনা করে অনুমতি প্রাপ্ত হলেন। তখন হতে পিতার সঙ্গে সর্বদা সিন্ধুঘোটকে আরোহণ করে বোধিবন্দনা করতে যেতেন। পরবর্তী সময়ে রাজা মৃত্যুশয্যায় পতিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমার কন্যা সব সময় বোধিসেবা করার জন্য যায়। যদি ভবিষ্যতে ভয় উৎপন্ন হয়, তখন আমার কর্তব্য কি?' তখন সিন্ধবকে ডেকে তার কানে কানে এরূপ বললেন, 'বৎস, আমার কন্যাকে তোমার অভিন্ন সুহৃদ করে বোধিবন্দনা করতে নিয়ে যাবে। পথিমধ্যে কিঞ্চিৎ ভয় অনভিপ্রেত, সেখানে যাতায়াতের সময় আমার কন্যাকে রক্ষা করবে।' কন্যার এ ধরনের ব্যবস্থা করে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তার পর কন্যা পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে দিনে অশ্বে আরোহণ করে ত্বরিতগতিতে বোধিবন্দনার জন্য গমন করতেন। মানুষেরা তাঁর এমন রূপসম্পদ দেখে বিস্মিত হয়ে এবং রাজ্যমধ্যে এরূপ রূপবতী (উপহার) না দেখে, 'রাজার নিকট গিয়ে জানাব, যদি রাজা কিঞ্চিৎ আমাদের (পুরস্কার) দেন' এরূপ চিন্তা করে রাজার নিকট গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে এরূপ বলল :

১২. আলোকের মতো দেহধারী এক কন্যা প্রসন্নমনে সব সময় বোধিমণ্ডপে সমাগত হয়ে বন্দনা করতে যায়।

১৩. তার নীলবরণ চুলের গোছা, বিশালায়তন লোচন, কর্ণে স্বর্ণের দুল, সুশোভিত পয়োধর।

১৪. তাঁর দেহ যে শতরঙে মিশ্রিত, উন্নত নাসিকা, নীল ভ্রূ, হাসি হাসি ভাব, অত্যন্ত মনোরমা।

১৫. মহারাজ, এরূপ কখনো পূর্বে দেখিনি, সে বোধিমণ্ডপ দর্শন করতে যায়।

এ কথা রাজার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনী নিয়ে 'রাজকন্যা বোধিবন্দনা করে চলে আসার সময় বহিঃপ্রাচীরে

ধরবে'—এরূপ বলে সৈন্যগণকে নিয়োজিত করলেন। সৈন্যগণ তাঁকে ধরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাজকন্যা তাদের দেখে তাড়াতাড়ি সিন্ধুঘোটকের নিকট গিয়ে পৃষ্ঠে আরোহণ করে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। সে (ঘোড়া) তাঁকে নিয়ে ত্বরিতবেগে আকাশে লাফ দিল। তিনি অশ্বের দ্রুততা সহ্য করতে না পেরে অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গেলেন। অশ্ব রাজকন্যাকে পড়তে দেখে রাজবাক্য স্মরণ করত দ্রুত গিয়ে তাঁর চুলে কামড়ে ধরে উত্তোলন করে তার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট করিয়ে তাঁকে আকাশমার্গে নিয়ে পাটলিপুত্র নগরে রাখল।

উপকারীর কথা স্মরণ করে তির্যক প্রাণী তাঁকে ত্যাগ করেনি, প্রাণীদের এটাই করণীয়। সেই হতে তিনি পুণ্যকর্ম করে স্বর্গগামী হয়েছিলেন।

১৬. যিনি যতিনন্দন (বুদ্ধ) কর্তৃক পূজিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠকে (বোধিবৃক্ষ) সজ্ঞানে পূজা করবেন, তিনি সর্বত্র সৌভাগ্যবান, দুঃখমুক্ত ও প্রশংসিত হন।

৪.১০ কুণ্ডলীর উপাখ্যান

লঙ্কাদ্বীপে রোহণ জনপদ নামে একটি বড়ো গ্রাম ছিল। সেখানে বহু ভিক্ষুসংঘ ও বহু পরিবেণমণ্ডিত তিষ্য বিহার নামে একটি বিহার ছিল। সেই বিহারে তিষ্য নামে এক শ্রামণের বাস করতেন। তিনি একসময় জনপদে বিচরণ করতে করতে পাষাণবাপি গ্রামে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করে প্রয়োজনমতো ভাত ও তরকারি লাভ করে বের হয়ে গ্রামের দ্বারে গিয়ে মহাগ্রামের দিকে যাবার সময় লোকজনকে জলাশয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, 'আপনার সামনে অনতিদূরে ককুবন্ধকন্দর নামে প্রবহমান শীতল জলস্রোত ও শ্বেতবালুকা আছে, আপনি তথায় গমন করে স্নানান্তে শীতল ছায়ায় বালুকায় উপবেশন করত আহারকৃত্য সমাপন করে প্রস্থান করুন।' এরূপ বললে শ্রামণের 'সাধু' বলে সেখানে গিয়ে সমতল স্থলে উপবেশন করে আহার করতে আরম্ভ করলেন। সে সময় এক বনকর্মীর সঙ্গে এক কুক্কুরী অরণ্যে গমন করে বনকন্দরে এক পর্বতপাশে বাচ্চা প্রসব করে রেখে ক্ষুধার্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে বাচ্চাদের কাছে শুয়েছিল। তখন শ্রামণের-এর পাত্রের আহারের গন্ধ পেয়ে ঐ স্থান হতে তাঁর (শ্রামণের) কাছে গিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে রইল। শ্রামণের তা দেখে দয়ার্দ্র হৃদয়ে নিজের ভোজনের জন্য জলাহার হতে কিছু অংশ তার পিছনে দিলেন। সে (কুক্কুরী) তা খুশি মনে আহার করল। তা দেখে তুষ্ট হয়ে তিনি বার বার খাদ্যের অংশ ভাত কুক্কুরীটিকে দিয়ে পাত্র ধৌত করে থলির মধ্যে নিয়ে চলে গেলেন।

কুক্কুরী শ্রামণের যাবার সময় প্রসাদিত হবার ফলে মৃত্যুর পর জম্বুদ্বীপের

দেবপুত্র নগরে রাজমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করল এবং দশ মাস পর মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হলো। অতঃপর নামকরণ দিবসে তার মাতাপিতা 'কুণ্ডলাবর্তকেশ'-হেতু নাম রাখলেন 'কুণ্ডলা'। সে ক্রমান্বয়ে ষোলো বর্ষে উপনীত হলো। সেই সময়ে তিষ্য শ্রামণের মহাবোধি বন্দনার জন্য নৌকাযোগে জম্বুদ্বীপে গিয়ে ক্রমান্বয়ে দেবপুত্র নগরে উপনীত হয়ে সুন্দররূপে চীবর পরিমণ্ডল করে পরিধান করে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করতে করতে মহাবোধিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজকন্যা সিংহপঞ্জর উন্মোচন করে অন্তরবীথি দিয়ে অবলোকন করে ভিক্ষারত শ্রামণেরকে দেখে তাঁর পূর্বস্নেহ জাগ্রত হলো। সেক্ষণে তাঁর জাতিস্মর-জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি কোনো পূর্বজন্মে ভিক্ষুণী হয়ে পত্র (কাগজ), সুচী, পুস্তক, প্রদীপ ও তেল দান করে প্রার্থনা করেছিলেন, 'আমি যেন জাতিস্মর-জ্ঞান প্রাপ্ত হই।' সেই কারণে তিনি অতীত জীবন অনুস্মরণে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পূর্বজন্মে শ্রামণের কর্তৃক উপকারের বিষয় স্মরণ করে তাঁর প্রতি সৌমনস্যবোধ করলেন। তিনি শ্রামণেরকে আহ্বান করে রাজপ্রাসাদে আসন প্রজ্ঞাপ্ত করে বসালেন। অনন্তর উত্তম সুস্বাদু নানাপ্রকার খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করে শ্রামণেরকে বন্দনা করে বললেন :

১. প্রভু, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। আমি পূর্বজন্মে আপনার সেবিকা ছিলাম; সে কারণে আমি এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। আপনি আমার প্রভু।

তার কথা শুনে শ্রামণের বললেন :

২. আমার কোনো সেবিকা ছিল না, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তুমি কে, কার কন্যা? আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমাকে ব্যক্ত কর।

অতঃপর তিনি পূর্ব বিষয় স্মরণ করে বললেন :

৩. আমি স্মরণ করে দিচ্ছি, যাতে আপনি আমাকে জানতে পারেন। এখন আমার জাতিস্মর-জ্ঞান (পূর্বজন্ম সম্পর্কে জ্ঞান) উৎপন্ন হয়েছে।

৪-৫. তাম্রপর্ণির রোহণ জনপদে পাষাণবাপি গ্রামে আপনি ভিক্ষাচরণ করে ককুবন্ধকন্দর নামক স্থানে গিয়ে উপবেশন করে আহার করছিলেন। সেই সময় আমি কুক্কুরীরূপে জন্মগ্রহণ করে বাচ্চা প্রসব করেছিলাম।

৬-৭. বাচ্চা প্রসব করার পর আমি ক্ষুধার্ত হয়ে শীর্ণকায় অবস্থায় আপনার সন্নিকটে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষুধার্ত দেখে স্নেহপরবশত আহার্যাংশ দিয়ে আমার ক্ষুধা নিবারণ করেছিলেন।

৮-৯. আমি প্রসন্ন অন্তরে আপনার প্রতি মুদিতা চিত্ত পোষণ করি। সেই পুণ্যকর্মের ফলে মৃত্যুর পর সর্বকালে সমৃদ্ধময় এই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করি। এটা ভগবান বুদ্ধের শাসনের প্রতি চিত্ত প্রসন্নতার ফল।

১০. এখানে আমি সর্বজয়কর সম্পত্তি লাভ করেছি। অহো, সম্বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি প্রসাদিত হওয়ার ফল কী অদ্ভুত!

১১. অপরাপর কাজ ত্যাগ করে প্রতিনিয়ত রাতদিন ত্রিরত্নের স্মরণ করা উচিত।

এভাবে শ্রামণেরকে তাঁর উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, 'প্রভু, আপনার এই দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করে এখন হতে এখানে বাস করুন।' এভাবে নিমন্ত্রণ করলে শ্রামণের সম্মতি দান করলেন। কুণ্ডলা মহাবিহার নির্মাণ করিয়ে পাঁচশ ভিক্ষুসহ তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং চারি প্রত্যয়াদি দ্বারা ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রামণেরও রাজকন্যার দেওয়া দান স্মরণ করে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুধ্যান করে অচিরে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হন এবং আয়ুশেষে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

১২. ত্রিরত্ন ব্যতীত ত্রিলোকে অন্য কোনো শরণ নেই, যা সত্ত্বগণের ইচ্ছা যথাযথরূপে পরিপূরণ করতে সমর্থ।

বৌদ্ধ উপাখ্যান : রসবাহিনী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীলঙ্কা বিষয়ক উপাখ্যান

মৃগপোতক বর্গ

৫.১ মৃগপোতক উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে উদ্দলোলক বিহার নামে একটি রমণীয় বিহার ছিল। সেই বিহার-সন্নিকটস্থ বনে বহু মৃগ-শূকর বাস করত। অন্য এক গ্রামের জনৈক ব্যাধপুত্র সেখানে বহু মৃগ-শূকর দেখে একদিন একপাশে একটি গভীর গর্ত করে বনের একান্তে পর্ণকুটির তৈরি করে ধনুকলাপ নিয়ে মৃগদের গমনাগমন পর্যবেক্ষণ করে গর্তে অবস্থান করছিল। সেই সময়ে একটি মৃগ আহার গ্রহণ করে পানীয় জল পান করার জন্য যাচ্ছিল, তখন ধর্মশ্রবণের জন্য ঘোষণা শুনে উক্ত মৃগ শীর্ষকর্ণ প্রসারিত করে ধর্মকথকের স্বর শ্রবণ করে দাঁড়াল। ঠিক সে সময় ব্যাধ তাকে তীরের আঘাতে মেরে ফেলল। মৃত্যুর পর সে সেই বিহারে বসবাসকারী মহাভয় স্থবিরের কনিষ্ঠার (বোন) গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে সাড়ে দশ মাস পর মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হলো। ক্রমান্বয়ে বড়ো হয়ে সে সাত বছর বয়সে উন্নীত হলো। তখন তার মাতাপিতা তাকে অভয় স্থবিরের নিকট নিয়ে গেলেন এবং প্রব্রজ্যা প্রদান করালেন। সেই কুমার পূর্বে মৃগ জন্মে ধর্মশ্রবণের প্রভাবে ইহজন্মে ক্ষুরাগ্রে অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডিত করার সময় অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মাতুল স্থবিরের পক্ষে তখনও অর্হত্ত্বফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর একদিন শ্রামণের প্রত্যন্তদেশে উপাধ্যায়ের নিকট গিয়েছিলেন। তখন উপাধ্যায় হাত প্রসারিত করে হাত দিয়ে চন্দ্রমণ্ডল পরিমর্দন করতে করতে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রামণের তা দেখে বললেন, 'প্রভু, একটি রক্ষা করা উচিত।' কিন্তু স্থবির তাঁর অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবহিত না হওয়ায় তাঁর কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন না। অনন্তর শ্রামণের ঋদ্ধির দ্বারা সহস্র চাঁদ সংগ্রহ করে স্থবিরকে দেখিয়ে বললেন, 'প্রভু, শত চাঁদ বা সহস্র চাঁদ অথবা শতসহস্র চাঁদ আহরণ করা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু যিনি একমাত্র তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পারেন তিনিই উত্তম এবং তিনিই সবকিছু ধারণ করতে পারেন।' এই বলে তিনি গাথায় বললেন :

১. যে ব্যক্তি মহাসমুদ্রের তীর দেখে বলে, 'আমা কর্তৃক সমুদ্র দৃষ্ট হয়েছে', বস্তুত সে অসত্য ভাষণ করে।

২. অনুরূপভাবে যে ভিক্ষু ক্লেশের (তৃষ্ণা) অন্তসাধন করে অভিজ্ঞান লাভ করতে পারে না, তার পক্ষেও সত্য প্রাপ্ত হওয়া অনিশ্চিত হয়।

৩-৪. ক্লেশের বিনাশ না করে এবং তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে মুক্তি লাভ করা যায় না। তৃষ্ণা দুর্ভাগ্য, অসত্য, ভয়ানক, অগ্রহণীয় এবং অনর্থপ্রদ, যে ভিক্ষু

তৃষ্ণা ক্ষয় করতে পারেন তিনি মারবন্ধন হতে মুক্ত।

তাঁর কথা শ্রবণ করে স্থবির সেদিনই বিদর্শনসাধনা করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় দিন স্থবিরের কনিষ্ঠা শ্রামণেরসহ স্থবিরকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। স্থবির বোনকে বললেন, 'উপাসিকে, আজ বহু ভিক্ষুকে দেখে তোমার মনকে প্রসাদিত কর। তোমরা উভয়ে সমভাবে থাকবে।' এরূপ বলে তাকে বিদায় দিলেন। পরদিন পূর্বাহ্নসময়ে পাত্রচীবর গ্রহণ করে ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুসংঘসহ বোনের বাড়ি আগমন করলেন। তিনি (কনিষ্ঠা বোন) মাতুল ও ভাগিনেয়ের জন্য আসন প্রজ্ঞাপ্ত করছিলেন। তাঁদের প্রভাবে আসন ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুর প্রয়োজনমতো হলো। অনুরূপভাবে তাঁর গৃহও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। ভিক্ষুগণ ক্রমানুসারে উপবেশন করলেন। তাঁদের দুজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্য-ব্যঞ্জনাদি ত্রিশ সহস্র পরিমিত ভিক্ষুদের পরিবেশন করলেন। আহারান্তে উপাসিকা অনুমোদনের জন্য শ্রামণের পাত্র গ্রহণ করলেন। তিনিও তাঁদের প্রতি মঙ্গলকামনা করে তৃষ্ণা ক্ষয়কারক ধর্মদেশনা করলেন। দেশনান্তে প্রথমে মাতাপিতা ও পরে পাঁচশ ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বহুলোকের জন্য সেই দেশনা সার্থক হয়েছিল।

৫. বনে জাত মৃগ ধর্মদেশনার শব্দনিমিত্ত শুনে মনুষ্যজীবন লাভ করে বহু বিভব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের উত্তম ধর্ম শ্রবণ ব্যতীত কীভাবে মুনিগণ-বর্ণিত বিমান (স্বর্গমোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়?

৫.২ ধর্মসুত উপাসিকার উপাখ্যান

লঙ্কাদ্বীপে রোহণ জনপদে মহাগ্রাম নামে একটি রমণীয় গ্রাম ছিল। সেখানে বহুশত বিহারে বহুশত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বাস করতেন। সেই গ্রামে বহু হিরণ্য-সুবর্ণ-বিভবে বিভূষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে সব সময় নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা দানক্রীড়া করতেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে ত্রিরত্নের পূজা করতেন। সেখানে আরও একটি অনুরূপ উত্তম গ্রাম ছিল। সেখানে মহাবিহারের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ প্রাকার, মুক্তার মতো বালুকা সমলংকৃত উদ্যানে বহুতলবিশিষ্ট রজতকিরীট-সদৃশ মনোরম মণিচৈত্য নামে একটি মহাচৈত্য ছিল। মহাদ্বারসমীপে সজ্জিত মহাধর্মমণ্ডপে নিত্য ধর্মদেশনা করা হতো। এ সময় ধর্মশ্রবণের জন্য এক উপাসিকা নিজের পুত্রকে নিয়ে ধর্মপরিষদের একান্তে উপবেশন করে অনন্যমনে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন। তাঁর পুত্র খেলা করতে করতে প্রাচীরের কাছে গেল এবং বালুকা নিয়ে ক্রীড়া করতে লাগল। তখন প্রাচীরের ছিদ্র দিয়ে একটি সর্প প্রবেশ করে তাকে দংশন করে চলে গেল।

অনন্তর উপাসিকা পুত্রকে সর্প দংশন করেছে দেখে চিন্তা করলেন, 'যদি

আমি এ কথা প্রকাশ করি তাহলে আমার ধর্মশ্রবণের অন্তরায় হবে, পুত্র দুর্লভ নয়, কিন্তু বুদ্ধের পাদদর্শন দুর্লভ, সেরূপ ধর্মশ্রবণও দুর্লভ, মনুষ্যজন্ম লাভও দুর্লভ। আমি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেছি এবং আমার পক্ষে দুর্লভ ধর্মও শ্রবণ সম্ভব হয়েছে; কাজেই এখন এ বিষয় প্রকাশ না করে ধর্ম শ্রবণ করব।' তাঁর পুত্র বিষে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। যথাসময়ে দেশনা সমাপ্ত হলে উপাসিকা উঠে পুত্রের কাছে গেলেন। তিনি বিষক্রিয়ায় নিথরদেহ পুত্রকে দেখে ভাবলেন, 'সত্যক্রিয়ারূপ মন্ত্রৌষধি সাধন ব্যতীত রোগমুক্তির আর কী আছে?' অতঃপর পুত্রের মস্তক কোলে নিয়ে সত্যক্রিয়া করতে করতে এরূপ বললেন :

১. যেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমি বুদ্ধের শরণে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার পুত্র সুখী হোক, বিষহীন হোক।

২. যেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমি ধর্মের শরণে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সত্য বাক্যের দ্বারা আমার পুত্র সুখী হোক, বিষহীন হোক।

৩. যেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমি সংঘের শরণে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার পুত্র সুখী হোক, বিষহীন হোক।

৪. আমি ক্ষণিকের জন্য হলেও অনন্যমনে ধর্ম শ্রবণ করেছি, সেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার পুত্রের বিষ দূরীভূত হোক।

৫. আমা কর্তৃক উত্তম ধর্মের অক্ষর বা পদ অল্প হলেও শ্রুত হয়েছে, সেই সত্যক্রিয়ার দ্বারা আমার পুত্রের বিষ দূরীভূত হোক।

৬. বুদ্ধ নৈয়ায়িক, ধর্ম সান্দৃষ্টিক ও কালাকালহীন, এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার পুত্র সুখী ও বিষহীন হোক।

৭. সংঘ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চতুর্বিধ ফলে প্রতিষ্ঠিত, এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার পুত্র সুখী হোক ও বিষহীন হোক।

৮. পাঁচ সহস্র বছর যদি শাসন স্থিতি লাভ করে সেই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার পুত্র সুখী ও বিষহীন হোক।

অনন্তর সত্যক্রিয়া শেষে পুত্র সুখী ও সুস্থ হয়ে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করে মায়ের কাছে দাঁড়াল। তিনি সত্যক্রিয়ার সাহায্যে পুত্রকে সুস্থ করে গৃহে প্রত্যাগমন করত তদবধি বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৯. এই উপাসিকা (মহিলা) ধর্ম শ্রবণ করে প্রসন্ন হয়ে পুত্রকে বিষহীন করাতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১০. মানুষের শ্রদ্ধাসহকারে উত্তম ধর্ম আচরণ করা উচিত; এতে নির্বাণ এবং মনুষ্যসম্পদ—এই দ্বিবিধ সম্পত্তি লাভ করাও সম্ভব।

৫.৩ কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবিরের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে মহাগ্রামে বহুশত ভিক্ষু বসবাসকারী এক মহাবাপি বিহার ছিল। সে সময় প্রতিবছর আর্যবংশ ধর্মদেশনা অনুষ্ঠিত হতো। দূরদূরান্ত হতে বহু লোক আসত এবং মহাজনসমাগম হতো। কুড্ডরাজ্যবাসী জনৈক মহাস্থবির 'আমিও আর্যবংশ ধর্ম শ্রবণ করব' চিন্তা করে সেখানে উপস্থিত হয়ে উপবেশনের স্থান না পেয়ে মহাপরিষদের একান্তে সভার বাইরে একটি তৃণস্তূপ দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত রাত্রি ধর্ম শুনতে শুনতে সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়ে রোমাঞ্চিত হলেন। সেই তৃণস্তূপে এক গোনস সর্প বাস করত। সর্প সেখান হতে বের হয়ে স্থবিরের পাদন্তরে প্রবেশ করে চারটি দাঁত দিয়ে স্থবিরকে কামড় দিল। স্থবির তা বুঝতে পেরে 'আমি যদি এখান থেকে সরে যাই তাহলে ধর্মশ্রবণের অন্তরায় হবে'—এরূপ চিন্তা করে হাত তুলে সর্পের গ্রীবা শক্তভাবে ধারণ করে পাদুকার নিচে রেখে মুখ বন্ধ করে একপাশে স্থিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন। ধর্মশ্রবণের কারণে তাঁর শরীরে বিষ বিস্তার করতে পারেনি। অরুণোদয়ের পর জনসাধারণ প্রত্যাগমনের সময় স্থবির 'আমাকে সর্প দংশন করেছে' বলে সর্প দেখালেন। 'কখন আপনাকে সর্প দংশন করেছে?' ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, 'ধর্মদেশনা আরম্ভ করার সময়।' ভিক্ষুগণ বললেন, 'আশ্চর্য ভন্তে, অদ্ভুত ভন্তে আপনার কর্ম, এরূপ উগ্রবিষযুক্ত সর্পদ্বারা দংশিত হয়েও বিষাক্রান্ত না হয়ে ধর্ম শ্রবণ করেছেন।' অনন্তর তিনি 'আমার বিষ অপনোদনের জন্য সত্যক্রিয়া করব' বলে সত্যক্রিয়া করার জন্য এরূপ বললেন :

১. ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক সুন্দররূপে ভাষিত লোকহিতকর ধর্ম আমা কর্তৃক শ্রুত হয়েছে। এই সত্যের দ্বারা পুকুরের জলের ন্যায় আমার বিষ বিনাশ প্রাপ্ত হোক।

২. আমি তাঁর ধর্মবাণী আমার অন্তরে ধারণ করেছি; এই ধর্মবাণী শ্রবণের ফলে পুকুরের জলের ন্যায় বিষ বিনাশ প্রাপ্ত হোক।

৩. জিন (বুদ্ধ) কর্তৃক সুদেশিত ধর্ম গুণসম্পন্ন ও প্রণিধানযোগ্য ধর্মের প্রভাবে ও সংঘের তেজে বিষ শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হোক।

এই সত্যক্রিয়ার প্রভাবে পদ্মপত্র হতে জলবিন্দু পতনের ন্যায় বিষ বহির্গত হয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করল। অনন্তর তিনি বিষমুক্ত হলেন এবং আনন্দিত হয়ে ভিক্ষুদের ধর্মানুভাবের বিষয়ে এরূপ বললেন :

৪. সদ্ধর্ম প্রচারক বুদ্ধ সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম-সুরাদির নমস্য এবং ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসযুক্ত।

৫. এ ধর্ম জরা-মৃত্যু এবং সকল বিষ বিনাশ করে। দান কল্পবৃক্ষসদৃশ, ধর্ম মঙ্গলঘটসদৃশ।

৬. ধর্ম ব্যতীত মাতাপিতা নেই কিংবা ত্রাণের জন্য অন্য কোনো কারণ বা প্রতিষ্ঠা নেই। তাই ওহে, তোমরা ধর্ম ব্যতীত অন্য কী শ্রবণ, ধারণ কিংবা আচরণ করবে?

তিনি এভাবে ভিক্ষুদের সদ্ধর্মের গুণাবলি ব্যাখ্যা করে স্বীয় স্থানে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন এবং আয়ুশেষে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন।

৭. এভাবে প্রমোদিত চিত্তে ভিক্ষুগণ ধর্ম শ্রবণ করে পাপের অন্তসাধন করবেন এবং সত্য ধর্মে তুষিত হবেন। ধর্ম শ্রবণ কর, ধ্যান কর, তা ছাড়া আর কীসের প্রভাব আছে? এটাই স্বর্গমোক্ষপ্রদ বিভব প্রদান করবে।

৫.৪ অরণ্যমহাভয় স্থবিরের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে 'মহানলাক' নামে কোনো বিহার ছিল। সেখানে অভয় স্থবির নামে একজন ত্রিপিটক পারগূ গ্রামবাসী দ্বারা কোনো এক বনধারে নির্মিত পর্ণশালায় বাস করতেন। তিনি আরণ্যক মহাভয় স্থবির নামে পরিচিত ছিলেন। একসময় এক উপাসক তাঁর নিকট এসে বন্দনা করে ধর্ম শুনে প্রসন্নমনে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে বারো বছর যাবৎ চারি প্রত্যয়াদি দ্বারা সেবা করেছিলেন। তিনি স্থবিরের চীবরের দরকার হলে চাদর (কাপড়) দান করেছিলেন। চাদরসমূহ তাঁর আবাস হতে হরন্তিক নামে এক চোর রাত্রিবেলায় চুরি করে নিয়ে যেত। স্থবিরের জীর্ণ চীবরসমূহ থেকে যেত। অতঃপর একদিন উপাসক বিহারে গিয়ে স্থবিরের জীর্ণ চীবর দেখে চীবরের জন্য চাদর দান করে এরূপ চিন্তা করলেন, 'চাদর দিয়ে চীবর তৈরি করে পরিধান করার জন্য আমি ইতিপূর্বে বহু কাপড় দান করেছি। চীবরগুলো রাখার জন্য অধিষ্ঠান কিংবা কাকেও দান করেছেন বলে মনে হয় না।' এর কারণ উদ্ঘাটন করার জন্য তিনি রাস্তায় নিজেকে গোপন করে রেখে লোক চলাচল-স্থান পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সে সময় চোর স্থবিরের নিকট যে চাদর আছে তা জ্ঞাত হয়ে 'তা চুরি করব' বলে রাতে বিহারে গিয়ে চাদরগুলো নিয়ে পূর্বের ন্যায় রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় উক্ত উপাসক চাদরসহ চোরকে দেখে দ্রুত গিয়ে তার চুল ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতদিন পর্যন্ত তুমিই কি আমার আর্যকে প্রদত্ত চীবর চুরি করেছ?' সে 'প্রভু, হ্যাঁ আমি' বলে স্বীকৃত হলে উপাসক তার হাত হতে চীবরগুলো নিয়ে হাতেপায়ে আঘাত করে দুর্বল করলেন এবং আমকশ্মশানে নিয়ে গিয়ে হাত-পা পেছন করে বেঁধে একটি মৃত মানুষকে অধোমুখী করে তার পৃষ্ঠোপরি শুইয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে বেঁধে প্রত্যাগমন করলেন

এবং খুব সকালে স্নান করে সাধারণ মানুষের গমনাগমন পথে গ্রামের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওহে গ্রামবাসী, আমার কথা শ্রবণ কর, আজ রাতে এক অমনুষ্য এসেছে। সে তোমাদের মহাবিপদ সাধন করবে। ঘরে দরজা বন্ধ করে অবস্থান কর।' তিনি চোরের বন্ধুকেও এ বিষয় জানালেন এবং বললেন, 'তার সঙ্গে বাক্যালাপ করা সঙ্গত হবে না।'

গ্রামবাসী তা শ্রবণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে রইল। চোর মৃত মানুষটিকে ত্যাগ করতে (নিজদেহ থেকে ছাড়াতে) না পেরে তার সঙ্গে একাত্ম (উভয়ের শরীর বন্ধনহেতু) হয়ে সেইভাবে স্বীয় গৃহদ্বারে এসে স্ত্রীকে আহ্বান করল, 'আমি হরন্তিক।' সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যক্ষ মনে করে লুকিয়ে রইল। চোর তাকে অনেকপ্রকার শব্দের দ্বারা আহ্বান করার পরও দরজা খোলাতে না পেরে সেখান হতে মাতাপিতা, জ্ঞাতি এবং বন্ধুবান্ধবদের গৃহে গিয়েও তাদের দরজা খোলাতে পারল না। সে যেখানে যেখানে গিয়েছিল মানুষেরা 'অমনুষ্যের আগমন হয়েছে' মনে করে দরজা খোলেনি। চোর গ্রামের সর্বত্র খোঁজ করার পরও আশ্রয় লাভ না করে 'স্থবিরের আশ্রয় নেব' বলে বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করল, 'প্রভু, আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি, এ মৃত দেহটি মোচন করে আমাকে মুক্ত করুন।' স্থবির তাকে দেখে দয়ার্দ্র অন্তরে মৃত লোকটি মোচন করে দূরে নিক্ষেপ করে তাকে উষ্ণ জল দিয়ে স্নান করিয়ে বোতল হতে তেল নিয়ে সমস্ত শরীরে মন্থন করে তাকে নিয়ে উক্ত স্থানে উপবিষ্ট হয়ে রইলেন। রাতের অবসানে উপাসক 'চোর কোথায় গেল' জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে দেখলেন, তিনি তার পৃষ্ঠে তেল দিয়ে মন্থন করছেন। তিনি স্থবিরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন :

১. যে উপকার করে সেই প্রকৃত বন্ধু; যে চোরের শরণে যায় না সে চোরের সহায়কও হয় না।

২. সে একত্রে আহার করলেও, পান করলে কিংবা শয়ন করলেও ধর্ম ত্যাগ করে না, কিন্তু চোরকে সহায়তা বা সাহায্য করবেন না।

৩. চোর মুখে এক কথা বলে, কিন্তু কায়ে অন্য কাজ করে, সে চুরি করে, কাজেই চোরের সহায়তা করবেন না।

৪. মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব চোরকে দেখে দূর থেকে পরিত্যাগ করে, এবং চোরের সংশ্রব কেউ কামনা করে না।

এরূপ বলে তিনি পুনরায় বললেন, প্রভু, এরূপ পরস্ব হরণকারী মিত্রদ্রোহীকে উপকার করবেন না, তাকে তাড়িয়ে দিন। স্থবির তাঁকে উপদেশচ্ছলে এরূপ বললেন :

৫-৬. যদি কোনো কুকুর কারও পায়ে কামড় দেয় তাহলে সেও কুকুরের

পায়ে কামড় দেয় না, এরূপ দুষ্ট ব্যক্তিও দোষহীন ও প্রশংসিত হয়। অকৃতজ্ঞের প্রতি যে মৈত্রী পোষণ করে না, কার প্রতি মৈত্রী পোষণ করে তৃপ্তিবোধ করবে?

এরূপ বলে তিনি বললেন, 'ওহে, চিত্তকে প্রদুষ্ট করো না। স্বীয় কৃতকর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে।' এরূপ বলে উপাসককে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর হরন্তিক কয়দিন পর স্থবিরসমীপে উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে বলল, 'প্রভু, আমি এখন হতে অন্যরূপে জাত হয়েছি। আর গৃহবাসে বাস করতে ইচ্ছুক নই; অনুগ্রহপূর্বক আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' এভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা দিয়ে উপসম্পদা প্রদান করলেন। তিনি কুশলভাবনা করে অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে হরন্তিক স্থবির নামে পরিচিতি লাভ করলেন।

৭. যে প্রথম জীবনে পঞ্চকামগুণে মত্ত হয়ে পাপে রত হয়েছিল, পরে সে তা পরিত্যাগ করে পৃথিবী আলোকিত করেছিল।

৮. সে ত্রিভবের বিভব উপভোগ করে শাস্তার উপদিষ্ট অজর-অমর শ্রেষ্ঠ নির্বাণমার্গে গমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

৫.৫ সিরিনাগের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে সিরিনাগ নামে এক ব্রাহ্মণপুত্র একদিন একাকী এরূপ চিন্তা করছিল, 'অর্থ (ধন) সংগ্রহ করে তদ্দ্বারা যোদ্ধা (সৈনিক) জোগাড় করে অনুরাধপুর জয় করে রাজা হবো।' সে ধনসম্পদ কোথায় পাবে চিন্তা করে অনুসন্ধান করে দক্ষিণ মহাবিহারের চৈত্য দেখতে পেল। সে সিদ্ধান্ত করল যে সেই চৈত্য ভেঙে ধনসম্পদ নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করবে। অতঃপর বহু লোক সংগ্রহ করে দক্ষিণ মহাচৈত্যে আগমন করে লোকজনদের নির্দেশ দিলেন, 'চৈত্য ভেঙে ফেল।' তারা চৈত্যের সংযোগস্থল (জোড়া) খুঁজে না পেয়ে বলল, 'চৈত্যের সংযোগস্থল পাচ্ছি না।' সিরিনাগ জিজ্ঞেস করল, 'এটা কে জানবে?' তার লোকজন বলল, 'ভেল্লোলী গ্রামে বহুল নামে এক চণ্ডাল আছে, সে এ বিষয় জানে।' সিরিনাগ তাকে আনয়ন করে বলল, 'এই চৈত্যের সন্ধিস্থল তুমি জানো বলে লোকজন বলছে, সন্ধিস্থল দেখে চৈত্য ভেঙে ফেল।' সে বলল, 'প্রভু, আমি দেবলোক, মনুষ্যলোক এবং ব্রহ্মলোকের অন্য তীর্থিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ত্যাগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রস্থানীয় ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে আজীবনের জন্য শরণগামী উপাসক হয়েছি; আমার পক্ষে এরূপ কাজ করা অসম্ভব; সেই দেবাতিদেব বুদ্ধের ধাতু-প্রতিষ্ঠিত চৈত্য ভেঙে আনন্তরিক কর্ম সৃষ্টি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভগবান বুদ্ধের এরূপ গুণগান শুনে সিরিনাগের কান যেন শলাকাবিদ্ধ

হলো। সে ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দিল, 'একে নিয়ে জীবন্ত শূলে দাও।' তাকে শূলে দেওয়া হলো। তার সাতটি পুত্র ছিল। তাদেরও আনয়ন করে চৈত্য ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল। তারাও একইভাবে বলল, 'ভগবান বুদ্ধের ধাতু-প্রতিষ্ঠিত চৈত্য ভেঙে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' সিরিনাগ তাদের প্রতিও ক্রুদ্ধ হয়ে জীবন্ত শূলে দিয়ে হত্যা করল। তাই বলা হয়েছে :

১-২. সৎ ব্যক্তিরা পূজনীয় ও গৌরবনীয় ব্যক্তিকে পূজা ও গৌরব করেন; আর নীল মক্ষীরা পূঁতিগন্ধময় বস্তুর প্রতি রমিত হয় অর্থাৎ খারাপ ব্যক্তিরা মন্দ কাজে রত হয় এবং তারা এসব কাজেই আনন্দ উপভোগ করে। কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মবাণী ও ধর্মরস দেখে কখনো এরূপ কাজ করতে পারে না।

উপরিউক্ত আটজনের মৃত্যুর পর তাদের গুণের প্রভাবে দেবগণ দেবলোক হতে দেববিমান আনয়ন করলেন এবং সকলের দৃশ্যমান অবস্থায় দেববিমানে আরোহণ করিয়ে দেবপরিষদসহ তুষিত স্বর্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে সমাগত মহাজনতা সেই অত্যাশ্চর্য বিষয় অবলোকন করে পরম আনন্দ অনুভব করল। তারা সিরিনাগকে বলল, 'দেব, চৈত্য ভাঙবেন না।' অনন্তর সে চৈত্যস্থান ত্যাগ করল। প্রাচীরপাশে মহাগঙ্গার সমীপে উপগত হয়ে মধুপৃষ্ঠক গ্রাম লুট করল এবং সেখানকার মধুপৃষ্ঠ নামক চৈত্য ভেঙে ধনসম্পদ লুট করেছিল। সে সেই সম্পদের দ্বারা মহাসেনাবাহিনী সংগ্রহ করল এবং যুদ্ধ করে অনুরাধপুর জয় করে সেখানে পূর্বের সবকিছু ধ্বংস করে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সিরিনাগ সেই মহাপাপের ফলে অচিরে ভয়াবহ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হলো, সেই রোগ হতে আর সুস্থ হতে পারল না। ধনসম্পদ জোগাড় করে চৈত্য প্রতিষ্ঠা করাল। একসময় কুক্ষি বিদীর্ণ হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর ঊর্ধ্বপাদ ও অধোশির অবস্থায় প্রজ্বলিত অঙ্গার সমাকীর্ণ মহানিরয়ে উৎপন্ন হলো। তাই বলা হয়েছে :

৩. সিরিনাগের মতো যদি কেউ স্তূপ বিনষ্ট করে সে শুধু দুঃখেরই ভাগী হয়।

৪. যে বুদ্ধমূর্তির হাত-পা ভাঙ্গে, সেও অনুরূপভাবে অপায়ে উৎপন্ন হয়।

৫. যে বোধিবৃক্ষ কর্তন করে, সেও মৃত্যুর পর রৌরব নামক মহানরকে উৎপন্ন হয়ে অসীম দুঃখ ভোগ করে।

৬. যে কায়মনোবাক্যে খারাপ কাজ করে সে চতুর্বিধ (তির্যক, প্রেত, অসুর, নরক) অপায়ে পতিত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করে।

৭. যে নরাধম বুদ্ধের শাস্ত্র বিনাশ করে সে বিকৃত চিত্ত হয়ে নিরয়ে গমন করে।

৮. এসব দুষ্কর্ম মহা অনর্থকর জেনে পণ্ডিতগণ দূর হতে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকেন।

৯. সাধু কিংবা চণ্ডাল ব্যক্তি পূজাদি সৎকর্ম সম্পাদন করলে তার প্রভাবে ত্রিবিধ স্বর্গসম্পত্তি লাভ করা যায়।

১০. ভূমিপাল (রাজা) অকরণীয় (পাপ) কর্ম সম্পাদন করে অপায়ে পতিত হয়েছিল; কাজেই অপুণ্যকর কাজ ত্যাগ করে এবং পুণ্যময় কাজ সম্পাদন করে প্রজ্ঞার উন্মেষ সাধন কর।

৫.৬ শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্যের উপাখ্যান

লঙ্কাদ্বীপে শ্রদ্ধাতিষ্য নামে রাজার রাজত্বকালে কোনো সামন্তরাজ্যে তিষ্য নামে জনৈক শ্রদ্ধাবান অমাত্য ছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধাবলের কারণে তিনি শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্য নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি অনুরাধপুরে গিয়ে রাজার পরিচর্যা করতেন। একসময় তিনি রাজকর্ম সমাপ্ত করে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় চৌরাস্তার সুদর্শন প্রধান ধর্মশালায় বসবাসরত পিণ্ডাচারী তিষ্য স্থবিরকে ভিক্ষাচরণ করতে দেখে তাঁর পাত্র নিয়ে স্বগৃহে গেলেন। গৃহে ভাত না পেয়ে রাস্তায় ভাতের পাত্রসহ এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, 'সৌম্য, কার্ষাপণ (টাকা) গ্রহণ করে আপনার ভাতের পাত্র আমাকে দিন।' সে 'দেব না' বললে ক্রমান্বয়ে দাম বৃদ্ধি করে বললেন, আট কার্ষাপণের বিনিময়ে আমাকে এটা দিন। আমার কাছে এটুকুই আছে, অনন্তর সে 'সাধু' বলে প্রদান করল। তিনি ভাত পাত্রে দিয়ে স্থবিরকে দান করলেন। স্থবির কর্তৃক পিণ্ড (ভাত) প্রাপ্ত হয়ে দানের বিষয় জ্ঞাত হয়ে নিজেকে নিজে এরূপ উপদেশ দিলেন :

১-২. এই উপাসক তিষ্য তোমার পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, জ্ঞাতি, বন্ধু কিংবা সমর্থক নন। তুমি ইতিপূর্বে কখনো তাঁর কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকার করনি; তোমাকে শীলবান বলে জ্ঞাত হয়ে খাদ্য দান করেছেন।

৩. তুমি যদি তাঁর বিপুল আনিশংস কামনা কর তাহলে অনুরক্ত হয়ে ভোজন করো না, বীতরাগ হয়ে ভোজন করো।

৪. এভাবে তিনি নিজেকে উপদেশ দিয়ে সেখানেই দুঃখক্ষয় অর্থাৎ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। আহারকৃত্য সমাপন করে তিনি বুদ্ধশাসনের শোভা বর্ধন করেছিলেন।

এরূপে তিনি নিজেকে উপদেশ দিয়ে গৃহে (আরাম) প্রত্যাগমন করে সম্যকরূপে কায়ানুদর্শন করত অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হয়ে পিণ্ড ভোজন করলেন। সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে সাধুবাদ দিচ্ছেন?' সকলে বলল, 'শ্রদ্ধাতিষ্যের দানের কারণে

সাধুবাদ দিচ্ছে।' রাজা তাঁর মাতাপিতাকে ডাকিয়ে তাঁদের প্রতি রাজকীয় উপহার বর্ধিত করে একটি নগর সম্প্রদান করলেন।

অনন্তর লঙ্কাদ্বীপে একসময় অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মানুষেরা পানীয় জলের অভাববোধ করছিল। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে দেবগণ হ্রদ হতে পানীয় জলের কলসি আহরণ করে দিলেন। তিনি 'আর্যকে (ভিক্ষুকে) না দিয়ে জল পরিভোগ করা সমীচীন হবে না' চিন্তা করে তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, 'প্রভু, অনুগ্রহ করে সময় ঘোষণা করুন।' তথায় ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু সমবেত হয়েছিল। তিনি সেই ভিক্ষুসংঘকে পানীয় কলসি দিয়ে সেবা করলেন। তখনও রাজ্যস্থিত দেবতা সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজাও তাঁকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করে উক্ত বিষয় জ্ঞাত হয়ে দ্বারের অভ্যন্তরে অন্তরগঙ্গা প্রদান করলেন। অনন্তর একদিন অন্তরগঙ্গা যাবার সময় দ্বারসমীপে উপস্থিত হয়ে খাওয়ার জন্য লোকজনকে ময়ূরের মাংস আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, 'নেই।' অতঃপর তাঁর পুণ্যপ্রভাবে দেবগণ ময়ূরের মাংস এনে দিলেন। 'তা-ও আর্যকে না দিয়ে আহার করব না' চিন্তা করে আর্যের নিকট গিয়ে পূর্বের মতো ঘোষণা করতে লাগলেন। তখনও বহু ভিক্ষুসংঘ সমবেত হলেন। তিনি সেই ময়ূরের মাংস দিয়ে তাঁদের পরিবেশন করলেন। তখনও দেবগণ পূর্বরূপভাবে সাধুবাদ প্রদান করলেন। এবারও রাজা তাঁকে ডাকিয়ে বহু বিভব প্রদান করলেন। অনন্তর রাজা চৈত্যপর্বতে আম্রতল মহাস্তূপ রক্তিমশীলা লেপন দিয়ে বিলোপন করার সময় তিনি তিষ্য অমাত্যের আম্রতলে এসে স্তূপ বিলোপন করেছিলেন এবং পূজা করেছিলেন। অমাত্য ও দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুসংঘকে রক্তিম বর্ণের ত্রিচীবর দান করে বললেন, সকল ভিক্ষু এ চীবর পরিধান করে চৈত্যবন্দনা করুন। তাঁরা সেই বস্ত্র (চীবর) সুন্দররূপে পরিধান করে রক্তিম পঙ্কজের মতো শোভমান হয়ে সেই চৈত্য প্রদক্ষিণ করার সময় সুবর্ণহংসের মতো প্রতীয়মান হচ্ছিল। তিনি সৌমনস্য প্রাপ্ত হয়ে প্রীতি-স্ফীত দেহে সৌমনস্যসহকারে তথায় দাঁড়িয়ে স্রোতাপন্ন প্রাপ্ত হলেন। রাজকর্মচারিগণও স্রোতাপন্ন প্রাপ্ত হলেন। সেই আশ্চর্য বিষয় দেখে তাঁরা দান দিয়ে, শীল রক্ষা করে এবং উপোসথকর্ম করে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৫. অহো কী আশ্চর্য! সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে তাঁরা উচ্ছ্বসিত মুখে এর বর্ণনা করেছিলেন।

৬. এ বিষয় অবগত হয়ে বহু লোক উত্তম কর্ম সম্পাদন করেছিল; অতএব সর্বদা অল্প-বিস্তর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে।

৫.৭ শ্রামণ গ্রামের উপাখ্যান

একসময় চৈত্যপর্বতবাসী বারোজন ভিক্ষু লঙ্কার বিভিন্ন স্থানে বোধিচৈত্য বন্দনা করে ক্রমান্বয়ে শ্রামণ গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলে তাঁরা কোথাও যেতে না পেরে গ্রামের পাশে পর্বতপাদে ছায়াসমৃদ্ধ একটি মহামাতুল বৃক্ষের মূলে উপগত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁদের একজন ভিক্ষু রাত্রিবেলায় উঠে মহাকশ্যপ বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত এবং তন্দব্রাহ্মণ ও আমাদের বোধিসত্ত্ব কর্তৃক কথিত পরমার্থ বিষয় দেবগণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছিলেন। কীভাবে?

১-২. সকিদেব (সকৃদাগামী মার্গে উত্তীর্ণ) শ্রুতিমানগণ সমাগমে সমবেত হয়েছিলেন। সেই বহুজনের সমাগমে তারা ধর্মবিনয় সংগণনা ও সংরক্ষণ করেছিলেন; যারা সমাগত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ছিল। ধর্মচারী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হন, পাপীগণ হয় না।

৩-৪. সুশোভিত সুন্দর রাজার দেহেও জরা উপস্থিত হয় (অর্থাৎ জরায় আক্রান্ত হন), ধর্মাচারীর (অর্থাৎ যিনি অর্হত্ত্বফলে উন্নীত) দেহে জরা আক্রমণ করতে পারে না, তিনি শান্ত হন। আকাশ এবং পৃথিবী দূরে, সমুদ্রের পাড় আরও দূরে, অধর্মচারীর পক্ষে পরপাড় আরও দূরতর হয়।

সেই বৃক্ষে বসবাসকারী দেবপুত্র ভিক্ষুর দেশনা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাত্রি প্রভাত হলে সেই দেবপুত্র মানুষের রূপ ধারণ করে এরূপ বললেন, 'প্রভু, আজ যাবেন না, বৃক্ষমূলে বাস করুন। আমি আপনাদের অন্ন দান করব।' ভিক্ষুগণ তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী সম্মত হয়ে উপবেশন করলেন। কিন্তু সেই দেবপুত্রের খাদ্য উৎপাদনের মতো কোনো পুণ্য ছিল না। তাঁর জন্য নিত্য বদালতাপত্র (একপ্রকার মধুময় লতার পত্র) উৎপন্ন হতো। তিনি এই পত্র আহার করে জীবন ধারণ করতেন। ভিক্ষুগণও সেই দিব্য ওজপূর্ণ বদালতা পরিভোগ করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁদের আহারকৃত্য সমাপন করে বললেন, 'মারিষ, এখন আমরা যাব।' দেবপুত্র বললেন, 'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করবেন; আমার এক দেবপুত্র বন্ধু আছে; সে একদিন পর এখানে আসবে। তখন সপরিষদ দিব্য আহার্য দ্বারা ভোজন করাব। আগামীকাল আহারকৃত্য সম্পাদন করে প্রত্যাবর্তন করুন।' এভাবে নিমন্ত্রণ করলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হলে তাঁর বন্ধু দেবপুত্র সপরিষদ সেখানে উপগত হয়েছিলেন। দেবপুত্রের কথানুযায়ী তাঁরা (পরিষদবর্গ) তিন গাবুত পরিমাণ দিব্য জাউপাত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবপুত্র ভিক্ষুদের উপবেশন করিয়ে দিব্য জাউ পরিবেশন করলেন, পরে সপরিষদ দেবপুত্রও আহার

করলেন। অতঃপর আহার্য (অন্ন) নিয়েও দেবগণ পূর্বানুরূপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিক্ষুগণও যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নানাপ্রকার দিব্যাহার্য গ্রহণ করলেন। তাঁরা দেবপুত্রের এরূপ দিব্যসম্পত্তি অবলোকন করে বিস্মিত হলেন এবং তাঁর কৃতকর্মের বিষয় জানার জন্য বললেন :

৫-৬. আপনি দেবঋদ্ধিপ্রাপ্ত মহানুভব, আপনার রূপ চতুর্দিকে আলোকিত করে, আপনি দিব্য পরিষদের দ্বারা পরিবৃত; আপনি নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত; ময়ূরেরা চামর (পাখা) হাতে আপনাকে বাতাস করছে।

৭. নাচ-গানে পারদর্শী সুরঙ্গনা ও রসিক রমণীগণ সমাগত হয়ে তাল-লয়সহকারে শ্রবণ সুখকর নাচ-গানে রত।

৮. কয়েকজন কুমারী নারী তাল-সহ বীণা বাঁশির সুরে সুরে আপনাকে তুষ্টি সাধন করছে।

৯. আপনাকে তুষ্ট করার জন্য অনেকে ভেরি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজনা করছে এবং অনেকে আনন্দমনে নৃত্য করছে।

১০-১১. দিব্য অন্নপানীয়, স্বর্ণময় পাত্রে নানাপ্রকার ভোজ্যসামগ্রী নিয়ে তিন গাবুত পরিমিত স্থানে দাঁড়িয়ে আপনার পরিষদবর্গ আপনাকে আনন্দ দান করছে।

১২-১৩. হে মহানুভব দেবতে, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—আপনি পূর্বজন্মে কীরূপ সুকর্ম করেছিলেন, যার ফলে এরূপ সুবর্ণ প্রসবিনী ফল পাচ্ছেন?

অতঃপর দেবপুত্র তাঁর অতীত জন্মে চৈত্যপর্বতে শ্রামণ হয়ে অবস্থানের সময় নিজের আহার্য (ভাত) অপেক্ষমাণ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়েছিলেন। সে পুণ্যের প্রভাবে এরূপ ফল পেয়েছেন; তা প্রকাশ করার জন্য বললেন :

১৪. লঙ্কাদ্বীপে মিস্‌সক পর্বতে এক প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছিল, সেখানে ভগবান বুদ্ধের প্রতিকৃতি-সংবলিত বহুস্তূপ শোভা পেত।

১৫. সেখানে বালুকা-তীর শোভিত বাগান, মনোরম শীতল জলে পূর্ণ বহু জলাশয় সমন্বয়ে মহাবোধিবৃক্ষ শোভা পেত।

১৬. সেখানে বিশশত ভিক্ষু এবং ছাব্বিশ শতের অধিক সুদর্শনীয় পরিবেণ ছিল, যা সর্বদা জনসাধারণের প্রীতিবর্ধন করত।

১৭. সেখানে বহু গুণবান ভিক্ষু বাস করতেন, তাঁরা সকলে আত্মপর কল্যাণে রত থাকতেন।

১৮. প্রভুগণ, আমি সেখানে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও শীলে প্রতিষ্ঠিত এবং মহান ত্রিরত্নের প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত এক শ্রামণ ছিলাম।

১৯. পরবর্তী সময়ে আমি মহাজনতার উদ্দেশে ভিক্ষুসংঘকে সমাগত

করিয়ে শ্রদ্ধাচিত্তে স্বহস্তে শুচিময় উত্তম আহার্য সামগ্রী ভোজন করিয়েছিলাম।

২০. আমি বুদ্ধের মহৎ গুণে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে দানের পুণ্যফলে বিশ্বাস স্থাপন করে সংঘের হিতের জন্য সবকিছু দান করেছিলাম।

২১. আমা কর্তৃক প্রদত্ত সেই দান ও ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে সেখান হতে চ্যুত হয়ে (মৃত্যুর পর) অনুপম দিব্য দেহ পরিগ্রহ করে ভূমিবাসী দেবতারূপে জন্মলাভ করি।

২২. উর্বর জমিতে অল্প পরিমাণ বীজ বপন করলেও যেমন অধিক ফসল পাওয়া যায়, তেমনই আমিও শ্রদ্ধাসহকারে অল্পমাত্র দান করে মহাফল প্রাপ্ত হচ্ছি।

দেবতা এভাবে তাঁর কুশলকর্ম প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা যেখানে যেতেন সেখানেই এই দেবপুত্রের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাধারণের মাঝে প্রকাশ করতেন এবং তাদের দশ কুশলকর্মে রত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

২৩-২৪. উর্বর ক্ষেত্রে অল্প বীজ বপন করে অধিক ফসল যেমন পাওয়া যায় তেমনই অল্প কুশলকর্ম করেও বহু ভোগসম্পত্তি লাভ করা যায়। সুশীল সংঘে অল্প পরিমাণ দান করলেও নিশ্চিতভাবে তার বিপুল ফল (ভোগসম্পত্তি) লাভ করবে।

৫.৮ অভয় স্থবিরের উপাখ্যান

লঙ্কার পশ্চিম পাশে পুষ্পবাস নামে একটি সুন্দর বিহার ছিল। সেখানে দেবগ্রামে দেব অমাত্য নামে এক অমাত্য ছিলেন, তিনি ছিলেন সেই গ্রামের গ্রাম প্রধান। একসময় অমাত্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শেষে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে বললেন, ক্ষুধার্ত এবং দীন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে আহার করাব। আহার্য প্রস্তুত করাতে লাগলেন। সেই সময়ে একটি কুকুর ক্ষুধার্ত ছিল, সে আহার্য দেখে ভাবল, 'আমি নিশ্চয়ই কিছু খাবার পাব।' সে আহার্যসামগ্রীর নিকটে উপস্থিত হলে কর্মচারিরা একটি বৃহৎ লাঠি নিয়ে তাড়া করল। কুকুরের প্রতি অমাত্যের দয়া উৎপন্ন হলো। তিনি কুকুরটিকে তাড়াতে নিষেধ করলেন। অনন্তর তিনি নানাপ্রকার উত্তম খাদ্য কুকুরটিকে খেতে দিলেন। কুকুর তৃপ্তিসহকারে খেল। অমাত্য অত্যন্ত আনন্দ ও চিত্তপ্রসাদ লাভ করলেন। এই পুণ্যপ্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর সেই গ্রামের এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দারপরিগ্রহ করে গৃহবাস করতে লাগলেন। অনন্তর বৃদ্ধ বয়সে গৃহত্যাগ করে পুষ্পবাস বিহারে উপগত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় মহা অভয় স্থবির। তিনি তখন সদ্ধর্ম চর্চায় অভিরমিত হয়েছিলেন। প্রসন্নচিত্তে তির্যক

প্রাণীকেও দান দিলে মহৎ ফল পাওয়া যায়।

১-২. যে ব্যক্তি প্রবল শ্রদ্ধাচিত্তে পিপীলিকা ইত্যাদি তির্যক প্রাণীদের দান করেন, সেই দানের ফলে তিনি দেবমনুষ্যসুখ লাভ করেন, এমনকি নির্বাণসম্পত্তিও লাভে সক্ষম হন।

একসময় লঙ্কাদ্বীপে চোরের উপদ্রব হয়েছিল। বারো বছর ধরে সুবৃষ্টি না হওয়ায় সেখানে দুর্ভিক্ষ এবং চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছিল। সেই গ্রামে বসবাসকারী অধিবাসীরা জীবিকানির্বাহে অসমর্থ হয়ে অন্যত্র গমন করে জীবিকানির্বাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিহারের অভয় স্থবিরকে বলল, 'ভন্তে, এখানে দুর্ভিক্ষ ও চোরের উপদ্রবের কারণে জীবনধারণ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে; আমরা অন্যত্র চলে যাব, আপনিও চলুন।' স্থবির বললেন, 'এখানে বুদ্ধের ধাতুচৈত্য এবং বোধিবৃক্ষকে জীবন্ত বুদ্ধের মতো নিত্য সম্মান ও পূজা করে অবস্থান করব। এগুলো ত্যাগ করে আমার পক্ষে অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব। এখানে সদ্ধর্মের সেবা করে জীবনের বাকী অংশ কাটিয়ে দিতে চাই। আমাকে অন্যত্র যেতে বলবেন না।'

গ্রামবাসী অন্যত্র চলে গেলে স্থবির অনাহারে বিহারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং বিকাল বেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও অভুক্ত অবস্থায় বিহারের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে ক্লান্ত শরীরে উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর গুণপ্রভাবে বিহারপ্রাঙ্গণে অবস্থিত করঞ্জবৃক্ষে অধিষ্ঠিত দেবপুত্র দুর্বল ও ক্লান্ত দেহে স্থবিরকে দেখে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'এই অভয় স্থবির চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ ত্যাগ করে কোথাও যাবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অথচ দুর্ভিক্ষের কারণে অনাহারে দুর্বল ও ক্লিষ্ট অবস্থায়ও বিহারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করছেন। তাঁর ভিক্ষাচরণের কোনো স্থান নেই। তিনি যদি অনাহারে কালপ্রাপ্ত হন, তাহলে উচিত হবে না। আজ তাঁকে অন্নদান করব কি?' স্ত্রী বললেন, 'আপনি স্থবিরকে আহার্য দান করার ইচ্ছা করেছেন; তার পূর্বে স্থবিরের পূর্বকর্ম সম্পর্কে আমাকে বলুন।' বলা হয়েছে :

৩. এই বিপদসংকুল সংসারে পুণ্যকাজ করার হেতু কী? তোমার মন কী কারণে দানে রমিত হয়েছে? দেব, আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি ব্যক্ত করুন।

দেবপুত্র বললেন :

৪-৫. ইনি অত্যন্ত সম্মানিত ভিক্ষু, যিনি আহার্য লাভের অভাবে ক্ষীণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যিনি ক্ষুধার্তকে আহার্য দান করেন পরিণামে বিপুল ফল প্রাপ্ত হন। দানের ফল অচিন্তনীয়; ক্ষুদ্র বীজ থেকে যেমন বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় তেমনই অল্পদানেও বিপুল ফল লাভ করা যায়।

অতঃপর দেবপুত্র মানুষের বেশ ধারণ করে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হলেন; বন্দনান্তে তাঁর পাত্রটি নিয়ে দিব্যাহার্য দ্বারা পূর্ণ করে স্থবিরকে প্রদান করলেন এবং বললেন, 'প্রভু, আমি যাবজ্জীবন আপনাকে আহার্য দান করব। আপনি অপ্রমত্তভাবে শ্রামণ্যধর্ম প্রতিপালন করুন। এই করঞ্জবৃক্ষে আমার বিমান আছে, প্রতিদিন আপনি সেখানে গিয়ে আহার্য গ্রহণ করবেন।' তদবধি স্থবির বৃক্ষমূলে উপস্থিত হলে দেবপুত্র দিব্যাহার্য দান দিতেন। অনন্তর একদিন কিছু মানুষখেকো লোক সেই বিহারে উপগত হয়ে দিব্য কান্তিময় স্থবিরকে দেখে স্থির করল, 'এই ভিক্ষুকে মেরে খাব।' স্থবির চৈত্যাঙ্গন পরিচ্ছন্ন করতে যাবার সময় তারা দণ্ডমুদ্গার নিয়ে অনুধাবন করল। স্থবির পূর্বজন্মে অমাত্যকুলে জন্মকালে জনৈক ব্যক্তি একটি কুকুরকে মুদ্গার দিয়ে মারতে চাইলে তিনি নিবারণ করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে বিহারের মধ্যে মহাপর্বত সৃষ্টি হয়েছিল। স্থবির পর্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। নরখাদকেরা তাকে দেখতে না পেয়ে ভাবল ইনি নিশ্চয়ই অর্হৎ হবেন।' এরূপ ভেবে পলায়ন করল।

৬. শাস্তির অযোগ্য ব্যক্তিকে যে শাস্তি দেয় সে জন্মজন্মান্তরে শাস্তি ভোগ করে। যিনি রাগবশত শাস্তির বিধান কিংবা হত্যা করেন না তিনি সর্বত্র রক্ষিত হন।

স্থবির দেবপ্রদত্ত অন্ন পরিভোগ করে বারো বছর চৈত্য ও বোধিবৃক্ষের সেবা করেছিলেন। অতঃপর বিদর্শন বর্ধিত করে অর্হত্ত্বফল লাভ করে আরও বারো বছর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। দেবপুত্র চব্বিশ বছর দিব্যাহারের দ্বারা স্থবিরের পূজা ও সৎকার করেছিলেন। শেষে স্থবির সেই বিহারেই পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

৭-৮. তিনি (দেব) বহু খাদ্য দান করে সীমাহীন আনন্দ লাভ করেছিলেন। স্থবির দিব্যাহার ভোজন করে চির শান্তিময় নির্বাণ লাভ করেছিলেন। তোমরাও দান কর; যারা সর্বদা দান করে তাঁরা ক্রমান্বয়ে নির্বাণমুখে যাত্রা করেন।

৫.৯ নাগের উপাখ্যান

তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে লঙ্কার নাগদ্বীপে চুলোদর ও মহোদর নামে মামা-ভাগ্নের মধ্যে মণিপালঙ্ক নিয়ে একসময় ভীষণ বিবাদ হয়েছিল। সেই সময় বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করে জেতবনে বাস করতেন। তিনি প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকন করে উক্ত বিবাদ সম্পর্কে অবগত হয়ে চিন্তা করলেন, 'আজ লঙ্কায় গমন করে তাদের বিবাদ মীমাংসা করা উচিত হবে।' তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সুমন নামে জনৈক ঋদ্ধিবান দেবরাজকে দেখতে পেলেন। কোনো সময় দেবরাজ কোপিত হয়েছিলেন। তখন পরবর্তী

জীবনে নাগদ্বীপে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন গন্ধমাদন পর্বতে বসবাসরত জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষা সংগ্রহ করে রাজায়তন বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আহারকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। উক্ত মানুষ তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাচিত্ত উৎপন্ন করেছিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র রাখার চম্বুটক দান করেছিলেন। তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। আমাদের ভগবান বুদ্ধের সময়ে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে জেতবন বিহারের তোরণের পাশে রাজায়তন বৃক্ষের দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ সেই দেবরাজকে আহ্বান করে বললেন, 'আমার সঙ্গে নাগদ্বীপ গমন কর।' সুমন দেবরাজ রাজায়তন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করে ভগবান বুদ্ধের মস্তকে ছাতার ন্যায় ধারণ করে নাগদ্বীপে গমন করেছিলেন। মহাবংসে বলা হয়েছে :

১-২. সম্যকসম্বুদ্ধ চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ দিনে উত্তমরূপে পাত্রচীবর গ্রহণ করে বৃক্ষের সুমন দেবতাসহ আকাশ আলোকিত করে নাগদের প্রতি অনুকম্পাবশত নাগদ্বীপ (শ্রীলঙ্কা) উপস্থিত হয়েছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ নাগরাজদের সংগ্রামস্থলে উপগত হয়ে আকাশে স্থিত হলেন। অনন্তর বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকার সৃষ্টি করে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করলেন। পুনরায় ঘন অন্ধকার বিদূরিত করে ষড়ুরশ্মিযুক্ত আলো বিকিরণ অবস্থায় ভগবান বুদ্ধ নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং নাগদের ভয় দূর করলেন। নাগগণ বুদ্ধের ষড়ুরশ্মি সমন্বিত অপূর্ব কান্তি দর্শন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলো এবং নিজেদের স্ব স্ব অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে বুদ্ধের পায়ে নতশিরে বন্দনা করল। ভগবান সদ্ধর্ম দেশনা করলেন। বলা হয়েছে :

৩. ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক সমগ্র পরিপূর্ণ ধর্ম দেশিত হয়েছিল, বুদ্ধ (মুনি) ও তাঁর পালঙ্ক উভয়ই উজ্জ্বলতর হয়েছিল।

৪. বুদ্ধ (শাস্তা) রত্নময় আসনে উপবেশন করেছিলেন; নাগরাজ দিব্য পানাহার দিয়ে বুদ্ধকে সেবা করেছিলেন।

৫. জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে তিনি আশি কোটি প্রাণীকে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৬. রাজায়তন বৃক্ষ ও পল্যঙ্ক মহামূল্য; এগুলো নাগরাজ এবং লোকনাথ কর্তৃক নমস্য।

৭. নাগরাজ পারিভৌগিক চৈত্য নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন; এটা ভবিষ্যতে নাগগণের হিত ও সুখের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা করে তাদের মিলন করে দিয়েছিলেন; এটা ঋদ্ধিশালী সুমনকে রাজায়তন বৃক্ষসহ সেখানে (লঙ্কায়) প্রতিষ্ঠা করে জেতবন বিহারে প্রত্যাগমন করেছিলেন। নাগগণ সেখানে চৈত্য নির্মাণ করে সর্বদা বন্দনা

ও পূজা করত। তখন থেকে এটা রাজায়তন চৈত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটা রাজায়তন উৎপত্তি :

একসময় লঙ্কাদ্বীপের ষাটজন ভিক্ষু সমন্নকূট কল্যাণীকাদয়ো মহাবিহারে বন্দনা ও পূজা করে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে করতে নাগদ্বীপের রাজায়তন চৈত্যপূজা-বন্দনা করার জন্য উপগত হয়ে চৈত্যপূজা-বন্দনা করেছিলেন। রাত প্রভাত হলে তাঁরা পরিপাটিরূপে চীবর পরিধান করে ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা গ্রামে সর্বত্র ঘুরেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভিক্ষান্ন না পেয়ে খালি পাত্র নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। সেই গ্রামে নাগা নাম্নী এক মহিলা ষাট কার্ষাপণের বিনিময়ে কোনো কুলগৃহে দাসীর কাজ করত। সে কলসি নিয়ে জল আনার জন্য যাওয়ার সময় উক্ত ভিক্ষুদের দেখে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বন্দনান্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আহার্য লাভ করেছেন কি?' ভিক্ষুগণ বললেন, 'উপাসিকে, পূর্বাহ্নসময় দীর্ঘ।' অতঃপর সিদ্ধান্ত নিল, 'আমি ষাট কার্ষাপণের বিনিময়ে কাজ করি; এখন রাত্রিবেলায় দাসীবৃত্তি করে অগ্রীম ঋণ নিয়ে ভিক্ষুদের দান দেব।' সে কলসিটি রেখে ভিক্ষুদের বলল, 'ভন্তে, আমি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করুন।' অনন্তর দ্রুতগতিতে তার গৃহস্বামীর নিকট উপগত হয়ে বলল, 'আর্য, আমাকে আরও ষাট কার্ষাপণ অগ্রিম ঋণ দিন।' গৃহস্বামী বলল, 'তুমি দাসীবৃত্তি করে পূর্ব ঋণ থেকে মুক্তি পাওনি, অথচ আবার নতুন করে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করছ?' দাসী বলল, 'টাকার জন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না; আপনার বাড়িতে রাতের বেলায় কাজ করে এ ঋণ শোধ করে দেব। আমাকে ষাট কার্ষাপণ দিন।' গৃহকর্তা কাগজে লিখে (দলিল করে) ষাট কার্ষাপণ প্রদান করলেন। সে কার্ষাপণ নিয়ে সমগ্র গ্রাম ঘুরে ঘুরে এক এক বাড়ি থেকে এক এক কার্ষাপণের বিনিময়ে ষাট কার্ষাপণের দ্বারা অন্ন (ভাত) জোগাড় করে ভিক্ষুদের পাত্রে দান করল; তারপর নিজের প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা প্রকাশ করার জন্য বলল :

৮. ভন্তে, আপনাদের পাদবন্দনা করছি। আমার কথা শ্রবণ করুন; এ পৃথিবীতে আমার মতো দরিদ্র মহিলা আর নেই।

৯. ঋণ নিয়ে দাসীবৃত্তির দ্বারা ঋণ শোধ করি বলে আমি ঋণদাসী নামে খ্যাত, আমি অতি দীনা, স্বল্পভোগী এবং সহায় সম্বলহীন হয়ে বাস করি।

১০. দাসীবৃত্তির বিনিময়ে আমি আজ দান দিলাম, আমার প্রদত্ত আহার্য ভোজন করুন; এ পুণ্যের প্রভাবে আমার দুঃখ উপশম হোক। এভাবে দাসী সমস্ত বিষয় প্রকাশ করে ভিক্ষুদের বন্দনা করে কলসি নিয়ে প্রস্থান করল। ভিক্ষুগণ দাসীর কথা শুনে আশ্চর্যবোধ করলেন; তার প্রদত্ত আহার্য নিয়ে মহানাম সরোবরের মুচলিন্দ বনে প্রবেশ করে দাঁড়ালেন। সংঘনায়ক তাঁদের

আহ্বান করে বললেন, 'বন্ধুগণ, এরূপ শ্রদ্ধাবীজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা উচিত; সরাগে এ আহার্য ভোজন করা অনুচিত।' পুনরায় তিনি এরূপ বললেন :

১১. বন্ধুগণ, এই দাসী আমাদের মাতা, ভগ্নী, শাশুড়ি, শ্যালিকা, জ্ঞাতি কিংবা বান্ধবী নয়।

১২. সে শীলবান, গুণবান, সুন্দর যতি (ভিক্ষু) দেখে দান করেছে, যাতে বিপুল ফল প্রদান করে;

১৩. এটা চিন্তা করে সেই দীন-দরিদ্র পরগৃহে কাজ করে, নিজেকে বিক্রি করে আজ দান করেছে।

১৪. সে মহৎ পুণ্যফল প্রত্যাশা করছে, আমরা সরাগে এ আহার্য গ্রহণ করব না, আসবের ক্ষয় সাধন করে আহার করব।

অতঃপর তাঁরা মুচলিন্দ বনের বিভিন্ন স্থানে উপবেশন করে বিদর্শনভাবনায় রত হলেন এবং অচিরে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হলেন। বনস্থিত দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করল, ভিক্ষুগণ দাসীর প্রদত্ত আহার্য ভোজন করলেন। দেবগণের সাধুবাদ শব্দ শুনে রাজার শ্বেতচ্ছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতাও সাধুবাদ প্রদান করেছিলেন।

১৫. সাধু সাধু মহাশব্দ সহকারে দেবগণ বললেন, তুমি উত্তম কর্ম সম্পাদন করেছ, আজ যে দান প্রদত্ত হলো তা উত্তম হয়েছে।

রাজা দেবগণের সাধুবাদ শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেবগণ আমাদের দানের জন্য সাধুবাদ করেছেন, নাকি অন্য কারণে?' দেবগণ বললেন, 'মহারাজ, আপনার দানের জন্য নয়, নাগা নাম্নী দাসীর দানের জন্য সাধুবাদ প্রদান করেছি।' অতঃপর এরূপ বললেন :

১৬. হত্যাদি দ্বারা পরপীড়ন করে মহাযাগযজ্ঞ করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না।

১৭. অনাদরে, অযত্নে এবং অশ্রদ্ধায় অক্ষেত্রে দান দেওয়া হলে তাতে মহৎ ফল পাওয়া যায় না।

১৮. কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাচিত্তে অল্প পরিমাণ দানও করে তাহলে সে মহাফল প্রাপ্ত হয়।

দানের মহাফলের বিষয় বর্ণনা করে দেবতা বললেন, 'মহারাজ, নাগদ্বীপে নাগা নাম্নী এক যষ্ঠী কার্ষাপণ দাসী ভিক্ষুদের দান দিয়েছে। তার দানের কারণে ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্বফল লাভে সমর্থ হয়েছেন; আমরা সে জন্য খুশি হয়ে সাধুবাদ প্রদান করছি।' দেবতা দাসীর আনুপূর্বিক বিষয় রাজাকে অবহিত করলেন। রাজা সমস্ত বিষয় জেনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ঋণের অর্থ পরিশোধ করে দাসীকে ঋণদাতার কাছ থেকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে

সম্পত্তি প্রদান করলেন। তখন থেকে সেই দ্বীপ নাগদ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করে। নাগাও আজীবন বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিল।

১৯-২০. পুণ্যকর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ নাগা দাসীবৃত্তি করেও দান দিয়ে স্বর্গগামী ও প্রশংসিত হয়েছিল। সুর-নরসদৃশ ইচ্ছানুযায়ী দাতা কোথায় পাবে? মাৎসর্য বা তৃষ্ণাকে ধ্বংস করে দানমিত্রকে ভজনা কর।

৫.১০ বখুল পর্বতের উপাখ্যান

একসময় সিংহলদ্বীপে ব্রাহ্মণনীয় নামে ভয় বারো বছর পর্যন্ত বিরাজ করেছিল। এ সময়ে উত্তমরূপে বৃষ্টিপাত হয়নি; ফলে শস্য ভালোভাবে উৎপন্ন হয়নি, অমনুষ্যের উপদ্রব হয়েছিল, বিভিন্ন প্রকার রোগভয়ে মানুষেরা সন্ত্রস্ত ছিল। খাদ্যাভাবে মানুষেরা অস্থিচর্মসার হয়ে মহাদুঃখে পড়েছিল। ঘরের মহিলারা যক্ষিণীর মতো আর পুরুষেরা প্রেত-পিশাচের মতো হয়েছিল। তাদের গৃহদ্বারে অমঙ্গল ও ক্রন্দন-বিলাপের শব্দে মহাকোলাহল শব্দের উদ্ভব হয়েছিল। সর্বত্র মৃত মানুষের শরীরের দুর্গন্ধে আগত অমনুষ্যদের ভয়ে রাজ্যবাসী ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এরূপ বহুবিধ ভয়ে ভীত হয়ে লঙ্কাবাসী অনেকে নদীর উৎপত্তিস্থল পর্বতকন্দরে গিয়ে জীবন বাঁচাতে লাগল। তখন বখুল পর্বতের সন্নিকটে বহু মানুষ উপনীত হয়ে বসবাস করতে লাগল। পর্বতপাদে অবস্থানরত এক ব্যক্তি সস্ত্রীক খাদ্যান্বেষণে পর্বতে আরোহণ করে ইতস্তত ঘোরাফেরা করার সময় পর্বতশিখরে একটি 'কারবৃক্ষ' দেখে 'এখানে বাস করব' বলে মনস্থ করল এবং বৃক্ষের কাছে একটি গৃহ তৈরি করে বাস করতে লাগল। সেই কারবৃক্ষে তিনটি শাখা ছিল। লোকটি ভাবল, 'তিনটি শাখা হতে একটি দিয়ে অতিথি সৎকার করব, একটি দিয়ে দান দেব এবং অন্যটি আমাদের পরিভোগের জন্য থাকবে।' এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের জন্য রক্ষিত শাখার পত্র পরিভোগ করে সেখানে বাস করছিল। একসময় কোনো ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ করতে গিয়ে গৃহদ্বারে উপনীত হয়েছিলেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ভাবল, 'আজ আমি বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করব; বহুদিন পরে ভিক্ষুর দেখা পেয়েছি; তাঁকে বন্দনাদি সম্মান করতে পারব।' অতঃপর সে ভিক্ষুর নিকট গিয়ে তাঁর হাত হতে পাত্রটি গ্রহণ করে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করালেন। সে কারপত্র সংগ্রহের জন্য বৃক্ষের নিকট গিয়ে দেখল, পূর্বরাতে কারবৃক্ষের সমস্ত পাতা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। সে এ অবস্থা দেখে অতি দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত মনে খালি হাতে ফিরে আসল। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'স্বামিন, রিক্ত হাতে ফিরেছেন কেন? কী হয়েছে?' উত্তরে সে বলল :

১-২. যে শুভ পুণ্যকর্ম মানুষের সমৃদ্ধি আনয়ন করে, তা আমাদের অল্পমাত্রও নেই। আজ বহুদিন পর আর্যকে দান দেওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে আমাদের মন্দ কর্মফলের (পুণ্যকর্মের অভাবে) কারণে কারপত্র পাইনি।

সে পুনরায় বলল, 'ভদ্রে, কারবৃক্ষে পত্র ও পল্লব সবকিছু পোকা খেয়ে ফেলেছে।' এ কথা শুনে স্ত্রী বলল :

৩-৪. এ পৃথিবীতে যাঁরা পুণ্যবান ব্যক্তি তাঁদের সমস্ত কাজ স্বাভাবিকভাবে সমাধা হয়ে থাকে; আর যারা ভাগ্যহীন, ধনহীন ও দুর্ভাগ্যপরায়ণ তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করতে হয়।

সে এরূপ বলে ভাবল, 'এখন কী করা উচিত? স্থবিরকে আহ্বান করে কিছু দান না দেওয়া অযৌক্তিক; স্থবিরকে না জানিয়ে আমার দেহের মাংস রান্না করে দান করব।' এরূপ চিন্তা করে সে অস্ত্র নিয়ে স্বীয় বক্ষের মাংস কাটার জন্য গৃহের গোপন কক্ষে প্রবেশ করল। স্বামীও স্ত্রীর মতো বুকের মাংস কেটে দান করার ইচ্ছায় অস্ত্র নিয়ে গোপন কক্ষে প্রবেশ করে স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে কী করছ?' স্ত্রী তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে বলল, 'প্রভু, আমার দেহের মাংস রান্না করে স্থবিরকে দান করব।' স্বামী নিজের দেহের মাংস দান করার ইচ্ছায় বলল, 'ভদ্রে, মহিলারা অল্প বুদ্ধিসম্পন্না, তারা দুঃখ সহ্য করতে পারে না; আমার দেহের মাংসই দান করব।' একইভাবে তারা উভয়েই নিজ নিজ দেহের মাংস দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। অহো, দানের প্রতি তাদের কী শ্রদ্ধাবোধ! তাই বলা হয়েছে :

৫-৬. যাঁরা দানপতি তাঁরা দানে রমিত হন, তাঁরা নিজের দেহ পর্যন্ত দান করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, বাইরের বস্তুর কথা আর কী বলব! তারা উভয়েই 'আমিই আহারের জন্য মাংস দান করব' এরূপ চিন্তা করে প্রস্তুত হলো।

ভিক্ষুকে দান দেওয়ার জন্য তাদের এরূপ ইচ্ছা বা শ্রদ্ধাবল উৎপত্তির কারণে দেবরাজ শক্রর (ইন্দ্র) পাণ্ডুকম্বল শীলাসন উষ্ণ হয়ে উঠল। ইন্দ্র দিব্যদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে সেই দম্পতির দানচিত্ত উৎপত্তির বিষয় অবগত হয়ে তাদের বোধিসত্ত্বসদৃশ মনে করলেন এবং অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে তিনি মানবের রূপ ধারণ করে শালি চালের পাত্র, মৃগ-ঊরুর মাংস, দধিপাত্র ও তৈলপাত্র নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাদের গৃহদ্বারে উপনীত হয়ে বললেন, 'এ গৃহে মানুষ আছে কি?' নিজেদের অবস্থিতির সংকেত দিতে দম্পতি ঘর হতে বের হলো। ইন্দ্র তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই আর্যকে (ভিক্ষু) দেওয়ার মতো কিছু আছে কি?' তারা বলল, 'আমরা গরিব, আর্যকে দেওয়ার মতো আমরা কী পাব? একটি পত্র পর্যন্ত নেই।' ইন্দ্র বললেন, 'এই চাল দিয়ে ভাত রান্না করে এসব উপকরণাদি তৈরি করে স্থবিরকে ভোজন করাও। অবশিষ্ট দিয়ে তোমরা আহার করবে।'

অতঃপর ইন্দ্র অধিষ্ঠান করলেন, 'এ খাদ্যের ক্ষয় না হোক।' এভাবে আহার্যের উপকরণাদি প্রদান করে ইন্দ্র দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন। তারা ভাত রান্না করে স্থবিরকে খাওয়াল এবং নিজেরাও আহার করল। কিন্তু আহার্য এবং উপকরণাদি পূর্বরূপ রয়ে গেল, একটুও কমল না। তারা এরূপ আশ্চর্য বিষয় দেখে মহা-আনন্দবোধ করল। তখন থেকে তারা মহাভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে পূজা, সম্মান ও সৎকার করত এবং দীন-দরিদ্রকেও দিব্যাহার দিয়ে ভোজন করাত। তারা উভয়ে আজীবন শীল পালন ও উপোসথকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিল।

৭. এই দম্পতির শ্রদ্ধাশক্তি অবলোকন কর, তারা নিজ নিজ দেহের মাংস পর্যন্ত দান করতে ইচ্ছা করেছিল। দানের সুফল লাভ করতে হলে শ্রদ্ধায় স্থিত হতে হবে।

উত্তরোলীয় বর্গ

৬.১ উত্তরোলীয় উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে তথাগত বুদ্ধের শাসন অধিষ্ঠিত। সেখানে ধর্মবিনয়ে বিভূষিত উত্তরোলীয় নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের পাশেই ছিল গোপাল নামক অপর একটি গ্রাম। উক্ত গ্রামের জীর্ণশীর্ণ রোগা এক রাখাল বালক সকালে জাউ পান করে দণ্ড হাতে গোরু চড়াবার জন্য বনে গিয়েছিল। সেখানে জনৈক পারিবাসিক এক খণ্ড আলুব (একপ্রকার খাদ্য) উক্ত রাখাল বালকের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার বৃদ্ধ মা খাদ্য নিয়ে বনে আসতে পারছেন না, তুমি এটা খাও।' রাখাল বালক আলুব নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একজন ভিক্ষাচারী ভিক্ষু (স্থবির)-কে দেখতে পেল। সে তাঁকে বন্দনা করে আলুবখণ্ডটি তাঁর পাত্রে দান করল। স্থবির তার দান গ্রহণ করে ভাবলেন, 'এই বালকটি অতি দরিদ্র, তাঁর দানকে সফল করা আমার উচিত।'

স্থবির সেখানে দাঁড়িয়ে বিদর্শনভাবনায় একান্ত মনে অভিরমিত হলেন এবং অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আলুবটি আহার করলেন। অহো! বুদ্ধপুত্রদের করুণা কতই না মহৎ! তাই বলা হয়েছে :

১-২. সাধুগণের করুণা এভাবেই বর্ষিত হয়; এই বুদ্ধপুত্র (ভিক্ষু) রাখাল বালকের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তার প্রতি করুণাবশত আলুবখণ্ডটি আহার করছিলেন। সেই পুণ্যফলে নির্ধন রাখাল বালকটি সুখ লাভ করেছিল।

সেই বালক আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর সেই গ্রামে এক মহিলার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে। আলুবখণ্ড দানের ফলে সেখানে একটি নিধিকুম্ভ (রত্নভাণ্ড) উৎপন্ন হয়েছিল। সকলের দৃশ্যমান হয়ে নিধিকুম্ভটি গ্রামের একটি পুকুরে এদিক-ওদিক সঞ্চরণ করছিল। জনৈক মহিলা এটা দেখে দ্রুত গিয়ে কুম্ভটি একহাতে ধরল। রক্ষাকারী দেবতা তার হাত মুচড়ে দিল, মহিলা অন্য হাতে ধরল। দেবতা সেই হাতও মুচড়ে দিল; সে তার হাত মুক্ত করার জন্য তার বস্ত্র ও আভরণাদি খুলে দিয়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাল। দেবতা মহিলাকে ছেড়ে দিল; সঙ্গে সঙ্গে নিধিকুম্ভটি মাটিতে প্রবেশ করল। সেই মহিলা এ বিষয় গ্রামের জনগণকে জানাল। গ্রামবাসীরা নিধিকুম্ভ দেখার জন্য দলে দলে আসতে লাগল। আলুবখণ্ড দানকারী কুমারের মা-ও তাকে গর্ভে ধারণ করে তার অপর একটি পুত্রকে কোলে নিয়ে নিধিকুম্ভ দেখার জন্য এসেছিল। সে সময় নিধিকুম্ভটি উত্থিত হয়ে পূর্বরূপ পুকুরে সঞ্চরণ করছিল। জনসাধারণ প্রত্যেকে নিধিকুম্ভটি পাওয়ার প্রত্যাশায় 'এটা আমার কাছে আসুক' এরূপ আশায় দাঁড়িয়েছিল। উক্ত কুমারের

মা-ও দাঁড়িয়েছিল। নিধিকুম্ভটি তার সামনে কিঞ্চিৎ এসে স্থির হয়ে রইল। সে বলল, 'আমার কোলের পুত্রের পুণ্যপ্রভাবে এটা আমার কাছে আগমন করুক।' কুম্ভটি স্থির হয়ে রইল। মহিলা পুনরায় বলল, 'আমার গর্ভস্থ সন্তানের পুণ্যপ্রভাবে এটা আমার কাছে আসুক।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভটি তার সামনে এসে স্থির হলো এবং দৈববাণী ঘোষিত হলো 'এ নিধিকুম্ভ তোমার পুত্রের জন্য উৎপন্ন হয়েছে।' অতঃপর কুম্ভটি তীরে উত্থিত হয়ে তার ঘরে যথাস্থানে স্থিত হলো। যথাসময়ে কুমার ভূমিষ্ঠ হলো। সে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল ও বয়ঃপ্রাপ্ত হলো। দ্বীপবাসীরা পঞ্চবর্ষীয় কুমারকে অর্থবিত্ত এবং আভরণাদি দিয়ে অলংকৃত করালেন এবং উত্তম মঙ্গলদায়ক শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দেওয়ালেন। কুমার কুম্ভ হতে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি লাভ করত। একসময় কোনো বস্ত্র-মালিক তার বাড়ি এসে দাবি করল, 'এ বস্ত্রভাণ্ড আমার।' কুমারের মা তাকে বস্ত্র পাওয়ার অর্থাৎ নিধিকুম্ভ প্রাপ্তির ঘটনা ব্যক্ত করল। সে বলল, 'তুমি হলাহল বিষের ন্যায় এ নিধিকুম্ভের বিষয় রাজাকে না জানিয়ে কেন উপভোগ করছ?' অনন্তর গাথার সাহায্যে বলল :

৩–৫. রাজার রোষানলে পড়লে বিষ প্রবেশ করে না সত্য কিন্তু রাজবিষ সমস্ত অংশ ধ্বংস করে। আগুনের কাছে গেলে আগুন দহন করে, কিন্তু রাজকোপানলে পড়লে কাছে যেতে হয় না; দূর থেকে পুড়ে যায়। রাজা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমার মনে হয় তুমিও রাজ-রোষানলে পড়ে মৃত্যুবরণ করবে। এভাবে সে ভয় দেখাল।

কুমারের মা বলল :

৬-৭. যে দুর্ভাগ্যবশত সম্পত্তি লাভ করে তাকে রাজভয় দেখাও; যে সৌভাগ্যবশত সম্পত্তি লাভ করে তাকে দেবগণও ধ্বংস করতে পারে না। অনন্তর উক্ত ব্যক্তি নিধিকুম্ভ প্রাপ্তির বিষয় রাজাকে অবহিত করল। রাজা নিধিকুম্ভ আনয়ন করার জন্য কুমারের মাতৃগৃহে কর্মচারি প্রেরণ করলেন। কর্মচারিগণ তার গৃহে উপনীত হয়ে নিধিকুম্ভ স্পর্শ করল। নিধিকুম্ভ ভয়ানক শব্দ করে ইতস্তত সরে যেতে লাগল। তারা অনেক চেষ্টা করেও স্পর্শ করতে পারল না। কর্মচারিগণ প্রত্যাবর্তন করে রাজাকে এ বিষয় জানাল। রাজা সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে বিস্মিত হলেন এবং নিধিকুম্ভসহ ধনস্বামীকে আনয়ন করার জন্য লোক পাঠালেন। কুম্ভসহ কুমার ও কুমারমাতা রাজসমীপে উপনীত হলে রাজা বললেন, 'তোমার ধনকুম্ভ হতে আমাকে ধন দান কর।' কুম্ভ হতে ধন চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল ধন বের হতে লাগল। রাজা এরূপ আশ্চর্য বিষয় দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি নিধিকুম্ভসহ বহু ধনসম্পত্তি ও জনপদ কুমারকে দান করলেন।

তখন থেকে মাতা-পুত্র দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে যথাসময়ে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে।

৮. যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্পমাত্রও দান করে, সে পরবর্তী জীবনে বহু ধনসম্পদের অধিকারী হয়।

৬.২ তম্বসুমন স্থবিরের উপাখ্যান

একসময় লঙ্কায় শ্রদ্ধাতিষ্য নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই সময় জনৈক রাজকর্মচারি রাজা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে কোট্ঠসাল গ্রামে আগমন করেছিল। রাজকর্ম সম্পাদনে আগত সেই কর্মচারিকে গ্রামবাসীরা ঘি, ব্যঞ্জন ও আহার্যাদি দ্বারা সেবা করে দিনাতিপাত করত। একসময় তিনি আহার্য গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হলে জনৈক ভিক্ষু ভিক্ষা করতে করতে সে স্থানে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি স্থবিরকে দেখে প্রসন্নমনে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে পাত্র গ্রহণ করে কিছু ঘি ও ভাত স্থবিরকে দান করেছিলেন। স্থবির ভাত আহার করে ঘি ঔষধের নিমিত্ত নিয়ে গেলেন। তিনি এই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর এই দ্বীপে বল্লবহ নামক গ্রামে কোনো এক গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতাপিতা তাঁকে 'সুমন' নামে ডাকতেন। তিনি ক্রমান্বয়ে গৃহবাসে আদীনব এবং প্রব্রজ্যা জীবন পুণ্যময় জ্ঞাত হয়ে সমস্ত বিভব ত্যাগ করে ব্রাহ্মণোরাম নামক বিহারে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং আরব্ধ বীর্য হয়ে বীর্যকে পূর্বাপর বর্ধিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদর্শন বৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন এবং 'সুমন স্থবির' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পূর্ব জীবনের পুণ্যপ্রভাবে তাঁর বিহারে নিমবৃক্ষে অধিষ্ঠিত এক দেবপুত্র দিব্যাহারের দ্বারা স্থবিরকে সেবা করতেন। স্থবিরের বসবাসের বারো বছর কালে সেখানে ব্রাহ্মণানীয় নামে ভয়ের উদ্ভব হয়েছিল। জনগণ দুর্ভিক্ষ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল, স্থবির পাঁচশ ভিক্ষু খাদ্যাভাবে আছে দেখে তাঁদের আহ্বান করে পরামর্শ করলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা কোথায় গিয়ে বাঁচব।' তাঁরা সকলে স্থির করলেন, 'জম্বুদ্বীপে গিয়ে জীবন বাঁচাব।' এরূপ বলে একত্রে যাবার জন্য স্থবিরও প্রস্তুতি নিলেন। তা দেখে দেবপুত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনারা চলে যাবার কারণ কী? কোথায় যাচ্ছেন?' স্থবির দেবপুত্রকে এরূপ বললেন :

১-২. দেবলোকতুল্য লঙ্কাদ্বীপ আজ দুর্ভিক্ষকবলিত; পুকুর হ্রদাদি জলাশয় শুকিয়ে গেছে। জলজ প্রাণীরা মরে যাচ্ছে, পিপাসায় মরে যাচ্ছে মৃগ-শূকর ইত্যাদি; প্রাণীরা কোলাহল শুনে জল মনে করে মরীচিকার পেছনে ধাবিত হচ্ছে।

৩. বিভিন্ন ভয় প্রদর্শনকারী (অমনুষ্যগণ) সমাগত হয়ে বীভৎস ভয় প্রদর্শন

করছে।

৪. অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দ্বীপে বহু লোক পীড়িত হয়ে পড়েছে। রক্তমাংস শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছে।

৫. মানুষেরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যেখানে জীবিকার্জনে সক্ষম সেখানে চলে যাচ্ছে।

৬. দেব, এই সিংহলদ্বীপে জীবিত থাকা (দুর্ভিক্ষের কারণে) অসম্ভব, জীবন রক্ষার জন্য এখন জম্বুদ্বীপে যাত্রা করছি।

স্থবিরের কথা শুনে দেবপুত্র গমন-চিত্ত নিবারণ করার জন্য তার পূর্বজন্মের কর্ম প্রকাশচ্ছলে এরূপ বললেন :

৭-৮. অতীত জন্মে আপনি জনৈক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাচিত্তে ঘি-সহ ভাত দান করেছিলেন। তথা হতে চ্যুত হয়ে আপনি সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে দ্বিতীয়বার এখানে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধের শাসনে অবস্থান করছেন।

৯-১০. মাতাপিতা, হিরণ্য ইত্যাদি সমস্ত বিভব ত্যাগ করে জ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ত্রিলক্ষণ—অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম-ভাবনা করে সেই পুণ্যপ্রভাবে আপনি প্রতিপত্তিসহ ক্ষীণাসব (অর্হৎ) প্রাপ্ত হয়েছেন।

১১. আমি যা দান করছি সেই দিব্যান্ন ভোজন করুন। আমার প্রদত্ত দান উত্তম ফল প্রদান করবে।

১২. সিংহলে দুর্ভিক্ষ ভয় উপশমের জন্য প্রার্থনা করুন। আমার প্রতি করুণাবশত সশিষ্যে এখানে বাস করুন।

১৩. আপনার পুণ্যপ্রভাবে আপনার প্রচুর চীবর, পিণ্ডপাত, ঔষধ এবং শয়নাসন উৎপন্ন হয়েছে।

১৪. এখানে বাস করুন, জম্বুদ্বীপে গমন করবেন না; স্বকর্ম দর্শন করে দুঃখের অন্তসাধন করুন।

এরূপ বলে দেবপুত্র তাঁকে (স্থবিরকে) জম্বুদ্বীপে যেতে নিবারণ করে তখন হতে দিব্যময় চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ইত্যাদির দ্বারা স্থবিরের সেবা করতে লাগলেন। সেই পাঁচশ ভিক্ষুকেও অনুরূপভাবে সেবা করতে লাগলেন। এভাবে দেবপুত্র বারো বছর সেবা করছিলেন। দুর্ভিক্ষ ভয় উপশম হলে স্থবির দেবপুত্রকে বলে পাঁচশ ভিক্ষুসহ বিচরণ করতে করতে ক্রমান্বয়ে কণ্ডরাজিক নামে একটি বড়ো গ্রামে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষাচরণ করে একস্থানে উপবেশন করে আহার করতে আরম্ভ করলেন। তখন মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ভিক্ষুগণ সূর্যালোকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিছুসংখ্যক ভিক্ষু সন্দেহবশত (সময় অতিক্রম হয়েছে বলে সন্দেহ) আহার্য গ্রহণে বিরত ছিলেন। স্থবির তাঁদের সন্দেহ বিনোদনের

জন্য একখণ্ড স্বচ্ছ প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ করলেন। এটা আকাশে উত্থিত হয়ে সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান হয়ে স্থির হলো। অতঃপর ভিক্ষুগণ সন্দেহমুক্ত হয়ে আহার করলেন। তদবধি উক্ত স্থান মণিসূর্য নামে খ্যাতি লাভ করে। স্থবির সেখান হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গঙ্গার সন্নিকটে চুল্লত নামক গ্রামে ভিক্ষাচরণ করে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হয়ে খাদ্য গ্রহণের সময় সেই ভিক্ষুগণকে অল্প তরকারি ও মোটা ভাত খেতে দেখে বললেন, 'বন্ধুগণ, মোটা ভাত আহার করবেন না, আমার পুণ্যপ্রভাবে সুগন্ধময় ভাত-তরকারি উৎপন্ন হবে; আপনারা সেগুলো ভোজন করুন।' তা শুনে ভিক্ষুগণ নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। স্থবিরও পূর্বজন্মে জনৈক ভিক্ষুকে ঘৃতান্ন দান করার বিষয় স্মরণ করে অধিষ্ঠান করলেন, 'এই গঙ্গার জল তরকারি হোক।' তখন বলগাম বিহার হতে যে-স্থানে খেতে বসেছিলেন সে-স্থান পর্যন্ত পানি পরিবর্তিত হয়ে তরকারিতে রূপান্তরিত হলো। ভিক্ষুগণ প্রয়োজনমতো ভোজন করলেন। বলা হয়েছে :

১৫. সামান্য পরিমাণ ঘি দানের ফল এরূপ বিপুল, আর যিনি বহুবিধ ভৈষজ্য দান করেন, তাঁর দানের ফল কে বর্ণনা করবে!

তাঁর এই গাথা নদীর উভয় গ্রামবাসী শ্রবণ করে ঘটে জল নিয়ে স্ব স্ব গৃহে সংরক্ষণ করেছিল।

১৬. একজনমাত্র ভিক্ষুকে দান দেবার ফল এরূপ বিপুল হয়েছিল। যা দান করবে তা শ্রদ্ধাসহকারে দেবে।

৬.৩ পূর্ব পর্বতবাসী তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান

গৌতম বুদ্ধের পূর্বে কশ্যপ নামে সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি জনসাধারণকে ধর্মামৃতরস পান করিয়ে (অর্থাৎ সদ্ধর্ম দেশনা করে) নির্বাণরূপ মহানগর পরিপূর্ণ করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বণিককুলে জন্মগ্রহণ করে বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতেন। একসময় তিনি মনসিলা চূর্ণ (একপ্রকার রং করার পাউডার) বিক্রি করে গ্রাম ও জনপদে বিচরণ করছিলেন। কোনো গ্রামের জনৈক যুবতী তাঁকে আহ্বান করে মূল্য দিয়ে মনসিলা চূর্ণ ক্রয় করল। বণিক বলল, 'আমি বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি।' এরূপ বললে যুবতী তাঁকে ময়ূরের মাংস ও সুস্বাদু তরকারিসহ শালিভাত খেতে দিল। সে সময় একটি ক্ষুধার্ত কুকুর লালা নিঃসৃত অবস্থায় তাঁর নিকট এসে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত কুকুরটিকে দেখে বণিকের অন্তর করুণাপ্লুত হলো। তিনি তাঁকে প্রদত্ত শালিভাত, ময়ূরের মাংস ও তরকারি একত্রে মিশিয়ে কুকুরটিকে দান করলেন। কুকুর পরম তৃপ্তিসহকারে আহার করে তাঁর সামনে লেজ নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে রইল। বণিকও অত্যন্ত প্রীত হয়ে এরূপ প্রার্থনা করলেন :

আমি নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত এ পুণ্যের প্রভাবে যেন জন্মজন্মান্তরে ঘি মিশ্রিত ময়ূরের মাংস ও শালিভাত প্রাপ্ত হই।

অনন্তর সেই বণিক যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে এক বুদ্ধান্তরকাল মহাদিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেন। এরপর স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। মনুষ্যলোকে পাঁচশবার জন্ম নিয়ে ঘি, ময়ূরের মাংস ও শালিভাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সিংহলদ্বীপে গঙ্গাতীরে পূর্বগল্ল নামক গ্রামে এক গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন তিষ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে 'গৃহবাসে আদীনব এবং প্রব্রজ্যায় মুক্তিলাভ' জেনে সংসারত্যাগ করে পূর্বগল্লক বিহারে উপনীত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। ভিক্ষুগণ তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদানের পর যথাসময়ে উপসম্পদা প্রদান করেন। তিষ্য স্থবির স্বীয় প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সমগ্র সিংহলে প্রজ্ঞাবান, পুণ্যবান, পরিয়ত্তিগামী তিষ্য স্থবির নামে খ্যাতি লাভ করেন। ধনী কিংবা দরিদ্র যে কেউ স্থবিরের পাত্র গ্রহণ করুন না কেন, তিনি ময়ূরের মাংস, ঘি ও শালিভাত দিয়ে পাত্র পূর্ণ করে দান করতেন। এভাবে ষাট বছর অতিক্রান্ত হলো।

অনন্তর এক অমাত্যপুত্র চিন্তা করল, 'এই স্থবিরের জন্য প্রতিদিন ময়ূরের মাংস ও ঘি-সহ শালিভাত উৎপন্ন হয়; এর কারণ ও সত্যতা পরীক্ষা করব।' এরূপ চিন্তা করে ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে আহ্বান করে বলল, 'ভদ্রে, আমি পূর্বে পর্বতবিহারে বসবাসকারী তিষ্য স্থবিরকে দান দিতে ইচ্ছা করেছি। স্থবির এখানে আসলে প্রথমে মোটা চালের জাউভাত দেবে, পরে দ্বিতীয়বার শাক-ঝোল মিশ্রিত ভাত দেবে।' এরূপ বলে সে বিহারে গিয়ে তিষ্য স্থবিরকে বন্দনা করে বলল, 'প্রভু, অনুগ্রহ করে আজ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' স্থবির সম্মতি দিলে সে অন্যত্র চলে গেল।

এদিকে তার গৃহে অবস্থানকারী গৃহদেবতা রাতে তাদের কথোপকথন শুনে ভাবলেন, 'এরা জানে না যে, স্থবিরের পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল কত শক্তিশালী।' অতঃপর দেবতা এক বৃদ্ধের বেশ ধারণ করে শালিধানের চাল, ময়ূরের মাংস এবং ঘিয়ের পাত্র নিয়ে উক্ত ব্যক্তির গৃহে উপনীত হয়ে তার স্ত্রীকে বলল, 'মা, অমাত্যপুত্র আমাকে দেখে বলল, আজ আমি পূর্ব পর্বতবাসী তিষ্য স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি এই উপকরণসমূহ নিয়ে আমার গৃহে যাও এবং আমার স্ত্রীকে বলবে এগুলো রান্না করে যেন তিষ্য স্থবিরকে দান করে।' এরূপ বলে বৃদ্ধরূপী দেবতা অন্তর্ধান হলেন। অমাত্যপুত্রের স্ত্রী বৃদ্ধের কথামতো ময়ূরের মাংস ও শালিভাত রান্না করল এবং স্থবির আসলে পাত্র নিয়ে তাঁকে উপবেশন করাল এবং উক্ত খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করল। স্থবির আহারকৃত্য সমাপন করে

বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। অতঃপর অমাত্যপুত্র গৃহে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'স্থবিরকে কীরূপে আপ্যায়ন করেছ?' স্ত্রী বলল, 'আপনার প্রেরিত উপকরণাদি রান্না করে স্থবিরকে উত্তমরূপে পরিবেশন করেছি।' অমাত্যপুত্র বলল, 'আমি তো কিছুই পাঠাইনি; এসব কে আনল?' 'এক বৃদ্ধলোক এসব এনে আমাকে প্রদান করেছিল; তাকে এসব কেন এনেছে জিজ্ঞেস করলাম।' অতঃপর তার স্ত্রী পূর্ববৃত্তান্ত ব্যক্ত করল। অমাত্যপুত্র বুঝতে পারল যে, স্থবিরের পুণ্যপ্রভাবে এসব দেবতারা করেছেন; কৃত পুণ্যের কুশল বিপাক রোধ করা অসম্ভব। তখন থেকে সে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হলো এবং উজাড় করে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করতে লাগল। সাধারণের কাছে সে দানপতিরূপে অভিহিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে স্থবির আয়ুশেষে পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত হয়ে ভেরি বাজিয়ে বিহারস্থ ভিক্ষুদের আহ্বান করে স্বীয় পরিনির্বাণ গমনের বিষয় প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণ বললেন, 'আপনি মহাপুণ্যবান; আপনি যে পুণ্যবান তা সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে প্রচারিত হয়েছে। অতীতের কোন সুকৃতির ফলে আপনি এরূপ ফল লাভ করেছেন আমাদের বলুন?'

অনন্তর তিষ্য স্থবির অতীতের কৃতকর্ম প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত গাথায় বললেন :

১. এই ভদ্রকল্পে কশ্যপ নামক সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের ধর্ম প্রচার করছিলেন।

২. তখন মনসিলা বিক্রেতা বণিকরূপে আমি বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করে জীবিকানির্বাহ করতাম।

৩. একসময় বাণিজ্যার্থে কোনো এক জনপদে গমন করলে এক গৃহের জনৈক কুলকন্যা আমাকে দেখতে পায়।

৪-৫. সে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আমার কাছ থেকে মনসিলা ক্রয় করে এবং আমার প্রতি অনুকম্পা করে ময়ূরের মাংস ও সুগন্ধি ঘি-সহ শালিভাত খেতে দেয়। এ সময় একটি কুকুর দেখতে পাই।

৬. আমি ঘি মিশ্রিত ময়ূরের মাংস কুকুরটিকে দান করে প্রার্থনা করেছিলাম; সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করি।

৭-৮. আমি রত্নময় প্রাসাদে দেবগণ কর্তৃক রমিত ছিলাম এবং সুমধুর নাচগান ও বাদ্যবাজনায় আমোদিত ছিলাম। আমি সব সময় দেবঅপ্সরা-পরিবৃত ও দেবসেনা-পরিমণ্ডিত থাকতাম, বহুকাল অতি অদ্ভুত দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেছিলাম।

৯. সেখান হতে চ্যুত হয়ে পাঁচশবার মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করি; তখন

মহাধনবান ও মহাভোগসম্পত্তির অধিকারী হই এবং বহু লোক কর্তৃক সম্মানিত হই।

১০. আমি তখন উচ্চকুলে জন্ম নিয়ে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক পূজিত হই এবং আমার কর্মানুযায়ী বহুবিধ সম্পত্তি উপভোগ করি।

১১. আমি পাঁচশ জন্মে প্রতিদিন ঘি, ময়ূরের মাংস ও শালিধানের ভাত লাভ করতাম।

১২. এখনো আমি সর্বদা অনুরূপ খাদ্যভোজ্য লাভ করে আসছি। সামান্যমাত্র পিণ্ডদানের ফল দেখ; আমি এখনো পর্যন্ত ফল পাচ্ছি।

১৩. পুণ্যবানের পুণ্যফল মার পর্যন্ত বাধা দিতে পারে না, পৃথিবীতে অন্য আর কে বাধা দেবে?

১৪. যিনি দান দেন তিনি তির্যককুলে জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ করেন।

এভাবে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে স্বীয় কৃতকর্ম প্রকাশ করে তিষ্য স্থবির পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। স্থবিরের কথা শুনে বহু লোক দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৫. অল্প হলেও নিয়মানুযায়ী শ্রদ্ধাসহকারে দান দিলে অপ্রমেয় ফল পাওয়া যায়। দানের দ্বারা দাতার বহু সম্পত্তি উৎপন্ন হয়। কে বলে যে সুচারুরূপে দান দিলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় না!

৬.৪ চুলতিষ্যের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে রাজা দুট্‌ঠগামনি অভয়ের রাজত্বকালে চুলতিষ্য নামে জনৈক নিম্নপদ কর্মচারি রাজবাড়ির অভ্যন্তরে রাজকার্য করতেন। একসময় হস্তীশালা থেকে একটি হস্তী শৃঙ্খল ছিঁড়ে খাদ্য খেয়ে বিচরণ করতে করতে মহা নির্জ্বর নামক বিহারে উপস্থিত হলো। সেই বিহারের পাশে বৃক্ষমূলে শূন্যাগারে একত্রে কিছুসংখ্যক ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দেখে সেও প্রসন্নমনে ফলাদি সংগ্রহ করে ভিক্ষুদের দান করে সেবা করতে লাগল। হস্তীশালায় হস্তী না দেখে রাজা চারদিকে চারজন লোক হস্তীর অন্বেষণে পাঠালেন। রাজকর্মচারি তিষ্য অমাত্যকেও পূর্ব দিকে প্রেরণ করলেন। অন্য তিনদিকে প্রেরিত কর্মচারিরা হস্তীর সন্ধান পেল না। চুলতিষ্য গ্রাম হতে গ্রামান্তর বিচরণ করতে করতে উক্ত নির্জ্বর বিহারে উপনীত হলেন। তিনি বিহারে দেখতে পেলেন :

১-২. বিহার-চত্বরে বৃক্ষমূলে ভিক্ষুগণ সাধনায় রত; তাঁরা সকলে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শূন্যাগারে অবস্থান করে উত্তম ধ্যানে নিবিষ্ট।

৩–৫. একাচারী হস্তীও মণিবর্মের দ্বারা আবৃত হয়ে পাংশুকুলিকের অর্থাৎ

ভিক্ষুসংঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। সেখানে শ্মশানিক (অর্থাৎ শ্মশানে বসবাসকারী) ভিক্ষুগণ বুদ্ধশাসনের প্রতি রমিত; বুদ্ধপুত্র ভিক্ষুগণ মৈত্রী-করুণা-মুদিতা ও উপেক্ষা-ভাবনায় অভিরমিত এবং বুদ্ধশ্রাবকগণ সেই বিহারে অবস্থান করেন।

৬-৭. সেই বিহারে একাহারী ভিক্ষুগণ সর্বদা বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনায় রত থাকেন। তাঁরা সকলে শীলবান, গুণবান এবং বুদ্ধশাসন রক্ষাকারী। চুলতিষ্য এরূপ পুণ্যময় স্থানে উপস্থিত হলেন।

অমাত্য চুলতিষ্য বিহারে উপনীত হয়ে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে একান্তে দাঁড়ালেন। তখন হস্তীরাজ সুপক্ব কারফলের কার-সবজি মিশিয়ে ভিক্ষুদের দান করছিল। তা দেখে তিষ্য ভাবল, 'এরূপ নিষ্ঠুর হিংস্র তির্যক প্রাণী পর্যন্ত গুণীর গুণ প্রত্যক্ষ করে সেবা করছে; সে ভিক্ষুগণের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে দান দিয়ে নিজেও প্রত্যয়দায়ক হচ্ছে। অহো! সম্যকসম্বুদ্ধের গুণ ও প্রভাব অচিন্তনীয়'—এরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। তাই বলা হয়েছে :

৮. এরূপ অল্পে তুষ্ট, বিবেকবান, পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত, পূতপবিত্র ও মধুর স্বভাবসম্পন্ন ভিক্ষুদের দেখে কার না চিত্ত প্রীতিপূর্ণ হবে?

অতঃপর চুলতিষ্য ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে রাজার কাছে ফিরে এসে বললেন, 'দেব, আমি হস্তীরাজকে নির্জ্বর বিহারের ভিক্ষুসংঘকে সেবা করতে দেখে এসেছি।' রাজা বললেন, 'তুমি হস্তীকে এখানে নিয়ে এসো।' তিনি সম্মতি দিয়ে ভিক্ষুসংঘের জন্য বহু সক্খার (খাদ্য বা গুড়-চিনিবিশেষ) নিয়ে বিহারে উপস্থিত হলেন এবং সুপক্ব কারফল সংগ্রহ করে সক্খারসহ মিশ্রিত করে পানীয় প্রস্তুত করলেন। সেই পানীয় শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন। তারপর হস্তীরাজকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ি চলে এলেন।

চুলতিষ্য এই মাত্র পুণ্যকর্ম করে যথাসময়ে মৃত্যুর পর সিংহলদ্বীপের উত্তর পাশে আম্রবিট্ঠি নামক গ্রামে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নাম রাখেন তিষ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর সমজাতি কুমারীর সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের অল্পকাল পরেই তিনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসারত্যাগ করলেন এবং বিহারে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর নাম হয় তিষ্য। তিনি তখন থেকে সদ্ধর্ম অনুশীলনে রত হন। পরবর্তীকালে তিনি মহাবোধি পূজা ও বন্দনা করার জন্য ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকাসহ নৌকাযোগে যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নৌকা সমুদ্রের মাঝপথে আসলে তাঁদের পানীয় জল ফুরিয়ে যায়। ভিক্ষু ও উপাসক-উপাসিকাগণ তৃষ্ণায় অধীর হয়ে উঠে। অনন্যোপায় হয়ে তারা সমুদ্রের জল পান করতে লাগলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, তিষ্য স্থবিরের পুণ্যপ্রভাবে সমুদ্রের লোনাজল মিষ্টিজলে পরিণত হলো। সকলে

জলতৃষ্ণা এটালেন। তাই বলা হয়েছে :

৯. অহো, অল্পমাত্র পুণ্যকর্মের ফল কত মহৎ, কত আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ও লোমহর্ষকর।

১০. অতীতকালে ভিক্ষুসংঘকে সক্‌খারোদক (চিনি বা গুড় মিশ্রিত শরবত) দান করে আমি পরবর্তী জন্মে প্রচুর পরিমাণে সুমিষ্ট পানীয় লাভ করেছি।

ভিক্ষুগণ নিজেরা পানীয় জল পান করে নৌকার অপরাপর উপাসক-উপাসিকাদের দিলেন। এই পানীয় ছিল দিব্য পানীয়সদৃশ, রসযুক্ত, শক্তিশালী ও অক্ষয়। তাঁরা সকলে মহাবোধি বন্দনা ও পূজা করার পর ভ্রমণ শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সেই রসযুক্ত অক্ষয় পানীয় পান করেছিলেন। তিষ্য স্থবির যথায়ুষ্কাল পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে দ্বাদশ যোজন পরিমাণ কনকবিমানে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বিমানে সহস্র অপ্সরাপরিবৃত হয়ে মহাদিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেন। তখন থেকে দিব্য সুস্বাদু জল দেবমনুষ্যলোকে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হতো। দেবলোকে ও বিভিন্ন স্থানে দেবীগণ কলসিতে দিব্য পানীয় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আগত দেবদেবীগণ সেখান হতে পানীয় জল পান করে নেচে গেয়ে খেলে নিজ নিজ ভবনে নিয়ে যেত।

১১. অল্পমাত্র পানীয় দান করায় তিষ্য এরূপ বিভবের অধিকারী হয়েছিলেন। বিপুল পরিমাণ ও বহুবিধ দানের ফল আরও কত মহৎ হবে তা কে বলতে পারে!

৬.৫ তিষ্যার উপাখ্যান

মহারাজ শ্রদ্ধাতিষ্যের রাজত্বকালে রোহন জনপদে তিষ্যস্বতির্থ নামে এক গ্রামে বুদ্ধগুপ্ত নামক জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল তিষ্যা। তিনিও ছিলেন স্বামীর ন্যায় দুঃখিনী। তারা উভয়ে পরগৃহে কাজ করে অতি কষ্টে জীবিকানির্বাহ করতেন। একসময় তাঁরা কোনো মহাজনের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার জন্য তার গৃহে দাস কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেই সময় গ্রামবাসীরা বহু ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে দান দিয়ে ও শীল পালন করে পুণ্যকর্ম সম্পাদনে রত ছিল। তাঁদের গৃহস্বামীও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যভোজ্য দান করছিলেন। তা দেখে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরামর্শ করলেন, 'গ্রামবাসীরা সকলেই ভিক্ষুসংঘকে দান দিচ্ছে, কিন্তু আমরা দরিদ্র বিধায় দান দিতে পারছি না। পূর্বজন্মে আমরা কিছুই দান দিইনি বলে এ জন্মে অতি গরিব হয়ে জন্ম নিয়েছি। এ জন্মে যদি কিছুই দান করতে না পারি তাহলে ভবিষ্যৎ জন্মেও গরিব হয়ে জন্ম নিতে হবে। যে-কোনোভাবেই আমাদের দান দিতে হবে।

অতঃপর স্বামী বললেন, 'ভদ্রে গ্রামবাসীরা বহুবিধ সুপব্যঞ্জন ও গোরসসহ

দান দিচ্ছে; আমরা কী দান দেব?' স্ত্রী বললেন, 'মৃত্যুর কোনো কালাকাল নেই; আজ অথবা কাল যে-কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে। ভালো-মন্দ কোনো কিছু দান দিতে পারলেই উত্তম বলে মনে করি।' অনন্তর গাথায় বললেন :

১-২. আজ মরি কী কাল মরি কে বলতে পারে! এরূপ মহাসংঘরত্নে আমাদের দান দেওয়া উচিত। স্বামিন, সংঘকে দান দেবার মতো এটা উপযুক্ত সুযোগ, আমরা এ সুযোগ হারাতে পারি না। আমরা সংঘে দান দেব।

পরদিন সকালে নিজেদের জন্য রক্ষিত মোটা চালের ভাত রান্না করে সবজিসহ একটি পাত্র পূর্ণ করে মস্তকে নিয়ে ভিক্ষুগণ যেখানে অবস্থান করেন সেখানে উপনীত হলেন। বৃদ্ধ প্রব্রজিত জনৈক ভিক্ষুকে তাঁর নেওয়া আহার্য দান করলেন। ভিক্ষু মোটা চালের ভাত দেখে রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ভাত কুকুরের পাত্রে ফেলে দিলেন। অহো, অজ্ঞ বা মূর্খদের ব্যবহার; তাই বলা হয়েছে :

৩. মোহগ্রস্ত (অজ্ঞব্যক্তি) ব্যক্তিরা উচিত-অনুচিত জানে না, কর্তব্যাকর্তব্য কিংবা কারণ-অকারণ কিছুই জানে না।

৪. সে শুধু ইহজীবনেই দেখে, ভবিষ্যৎ বা পরজীবন দেখে না; মোহ এবং অহংকারবশত তা দেখে না বলে তাদের মুক্তিও হয় না।

৫. এরূপ অনর্থক মোহ বা অজ্ঞতা সর্বদা ক্ষতিকারক ফল দান করে। তাই সকলের উচিত অন্তর থেকে মোহ বিদূরিত করা।

সেই উপাসিকা ভিক্ষুর এরূপ আচরণে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করে বিছানায় শুয়ে রইলেন। তাঁর স্বামী কাজ শেষে বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রে, তোমার কি শরীর খারাপ?'

তিষ্যা আনুপূর্বিক ঘটনা স্বামীকে জানালেন। স্বামী সমস্ত বিষয় অবহিত হয়ে বললেন, 'মন খারাপ করে বা অসন্তুষ্ট হয়ে আমরা কী করব? এটা আমাদের কর্মদোষ; এখন আমাদের মিলিতভাবে কিছু করতে হবে, অন্যথা আমাদেরই ক্ষতি হবে। আমাদের উত্তম দান দেওয়া কর্তব্য।'

এরূপ বলে তাঁরা উভয়ে জনৈক বিত্তবান ব্যক্তির গৃহে আট কার্ষাপণের (টাকা) বিনিময়ে একটি গর্ভবতী গাভি ক্রয় করলেন। সৌভাগ্যক্রমে গাভি সেদিনই একটি বাচ্চা প্রসব করল। তিষ্যা পরদিন সকালে দান দেবার সংকল্প করে গাভির দুধ দোহন করলে দুনালি পরিমাণ ঘি প্রাপ্ত হলো (অর্থাৎ তাঁর শ্রদ্ধার প্রভাবে গাভি দুধের পরিবর্তে ঘি দিয়েছিল)। তাদের শ্রদ্ধা বর্ধিত হওয়ায় পরদিন হতে সকালে চার নালি এবং বিকেলবেলায় চার নালি সুগন্ধযুক্ত ঘি দিত। তাঁরা সকালের ঘি দিয়ে ঘি-ভাত প্রস্তুত করে ভিক্ষুসংঘকে দান দিতেন আর বিকেলবেলার ঘি দিয়ে প্রদীপপূজা ও ঔষধের জন্য ভিক্ষুসংঘকে দান করতেন। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। একসময় এক রাজকর্মচারি

তাঁদের ঘি প্রাপ্তির বিষয় অবগত হয়ে তার জন্য ঘি দেবার সংবাদ দিয়ে লোক পাঠাল। লোকটিকে তারা বললেন, 'ভাই, আমরা নিজেরা পর্যন্ত ঘি পরিভোগ করি না। প্রাপ্ত সমস্ত ঘি প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘকে দান দিই এবং প্রদীপপূজা করি।'

উক্ত রাজকর্মচারি লোকটির মুখে এ বিষয় শুনে ক্রুদ্ধ হলো এবং তর্জনগর্জন করে ভয় দেখাল, 'তোমরা রাজার নিকট ঘি প্রাপ্তির বিষয় গোপন রেখে নিজেরা ভোগ করছ। দেখ, রাজাকে বলে তোমাদের ঘি খাওয়াচ্ছি।'

তার কথা শুনে তিষ্যা স্বামীকে বললেন, 'স্বামিন, সৎ ব্যক্তিরা মানুষের ক্ষতি করেন না, অসৎ ব্যক্তিরাই অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই দুষ্ট লোকটি রাজাকে বলে আমাদের দানের অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে; কাজেই তাকে প্রতিদিন অর্ধনালি পরিমাণ ঘি প্রদান করব।' এরূপ বলে প্রতিদিন তাকে অর্ধনালি ঘি দিতে লাগলেন। কিছুদিন পর সে রাজার নিকট গমন করলে তাকে ঘি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। সে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে খেতে বসে ঘি চাইলে স্ত্রী বলল, 'আপনি যাবার পর থেকে আর ঘি দেয়নি।'

এ কথা শুনে সে দণ্ডদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ হলো। দুষ্ট ব্যক্তিরা অনর্থক ক্রুদ্ধ হয়; তাই বলা হয়েছে :

৬. সর্প সাধারণত কারণে রাগ করে, কিন্তু নরাধম ব্যক্তি অকারণে সর্পের মতো রাগ করে থাকে।

অতঃপর উক্ত কর্মচারি রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে গাভি থেকে ঘি প্রাপ্তির বিষয়টি জানাল। রাজা সেই দুষ্ট ব্যক্তির কথায় শুধু একজনের গাভি আনয়নের নির্দেশ দেওয়া অযৌক্তিক হবে চিন্তা করে নির্দেশ করলেন, 'ঐ ব্যক্তির গাভিসহ একশটি গাভি আনয়ন কর।' কর্মচারিরা গ্রাম ও জনপদ থেকে উক্ত গাভিটিসহ একশটি গাভি রাজার নিকট এনে দিল। গাভির মালিক তিষ্যা স্বামীসহ রাজার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজা তাঁর স্ত্রীকে সর্বালংকারে সজ্জিত করে ঘি দোহন করতে বললেন। রানি দোহন করতে লাগলেন, কিন্তু একবিন্দু ঘিও বের হলো না। অনন্তর রাজা গাভির মালিক তিষ্যাকে গাভি দোহন করার নির্দেশ দিলেন। তিষ্যা বললেন, 'কয়েকদিন যাবৎ গাভি দোহন করা হয়নি, কয়েকটি বড়ো পাত্র আনয়ন কর।' এরূপ বলে কয়েকটি পাত্র আনালেন। তারপর শ্রদ্ধাসহকারে গাভির স্তন স্পর্শ করামাত্র প্রচুর পরিমাণ ঘি স্তন হতে বের হতে লাগল। রাজা এত বিপুল পরিমাণ ঘি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ঘি দিয়ে কী কর?' তিষ্যা গাভি ক্রয় এবং গাভি থেকে প্রাপ্ত ঘি ভিক্ষুসংঘকে দান করার বিষয় রাজাকে বললেন। রাজা তিষ্যা ও তাঁর স্বামীকে রাজকাজে নিয়োজিত করলেন। তখন থেকে তাঁরা সেই জনপদে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা আজীবন কুশলকর্ম সম্পাদন করে যথাসময়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৭. এভাবে দেখা যায়, দরিদ্র এবং অল্প সম্পদের অধিকারী হলেও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে মানুষদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি লাভ হয়। অতএব, ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও।

৬.৬ আর্যগাল তিষ্যের উপাখ্যান

অতীতকালে রোহণ জনপদের একটি গ্রামের কোনো কুলগৃহে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি প্রতিদিন নিয়মিত বোধি-অঙ্গনে উপস্থিত হয়ে বোধিবৃক্ষ এবং ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করতেন। তিনি সুগন্ধি জল দিয়ে বোধিবৃক্ষমূল ধৌত করতেন, নানাপ্রকার পুষ্পাদি দিয়ে পূজা করতেন এবং ভক্তিসহকারে উপাসনা করতেন। এভাবে নিয়মিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে যথাসময়ে কালগত হয়ে রোহণ মহাজনপদের কল্যাণকামী মহাধনদেব নামে জনৈক ধনীর স্ত্রীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। যথাকালে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর নাম রাখা হয় তিষ্য। তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সকালেও কোনো উৎসবে সুন্দর ব্যবহারের জন্য তিষ্য নামে অভিহিত হন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর উপসম্পন্ন জীবন অতিবাহিত হবার পরও তিনি শাসন প্রতিপত্তি (Practice of Buddhism) পরিপূরণে অসমর্থ হয়ে শাসন ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হলেন। তাই বলা হয়েছে :

১. কুলপুত্রগণকে শ্রদ্ধাসহকারে শাসনে প্রব্রজিত হয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল প্রতিপালন করা উচিত।

২. চক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে রূপ-শব্দাদি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সর্বদা পরিত্যাগ ও সংবরণ করা উচিত।

৩. অসৎপথ ত্যাগ করে সৎপথে জীবনযাপন করা এবং সুচরিত শীলকে স্বীয় জীবনের ন্যায় রক্ষা করা উচিত।

৪. সব সময় চারি প্রত্যয়ে নিজেকে নিয়োজিত রেখে স্বস্তিদায়ক শীলসমূহ সর্বদা প্রতিপালন করা উচিত।

৫. যিনি চতুর্বিধ শীল সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করেন তিনি মৃত্যুর পর অবশ্যই স্বর্গারোহণ করে বিপুল সম্পত্তি উপভোগ করেন।

৬. যে রাগ-দ্বেষ-মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন, শীল পালনে বিরত, সে মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৭. মোহগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকেও তুষ্ট করতে পারে না, অপরকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে মূর্খসদৃশ এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত।

৮. এ জাতীয় ভিক্ষু অভীষ্ট অর্জনে (অর্হত্ত্ব লাভ) অসমর্থ, তাদের বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হয়ে শাসনকে কলঙ্কিত করা অনুচিত।

এরূপ চিন্তা করে তিনি শয্যাত্যাগ করে চীবরাদি প্রক্ষালন করলেন এবং একত্র করে রেখে দিলেন। তাঁর পরার কাপড় না পেয়ে উলঙ্গ হয়ে গঙ্গা নদীতে নেমে একটি কাষ্ঠখণ্ডকে অবলম্বন করে চিৎ হয়ে গঙ্গার নিম্নদিকে জলস্রোতে ভেসে যেতে লাগলেন। সে সময়ে দুজন কুমারী মেয়ে গঙ্গার জলে স্নান করছিল। নদীস্রোতে ভেসে আসা সেই কাষ্ঠখণ্ডটি দূর থেকে দেখে একজন বলল, 'এই কাষ্ঠখণ্ড আমার'। অপরজনও বলল, 'এটা আমার।' তারা উভয়ে কাষ্ঠখণ্ডের নিকটে গিয়ে কাষ্ঠখণ্ডসহ তিষ্যকে দেখতে পেল। তখন একজন বলল, 'ইনি আমার।' সে তাকে উলঙ্গ দেখে কাপড় আনার জন্য বাড়ি গেল। অপরজন স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে অর্ধেক তাঁকে পরতে দিল এবং সে-সহ বাড়ি গিয়ে সমস্ত বিষয় মাতাপিতাকে অবহিত করল। মেয়েটির মাতাপিতা তাঁর কুলবংশ ইত্যাদি জেনে তাদের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। সেই মেয়েটির নাম ছিল সুমনা। গঙ্গার জলে ভেসে এসেছিলেন বলে গ্রামবাসী তাঁকে 'গঙ্গাতিষ্য' নামে ডাকত। গঙ্গাতিষ্য সুমনার সঙ্গে বাস করার সময় কোনো কাজকর্ম করতেন না। তিনি অকর্মণ্য ছিলেন বিধায় তাঁকে অকর্মণ্য তিষ্য নামেও ডাকা হতো। সুমনার অপর ভাইগণ গঙ্গাতিষ্যের অলসভাব দেখে রুষ্ট হলো। একদিন তিষ্য ঘরের বাইরে গেলে সুমনাকে ডেকে তার মাতাপিতা বললেন :

৯. তোমার স্বামীকে এখানে আমাদের বাড়িতে স্থান দিয়েছি এবং তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি; কৃষি বা বাণিজ্য কোনো কাজ না করে কেন অলস ও নিষ্কর্মা হয়ে আছে?

১০. স্ত্রী-পুত্র এবং জ্ঞাতিগণের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ইচ্ছা করলে সর্বদা নিরলসভাবে কাজকর্মে রত হতে হয়।

১১. পরিশ্রমী ব্যক্তির জায়গাজমি, গো-মহিষ ও ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়, পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসী কর্তৃক পূজিত হয়।

১২. শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে কায়িক কষ্ট সহ্য করে, কালাকাল বিচার করে বীর্যবান ও কর্মঠ হওয়া উচিত।

১৩. তাই বাণিজ্য ও শিল্পাদি কর্ম করে সর্বদা স্বীয় কর্তব্যে রত থাকা সকলের উচিত।

এরূপ বলে সুমনাকে একপাত্র চাল ও রান্নার জন্য একটি পাত্র দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তোমরা আমাদের ঘর থেকে বাইরে পৃথকভাবে বাস কর ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।' তাই বলা হয়েছে :

১৪. দরিদ্রকে মাতাপিতা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্র কেউ পছন্দ করে না, এটা

হচ্ছে লোকধর্ম।

১৫. অকুলীন হলেও সে যদি ভোগী ও ধনবান হয়, তাহলে সে সর্বত্র সম্মানিত হয়, এটাই লোকধর্ম।

সুমনা তা নিয়ে পাশের এক দরিদ্র গৃহে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে কেঁদে কেঁদে বসে রইল। তখন নিষ্কর্মা তিষ্য স্বীয় গন্তব্যস্থান হতে প্রত্যাবর্তন করে রোরুদ্যমান স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রে, কীজন্য ক্রন্দন করছ?' সে তার মাতাপিতা যা বলেছে তা ব্যক্ত করে নিজেদের পৃথক করে দেওয়ার কথা বললে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কী দিয়ে পৃথক করেছে?' সে বলল, 'একপাত্র চাল এবং রান্না করার জন্য একটি পাত্র দিয়েছে।' তা শুনে তিনি বললেন, 'ভদ্রে, তুমি চিন্তা করো না। আমরা যে-কোনো উপায়ে জীবিকানির্বাহ করব। ভদ্রে, আমরা পৃথক হওয়ার পর ভিক্ষুসংঘকে কিছু দান না করে আহার করব না।' এরূপ বলে নিজে মহাবিহারে গিয়ে একটি শলাকা (a ticket consisting of slips of wood used in voting and distributing food) নিয়ে এসে স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, 'ভদ্রে, আমি না আসা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করে হলেও যে-কোনো উপায়ে অপ্রমত্তভাবে আর্যদের (ভিক্ষুসংঘ) দান দেবে।' এরূপ বলে তিনি স্বয়ং অপরের নিকট কাজ করার জন্য চলে গেলেন। সেই সময় তাঁর পিতা মহাধনদেবের বন্ধু চন্দ্র-সূর্য নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি পাঁচ করীস (a square measure of land) নিয়ে শষ্যের চাষ করতেন। নিষ্কর্মা তিষ্য ভৃত্যকর্ম করার জন্য সেই ধনবান ব্যক্তির গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। তাঁকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কীজন্য এসেছ?' 'চাকরির খোঁজে এসেছি' বললে তিনি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'বৎস, তুমি তো কখনো স্বহস্তে কাজ করনি, তুমি কি ফসল কাটতে সক্ষম হবে? তোমার (কর্মক্ষমতা) সম্পর্কে আমি জানি না।' এরূপ বলে তাঁকে কাজে নিয়োগ করলেন না। অনন্তর তিষ্য বললেন, 'তাহলে আমার কর্মদক্ষতা দেখুন।' এরূপ বলে কাস্তে নিয়ে খেতে গিয়ে সেই পাঁচশ পরিমাণ করীসের শষ্য কেটে ফেললেন। তা দেখে উক্ত ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং খুশি হয়ে তাঁকে স্বীয় শষ্যের অংশ এবং দাস-দাসী ইত্যাদি প্রদান করলেন। তিষ্য সেই সমস্ত শষ্যরাশি স্তূপীকৃত করে মর্দন করলেন, খড় পৃথক করে বৃহৎ ধানের স্তূপ করলেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁর পরাক্রম দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সেই জমিতে উৎপন্ন সমস্ত শষ্য তাঁকে প্রদান করলেন। তখন থেকে তিষ্য আটজনের পরিমিত খাদ্য ভিক্ষুসংঘকে দান দিতেন। তিনি তখন লবণাক্ত জলও দান করতেন। তাই ভিক্ষুগণ তাঁকে উদকলোণ তিষ্য নামে ডাকতেন। সেই ভিক্ষুদের মধ্যে বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত জনৈক ভিক্ষু অধিক পরিমাণ ভাত নিয়ে কুকুরের খাদ্যপাত্রে

দিয়ে দিতেন, উদকলোণ তিষ্য ভিক্ষুর এরূপ কার্য দেখে তখন থেকে ষোলোটি ক্ষীরান্ন (দুধ ভাত) পাত্র দান দিতেন। তাই তাঁকে ক্ষীরভত্ত তিষ্য নামকরণ করা হয়। তখন বহুদিন যাবৎ ক্ষীরান্ন খেয়ে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অরুচি উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মন ক্ষীরান্নে প্রমোদিত হচ্ছিল না। ক্ষীরভত্ত তিষ্য এ বিষয় অবগত হয়ে একশ গাভি নিয়ে স্বীয় শ্রদ্ধা প্রয়োগ করে স্তনের দিকে অগ্রসর হলেন। স্তন হতে সুগন্ধি ঘি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল। তিনি তখন হতে ষোলোজন ভিক্ষুকে ঘি-ভাত দান করতেন। তখন তাঁর নাম হলো কল্যাণভত্ত তিষ্য। এভাবে কল্যাণতিষ্য আনুপূর্বিক দান বৃদ্ধি করে পাঁচশ ভিক্ষুকে নিয়মিত দান দিতেন। কিছুদিন পর তিনি চিন্তা করলেন, ভিক্ষুসংঘকে ইতিপূর্বে কখনো কন্দমূল (ওল) দান করিনি। এরূপ চিন্তা করে তিনি বহু লোক নিয়ে কুম্বুল পর্বতে আরোহণ করে কন্দমূল আহরণ করার সময় ষাটটি নিধিকুম্ভ দেখতে পান এবং সেগুলো নিজগৃহে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে তিনি অধিকতর দান দিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় অনুরাধপুর হতে পাঁচশ ভিক্ষু বিভিন্ন স্থানে বোধিবৃক্ষ বন্দনা করে ক্রমান্বয়ে মহাগ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। কল্যাণতিষ্য তাঁদেরকে শ্রদ্ধাচিত্তে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিলেন এবং আহারান্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর্যগণ, আপনারা কোথা হতে আগমন করেছেন?' তাঁরা বললেন, 'উপাসক, আমরা অনুরাধপুর হতে এসেছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কোন কোন স্থানে বহু ভিক্ষু বসবাস করেন?' ভিক্ষুগণ বললেন, 'এখন লঙ্কাদ্বীপে চেতিয়ম্ব বিহারে, অনুরাধপুরে এবং নাগদ্বীপে এ তিন জায়গায় শত শত ভিক্ষু বাস করেন।' তিনি শুনে খুশি হয়ে 'সেখানে গিয়ে আমার দান দেওয়া সমীচীন' চিন্তা করে প্রথমে চেতিয়ম্ব বিহারে গিয়ে ভিক্ষুদের দান দিলেন। সেখান হতে অনুরাধপুরে উপগত হয়ে পঞ্চ মহাবাসে বহু সহস্র ভিক্ষুকে দান দিয়েছিলেন এবং রাজাকেও উপহার প্রদান করে তাঁর সাহায্যে নাগদ্বীপে গিয়ে ভিক্ষুদের মহাদান দিয়েছিলেন। সেখান থেকে এসে আর্যগালতির্থে বসবাস করতে লাগলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, 'ভদ্রে, ভিক্ষুসংঘকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরবচ্ছিন্নভাবে দান করবে। আমি গঙ্গার অপর তীরে গিয়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করব।' এরূপ বলে তিনি নৌকাযোগে অপর পারে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। আর্যগালতির্থে অবস্থান করছিলেন বলে তাঁর নাম আর্যগাল তিষ্য। তিনি এভাবে পুণ্যকর্মাদি করে অবস্থান করার সময় দেবরাজ শক্র তাঁর শ্রদ্ধাবল পরীক্ষা করার জন্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে একটি নৌকায় বসে রইলেন। আর্যগাল তিষ্য নৌকা বেয়ে তাঁকে পরপারে নিয়ে গেলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বললেন, 'ওহে আমি ভুলে যষ্টি ফেলে এসেছি।' তিনি পুনরায় নৌকা বেয়ে গিয়ে তা আনলেন। পুনশ্চ 'পাদ ব্যঞ্জনের তৈলপাত্র ভুলে

ফেলে এসেছি' বললে পুনরায় গিয়ে তা আনয়ন করলেন। এভাবে তিনি যা যা বললেন তা-ই পুনরায় আনয়ন করলেন এবং এতে তাঁর মন রুষ্ট হয়নি। দেবরাজ এভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে তাঁর নিশ্চল শ্রদ্ধাবল জানতে পেরে সন্তুষ্ট হলেন এবং ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করে আকাশে শক্রবেশ ধারণ করে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সরোবরে বহু স্বয়ংজাত শালিধান আনয়ন করে সপ্তরত্নসহ আর্যগাল তিষ্যের গৃহ পূর্ণ করে অপ্রমাদের সাথে বাস করার জন্য উপদেশ দিয়ে দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন। তখন হতে আর্যগাল তিষ্য হিরণ্য-সুবর্ণময় গৃহে অবস্থান করত বহুবিধ দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। অনন্তর পরবর্তী সময়ে প্রিয়ঙ্গু দ্বীপবাসী ভিক্ষুসংঘ একসময় সমবেত হয়ে এরূপ আলোচনা করছিলেন : এখন এ দশ সহস্র যোজন জম্বুদ্বীপে কোন ব্যক্তি অধিকতর শ্রদ্ধাবান। সেই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সতিসম্বোধি স্থবির বললেন, 'সিংহলবাসীই শ্রদ্ধাসম্পন্ন।' মহাবুদ্ধরক্ষিত স্থবির বললেন, 'যোনক রাজ্যবাসী রাজপুত্র অধিকতর শ্রদ্ধাবান।' তা শুনে স্থবিরদের সেই রাজ্যে প্রেরণ করা হলো। বুদ্ধরক্ষিত স্থবির যথাসময়ে যোনকরাজ্যে উপস্থিত হলেন। সতিসম্বোধি স্থবিরও লঙ্কার আর্যগাল তিষ্যের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। সে সময়ে আর্যগাল তিষ্যের স্ত্রী সুমনা দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুকে দশবার দান দিয়ে স্বীয় দান পর্যবেক্ষণ করে ক্ষুদ্রমঞ্চতে উপবিষ্ট ছিলেন।

১৬–১৮. আমা কর্তৃক আজ চীবরাদি দান দেওয়া হয়েছে, যা অসীম সুখ প্রদান করে। সুমধুর অন্নপানীয়, খাদ্যভোজ্য, তাম্বূল, উত্তম আবাস, উত্তম ভৈষজ্য (ঔষধ) ইত্যাদি প্রদান করেছি। আগামীকাল এর চাইতে অধিক উত্তম সামগ্রী ভিক্ষুসংঘকে দান করব।

এভাবে উপবিষ্টাবস্থায় তিনি স্থবিরকে দেখে সময় পর্যবেক্ষণ করে ভাবলেন, 'এখন ভাত রান্না করে দান দেওয়া সম্ভব হবে না।' তিনি অতি দ্রুত কড়াই (পাত্র) উনুনে দিয়ে সুগন্ধি ঘি ঢেলে দিয়ে পাত্রে সিদ্ধ চালের গুঁড়া মিশ্রিত করে ঘি-সহ ভাজা করে তথায় চতুর্মধু দিয়ে দিব্য খাদ্যের দ্বারা পাত্রপূর্ণ করে পাত্রসহ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হলেন। স্থবির তাঁর প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য বললেন, 'বোন, পাত্র আকাশে নিক্ষেপ করুন।' তিনি ভয়ে নিক্ষেপ করতে চাইলেন না। স্থবির বললেন, 'আপনার শ্রদ্ধাগুণ স্মরণ করে নিক্ষেপ করুন।' সুমনাদেবীও তাঁর শ্রদ্ধাগুণ স্মরণ করে পাত্রটি আকাশে নিক্ষেপ করলেন। পাত্র আপনা-আপনি স্থবিরের হাতে এসে পড়ল। তিনি পাত্রটি নিয়ে অধিষ্ঠান করলেন—'এই খাদ্যভোজ্য আহার করার সময় যেন ভিক্ষুগণ এসে দেখতে পায়।' সুমনাদেবীসহ বিহারে উপনীত হয়ে বিহারস্থ ভিক্ষুদের পাত্রে আহার্য দিলেন। বুদ্ধরক্ষিত স্থবির বিহারে এসে ভিক্ষুগণকে আহারে রত দেখে অত্যন্ত

খুশি হলেন। সুমনাদেবীও ভিক্ষুগণের আহার্য গ্রহণের দৃশ্য দেখে সাধুবাদ দিলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীকে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলেন। স্বামীও এ ঘটনা শুনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। এভাবে বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তিষ্য যথাসময়ে আয়ুশেষে মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়েও মৃত্যুভয়ে ভীত হননি। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এখানে মৃত্যুবরণ করে ইচ্ছানুযায়ী স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই বলা হয়েছে :

১৯. মৃত্যু সকলের নিকট ভীতিকর। কিন্তু কৃতপুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করেন না। নির্ভয়ে মৃত্যুশয্যায় অবস্থান করেন।

২০. মৃত্যুর সময় তাঁর মনশ্চক্ষে পূর্বকৃত কুশলকর্মসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

২১. তাঁর মরণাসন্ন চিত্তে আনন্দময় শুভ নিমিত্তসমূহ ভেসে ওঠে, তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে সুশোভিত বিমান, স্বর্গ ইত্যাদি দর্শন করেন।

২২. শত শত বিমানের শতসহস্র অপ্সরাগণ তাঁকে অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তিকে তাদের স্ব স্ব বিমানে আবির্ভূত হবার জন্য আহ্বান করেন।

২৩. তখন তিনি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করার ন্যায় সংসারত্যাগ করে (দেহত্যাগ করে) বিমানে প্রবেশ করেন।

২৪. তিষ্য পুণ্যকর্মের প্রভাবে মৃত্যুর পর এরূপ ভয়হীন এবং আনন্দময় অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন।

২৫. পণ্ডিতগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে স্বর্গলাভ করেন। পুণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যুই সার্থক।

তিষ্যের মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছয় দেবলোক হতে দেবগণ ছয়টি রথ (বিমান) এনে নিজ নিজ দেবলোকের গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি দেবগণকে বললেন, সদ্ধর্ম শ্রবণ করা পর্যন্ত তুষিত স্বর্গ হতে আগত রথটি অপেক্ষা কর, অন্যরা প্রত্যাবর্তন কর।

তাঁর কথা শুনে স্ত্রী সুমনাদেবী বললেন, 'স্বামিন, আপনি এত বিপুল পরিমাণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার পরও মৃত্যুকালে কেন প্রলাপ বকছেন?'

তিষ্য বললেন, 'ভদ্রে, আমি প্রলাপ বকছি না। ছয়টি দেবলোক হতে ছয়জন দেবপুত্র ছয়টি দেববিমান অপ্সরাসহ প্রত্যেকে আমাকে আহ্বান করছে। আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম।'

সুমনাদেবী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কোথায় দেববিমান? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।'

তিষ্য তখন একটি পুষ্পমালা আনতে বললেন। মালা আনলে রথের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। মালাটি রথের শীর্ষে ঝুলতে লাগল। এরূপ অবস্থা

দেখে সুমনাদেবী শয়নকক্ষে প্রবেশ করে নাসিকাবায়ু বন্ধ করে দেহত্যাগ করলেন। দেহত্যাগের পর তিনি উক্ত বিমানে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীর পূর্বে স্বর্গারোহণ করে সুমনাদেবী স্বামীকে লক্ষ্য করে এরূপ বললেন :

২৬-২৭. দুঃখময় মনুষ্যলোকে জীবনকে দীর্ঘ করার প্রয়োজন কি? এই অশুচি, পূঁতিগন্ধময় ক্ষণভঙ্গুর কললের ন্যায় দেহ ত্যাগ করে দেবগণের শ্রেষ্ঠ এই দেবলোকে আগমন করুন; সকল বন্ধন বা মায়া-মমতা ত্যাগ করে এই স্বর্গে আগমন করুন।

সুমনার কথা শুনে তিষ্যও দেহত্যাগ করে সেই বিমানে উৎপন্ন হলেন। তাঁরা উভয়ে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে পৃথিবীর জনসাধারণের দৃশ্যমান হয়ে বহু দেবপরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে তুষিত স্বর্গে গমন করলেন।

২৮-২৯. মনুষ্যসুখ বা নির্বাণসুখ লাভের জন্য পূতপবিত্র শীলসম্পন্ন বুদ্ধপুত্র অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘকে দান কর; এ দানের ফলে সুর-নর ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা সম্ভব।

৬.৭ গ্রাম্য বালিকার উপাখ্যান

লঙ্কাদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে ব্রহ্মলোক নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের মানুষেরা বিশাল একটি শষ্যক্ষেত কর্ষণ করে ডালের চাষ করেছিল। সেই ডাল পাকলে সংগ্রহ করার জন্য লোকজন মাঠে গিয়েছিল। কোনো পরিবারের সদস্যগণও বাড়িতে একজন বালিকাকে রেখে তারা ডাল সংগ্রহে গিয়েছিল। তখন একজন তৃষ্ণার্থ ভিক্ষু তার কাছে এসে পানীয় জল চাইলেন। পিপাসায় কাতর ভিক্ষুকে দেখে উক্ত বালিকার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলো এবং গৃহে রক্ষিত সমস্ত পানীয় জল ভিক্ষুকে দান করে দিল। ভিক্ষু পানীয় গ্রহণ করে যাবার সময় বালিকা স্থবিরের প্রতি করজোড়ে নতশিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা ডাল সংগ্রহ শেষে সন্ধ্যায় গৃহে আসলে বালিকার নিকট পানীয় জল চাইল। বালিকা বলল, 'স্বামিন, আমি একজন তৃষ্ণার্থ ভিক্ষুকে পানীয় জল দান করে দিয়েছি।' তার কথা শুনে তারা বলল, 'আমরা তৃষ্ণার্থ হলে পান করার জন্য যে জল রেখেছি আমাদের না জানিয়ে এই বালিকা তা দান করে দিয়েছে। সে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা করেছে; অথচ আমরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে বাতাতপে শুষ্ক হয়ে তৃষ্ণার্থ হয়েছি।' বালিকাটিকে বলল, 'শীঘ্রই আমাদের জন্য পানীয় জল আনো।' এরূপ বলে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। সেই বালিকা তাদের মন্দবাক্যে রুষ্ট না হয়ে দানের বিষয় স্মরণ করে জল আনয়নের জন্য কলসি নিয়ে বের হলো। বাইরে মাঠের প্রতি তাকিয়ে তার দানের বিষয় ও শ্রদ্ধাবল স্মরণ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মহাপৃথিবী ভেদ করে মণিবর্ণ বিপুল পরিমাণ

জলরাশি উত্থিত হয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠ প্লাবিত হতে লাগল। অহো! শ্রদ্ধাসহকারে দানের ফল কত মহৎ। সেই বালিকা ভিক্ষুকে অল্পমাত্র পানীয় দান করে অক্ষয় ও বিপুল পরিমাণ পানীয় লাভ করেছিল। তাই বলা হয়েছে :

১. দানের প্রধান মূল হচ্ছে শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধাসম্পদই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধাসহকারে অল্পপরিমাণ দান দিলেও তার ফল হয় অপ্রমেয়।

২. দানই হচ্ছে স্বর্গের নিদান এবং অনুগামী নিধি। দানের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী জয় করা যায়, দান মহৌষধসদৃশ।

৩. দান হচ্ছে বিপৎকালীন বন্ধু, দান উত্তম মণিসদৃশ সকলের কাম্য হওয়া উচিত, দান মঙ্গলঘটসদৃশ এবং দানই শ্রেষ্ঠ।

৪. সেই বালিকা শ্রদ্ধাসহকারে অল্পমাত্র পানীয় জল দান দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অক্ষয় শীতল জল পেয়েছিল।

৫. অতএব শ্রদ্ধাকে আদিতে (দান দেওয়ার পূর্বে), মধ্যে (দান দেওয়ার সময়) এবং অন্তে (দান দেওয়ার পর) বলবৎ রেখে উত্তম-মধ্যম-অধমকে দান দেওয়া উচিত।

অনন্তর সেই বালিকা মাটির অভ্যন্তর থেকে জল উঠছে দেখে অতি আনন্দবোধ করল; সেই জলে স্নান করল এবং পানীয় জল নিয়ে তৃষ্ণার্থ সবাইকে দান করল। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা মানুষেরা আর কোথাও কখনো দেখেনি।

বালিকাটি বার বার সেখানে গিয়ে স্নান করতে ও জলপান করতে লাগল। আর কলসি নিয়ে জনসাধারণকে পানীয় জল দান করতে লাগল। জনগণ এত বিশুদ্ধ জল দেখে তার কাছে জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি এত পানীয় জল কোথায় লাভ করেছ? আমাদের দেখাও।' বালিকা তাদের কথায় শ্রদ্ধাসহকারে অধিষ্ঠান করল, 'যদি এই জল আমার পুণ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে এখানকার সকল মানুষসহ পশুপাখিদের পরিভোগের জন্য পরিমিত জল উত্থিত হোক।' এরূপ সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এলাকা বিশাল প্রবহমান জলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। জনগণ এরূপ বিপুল জলরাশি দেখে বিস্ময়াভিভূত হলো। তারা ভাবল, দানের কী অপরিসীম মহিমা! শীলবানের পক্ষেই এটা লাভ করা সম্ভব। এভাবে জনগণ বালিকার প্রশংসা করে স্নানান্তে পানীয় জল নিয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে আসল। পরবর্তীকালে পানীয় জলের সহজলভ্যতার কারণে সেই স্থানটিতে গ্রাম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটা মাসপৃষ্ঠ গ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে। সেই গ্রামে একটি বিহারও নির্মিত হয়েছিল। উক্ত বালিকা যথায়ুষ্কাল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। সেখানে তার নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত উদ্যান মনোরম পঞ্চবর্ণ পদ্ম এবং মিষ্টি জলে পরিপূর্ণ অপূর্ব

সুন্দর জলাশয়, বহু অপ্সরা বাদ্য-বাজনার সমন্বয়ে নাচ-গানে রত, দেবদেবী পরিবৃত দ্বাদশ যোজন পরিমাণ বিমান উৎপন্ন হয়েছিল। সে যেখানে যেত উক্ত বিভবগুলো সেখানে যেত; দুই দেবলোকের দেবগণ ব্যবহার করার পরও অক্ষয় থাকত।

৬. সৎ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসহকারে দান দিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। কাজেই সকলের সৎপাত্রে দান দেওয়া উচিত।

৬.৮ কপনধর্মার উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে মহারাজ লজ্জিত তিষ্যের রাজত্বকালে রোহণ জনপদের গিরিতিম্বিল তিষ্য পর্বত মহাবিহারের ভিক্ষুগণ সীব নামক গ্রামে ভিক্ষাচরণ করতেন। সেই গ্রামে কপনধর্মা নামে এক দুঃস্থ মহিলা পরের গৃহে কাঠ, পত্র, জল ইত্যাদি আহরণ করে; খড় শুকিয়ে, ধান ভাঙিয়ে অতি কষ্টে জীবিকানির্বাহ করত। সে এভাবে পরগৃহে কাজ করে একটি কাপড় পেয়েছিল। কাপড় পেয়ে ভাবল; তাই বলা হয়েছে :

১. মানুষেরা সর্বদা রাগে দগ্ধ, দ্বেষে পীড়িত এবং মোহদ্বারা আবিষ্ট হয়ে সংসারে পরিভ্রমণ করে।

২. পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয়ই কোনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিনি, পূর্বজন্মের অকুশল কর্মের কারণে আমি এ জন্মে দরিদ্র হয়ে জন্ম নিয়েছি।

৩. তাই পরের গৃহে ভৃত্যকর্ম করে আমাকে জীবিকার্জন করতে হচ্ছে। পৃথিবীতে আমার সুখ বলতে কিছু নেই। তাঁর বহু গুণসম্পন্ন পুত্রগণ অর্থাৎ ভিক্ষুগণ সর্বত্র পরিভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করছেন।

৪. আমি এ রকম সুযোগ লাভ করেছি; এটা ক্ষণিকের জন্য, সারাজীবন লাভ করা যাবে না। আমি সংসারচক্রে আবর্তিত; কখন মুক্তি লাভ করব!

৫. আমি পরিশ্রম করে একটি কাপড় লাভ করেছি। এটা দান করে আমি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করব।

৬. এরূপ চিন্তা করে ধর্মা অতি শ্রদ্ধাসহকারে সংঘের উদ্দেশে কাপড়টি দান করল; যা ভবিষ্যতে মহাফল দেবে।

তখন গিরিতিম্বিল তিষ্য বিহারে পাঁচশ ভিক্ষু অবস্থান করতেন। তাঁরা সকলে সীব গ্রামে ভিক্ষাচরণে গিয়েছিলেন। ধর্মা কাপড়টি নিয়ে আসনশালায় (যেখানে ভিক্ষুগণ আহার কিংবা বিশ্রাম করেন) উপস্থিত হয়ে জনৈক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাচিত্তে প্রদান করে বলল, 'প্রভু, অতি কষ্টে সংগৃহীত এই কাপড়টি বিহারে গিয়ে কোনো বর্ষাবাসকারী ভিক্ষুকে প্রদান করবেন এবং বলবেন যে, অতিকষ্টে

প্রাপ্ত এই কাপড়টি ভিক্ষুকে দান দিচ্ছি।' উক্ত ভিক্ষুও সেই কাপড়টি বিহারের ভিক্ষুসংঘকে দান করে উক্ত মহিলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এবং বললেন, 'যিনি এ বস্ত্রটি ব্যবহার করতে সক্ষম তাকে প্রদান করুন।' তাঁর কথা শুনে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে একজন বললেন, 'ভন্তে, আমাকে তিন মাসের জন্য এটা প্রদান করুন; আমি পরিধান করব।' অপর একজন ভিক্ষু বললেন, 'আমাকে এক মাসের জন্য প্রদান করুন।' অন্য একজন এক পক্ষের জন্য; আর একজন দশ দিনের জন্য, পাঁচ দিনের জন্য, এভাবে সময় সংক্ষিপ্ত করে অপর একজন ভিক্ষু বললেন, 'ভন্তে, আমাকে একদিনের জন্য এটা প্রদান করুন; আমি পরিধান করব।' কাপড়টি সেই ভিক্ষুকে প্রদান করা হলো। তিনি কাপড়টি নিয়ে কপ্পবিন্দু দিয়ে চীবরে পরিণত করলেন; পরিধান করে চঙ্ক্রমণ করার সময় সপ্তপদ গমনকালে সমস্ত ক্লেশরূপ শত্রুকে ধ্বংস করে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হলেন। দ্বিতীয় দিন চীবরটি ধৌত করে সংঘকে প্রদান করলে অপর একজন ভিক্ষু পূর্বানুরূপ অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। এভাবে সেই চীবর নিয়ে বর্ষাবাসের মধ্যে বিহারের সকল ভিক্ষু অর্হত্ত্বফল লাভ করেছিলেন।

অনন্তর মহাপ্রবারণা দিবসে মহারাজ লজ্জিত তিষ্য কর্মচারি নিয়োগ করে নানাপ্রকার রং-বেরঙের কাপড় দিয়ে বিতান-তোরণ সজ্জিত, ধ্বজা উত্তোলন এবং বিহার অলংকৃত করাচ্ছিলেন। বিহার অলংকৃত করার সময় ভিক্ষুগণ সেই চীবরটি নিয়ে বললেন, 'এই চীবরটি বহু ভিক্ষুর ক্লেশধ্বংসের প্রত্যয়।' এরূপ বলে উদ্যানের পাশে ধ্বজা করে উত্তোলন করলেন। রাজা বিহারে এসে উক্ত জীর্ণ চীবরধ্বজা উত্তোলিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিহার-অঙ্গন সজ্জিত করার জন্য আমি বহুপ্রকার রং-বেরঙের কাপড় প্রেরণ করেছি; কিন্তু কেন এই জীর্ণ চীবর দিয়ে ধ্বজা উত্তোলন করেছ?' কর্মচারিগণ বলল, 'এটা খুবই উপকারী ও মূল্যবান।'

রাজা জিজ্ঞেস করলেন 'কী রকম উপকারী?'

'দেব, আমরা জানি না আর্যগণ (ভিক্ষুগণ) জানেন।'

রাজা ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করে বললেন, 'ভন্তে, এই উত্তোলিত চীবরটি নাকি খুবই উপকারী; তা কী রকম বলুন।'

ভিক্ষুগণ বললেন, 'মহারাজ, এই চীবরের দ্বারা এই বর্ষায় পাঁচশ জন ভিক্ষু অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হয়েছেন।' ভিক্ষুগণ সেই উপকারী চীবরের গুণ প্রকাশ করার জন্য এরূপ বললেন :

৮. এই অর্হৎ-ধ্বজাকে (চীবর) জীর্ণ বলে মক্ষিকাদি মলমূত্র ত্যাগ করার মতো যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া অনুচিত।

৯. কারণ, এটা যেহেতু অর্হৎ-ধ্বজা, এটাকে বন্দনা ও সম্মান করা সকলের উচিত।

১০. হে রাজন, যে এই অর্হৎ-ধ্বজা উত্তোলন, সম্মান ও পূজা করেন তিনি অর্হৎ-পূজা করেন।

ভিক্ষুগণ এরূপ বলে বহুবিধ দেশনা করলেন। রাজা ধর্মকথা শুনে অত্যন্ত আনন্দবোধ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, এই চীবরটি কে দান করেছে?'

ভিক্ষুগণ বললেন, 'মহারাজ, সীব গ্রামে ধর্মা নাম্নী এক দরিদ্র মহিলা আছে, সেই মহিলা এটা দান করেছে।'

রাজা ধর্মাকে ডেকে আনালেন। তাকে বহু সম্পত্তিসহ সীব গ্রাম দত্তক হিসেবে প্রদান করলেন। তখন থেকে সেই গ্রাম 'ধর্মাসীব' গ্রাম নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। রাজাও তাকে নিজ কন্যা হিসেবে স্থান দিয়ে মহাসম্মান করেছিলেন। সে তখন থেকে শীল পালন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল।

১১. চরম অভাব অনটনের মধ্যেও ধর্মা ভিক্ষুসংঘকে বস্ত্র দান করে প্রচুর ভোগসম্পত্তি লাভ করেছিল।

৬.৯ কিঞ্চি সংঘার উপাখ্যান

সিংহলে মহারাজ কাকবর্ণ তিষ্যের রাজত্বকালে অনুরাধপুরে সংঘ নামে একজন মহামাত্য ছিল। রাজা তাকে রোহণ নামে একটি মহাগ্রাম দত্তক দিয়েছিলেন। সে তার কনিষ্ঠ সহোদর চুলসংঘকে রাজার নিকট নিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি রাজার সেবা কর।' অতঃপর সে মহাগ্রামে বাস করতে লাগল। তার কিঞ্চিসংঘা নামে এক কন্যা ছিল। সে ছিল অপূর্ব সুন্দরী, দেবঅপ্সরা পছন্দনীয়া। তার পিতামাতা তাকে উত্তমরূপে রান্নাবান্নার কাজ শিখিয়েছিল। সে তার প্রথম রন্ধন বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিল এবং তখন হতে প্রতিদিন বিভিন্ন অন্নব্যঞ্জন ভিক্ষুসংঘকে দান করত। সকলে তাকে সংঘসেবিকা নামে অভিহিত করেছিল। তার পিতা সংঘামাত্য জনপদবাসীকে উৎপীড়ন করত এবং তাদের সম্পত্তি লুট করত। মহাগ্রামবাসী অতিষ্ঠ হয়ে রাজার নিকট নালিশ করল। রাজা সংঘার কনিষ্ঠ ভাইকে আহ্বান করে বললেন, 'তোমার ভাই রোহণ জনপদে উৎপীড়ন ও লুটতরাজ করছে; তুমি গিয়ে তাকে বারণ কর।' তার ভাই তার নিকট এরূপ বলে সংবাদ পাঠাল :

১. ভ্রাত, আমি এখন তোমাকে রাজা কর্তৃক কথিত বিষয় বিস্তারিতভাবে অবহিত করছি; রাজার (শাসকের) উচিত দরিদ্র প্রজাদের সেবা করা।

২. কেউ মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পায় না, বহুতলবিশিষ্ট ভবনে বাস করলেও যমের দৃষ্টি এড়ানো যায় না।

৩. প্রাণিগণ কুশল-অকুশল কর্মানুযায়ী স্বর্গ কিংবা নরকগামী হয়। রাজারাও অনুরূপভাবে গতি লাভ করে।

৪. জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তির বিনাশ ঘটে। রাজা প্রজাহিতকর কাজের দ্বারা সূর্যের ন্যায় আলো ছড়াবেন।

৫. পাথর যেভাবে পর্বতের ক্ষয়রোধ করে, চাঁদ যেভাবে পৃথিবীতে স্নিগ্ধ কিরণ ছড়ায়, তেমনই রাজাগণও প্রজাদের রক্ষা করেন।

৬. মৃত্যু যেমন নিষ্ঠুরভাবে সবকিছুকে গ্রাস করে, রাজারাও অনাচারী দুষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন।

৭. কুবের যেভাবে ধনসম্পদ রক্ষা করে, তেমনই যিনি ভূপতি তিনি শত্রুমিত্র সকলকে ধনসম্পদাদি দিয়ে রক্ষা করেন।

৮. পাবক (আগুন) যেভাবে জগতের সবকিছুকে দহন করে, তেমনই রাজাও দুষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

৯. অগ্নি যেভাবে সবকিছু দহন করে, রাজাগ্নিও তেমনই দুষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস করে।

১০. আগুনের কাছে অবস্থান করা সম্ভব; কিন্তু রাজরোষানলে পড়লে তাঁর কাছে অবস্থান করা যায় না।

১১. রাজা দীর্ঘ বাহুসম্পন্ন (অর্থাৎ সমগ্র রাজ্য তাঁর আয়ত্তাধীন); তিনি তাঁর ইচ্ছামতো শাস্তি দিতে পারেন; তাই রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়।

১২. প্রত্যন্তবাসীকে উৎপীড়ন করবে না, গ্রামবাসীকে নিপীড়ন করবে না, অপরের সম্পত্তি জোরপূর্বক হরণ করবে না, কাকেও অযথা শাস্তি দেবে না।

১৩. পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করে সকলের উপকার সাধন করবে, যারা এরূপ সৎকর্ম করেন সেসব রাজাদের যশ-খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

এভাবে সংঘামাত্যের নিকট আরও সংবাদ পাঠাল, অপ্রমত্তভাবে প্রজাসাধারণের সেবা কর।

সংঘামাত্য এরূপ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে ভাবল, 'আমার কনিষ্ঠ রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে সংবাদ প্রেরণ করেছে। রাজা ক্রুদ্ধ হয়েছেন; অতএব, আমাদের পক্ষে আর এখানে বাস করা সম্ভব হবে না।' এরূপ চিন্তা করে সে স্ত্রী, কন্যা ও মূল্যবান ধনসম্পদ নিয়ে পালাতে লাগল। তারা ক্রমান্বয়ে ন্যগ্রোধশালে উপনীত হলো। সংঘামাত্য চিন্তা করল, 'আমরা রাজভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করছি; অনুরাধপুরে উপস্থিত হয়ে মলয়ের কোনো স্থানে বাস করা যাবে।' এ বিষয় স্ত্রীকে জানিয়ে বলল, 'পথিমধ্যে আমাদের যদি কোনো

বিপদের বা ভয়ের উৎপত্তি হয়, তা এই কন্যার কারণেই হবে। যদি তুমি সম্মত হও তাহলে তাকে ত্যাগ করে চলে যাব।'

স্ত্রী বলল, 'তুমি যা ভালো মনে কর তাই কর; আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না।'

অতঃপর সে কন্যাকে বলল, 'মা, আমরা গ্রামে গিয়ে আহার্য জোগাড় করে ফিরে আসব; ততক্ষণ তুমি এখানে অবস্থান কর।' এরূপ বলে কন্যা কিঞ্চিসংঘাকে সেখানে রেখে তার মাতাপিতা উভয়ে পলায়ন করল। অহো, পৃথিবীতে ভীত সত্ত্বগণের প্রেমিকের প্রতি প্রেম এবং স্নেহপ্রতিমের প্রতি স্নেহ পর্যন্ত লোপ পায়। তাই বলা হয়েছে :

১৪. বিপদের সময় কচ্ছপের ন্যায় মানুষও তার সন্তানের প্রতি প্রেম বা স্নেহমমতা ত্যাগ করে।

অনন্তর পথচারীগণ যাতায়াতকালে সেই কুমারীকে দেখে ভাবল, 'কী কারণে এই অনিন্দ্যসুন্দরী এখানে একাকী দাঁড়িয়ে আছে।' তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো আমাদের সঙ্গে।' সংঘতিষ্যা আনুপূর্বিক বিষয় অবহিত করে বলল, 'মাতাপিতার কথা অমান্য করব না।'

সে মাতাপিতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এভাবে এক সপ্তাহ অতীত হয়ে গেল। এতদিন সে অনাহারে ছিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করার সময় সংঘতিষ্যাকে (কিঞ্চিসংঘা) দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখে ভাবলেন, এ গুণবতী কুমারীকে পরীক্ষা করে দেখব। এরূপ ভেবে একজন দিব্য মানুষের বেশ ধারণ করে তার কাছে গেলেন এবং আলাপ প্রসঙ্গে বললেন :

১৫-১৬. তোমার বিশাল নীল কোঁকড়ানো কবরী যেন পঙ্কজ কানন; তোমার নীল বর্ণের বিশাল অক্ষিদ্বয় অনিন্দ্যসুন্দর; তুমি স্বর্গের দেবকন্যার মতো, স্বর্ণলতিকার মতো তোমার দেহসৌষ্ঠব। হে ভদ্রে, তুমি খোলা আকাশের নিচে কেন দাঁড়িয়ে আছ?

১৭. তুমি কার কন্যা? কোথা থেকে তুমি এসেছ? কীজন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছ? তোমার পালনকর্তা (স্বামী) কে?

১৮-১৯. সাধারণত তরুণ তরুণীকে এবং তরুণী তরুণকে কামনা করে; ভদ্রে, এখানে তুমি আর আমি আছি। আমি তোমাকে আজ থেকে স্ত্রী হিসেবে পোষণ করব। আমি তোমার স্বামী হবো; তুমি আমার স্ত্রী হবে। তাঁর কথা শুনে কুমারী বলল :

২০. সৌম্য, আপনি যা বললেন আমি তার কারণ উপলব্ধি করতে পারছি। কেননা, পৃথিবীতে পুরুষরূপ আভরণ ব্যতীত স্ত্রীলোক শোভা পায় না।

২১. যার স্বামী মৃত সে বিধবা নামে কথিত হয়; বিধবাগণ সব সময় দুঃখে দিন অতিবাহিত করে।

২২. আমাকে প্রতিপালন ও অনুশাসন করার জন্য আমার মাতাপিতা রয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'আমরা প্রত্যাগমন না করা পর্যন্ত এখানে অবস্থান কর।'

২৩. যারা মাতাপিতার আদেশ অমান্য করে তারা ইহজীবনেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পরলোকেও দুর্গতি গমন করে।

২৪. হে যুবক, আমার মাতাপিতা যদি সম্মতি প্রদান করেন তাহলে আমাদের বিয়ে হবে, নতুবা হবে না।

দেবরাজ ইন্দ্র তার কথা শুনে বললেন, 'তুমি তো বহু বিষয় সম্পর্কে অবহিত; এই ভাত খাও।' এরূপ বলে তাকে একটি ভাতের পাত্র দিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিঞ্চিসংঘা সেই ভাত নিয়ে সময় দেখে জানতে পারল, গ্রামে তখনও ভাত রান্না হয়নি। সে তখন 'দান দিয়ে খাব' এরূপ চিন্তা করে সময় ঘোষণা করল। পর পর তিনবার সময় ঘোষণার পর চিত্তলপর্বত বিহারে বসবাসকারী একজন অর্হৎ ভিক্ষু আকাশমার্গে এসে তার সামনে আবির্ভূত হলেন। সে স্থবিরকে দেখে আনন্দিত মনে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করল এবং পাত্র নিয়ে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ করে স্থবিরকে প্রদান করে বলল, 'ভন্তে, একটু অপেক্ষা করুন।' সে তাড়াতাড়ি অন্তরালে প্রবেশ করে শাখাভঙ্গ (বড়ো পত্রবিশেষ) পরিধান করে, তার ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার করে ধৌত করে চুম্বটক (ভিক্ষাপাত্র রাখার জন্য কাপড়ের দ্বারা তৈরি নরম গদিবিশেষ) তৈরি করে স্থবিরকে দান করল। স্থবির পাত্রটি চুম্বটকে রেখে সে 'আমাকে দেখুক' এরূপ অধিষ্ঠান করে দৃশ্যমান অবস্থায় আকাশপথে তাঁর বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। এরূপ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে সে অত্যন্ত প্রসন্ন হলো এবং একান্তে উপবেশন করে অবশিষ্ট ভাত আহার করল। আহার শেষে অন্তরালে বসে দানের বিষয় চিন্তা করতে লাগল। সেই সময়ে রাজার স্কন্ধে উপবিষ্ট দেবতা তার দান সাধুবাদের সঙ্গে অনুমোদন করে বললেন :

২৫. হে কুমারী, ধর্মত জীবনযাপনকারী শ্রদ্ধাবতী পৃথিবীতে উত্তম; তুমি উত্তম পাত্রে দান দিয়ে উত্তম কাজ করেছ।

রাজা দেববাক্য শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাকে সাধুবাদ দিচ্ছ?'

দেবতা বললেন, 'মহারাজ, মহাগ্রামে সংঘামাত্যের কন্যা কিঞ্চিসংঘা ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে দান দিয়েছে।' এরূপ বলে সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করলেন। রাজা তাঁর কথা শুনে খুশি হয়ে অমাত্যকে আদেশ দিলেন, 'তুমি শীঘ্র গিয়ে কিঞ্চিসংঘাকে শকটারোহণ করিয়ে, অলংকৃত করে এখানে নিয়ে এসো।'

অমাত্য উক্ত স্থানে গিয়ে কিঞ্চিসংঘাকে অন্তরালে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখে বললেন, 'মা, আমাদের রাজা তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার সঙ্গে চলো।' কিঞ্চিসংঘা ভাবল, আমার মাতাপিতা এক সপ্তাহ পূর্বে গেছেন, এখনো আসছেন না। তাঁরা হয়ত আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন, অথবা মারা গেছেন। এরূপ চিন্তা করে তাঁর সঙ্গে যেতে সম্মত হলো। সে স্নান করার জন্য জলে নামল; শাখাভঙ্গ জলে ফেলে দিয়ে অমাত্যের কাছে পরিধানের জন্য কাপড় চাইল। অমাত্য তাকে রাজা কর্তৃক প্রেরিত কাপড় দিলেন। সে বলল, 'এ কাপড় মোটা, আরও মসৃণ ও সূক্ষ্ম কাপড় আনুন।'

অমাত্য অপর একটি ভালো কাপড় দিলেন। কুমারী বললেন, 'এটাও শাখাভঙ্গ থেকে উন্নততর নয়।'

অমাত্য বললেন, 'এখানে (মনুষ্যলোকে) এর চেয়ে সূক্ষ্ম কাপড় নেই।

সে মুহূর্তে দেবরাজ ইন্দ্র তার পুণ্যপ্রভাবে পাঁচটি দিব্যকাপড় প্রেরণ করলেন, যা ছিল অক্ষয়। উক্ত পাঁচটি কাপড়ের মধ্যে একটি সে পরিধান করল। একটি কাছের বিহারের ভিক্ষুসংঘকে দান করল। অপর কাপড়গুলো যাবার সময় পথে ভিক্ষুসংঘ ও সাধারণ মানুষকে দান দিয়েছিল। অতঃপর সে অনুরাধপুরে উপনীত হয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। রাজা তাকে দেখে অতি আনন্দবোধ করলেন এবং বহুসম্পত্তি প্রদান করলেন। রাজার কাছে প্রাপ্ত কাপড় এবং সম্পত্তিসমূহও ভিক্ষুসংঘ ও নগরবাসীকে দান করে দিল। রাজা তাঁর এক পুত্রের সঙ্গে কিঞ্চিসংঘাকে বিয়ে দিলেন এবং রোহণ জনপদ তাদেরকে যৌতুক হিসেবে প্রদান করলেন। সে তখন থেকে রোহণ জনপদে বাস করে বহুবিধ দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করেছিল এবং আয়ুক্ষয়ে সপরিবারে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল।

২৬. দানের দ্বারা সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন, দানের দ্বারা মানুষ সৌভাগ্যশালী হন, দানের দ্বারা আশ্রয় লাভ করেন; তাই সব সময় দান দেওয়া সকলের উচিত।

৬.১০ শ্রদ্ধাসুমনার উপাখ্যান

একসময় অনুরাধপুরে মহাবালুকা বীথিতে সুমনা নাম্নী একজন শ্রদ্ধাবতী মহিলা ছিলেন। তিনি সব সময় চৈত্য, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি পুষ্পাদি দিয়ে পূজা ও সেবা করতেন এবং সময়ে সময়ে ধর্মশ্রবণ করতেন। এ কারণে তিনি শ্রদ্ধাসুমনা নামে পরিচিতি লাভ করেন। সেই সময়ে রোহণ জনপদের মহাগ্রামের জনৈক ব্যক্তি অনুরাধপুরে এসে মহাবালুকাবীথিতে বসবাস করছিলেন। সুমনাদেবী উক্ত ব্যক্তির প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে পড়েন। অহো, নারীদের চরিত্র কী বৈচিত্রময়!

তাই বলা হয়েছে :

১-২. লতার পক্ষে যেমন কণ্টকময় বৃক্ষ, বিষবৃক্ষ কিংবা চন্দনবৃক্ষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তেমনই কামান্ধ রমণীর পক্ষেও উত্তম, অধম কিংবা মধ্যম অথবা কুলীন-অকুলীন পুরুষে পার্থক্য নেই।

উক্ত ব্যক্তিও তাঁর প্রতি আসক্তপরায়ণ হয়ে তাঁকে মহাগ্রামে নিয়ে গেলেন। সুমনা সেখানে তাঁর গৃহে অবস্থান করার সময় প্রতিদিন আটজন ভিক্ষুকে আহার্য দান দিতেন। সব সময় ধর্মশ্রবণ করতেন, চৈত্যবোধি বন্দনা করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। অপরদিকে তাঁর স্বামী ছিলেন শ্রদ্ধাহীন। একদিন সুমনা ভিক্ষুসংঘকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে সেবা করার সময় তাঁর স্বামী গৃহে এসে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তুমি বাড়ির কাজকর্ম করো না, শুধু এসব পুণ্যকাজ করে দিন কাটাচ্ছ।' এরূপ বলে তাঁকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি সাতদিন ধরে ঘরের বাইরে অবস্থান করার পরও স্বামী গৃহে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ায় ভাবলেন—আমি অনুরাধপুরে আমার মাতাপিতার কাছে চলে যাব। এরূপ চিন্তা করে তিনি অনুরাধপুরের পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি চৈত্যাদি বন্দনা করে ক্রমান্বয়ে ন্যগ্রোধশালে উপনীত হলেন। অহো! স্বেচ্ছাচারীর এরূপ ক্ষতি হয়ে থাকে; তাই বলা হয়েছে :

৩. ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, ভালো কিংবা মন্দ যে-কোনো কাজ মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে সম্পাদন করা উচিত।

৪-৫. পরজন্ম গ্রহণকারী অর্থাৎ মৃত রাজপুত্রের রাজ্যলাভ হয় না, জনগণের প্রশংসাও লাভ করেন না। যে নারী বিসদৃশ আচরণ করে, সে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক স্বেচ্ছাচারিণীরূপে কথিত হয়।

৬. যে অনুদ্ধত, অচঞ্চল, জ্ঞানী ও সংযতেন্দ্রিয় সে সর্বত্র প্রশংসা ও সম্মান লাভ করে।

শ্রদ্ধাসুমনা মাতাপিতার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করেছিলেন বলে এত কষ্ট ভোগ করেছিলেন। দেবমনুষ্যলোকে বিচরণশীল দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করলেন, 'এই মহিলা ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্না, কাজেই তাঁকে সাহায্য করা উচিত।' এরূপ চিন্তা করে এক বৃদ্ধের বেশ ধারণ করে একটি ভাতের পাত্র দিয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, কোথায় যাচ্ছ?'

তিনি বললেন, 'অনুরাধপুরে যাচ্ছি।'

ইন্দ্র ভাতের পাত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই অন্ন তুমি ভোজন কর।'

শ্রদ্ধাসুমনা পাত্রটি নিয়ে ভাবলেন, এখানে জল নেই। ইন্দ্র অনতিদূরে একটি সপুষ্পক পুষ্করিণী দেখিয়ে দিলেন। তিনি উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করে

একস্থানে দাঁড়িয়ে সময় পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ভিক্ষুসংঘের খাওয়ার সময় হলে তিনি সময় ঘোষণা করলেন। সেই সময়ে নলঙ্গর সমুদ্র পর্বতবাসী মহাধর্মদিন্ন স্থবির নিরোধসমাপত্তি-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সপ্তম দিবসে ধ্যান হতে উঠে শ্রদ্ধাসুমনার ঘোষণা শুনে পাত্রচীবর নিয়ে তাঁর অনতিদূরে দৃশ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি স্থবিরকে দেখে অতি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর পাত্রটি নিলেন। পাত্র অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ করে স্থবিরের হাতে দান করে বললেন, 'ভন্তে, অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন।' এরূপ বলে অন্তরালে গিয়ে শাখাভঙ্গ (পত্র) পরিধান করে স্বীয় পরিধেয় কাপড় ধৌত করে একটি চুম্বটক তৈরি করে স্থবিরের হাতে দান করলেন। স্থবির চুম্বটকে পাত্রটি নিয়ে 'সে আমাকে দেখুক' এরূপ চিন্তা করে আকাশমার্গে স্বীয় বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রদ্ধাসুমনা স্থবিরকে আকাশপথে গমন করতে দেখে অতি আনন্দবোধ করলেন এবং তাঁর দৃশ্যপট অতিক্রান্ত হওয়ার পর পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করলেন। অতঃপর আহারকার্য সম্পাদন করে অনুরাধপুরে যেতে লাগলেন। ঠিক সে সময় ন্যগ্রোধবৃক্ষের দেবতা একটি থলির মধ্যে আটটি দিব্য বস্ত্র, কিছু দিব্য আহার্য ও দিব্যময় গুড় নিয়ে শকটে আরোহণ করে তাঁর অনতিদূরে দৃশ্যমান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, কোথায় যাচ্ছ?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'অনুরাধপুরে যাচ্ছি।'

বৃদ্ধরূপী ইন্দ্র বললেন, 'আমিও তো অনুরাধপুরে যাচ্ছি। তাহলে তুমি এসো, আমার গাড়িতে ওঠো।'

শ্রদ্ধাসুমনা বললেন, 'উত্তম, আমি আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু আমি শাখাভঙ্গ (পত্র) পরিধান করে গাড়িতে উপবেশন করতে সক্ষম হবো না।'

তিনি (ইন্দ্র) তাঁকে একটি দিব্য বস্ত্র প্রদান করে বললেন, 'তুমি এটা পরিধান করে শকটে আরোহণ কর।' তিনি সেই কাপড় পরে গাড়িতে আরোহণ করলেন। দেবগণের প্রভাবে গাড়ি মুহূর্তের মধ্যে চৈত্যগিরি পৌঁছল। সেখানে দেবপুত্র চিন্তিনি নামক স্থানে শকট হতে অবতরণ করে থলিটি তাঁকে দিয়ে বললেন, 'আমি আর যাব না।' এরূপ বলে তিনি সেখান থেকে অন্তর্ধান হলেন। চিন্তিনি গ্রামের দেবতা থলিসহ শ্রদ্ধাসুমনাকে যেতে দেখে তাঁর হাত হতে থলিটি নিয়ে অনুরাধপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সেখানে বহু ভিক্ষুসংঘের সমাবেশস্থলে (সংঘারামে) পৌঁছায়ে দিয়ে তিনিও অন্তর্হিত হলেন। অনুরাধপুরস্থ বহু ভিক্ষুসংঘকে তিনি দিব্য অন্ন, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য পিঠা দান করেছিলেন। রাজা বিহারে উক্ত দানকৃত সামগ্রী দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কে দান করেছেন?'

'শ্রদ্ধাবতী সুমনা দান করেছেন।'

রাজা তাকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বাপর সমস্ত বিষয় ব্যক্ত

করলেন। রাজা সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে অত্যন্ত তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করলেন। তিনিও অভিষিক্ত হয়ে রাজাকে পূর্বে স্থান দিয়ে নগরবাসীকে দিব্য বস্ত্র দান করেছিলেন। আটটি দিব্য বস্ত্র তবুও ক্ষয়প্রাপ্ত (অর্থাৎ দান দেওয়ার পরও শেষ) হয়নি। তিনি তদবধি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে যথাসময়ে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

৭. হে মানবগণ, শ্রদ্ধাবল দেখ। পুণ্যপ্রভাবে দেবগণও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। দেবলোক ও মনুষ্যলোকে তিনি বিপুল সম্পত্তি লাভ করেছিলেন।

প্রথম যোদ্ধা বর্গ

৭.১ কাকের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে রোহণ জনপদে একটি মহাগ্রাম ছিল। সেখানে নিচুস্থানে কাকবোধি নামে একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে একটি কাক বাসা করে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে বাস করত। একসময় বিচরণ করার সময় নাগদ্বীপে নাগ গ্রামদ্বারে তালবৃক্ষে বসবাসরত এক কাকীকে স্ত্রী করে এনে কাক বোধিবৃক্ষে বাস করতে লাগল। পরবর্তী সময়ে কাক অন্য এক স্ত্রী-কাকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে কাকী রাগ করে নাগদ্বীপে চলে আসল। কাকও স্ত্রীর বিরহে শোকাহত হয়ে দুই-তিন দিন অতিক্রান্ত হবার পর তার নিকট যাবার সময় পথিমধ্যে রোলিয় জনপদে মাতুল বিহারে উপনীত হলো। সেই বিহারের ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণ শেষে প্রত্যাবর্তন করে ভোজনশালায় আহারকৃত্য সম্পাদন করছিলেন। সে সময় কাক সংঘ স্থবিরের অনতিদূরে বৃক্ষে উপবিষ্ট হয়ে স্বীয় ক্ষুন্নিভাবের বিষয় প্রকাশ করার জন্য এরূপ বলল :

১. চিন্তার মতো দেহ শুষ্ক করার আর কিছু নেই, ভ্রমণকারীর মতো বিপদ বা কষ্ট কারও নেই, তৃষ্ণার সমান হীন লজ্জা নেই, প্রাণীদের ক্ষুধার ন্যায় দুঃখ নেই।

২. ভন্তে, আজ আমি ক্ষুধার্থ। আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্থ ও অত্যন্ত পীড়িত হয়েছি। দানে প্রাপ্ত ফল (খাদ্য) পাবার জন্য আমি এখানে আগমন করেছি।

স্থবির কাকের শব্দ বুঝতেন। কাক স্বীয় ক্ষুধার বিষয় প্রকাশ করছে জেনে শ্রামণেরকে ডেকে ছিন্নবস্ত্র তৈলদ্বারা সিদ্ধ করে জলে নিয়ে শীতল করে কাককে দিলেন। কাক তা ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হয়ে তার যাবার বিষয় স্থবিরকে জানিয়ে 'প্রত্যাগমনকালে পুনরায় দেখা করে যাব' বলে চলে গেল। অনন্তর সে নাগদ্বীপে গিয়ে স্ত্রীকে দেখে তার সঙ্গে কিছুদিন বাস করে তাকে নিয়ে প্রত্যাগমনকালে পুনরায় মাতুল বিহারে উপনীত হলো। স্থবিরের অনতিদূরে উপবিষ্ট হয়ে কাক সস্ত্রীক আগমনের বিষয় জানাল। স্থবিরও পূর্বের ন্যায় দ্বিগুণ পরিমাণ তৈলমিশ্রিত ছিন্নবস্ত্র দান করলেন। তারা তা ভোজন করে পরিতৃপ্ত হলো। তখন কাক চিন্তা করল, 'আর্যগণ এখানে কষ্টে বাস করছেন, পর্যাপ্ত খাদ্যপানীয় লাভ করছেন না, যদি তাঁরা আমার সঙ্গে আগমন করেন তাহলে আমি তাঁদের সাহায্য করব।' এরূপ চিন্তা করে বলল :

৩-৪. এটা জ্ঞাতব্য যে, কাক তির্যক প্রাণী হলেও সব সময় চপল হয় না; বিষ্ঠায় মণি কিংবা কর্দমে উৎপল অথবা গোরুতে গোচরণ যেমন গ্রহণযোগ্য

আমার কথাও গ্রহণ করা উচিত।

৫. ভন্তে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে গমন করুন।

কাকের কথা শুনে স্থবির বললেন, 'বন্ধুগণ, এই কাক আমাদের তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।' অতঃপর পঁচিশজন ভিক্ষু তার সঙ্গে মধ্যপথে পৌঁছলেন। কাক মাতুল বিহার হতে মহাগ্রামস্থ মচল বিহার পর্যন্ত চুয়াল্লিশ যোজন পরিমিত স্থান যাবার সময় ভিক্ষুদের জাউভাত ইত্যাদি সুলভে ব্যবস্থা করেছিল। সে বলত, 'ভিক্ষুগণকে দান দাও।' সে স্থবিরকে পূর্ব থেকে বলে দিত, 'ভন্তে, এ পথ দিয়ে গমন করুন। এখানে ভিক্ষা পাওয়া সুলভ, এখানে দুর্লভ, এখানে শ্রদ্ধাবান এখানে অশ্রদ্ধাবান।'

তাঁরা তার ইঙ্গিতে সহজে ভিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এভাবে সে ভিক্ষুগণ নিয়ে মহাগ্রামে গিয়ে একটি বিহারে বসবাস করিয়েছিল। বর্ষা তিন মাস কাকীসহ তাদের সেবা করল। তিন মাস অতিক্রান্ত হলে স্থবির কাককে বললেন, 'আমরা প্রবারণা করার জন্য বিহারে যাব।' সে বলল, 'ভন্তে, ভিক্ষুগণের চীবর জীর্ণ হয়েছে, এখানে বহু চীবর পাওয়া যাবে। এখানেই প্রবারণা করুন।' এরূপ বলে মহাপ্রবারণা দিবসে বলল, 'ভন্তে, আজ মহাপ্রবারণা দিনে গোঠসমুদ্রের কাছে অমুক গ্রামে আপনাদের যাওয়া উচিত। সেখানে একজন উপাসিকা বহু চীবর ও অষ্টপরিষ্কার প্রস্তুত করে ভিক্ষুগণের আগমন অপেক্ষায় আছেন।' তখন স্থবির ভিক্ষুসংঘসহ সেখানে গিয়ে তাঁর প্রদত্ত চীবরসহ অষ্টপরিষ্কার গ্রহণ করেছিলেন। অনন্তর কাককে বলে ভিক্ষুগণ স্বীয় মাতুল বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। তখন কাক ও কাকী ভিক্ষুসংঘের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করেছিল। কাক ও কাকী মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিল।

৬. কাক কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রত্যুপকার করেছিল। জ্ঞানসম্প্রযুক্ত হয়ে মিত্রের প্রতি সে কৃতজ্ঞ হয়েছিল।

৭.২ কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে জম্বুদ্বীপে মিলক্ষ (ব্যাধ) জনপদের প্রত্যন্ত গ্রামে এক ব্যাধ বাস করত। সে ঈর্যাপথে (ধ্যানমগ্ন) এক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেছিল এবং আনন্দিত হয়ে প্রত্যেকবুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে জাউভাত ইত্যাদি দ্বারা সেবা করেছিল। সে একসময় কাঁঠালের বীজ রোপন করেছিল। সেই কাঁঠাল হতে শাখা বের হয়ে অচিরে এক কাঁঠালফল বৃক্ষশাখায় ধরে নিচে নমিত হয়েছিল। এটা পরিপক্ব হলে বৃক্ষ হতে ছিঁড়ে নামিয়ে এনে এদিক-ওদিক সঞ্চালন (মন্থন) করে হরিতাল রসের মতো স্বর্ণময় রঙের কাঁঠালের রসে পাত্র পূর্ণ করল। সে সুস্বাদু রস নিয়ে

ভাবল, 'এই উত্তম রস অন্যের জন্য উপযুক্ত নয়, আর্যের জন্যই উপযুক্ত। তাঁকেই দান করব।' এই চিন্তা করে প্রত্যেকবুদ্ধের আগমনকালে বন্দনা করে পাত্র গ্রহণ করে কাঁঠালরসে পূর্ণ করে প্রত্যেকবুদ্ধকে দিয়ে প্রণিধি স্থাপন করে এরূপ বলল :

১. এখান হতে চ্যুত হয়ে আমি যেন মহাঋদ্ধিশালী, ধনবান, শীলবান, শ্রদ্ধাবান, দানপতি হয়ে স্বর্গাদি মোক্ষ লাভ করতে পারি।

তখন প্রত্যেকবুদ্ধ কাঁঠালের রস পান করে সেখানে বাস করতে লাগলেন এবং প্রতিদিন তার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। অনন্তর একদিন সে কর্মোপলক্ষ্যে অন্যত্র যাবার সময় স্ত্রীকে আহ্বান করে বলল, 'ভদ্রে, আজ আমি খুব সকালে কাজে যাব; আর্যকে ভালোভাবে আহার্য পরিবেশন করবে।' প্রত্যেকবুদ্ধও যথাসময়ে সুন্দর চীবর পরিধান করে শান্তেন্দ্রিয় ও সংযত মনে ভ্রমরকৃষ্ণ পাত্র নিয়ে আগমন করে তার গৃহদ্বারে দাঁড়ালেন। তার স্ত্রী প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখে বন্দনা করে পাত্র নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে তাঁকে বসিয়ে অন্নপানীয় পরিবেশন করল। প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখে তার কামচিত্ত উৎপত্তি হলো। সে অনুরাগে অন্ধ ও মোহ দ্বারা মুহ্যমান হয়ে ভাবল, 'প্রত্যেকবুদ্ধকে বশীভূত করব, আমি স্ত্রী সুলভ আচরণ ও স্ত্রী মায়া দর্শন করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।' এরূপ ভেবে তাঁকে প্রলোভনের নিমিত্ত এরূপ বলল :

২-৩. মানুষ যৌবনে কামসুখ ভোগ করে এবং জীবনসায়াহ্নে তপস্যা করে; কষ্টে ধর্মাচরণ করলে তার তৃষ্ণা বিনাশ হয় না, কিংবা চিত্তশুদ্ধি হয় না। এ সময়ে চিত্ত একাগ্র হয় না, যা জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

৪-৫. মোহান্ধ হয়ে মাকড়সার জালে উন্মুক্ত প্রাণী যেমন বন্দি হয় যৌবনে আমিও কামান্ধ হয়ে তাপসকে বন্দি করব। ভন্তে, পৃথিবীতে পঞ্চকামসুখের ন্যায় সুখ নেই, আপনি কামসুখে রমিত হোন।

তার কথা শুনে প্রত্যেকবুদ্ধ পঞ্চকাম ত্যাগ করার জন্য এরূপ বললেন :

৬-৭. কাম হচ্ছে কঙ্কালের মতো, সর্পমস্তকের মতো, অগ্নির মতো এবং শূলের মতো; মোহের বশবর্তী হয়ে যে পৃথগ্‌জন কামসেবন করে সে সর্বদুঃখের ভাগী হয় এবং নরকে গমন করে।

এভাবে উপদেশ প্রদান করে তিনি গাত্রোত্থান করে অশ্বের ন্যায় দ্রুত প্রস্থান করলেন। তখন সে ভীত হয়ে 'আগামীকাল আমার স্বামীকে এ বিষয় অবহিত করলে আমার জীবন থাকবে না' এরূপ চিন্তা করে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে নখের দ্বারা আঁচড় দিয়ে পীড়িতের ভাব ধরে বিছানায় শুয়ে রইল। অনন্তর শিকারি গন্তব্যস্থান হতে এসে স্ত্রীকে বলল, 'ভদ্রে, আজ আমাদের আর্যকে

ভালোভাবে খাদ্য পরিবেশন করেছ কি?' সে বলল, 'স্বামিন, আমাকে তার কথা জিজ্ঞেস করবেন না। আপনার সেই শ্রামণ আমার সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করেছেন, অপ্রার্থনীয় বিষয় প্রার্থনা (অর্থাৎ কাম যাচঞা) করেছেন, আমি তাঁর কথায় রাজি না হওয়ায় আমার চুল ছিঁড়ে সর্বশরীরে নখদ্বারা আঁচড়ে দিয়েছেন।' এরূপ বলে স্বীয় শরীর দেখাল। ব্যাধ তার স্ত্রীর বিক্ষিপ্ত সিক্ত চুল এবং দেহে নখের আঁচড় দেখে এর উক্তি নিশ্চয় সত্য মনে করে, এরূপ ব্যক্তিকে কী প্রতিপালন (সেবা) করেছি? 'আমি আজ তাঁকে শরবিদ্ধ করে মারব' বলে ধনুতে তির যোজনা করে প্রত্যেকবুদ্ধের আশ্রমে উপনীত হলো। এভাবে পৃথিবীতে মানুষেরা পরীক্ষা না করে অল্পগুণে তুষ্ট হয়, আবার অল্পদোষে রুষ্ট হয়, এই শিকারির মতো; তাই বলা হয়েছে :

৮. একটুখানির জন্য যেমন তুলাদণ্ড ভারসাম্যহীন হয়ে যায়, তেমনই সাধারণ মানুষও একটুখানিতে কোপিত কিংবা নন্দিত হয়।

সেখান হতে এসে প্রত্যেকবুদ্ধ অতি সকালে আকাশে সুন্দর কুসুমপূর্ণ ও ঠান্ডা জল, সুশোভিত পাড় সমন্বিত একটি পুষ্করিণী নির্মাণ করে আকাশে চীবর খুঁটি নির্মাণ করে কটিবন্ধনী প্রসারিত করে তার ওপরে অন্তর্বাস রেখে চীবরের অভ্যন্তরে পুষ্করিণীতে নেমে স্নান করলেন। তারপর আকাশে স্থিত হয়ে চীবর পরিধান করছিলেন। সে সেই আশ্চর্য বিষয় দেখে বিস্মিত হলো, অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভাবল, 'এরূপ আর্য ব্যক্তি কোনোপ্রকার অনার্যকর্ম করতে পারেন না।' এভাবে মন শান্ত করে ধনুকলাপ অন্তরালে রাখল এবং প্রত্যেকবুদ্ধের পর্ণশালায় উপস্থিত হয়ে তাঁর পদতলে পতিত হয়ে বলল, 'প্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' প্রত্যেকবুদ্ধ বললেন, 'উপাসক, তোমার কী হয়েছে?' শিকারি বলল, 'ভন্তে, আমি অজ্ঞ মহিলার কথামতো আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম; তৃণ দ্বারা সাগর সেচন করার মতো তালপত্র দিয়ে বৃক্ষ খণ্ডবিখণ্ড করার মতো এরূপ মহৎ ব্যক্তি ও মহানুভবের ওপর আক্রমণ করা অসম্ভব।' প্রত্যেকবুদ্ধ বললেন, 'তুমি সেই কর্ম করনি।' শিকারি বলল, 'ভন্তে, আমি আজ সত্য বিষয় দেখতে পাচ্ছি। আমি এ বিষয় আপনাকে অবহিত করতে পারব না। আমার কর্তব্য আছে; আজ বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে হত্যা করব।' তার কথা শুনে প্রত্যেকবুদ্ধ তাকে বললেন, 'উপাসক এরূপ করো না, স্ত্রীলোক মাত্রই অনর্থকারী, এদের মনের সাধ পূরণ করা কিংবা মন রক্ষা করা সম্ভব নয়'—এভাবে উপদেশ দান করলেন। তাই বলা হয়েছে :

৯-১০. বহু শতসহস্র উত্তম-মধ্যম-অধম ব্যক্তিগণ শান্তির আশায় গঙ্গাস্নান করে, কিন্তু গঙ্গা (নদী) কুলাকুল (ভালো-মন্দ বা উচ্চ-নীচ বংশ) বিবেচনা না করে সকলকে স্নান করার সুযোগ দেয়, তেমনই দুশ্চরিত্র নারীদের একজনমাত্র

স্বামী থাকে না (অর্থাৎ অনেককে কামভোগের সুযোগ দেয়)।

১১–১৪. রাজপথ দিয়ে সকল প্রকারের প্রাণী যাতায়াত করে, রাজপথ অসংযত পথচারীর কাছেও স্থির থাকে; পানীয়শালায় (মাদকদ্রব্যাদি) বহু মাদকাসক্ত নারী প্রবেশ করে যথেচ্ছ মাদকদ্রব্য পান করে—সাধারণ লোক তা সহ্য করে; সভায় আগমনকারী মূর্খ ব্যক্তিরা যেমন প্রকৃত বিষয় জানতে আগ্রহী হয় না, অলস হয়ে থাকে; পথিকদের জন্য পথের পাশে যেমন জলছত্র দেওয়া হয় এবং সর্বসাধারণ তা ব্যবহার করে, দুশ্চরিত্র নারীগণও সেরূপ। তারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে, তারা করে এক, বলে অন্য কথা।

তার কথা শুনে সে মধ্যস্থতা (স্থিত বা নিরপেক্ষতা) অবলম্বন করল। তদবধি সে প্রত্যেকবুদ্ধের অধিকতর সেবা করে তথা হতে চ্যুত হয়ে কামাবচর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে অনুপম দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করেছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে লঙ্কাদ্বীপে মলয়দেশে অমরূৎপল সমীপে ব্যাধগ্রামে ব্যাধ (শিকারি)-রূপে জন্মগ্রহণ করে। তার মাতাপিতা নাম রাখেন অমরূৎপল। সে বালকদের সঙ্গে খেলা করার সময় বালুকারাশি একত্রিত করে বালকদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে 'ভিক্ষুসংঘকে দান দিচ্ছি' বলে বালুকা-ভাত পরিবেশন করে প্রতিদিন খেলা করত। পুনরায় একদিন বালুকা দ্বারা চৈত্য নির্মাণ করে পরিহিত বস্ত্র হতে সুতা নিয়ে ভুজ্জবল্লরি দণ্ডে রন্ধন করে স্তূপপূজা করেছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অমরূৎপল লেনবাসী স্থবিরের যাবজ্জীবন সেবা করে পুণ্যকর্ম করেছিল। সেখান হতে মৃত্যুর পর রোহণ মহাগ্রামে গোঠাভয়রাজের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কে এই গোঠাভয়? দেবগণের প্রিয়তিষ্য মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় ভাই উপরাজ মহানাগ ছিলেন। দেবগণের প্রিয় তিষ্য রাজার অগ্রমহিষী স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করার অভিপ্রায়ে উপরাজকে হত্যা করার জন্য তার নিকট বিষমিশ্রিত আম প্রেরণ করেছিলেন। ভুলে দেবীর পুত্রই উপরাজ নাগসেনের জন্য রক্ষিত বিষমিশ্রিত আম খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। উপরাজ এ ঘটনা জানতে পেরে দেবীর প্রতি ভীত হয়ে সেখান হতে স্বীয় স্ত্রী এবং যানবাহন নিয়ে রোহণে চলে আসেন। মহিষী যাবার সময় পথিমধ্যে যট্টাল বিহার-সমীপে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন; বিহারের নাম ও স্বীয় ভাইয়ের নামানুসারে পুত্রের নাম রাখেন যট্টালতিষ্য। সেখান হতে মহাগ্রামে উপগত হয়ে রোহণ রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যট্টালতিষ্যও মহাগ্রামে রাজত্ব করেছিলেন। তারপরে তাঁর পুত্র গোঠাভয় রাজত্ব করেন। তাই তিনি কাকবর্ণ তিষ্য নামে কথিত হন। তিনি কাকের শব্দ বুঝতে পারতেন। তাই তিনি কাকবর্ণ তিষ্য নামে অভিহিত হন। তিনি ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অমাত্যগণ কর্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে পূর্ব কৃতকর্মের প্রভাবে মহাদানপতি হন।

সেই রাজার অগ্রমহিষীর নাম ছিল বিহারদেবী। সেই বিহারদেবীই কল্যাণীয় তিষ্য নামে রাজার কন্যা।

তাঁর আনুপূর্বিক কাহিনি :

সিংহলদ্বীপে কল্যাণীয় তিষ্য নামে রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর উত্তিয় নামে কনিষ্ঠকে উপরাজ করেছিলেন। তিনি কল্যাণীয় স্থবিরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি সে সময় রাজার অগ্রমহিষীর সঙ্গে আন্তরিকতা গড়ে তুলেছিলেন। রাজা এ বিষয় জানতে পেয়ে তাঁকে বন্দি করার জন্য অমাত্যকে আদেশ দিলেন। উত্তিয় এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে ভয়ে পালিয়ে অন্যত্র বসবাস করতে লাগলেন।

একসময় দেবীর (মহিষী) কথা মনে পড়ায় পত্র লিখে জনৈক যুবককে ভিক্ষুর বেশে দেবীর কাছে পাঠালেন; বললেন, 'এ গোপন জিনিসটি দেবীকে দেবে।' সে সময় কল্যাণীয়তিষ্য স্থবির প্রতিদিন রাজবাড়িতে আহার্য গ্রহণ করতেন। উক্ত বেশধারী ভিক্ষু (দূত) রাজবাড়ির সামনে স্থিত স্থবিরের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করল। স্থবির তাকে রাজবাড়ির নিমন্ত্রিত মনে করেছিলেন আর রাজকর্মচারিরা মনে করেছিল যে সে স্থবিরের অন্তেবাসিক ভিক্ষু। রাজা ও মহিষী তাঁদের উভয়কে উত্তমরূপে আহার্য পরিবেশন ও সম্মান করলেন। তারা আহারান্তে প্রত্যাবর্তনকালে বেশধারী ভিক্ষু পত্রটি দেবীর দৃষ্টিগোচরে ফেলে দিল। রাজা পত্রের পতন শব্দ শুনে পেছন ফিরে পত্রটি দেখে তুলে নিলেন। তিনি স্থবিরের হাতের লেখা মনে করে ভাবলেন, এটা নিশ্চয়ই স্থবিরের লেখা চিঠি। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন, ' এ ভিক্ষুকে তপ্ত তৈলপাত্রে নিক্ষেপ কর।' রাজকর্মচারিরা তৈলপাত্র উনুনের উপর দিল; তৈল টকবক করে ফুটতে আরম্ভ করলে স্থবিরকে তৈলপাত্রে নিক্ষেপ করল। স্থবির তখন বিদর্শন-ধ্যানে রমিত হয়ে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন এবং ইন্দ্রনীল মণিতলে রাজহংস উপবেশনের ন্যায় তপ্ত তৈলপাত্রের ওপর বসে রইলেন। ফুটন্ত তৈলের ভীষণ উষ্ণতা তাঁর লোমকূপও উষ্ণ করতে পারল না। সেখানে উপবিষ্ট হয়ে কী পাপের কারণে তিনি এরূপ ফল ভোগ করছেন তা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলেন, তিনি অতীতকালে কোনো গোপালকপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন ভীষণ উত্তপ্ত দুধে পতিত একটি মাছিকে দেখে ভেবেছিলেন, এটা প্রবহমান ধর্ম। মাছিটি মৃত্যুবরণ করেছিল।

অনন্তর রাজা স্থবিরকে মেরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। অমাত্যগণ এ ঘটনা অবহিত হয়ে বললেন, 'অহো! রাজা হিংসাত্মক কাজ করেছেন। তাঁরা রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়ে রাজাকে বললেন :

১৫. রাজার কাছে দুর্বল ব্যক্তিরা সহানুভূতি কামনা করে। যে রাজা

সহানুভূতি করতে সমর্থ তাঁর যশ ও কীর্তি বৃদ্ধি পায়।

১৬. যে রাজা অতি বোকা এবং যিনি দোষ অন্বেষণ করেন, প্রজাদের নিগ্রহ করেন, তিনি রাজ্যসহ অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

১৭. যিনি অতি ভয়ংকর কিংবা অতি সরল, কুঁড়ে কিংবা বিষয়াসক্ত তিনি পৃথিবীতে রাজা নামে অভিহিত হতে পারেন না।

১৮. যিনি তীক্ষ্ণ (উগ্র), কর্কশ, অনুদার, প্রমত্ত, অহংকারী, শঠ, অলস, ভীরু তিনি রাজা নামে অভিহিত হতে পারেন না।

১৯. যিনি ধূমকেতু (অগ্নিপিণ্ড), সর্প কিংবা যক্ষের মতো ধ্বংসকারী, তাঁর যশ-কীর্তি সংকোচিত বা প্রহীণ হয়।

২০. রাজধর্ম হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা, জ্ঞানী ব্যক্তির উপকার ও সেবা করা; সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেওয়া এবং প্রজাদের আত্মবৎ প্রতিপালন করা।

২১. ধর্মত রাজ্যশাসন করা, তাদের প্রতি সুহৃদের ন্যায় আচরণ করা, ক্ষমাশীল হওয়া, সাধুসজ্জনের রক্ষা করা রাজার ভূষণ।

২২. যিনি অমিত্র বা শত্রুকেও আশ্রয়প্রার্থী হলে আশ্রয়দান করেন তিনিই প্রকৃত ভূপতি (রাজা)।

২৩. যে রাজা প্রজাদের উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন, ধর্মত ভরণপোষণ করেন, দরিদ্রকে ধন দান করেন, তিনি স্বর্গবাসী হন।

২৪. তিনি রাগ-দ্বেষ, পরুষ, ক্রোধ ইত্যাদি অন্তর থেকে উৎপাটিত করে ক্ষান্তিপরায়ণ হন।

অমাত্যদের উপদেশ রাজা গ্রহণ করলেন না। তখন দেবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, এ রাজাকে রাজ্যসহ ধ্বংস করে ফেলব। তাঁরা মহাসমুদ্রকে উত্থাল করে তুললেন। পঁয়ত্রিশ হাজার প্রাণীর (মানুষ) বাসরত নয়টি ক্ষুদ্রদ্বীপের পাঁচশ গ্রামের সমগ্র এলাকা সমুদ্র জলে প্লাবিত হলো। কল্যাণীয় রাজ্য থেকে সমুদ্রের দূরত্ব ছিল মাত্র সাত গাবুত; এক গাবুত পরিমিত স্থান ব্যতীত সর্বত্র জলে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয় রাজাকে জানানো হলো। রাজা অতি ভীত হয়ে তাঁর দ্বাদশ বর্ষীয় কন্যাকে সর্বালংকারে সজ্জিত করালেন; একটি বৃহৎ পাত্রে কন্যাকে রেখে একটি স্বর্ণপাতে লিখে দিলেন, 'এটা কল্যাণীয় তিষ্য রাজের কন্যা।' অতঃপর কন্যাকে সমুদ্রে বিসর্জন (ভেসে) দিলেন এই বলে, 'এ কন্যাকে সমুদ্র দেবতাদের সন্তুষ্টির (বলি) জন্য দেওয়া হলো।' সেই রাজকন্যা দেবগণের প্রভাবে লঙ্কাদ্বীপের রোহণ জনপদের তোট্টল তীরে এসে ভিড়ল। সেখানে রাজকর্মচারিরা পত্রসহ কুমারীকে দেখে রাজা কাকবর্ণ তিষ্যকে জানাল। তিনি সপরিষদ সমুদ্রতীরে গিয়ে সুবর্ণপাত্রের বাক্য পাঠ করে সমস্ত বিষয়

অবহিত হলেন। অতঃপর সেই রাজকন্যাকে সমুদ্র থেকে উত্তোলন করে নিজের সঙ্গে অভিষিক্ত করলেন। রাজা তাঁর নাম রাখলেন বিহারদেবী, তাঁদের গামনি কুমার ও তিষ্য কুমার নামে দুজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁর (রাজার) দশজন মহাযোদ্ধা ছিলেন; তাঁদের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করতেন এবং যাবতীয় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তিনি যট্টাল মহাবিহার, কট্টলিয় মহাবিহার, তিষ্য মহাবিহার ইত্যাদি চৌষট্টিটি মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বহুবিধ সৎকর্মাদি সম্পাদন করে চৌষট্টি বৎসর ধর্মত রাজ্যশাসন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধের পিতা হবেন এবং বিহারদেবী তাঁর ভগবত নামে মাতা হবেন। এর পরে দুট্ঠগামনির কাহিনি আছে।

২৫. এভাবে বহু ব্যক্তি সুচরিত শুদ্ধাচারীর কথা শুনে সাধু ব্যক্তিরা সৎকর্ম সম্পাদন করেন, পাপে বিরত থেকে সব সময় প্রত্যুপকার করেন এবং এমন সুখদ কুশলকর্ম সম্পাদন করেন যদ্দ্বারা স্বর্গে গমন করা যায়।

৭.৩ দুট্ঠগামনি অভয় মহারাজের উপাখ্যান

কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ বিহারদেবীসহ রোহণে রাজত্ব করার সময় অতুলনীয় মহাদান সম্পাদন করে মহাগ্রামে বাস করেছিলেন। অনন্তর একদিন প্রথমে ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে পরে দেবীসহ সেনাবাহিনী পরিবৃত হয়ে মহানন্দে তিষ্য মহাবিহারে উপনীত হয়ে ভিক্ষুদের বন্দনান্তে পীড়িত ভিক্ষুদের ঔষধাদি দিয়ে এবং অষ্টবিধ পানীয় ও সুগন্ধযুক্ত তাম্বুলাদি দ্বারা ভিক্ষুগণের সেবা করলেন এবং ক্রমান্বয়ে সিলপস্সয় পরিবেণে গিয়ে জনৈক বহুশ্রুত স্থবিরের নিকট ধর্মশ্রবণের জন্য উপবিষ্ট হলেন। স্থবির ধর্মদেশনার সময় এরূপ বললেন, 'ইহজীবনে মহা-ঐশ্বর্য লাভ পূর্বজন্মের কৃতপুণ্যের প্রভাবে সম্ভব, সুতরাং ইহজীবনে সঠিক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত।'

১. পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের প্রভাবে তোমরা ইহজীবনে মহাসম্পত্তি লাভ করেছ; কাজেই ইহজন্মেও অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য।

এ কথা শ্রবণ করে রাজার সন্নিকটে উপবিষ্ট বিহারদেবী বললেন, 'ভন্তে, যার কোনো পুত্র কিংবা কন্যা নেই, সেইরূপ বন্ধ্যার সম্পত্তিতে কী হবে?' স্থবির বললেন, 'পরিবেণের অভ্যন্তরে মরণাসন্ন এক শ্রামণ আছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করুন।' তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনি গুরুতর অসুস্থ?' উপবিষ্ট হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, এখান হতে চ্যুত হয়ে কোথায় জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছুক।' শ্রামণের বললেন, 'দেবলোক রমণীয়, দেবলোকে যাব।' এরূপ বললে দেবী বললেন, 'ভন্তে, দেবলোক-

সম্পত্তি ভাণ্ডারগৃহে রক্ষিত ধনসদৃশ পুণ্যানুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র, সেখানে নতুন পুণ্য সৃষ্টির কোনো উপায় নেই। উন্নততর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার জন্য মর্তভূমি (রাজত্ব লাভ) ব্যতীত আর নেই, তা পূর্ণ করার জন্য আমার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করুন। শ্রামণের অনিচ্ছুক হয়ে নীবর রইলেন।

তারপর তিনি বললেন, 'ভন্তে, দানাদি পুণ্যকর্মের জন্য রাজানুভব প্রদর্শন করুন।' এরূপ বলে তাঁর শায়িত স্থানে সুগন্ধির দ্বারা বিমণ্ডিত করে সুমন পুষ্পের মঞ্চকে নরম বিছানায় তাঁকে শায়িত করে পরিষ্কার জল পান করিয়ে, সুস্বাদুযুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়ে চন্দন, অগুরু ইত্যাদি সুগন্ধি এবং মালতী, সুমন পুষ্প, উৎপল প্রভৃতি কুসুমরাজি এবং চীবরের জন্য নানাপ্রকার কাপড় এবং ভিক্ষুগণের জন্য চাদর, নবনীত মধুভাণ্ড এবং অষ্ট পানীয়ের ভাণ্ড ইত্যাদি বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করে তাঁকে দিয়ে বললেন : এসব আপনাকে দিচ্ছি; যথাভিরুচি দান দিন। এর দ্বারা রাজ্য, সম্পত্তি লাভ করে শাসনের সর্বপ্রকার উপকার করতে সক্ষম হবেন। ভন্তে, আপনি আমার পুত্র হিসেবে জন্ম নেওয়ার জন্য কামনা করুন।'

শ্রামণের তাঁর কথায় খুশি হয়ে ভাবলেন, 'রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে আমা কর্তৃক বুদ্ধশাসনের সেবা করা উচিত।' এরূপ চিন্তা করে নির্ধারিত দেবলোকে উৎপত্তির ইচ্ছা ত্যাগ করে তাঁর কথা অনুমোদন করলেন। দেবী তাঁর সম্মতি ভাব জ্ঞাত হয়ে প্রস্থান করলেন। অনন্তর তিনি রাজার সঙ্গে রথে আরোহণ করে গমনকালে শ্রামণের তাঁর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। তাঁর গর্ভে প্রতিসন্ধিকালে রথচক্র যেন পৃথিবীর নাভিতে ডুবে যাচ্ছিল। তিনি তা বুঝতে পেরে শ্রামণের নিশ্চয়ই কালগত হয়েছেন মনে করে দূত প্রেরণ করে তাঁর মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাত হয়ে বিহারে উপনীত হয়ে সাড়ম্বরে তাঁর সৎকার করলেন এবং মহাদানকার্য সম্পাদন করে নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রতিসন্ধি গ্রহণকালে তাঁর এরূপ দোহদ উৎপন্ন হয়েছিল। তা প্রকাশের জন্য মহাবংস রচয়িতা এরূপ বলেছেন :

২. রানির দোহদ উৎপন্ন হলো যে, তাঁর শীর্ষভাগে যেন উসভ পরিমিত (১৪০ হাত উঁচু বিশিষ্ট) মধুভাণ্ড উৎপন্ন হয়ে থাকে;

৩. তাঁর বাম পাশে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু যেন উপবেশন করে অবস্থান করেন এবং তাঁদেরকে সেবা করেন।

৪. তাঁর মধু পান করার ইচ্ছা হলো এবং এলাঢ়রাজের দুই প্রধান সেনাপতির ছিন্নশিরের ধৌত জল ইচ্ছা করল।

৫-৬. তাঁর আরও ইচ্ছা হলো, তিনি যেন শীর্ষে স্থিত হয়ে দেখতে পান যে অনুরাধপুরের উৎপল-বাগান হতে উত্তোলিত উৎপলের অমলিন মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়, স্নান ও পান করার জন্য তিষ্যবাপি (তিষ্য পুষ্করিণী) থেকে

জল আনা হয়।

এরূপ দোহদ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং তিনি রাজাকে ব্যক্ত না করায় ক্রমান্বয়ে শুষ্ক এবং পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন। রাজা পুনঃপুন জিজ্ঞেস করলে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করলেন। তা শুনে রাজা নগরে ভেরি বাজিয়ে ঘোষণা দিলেন, যিনি উসভ পরিমাণ মধুচক্র প্রদর্শন করতে পারবেন তাঁকে বিপুল ধনসম্পত্তি প্রদান করব। সে সময় দেবীর কুক্ষিস্থ সন্তানের প্রভাবে গোঠসমুদ্রের বেলাভূমিতে পরিত্যক্ত অধোমুখী এক নৌকার ভেতরে বিশতি যষ্টি পরিমিত স্থানে মধুমাছি এক বৃহৎ মধুচক্র তৈরি করেছিল। এক জাত পরিব্রাজক তা দেখে রাজাকে অবহিত করলেন। রাজা যথাযথভাবে তাঁর সৎকার করে দেবীকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং বৃহৎ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুসংঘকে মধু দান করে ভোজন করালেন। অতঃপর দোহদ সম্পাদনের জন্য অমাত্যদের সমবেত করিয়ে রাজা বললেন, 'এলাঢ় রাজা আমাদের শত্রু। কীভাবে রানির দোহদ পূরণ করা সম্ভব?'

অমাত্যগণ বললেন, 'চেথসুমন এ দোহদ পূরণ করতে সক্ষম হবে।' রাজা চেথসুমনকে ডেকে তার ব্যবস্থা করার জন্য বললেন। তিনিও দোহদ আহরণ করতে সমর্থ বলে সম্মতি দান করলেন। রাজা তাকে মহাসৎকার করে উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি রাজাকে প্রণাম করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে নহাপককে (bath attendent) ডেকে মস্তক মুণ্ডন করে রাজা কর্তৃক প্রদত্ত দুটি রক্তলাল কাপড় পরিধান করে সকালে বের হলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তিনি বিকালবেলায় বর্ধমানতীর্থে উপনীত হলেন। তথায় সহস্র তামিল রক্ষী এবং কলকল নাদিনী গঙ্গা অতিক্রম করে পরতীরে উপনীত হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, 'আমি এলাঢ় রাজার নিকট যাব, আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাও।' এরূপ বললে তাঁকে রাজার নিকট উপস্থিত করা হলো। রাজাকে দেখে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, তুমি কোত্থেকে এসেছ?' তিনি বললেন, 'প্রভু, আমি মহাগ্রাম হতে এসেছি।' 'রাজা কী কারণে এসেছ?' জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'তাহলে শুনুন প্রভু, কাকবর্ণ তিষ্য আপনার দোষ অমাত্যদের নিকট ব্যক্ত করে আপনাকে অপমান করেন এবং গালাগালি করেন। আমি তখন বলি যে, আপনি এরূপ বলবেন না, এলাঢ় মহারাজ মহাঋদ্ধিবান, দয়াবান ও ধার্মিক, তিনি বহু শত যোদ্ধা এবং অসুর যোদ্ধা-পরিবৃত, তিনি অসুরের মতো দৃঢ়চিত্ত, বহু শত্রুর প্রতিও তিনি নির্ভয়।' এভাবে আমি আপনার বীরত্বের প্রশংসা করি। এতে তিনি আমাকে দোষারোপ করে 'তুমি লঙ্কার শত্রুর গুণ বর্ণনা করছ।' এরূপ বলে আমার মস্তক মুণ্ডিত করে মেরে দুর্বল করে ছেঁড়া কাষায় বস্ত্র পরিয়ে 'যাও, তুমি এলাঢ়ের কাছে গিয়ে

সুখে বাস কর' বলে আমাকে রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্য আমি আপনার কাছে চলে এসেছি।' রাজা উত্তম বলে তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে কোন কাজে নিযুক্ত করব?' তিনি বললেন, 'অশ্ব সহিসের কাজে প্রভু। আমি অশ্বারোহণবিধি ও যুদ্ধ করতে জানি। অল্পদিনের মধ্যে কাকবর্ণ তিষ্যকে বন্দি করে এনে আপনার দাস করব। আজ হতে গঙ্গাপার আমি পাহাড়ায় থাকব।' রাজা তাঁর কথা শুনে তাঁকে মহাসৎকার করে অশ্ব সহিসদের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দান করলেন। তিনি গোপনে অশ্ব পরীক্ষা করে দ্রুতগামী লক্ষণসম্পন্ন রণমদ্দব নামে এক সিন্ধুঘোটককে নির্বাচন করলেন।

অতঃপর কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে তিনি কুম্ভকারের নিকট হতে একটি বড়ো পাত্র নিয়ে পানীয় সংগ্রহ করে কদম্ব নদীর তীরে অন্তরালে রাখলেন। তারপর তৈলক্ষেত্রে (যেখানে তৈল পাওয়া যায়) গিয়ে বৃহৎ তৈলপাত্র সংগ্রহ করে অনুরূপভাবে রাখলেন। পরদিন প্রভাতে সেসব নিয়ে রণমদ্দব অশ্বে আরোহণ করে পূর্ব দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে 'আমি চেথসুমন বলে' নাম ঘোষণা করে বললেন, 'আমি রণমদ্দবকে অগ্রে রেখে এসব নিয়ে আমাদের রাজার নিকট গমন করছি। এলাঢ় রাজাকে এ বিষয়ে অবহিত কর। যদি সামর্থ্য থাকে আমাকে বন্দি করুক'—এভাবে ঘোষণা করে অশ্বকে পা দিয়ে সংকেত করে দ্রুত চৈত্যগিরির মধ্যে গিয়ে অশ্বের গতি মন্থর করে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এলাঢ়রাজকে এ বিষয় অবহিত করা হলে অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর চৈত্যতামিল নামে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে আহ্বান করে সেনাপতিসহ পাঠালেন এবং বললেন, 'তোমরা শতযোদ্ধাসহ শীঘ্র তাকে অনুধাবন করে হত্যা করে সিন্ধুঘোটক নিয়ে এসো।' তখন তাঁরা আহার করে সর্বালংকারে বিভূষিত হয়ে মণিকুণ্ডল পরিধান করে, উত্তম সিন্ধুঘোটকে আরোহণ করে যাত্রা করলেন এবং চৈত্যপর্বতে উপস্থিত হলেন। দ্রুত ধাবিত হবার ফলে খুরসংযোগে ভীষণ ধূলোরাশি উত্থিত হওয়ায় সে-স্থান ধুলোয় অন্ধকার হয়েছিল। এমতাবস্থায় চেথসুমন গভীর জঙ্গলে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় কোষ হতে তরবারি উন্মোচন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দ্রুত যাবার সময় শত্রুদের মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন। চেথসুমন মস্তক ভূমিতে পড়ন্ত অবস্থায় নিয়ে চুলে গিট দিয়ে অশ্বের পৃষ্ঠে স্থাপন করে অশ্বসহ মধ্যম মহাচথক গঙ্গায় বর্ধমানতীর্থে উপস্থিত হলেন। তথায় সহস্র পরিমাণ পাহারারত তামিলসেনা সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছিল। তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সহস্র সৈন্যকে হত্যা করে অশ্বসহ গঙ্গার অপর পারে উত্তীর্ণ হয়ে চলে গেলেন। গঙ্গার অপর পারেও বর্ধমান তামিল সহস্র সৈন্যসহ তাঁকে পরিবৃত করে রেখেছিল। তিনি তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করে অনেক

শত সৈন্য হত্যা করে চলে গিয়েছিলেন। সেই থেকে বর্ধমানতীর্থ সহস্র তীর্থ ও অশ্বমণ্ডলিক তীর্থ নামে পরিচিতি লাভ করে।

তিনি সেই অশ্ব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ স্নান করে জলপান করে সায়াহ্ন সময়ে মহাগ্রামে উপনীত হলেন। মহাতোরণ উন্মোচনান্তে প্রবেশ করে রাজদ্বারসমীপে অশ্ব হতে অবতীর্ণ হলেন। অশ্বকে অশ্বশালায় বেঁধে উৎপলগুচ্ছসহ পানীয় ঘট এবং সকুণ্ডলাভরণাদি নিয়ে দুটি মস্তকসহ রাজাকে প্রদান করলেন। রাজা তাঁকে মহাসৎকার (আপ্যায়ন) করে সুবর্ণপাত্র সংগ্রহ করিয়ে তাতে অসিধৌত জলদ্বারা পূর্ণ করে সুবর্ণ-কুণ্ডলিকে দুটি তামিল শির স্থাপন করে দেবীকে স্নান করালেন; পানীয় পান করিয়ে মাল্য পরিধান করিয়ে দিলেন। সেই ক্ষণে দেবীর দোহদ (সাধ) উপশম হলো। অনন্তর রাজা দৈবজ্ঞকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরূপ দোহদের ফল কী হবে?' তারা ব্যাখ্যা করার জন্য এরূপ বললেন :

৭. দেব, তিনি (মহিষী) দেবসদৃশ বীর; মেরুসদৃশ গুণবান, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান পুত্র প্রসব করবেন। বত্রিশ তামিলকে হত্যা করে বশীভূত করত তিনি লঙ্কার একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

৮. ধর্মরাজ অশোক যেমন করে বুদ্ধশাসনকে শোভিত করেছিলেন তেমনই তিনিও অনুরাধপুরে অবস্থান করে বুদ্ধশাসনকে শোভাময় করে তুলবেন।

এ কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁদের সৎকার করলেন। অনন্তর রাজা দশর্ধমাস অতিক্রান্ত হলে একদিন বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে পূজা করে পীড়িত ভিক্ষুদের চারি প্রত্যয়াদির দ্বারা সেবা করছিলেন। সে সময় তিনি একজন ভিক্ষুর শরীরে সরীসৃপের দ্বারা দংশিত স্থানে স্ফীতি দর্শন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনার কী হয়েছে?' ভিক্ষু বললেন, 'মহারাজ, সরীসৃপ দংশন করেছে।' রাজা বিছানায় বহিরাবরণের প্রয়োজন চিন্তা করে উত্তরাসঙ্গ প্রদানের ইচ্ছায় তাঁর একটিমাত্র চাদর চিন্তা করে দান করলেন না। সেখান হতে তিনি পঞ্চম্বমালকে গিয়ে ত্রিপিটক মহাতিষ্য থেরকে বন্দনা করে উপবেশন করলেন। সেখানে তিনি (স্থবির) তাঁকে বুদ্ধদেশিত সীহনাদ সূত্র দেশনা করলেন। তাঁর প্রতিও রাজা প্রসন্ন হয়ে উত্তরাসঙ্গ দান করার ইচ্ছা হলেও একটিমাত্র চাদরের কারণে না দিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে 'ভিক্ষুগণের এবং স্থবিরের জন্য বহু বস্ত্র প্রেরণ করব' চিন্তা করছিলেন। সেইক্ষণে একটি কাক এসে আমবৃক্ষের শাখায় বসে রাজাকে এরূপ বলল :

৯. হে রাজন, যা দান করতে স্থির করেছেন তাতে বিরত হওয়া উচিত নয়, পণ্ডিতগণ উৎপন্ন কুশলচিত্ত হতে কখনো বিরত হন না।

১০. আপনি আপনার চিত্তের বিবেচনানুযায়ী দান করুন, আমি আপনার তুষ্টিদায়ক পঞ্চশাসন সংগ্রহ করে দেব।

অতঃপর কাক বলল, 'মহারাজ, বিহারদেবী ভাগ্যবান পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। উপোসথ দিনে এক হস্তিনী আকাশমার্গে গিয়ে তীর্থ সরোবর সমীপে ভীষণ বলসম্পন্ন এক হস্তীশাবক প্রসব করে এসেছে। অশ্বশালায় অশ্বকুল হতে একটি অশ্বা আকাশমার্গে আগমন করে গোণগ্রামে শক্তিশালী একটি বাচ্চা প্রসব করে এসেছে; সমুদ্রবন্দরে উত্তম চাদর ইত্যাদি জিনিসে পরিপূর্ণ ষাটটি নৌকা অবস্থান করছে। রাজার উদ্যান সমীপে দ্বাদশটি চতুর্কোণবিশিষ্ট স্থানে তালবৃক্ষপ্রমাণ সুবর্ণখণ্ড উদ্ভব হয়েছে। এই পঞ্চকল্যাণময় (বস্তু) উদ্ভব হয়েছে।' সে সময় গিরিপাদ কোন্তর কট্‌ঠপর্বত মহাবিহারের মহানাগ স্থবির সপ্ত তালবৃক্ষ পরিমিত ঊর্ধ্ব আকাশে উপবিষ্ট হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। অতঃপর কাক বলল, 'এ সবই অনিত্য; মহারাজ, ঈপ্সিত স্থানে এই চাদরসমূহ দান করুন।'

রাজা কাকের কথা শুনে ভীত হয়ে বললে স্থবিরও তাঁর পূর্বকর্ম স্মরণ করে ভীত হলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনি কী কারণে ভীত হয়েছেন?' তিনি বললেন, 'মহারাজ, আপনি অমরূৎপল জীবনে বালুকাস্তূপ নির্মিত করে পূজা করার ফল আজ প্রাপ্ত হচ্ছেন। তাই আমি ভীত হয়েছি।' রাজাও তাঁর অতীতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্থবিরও সমস্ত বিষয় প্রকাশ করলেন। রাজা প্রসন্নচিত্তে স্থবিরকে উত্তর সাটক দান করলেন এবং কোন্ত রকট্‌ঠপর্বত মহাবিহারে গমন করে স্থবিরের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়ে ধাতুসমূহ সংগ্রহ করে স্তূপ নির্মাণ করালেন। তারপর সুবর্ণ ও চাদরসমূহ সংগ্রহ করে ভিক্ষুগণকে বহিরাবরণ এবং ত্রিচীবরের জন্য চাদরসমূহ দান করলেন। অনন্তর নগর, জনপদ ও রাজ্যবাসী নিয়ে সাতদিবস অবধি পুত্রের জন্মোৎসব করালেন। পরবর্তীকালে তার নামকরণের সময় রাজা মহাদানের ব্যবস্থা করে 'আমার পুত্রের নামকরণ মঙ্গলার্থে ভোজন করুন' এরূপ বলে দ্বাদশ হাজার ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাই মহাবংসে উক্ত হয়েছে :

১১. আমার পুত্র এই লঙ্কাদ্বীপের রাজ্যভার গ্রহণ করে বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে।

১২. আট হাজারাধিক ভিক্ষু শাসনে প্রবেশ করুন এবং সকলে চীবর পরিধান করুন (প্রাপ্ত হোন)।

১৩. প্রথমে উত্তম ধর্মপদ শিক্ষা ও ধারণ করুক এবং সমগ্র ধর্ম পর্যবেক্ষণ করুক।

১৪. গোতম নামে স্থবির কুমারকে (পুত্রকে) গ্রহণ করুন। তিনি ত্রিশরণসহ সমস্ত ধর্ম শিক্ষাদান করুন। রাজা সকল নিমিত্ত দর্শন করে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষুসংঘকে উপবেশন করিয়ে উত্তম পায়েসান্নের দ্বারা ভোজন করালেন এবং

জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আমার পুত্রের কী নাম রাখা হবে?' ভিক্ষুগণ এরূপ নামকরণ করলেন; তাই বলা হয়েছে :

১৫. মহাগ্রামের রাজা পিতা এবং নিজের নাম একত্র করে গামনি অভয় নামকরণ করা হলো।

অনন্তর বিহারদেবী সেই বছর আর একটি পুত্র প্রসব করলেন। তার নাম রাখা হলো তিষ্য। উভয় রাজকুমার দেবপুত্রবৎ মিলেমিশে বড়ো হতে লাগল। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পাদনকালে রাজা পাঁচশ ভিক্ষুকে আহ্বান করে মহাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভোজন করার সময় সুবর্ণপাত্র নিয়ে দেবীসহ সকলের উচ্ছিষ্ট ভাত হতে অল্প অল্প নিয়ে নিম্নরূপ শপথ করিয়ে কুমারদের মুখে তুলে দিলেন—'পুত্রগণ, রাজ্যশাসনের ভার তোমাদের ওপর ন্যস্ত হলে কখনো কুক্ষিগত করবে না।'

১৬. অনন্তর রাজা তাদের দশ-বারো বছর বয়সে পরীক্ষা করার জন্য পাঁচশ ভিক্ষুকে সমবেত করে মহাদান সজ্জিত করে আহার করিয়ে সুবর্ণপাত্রে পূর্ববৎ ভিক্ষুদের উচ্ছিষ্ট ভাত দিয়ে তিন অংশ করে তাদের দিকে দিয়ে এরূপ বললেন, তাই বলা হয়েছে :

১৭. কুলদেবগণ ও বহু ভিক্ষু আমাদের প্রতি বিমুখ, তাদের প্রতি হিংসাভাব চিন্তা না করে এটা আহার কর।

১৮. তোমরা দুই ভাই নিত্য পরস্পর মিলেমিশে থাকবে, এরূপ চিন্তা করে এটা আহার কর।

১৯. এটা আহার করে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, এজন্য মহারাজ রাজকুমারদের নিয়োগ করেছেন।

এ কথা শুনে তারা দুইটি আহার্য পাত্রের আহার্য অমৃতবৎ আহার করল। শেষপাত্র নিয়ে তিষ্যকুমার (ভাতের পিণ্ড) মাটিতে ফেলে দিল। গামনিও সেভাবে ফেলে দিয়ে উঠে শয়নকক্ষে গিয়ে হাত-পা সংকুচিত করে শুয়ে রইল। শয়নকক্ষে গিয়ে তা দেখে বিহারদেবী বললেন, 'পুত্রগণ, কী কারণে হাত-পা প্রসারিত না করে সুখে শয়ন করছ না? সুখে শয়ন কর।' কুমার কারণ বলতে গিয়ে এরূপ বলল :

২০. গঙ্গাপারে তামিলগণ অগ্নিশিখার ন্যায় বাস করছে, আমরা এই সমুদ্রতীরে কীভাবে সুখে শয়ন করব বলুন। রাজা তাদের মনোভাব জানতে পেরে তাদেরকে অসিবিদ্যা ও সকল প্রকার কলাবিদ্যা (যুদ্ধবিদ্যা) শিক্ষা দিলেন। তখন গামনি কুমার :

২১. তিনি ক্রমান্বয়ে ষোলো বর্ষে উন্নীত হলেন, তিনি ছিলেন পুণ্যবান, যশস্বী, ধীর, তেজস্বী ও পরাক্রমশালী।

২২. তাঁর হাতের অসিকর্ম (যুদ্ধ) ছিল অতি নিপুণ, সেই রাজপুত্র গামনি তখন মহাগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজা কাকবর্ণ দশজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা সংগ্রহ করে পুত্রদের (যুদ্ধবিদ্যা) শিক্ষা দিয়েছিলেন। দশজন যোদ্ধাদের নাম :

২৩. নন্দিমিত্র, সুরনির্মল, মহাসেন, গোটয়িম্বর, থেরপুত্রাভয়, ভরণ, বেলু সুমন, খঞ্জদেব, ফুষ্যদেব ও লভিয়াসভ—এই দশজন মহাযোদ্ধা মহাশক্তিশালী ছিলেন।

তাদের দশজন থেকে একজন, পুনরায় দশজন থেকে একজন—এভাবে তিনবারে যোদ্ধাদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই যোদ্ধাগণ :

২৪. একাদশ সহস্র এবং দশাধিক শত যোদ্ধা সম্মিলিত হয়ে মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমশালী ছিলেন।

রাজাও তাঁদেরকে গ্রাম, নিগম, জমি জিনিসপত্র দিয়ে তিষ্যকুমারকে জনপদ রক্ষা করার জন্য বলবাহন (যান) দিয়ে দীর্ঘবাপি প্রেরণ করলেন। গামনি কুমার পিতার কাছে রইলেন। তিনি রথ-পদাতিক ইত্যাদি চতুরঙ্গ সৈন্য ও দশ মহাযোদ্ধাকে দেখে 'এখন তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করব' এরূপ চিন্তা করে পিতাকে অবহিত করলেন। রাজাকে বললেন, 'শাসনের হিতসাধন করার এখন উপযুক্ত সময়, তা আমি আপনাকে অবহিত করছি।' রাজা শুনে বললেন, 'যুদ্ধে জয়-পরাজয় জানা সম্ভব নয়। মনে হয় তামিল সৈন্যবাহিনী বৃহৎ, গঙ্গাতীরে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের পক্ষে পুত্রদের রক্ষা করা সম্ভব নয়।' কুমার দ্বিতীয়-তৃতীয়বার পিতার নিকট লোক প্রেরণ করলেন। চতুর্থবার হাতে ও গলায় মহিলাদের মতো অলংকার পরিধান করার জন্য পিতার নিকট প্রেরণ করলেন। তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

২৫. রাজাও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্ণময় শৃঙ্খল তৈরি করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, তাকে বন্দি করব, অন্যথা তাকে রক্ষা করা যাবে না।

অনন্তর কুমার পিতার সঙ্গে রাগ করে মলয়ে চলে গেলেন। তিনি পিতার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছিলেন বলে দুট্‌ঠগামনি নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তারপর রাজা তুগ্‌গলচৈত্য নির্মাণ করিয়ে চৈত্য প্রতিষ্ঠার দিনে ভিক্ষুদের সমবেত করালেন। চব্বিশ সহস্র ভিক্ষুসংঘ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। সে সময় যোদ্ধাগণকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন না করে।' অনন্তর পরবর্তী সময়ে পিতার মৃত্যুর পর তিষ্যকুমার দীর্ঘবাপি হতে এসে তাঁর শরীরকৃত্য সমাপন করলেন এবং মাতা ও কণ্ডুল হস্তী নিয়ে ভাইয়ের ভয়ে দীর্ঘবাপি চলে আসলেন। তখন মহাগ্রামে অমাত্যগণ একত্রিত হয়ে দুট্‌ঠগামনি কুমারের নিকট এই বলে পত্র পাঠালেন যে, 'আপনি শীঘ্র আগমন করুন।' তিনি পত্র পাঠ করে

তাড়াতাড়ি প্রাসাদে এসে পাহারার জন্য নির্দেশ দিয়ে মহাগ্রামে গমন করলেন। তথায় অমাত্যগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দূত প্রেরণ করলেন এই বলে যে, 'মাতাকে এবং কঞ্চুল হস্তীকে নিয়ে এসো।' তিষ্যকুমার 'আমাদের পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছেন, মাতা এখানে বাস করবেন,' বলে তাদের পাঠালেন না। তা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, 'আমি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং মায়ের সেবা করার ভার আমার, আমিই তাঁকে ভরণপোষণ করব। যদি তাঁদের না পাঠাও তাহলে যথা-উপায়ে আনব।' কুমার এতেও মাতাকে পাঠালেন না। অনন্তর তাঁরা উভয়ে সৈন্য বৃদ্ধি করে চুল্লঙ্গপৃষ্ঠে মহাসংগ্রামের আয়োজন করলেন। তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

২৬. চুল্লঙ্গ পৃষ্ঠে মহাযুদ্ধে বহু সহস্র রাজপুরুষ (সৈন্য) নিহত হয়েছিল।

২৭. কুমার ধাবিত করলে রাজা তিষ্য, অমাত্য এবং অশ্ব তিনজন পলায়ন করেছিল।

২৮. উভয় রাজকুমারের মধ্যে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে দেখে ভিক্ষুসংঘ তাদের নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন।

রাজা পলায়ন করে কপ্পকন্দর নদীর জলমালী নামক পোতাশ্রয়ে উপগত হয়ে এক সপ্তাহ মূর্ছিত থেকে তিষ্য অমাত্যদের বললেন, 'আমার ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু আছে কি?' অমাত্য সুবর্ণপাত্র হতে ভাত নিয়ে তাঁকে দিলেন। 'রাজা ভিক্ষুসংঘকে না দিয়ে খাব না' ভেবে সুবর্ণপাত্রের ভাত নিজের, অমাত্যের, অশ্বের এবং ভিক্ষুসংঘের জন্য চারটি পাত্রে বিভাগ করে অমাত্যকে বললেন, 'ভিক্ষুসংঘের সময় ঘোষণা করুন।' তিনিও ঘোষণা করলেন, 'ভন্তে, আহার্য গ্রহণের জন্য আগমন করুন।' তা শ্রবণ করে চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানকারী গৌতম স্থবির স্বীয় অন্তেবাসিক তিষ্য কুটুম্বিক পুত্রকে ডেকে উক্ত বিষয় অবহিত করে প্রেরণ করলেন। তিনি আকাশমার্গে গিয়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তিনি (রাজা) তাঁর হাত হতে পাত্র নিয়ে সংঘের অংশ এবং নিজের অংশ দান করলেন। অশ্ব স্বীয় অংশ দান দেবার ইচ্ছায় খুর নেড়ে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করল। তা বুঝতে পেরে তার (অশ্বের) অংশও পাত্রে দিয়ে পূর্ণ পাত্রটি রাজা স্থবিরের হাতে প্রদান করলেন। স্থবির পঞ্চান্ন শত ভিক্ষুকে দান করে তাঁদের নিকট প্রাপ্ত পাত্র পাঠিয়ে দিলেন। পাত্র গিয়ে তাঁদের কাছে স্থির হয়ে রইল। মহাবংসে বলা হয়েছে :

২৯. পাত্র দেখে গ্রহণ করে তিষ্য রাজাকে খাওয়ালেন; নিজে আহার করে রাজা অশ্বকে খাওয়ালেন। এভাবে সপ্তাহ যাবৎ অতিবাহিত করে পাত্র বিসর্জন দিলেন।

অতঃপর রাজা মহাগ্রামে গিয়ে অচিরে ষাট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে অশ্বে

আরোহণ করে পঞ্চায়ুধ (অস্ত্র) সমন্বয়ে কনিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নিষ্ক্রান্ত হলেন। কুমারও কঞ্চুল হস্তীতে আরোহণ করে বর্ম পরিধান করে বহির্গত হলেন। সেই যুদ্ধে কনিষ্ঠ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন। তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

৩০. রাজা অশ্বারোহণ করেছিলেন এবং তিষ্য কঞ্চুল হস্তীতে আরোহণ করেছিলেন, এভাবে ভ্রাতৃদ্বয় মহারণক্ষেত্রে যুদ্ধরত হয়েছিলেন।

৩১. রাজা হস্তীকে মণ্ডলাকৃতি করলেন, তাকে আক্রমণের উপায় না দেখে লাফ দিয়েছিলেন।

৩২. অশ্বের দ্বারা লম্ফ দিয়ে হস্তীর ওপর উপবিষ্ট ভাইকে বর্শা নিক্ষেপ করলেন যেন তাঁর পৃষ্ঠ বিদ্ধ করে।

৩৩. যুদ্ধে কুমারের বহু সহস্র সৈন্যের মহাশক্তি খর্ব করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন।

৩৪. হস্তীর আরোহীকে আহত করে লাফ দিল, ক্রুদ্ধ হস্তী তাকে নিয়ে একটি বৃক্ষের কাছে উপস্থিত হলো।

৩৫. কুমার বৃক্ষে আরোহণ করে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন; পৃষ্ঠে আরোহণ করে পলায়নরত কুমারকে রাজা অনুধাবন করলেন।

কুমার সেখান হতে পলায়ন করে একটি বিহারে প্রবেশ করত মহাস্থবিরের মঞ্চের নিচে শুয়ে রইলেন। সে সময় মঞ্চের নিম্নাংশ যাতে না দেখা যায় সেভাবে মঞ্চের ওপরে চীবর বিছায়ে রাখলেন। তখন রাজকুমারের অনুধাবনকারী রাজা এসে বিহারে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিষ্য কোথায়?' স্থবির বললেন, 'মহারাজ, মঞ্চের নিচে নেই।' রাজা 'মঞ্চের নিচে প্রবেশ করেছে মনে হচ্ছে।' এরূপ চিন্তা করে বিহার হতে বের হয়ে পাহারা দেবার জন্য দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিক্ষু তাঁকে (কুমারকে) মঞ্চে শুইয়ে তাঁর দেহ চীবরদ্বারা আবৃত করে মৃত ভিক্ষুকে দেখার মতো করে বাইরে থেকে দেখতে লাগলেন। রাজা তা দেখে এরূপ বললেন, বলা হয়েছে :

৩৬. আপনি জানেন যে মহীপতি (কুমার) তিষ্য এখানে এসেছে, আপনার কুলদেবতাদের মধ্যে সে শীর্ষে।

৩৭. শক্তি প্রয়োগ করে আপনার কুলদেবতা আমি নেব না, মাঝেমধ্যে আপনার কুলদেবতাকে স্মরণ করুন।

অতঃপর তিনি মহাগ্রামে গিয়ে মাতাকে আনয়ন করলেন। তখন ভিক্ষুগণ কর্তৃক অনুগৃহীত তিষ্য কুমার অন্যবেশ ধারণ করে দীর্ঘবাপি গমন করত গোধগত্ত তিষ্য স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি অপরাধী আমার ভাইয়ের কাছে।' ভিক্ষু বললেন, 'ক্ষমা প্রার্থনা কর।' স্থবির তাঁকে ছাতা, পাত্র

ইত্যাদি দিয়ে সেবকের বেশে পাঁচশ ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে রাজগৃহে গিয়ে বেদিতে অভিবাদন করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। রাজা সেই ভিক্ষুসংঘ ও স্থবিরকে দেখে উপবেশন করিয়ে জাউ আনয়ন করলেন। স্থবির পাত্র আবৃত করে রাখলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কীজন্য আগমন করেছেন?' স্থবির বললেন 'কুমারকে নিয়ে এসেছি।' রাজা 'কোথায় এখন সেই চোর?' বললে স্থিত স্থান দেখিয়ে দিলেন। তখন বিহারদেবী গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। রাজা ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে তিষ্য কুমারের সঙ্গে আহার করে ভিক্ষুসংঘকে বিদায় দিলেন। সে বিষয় প্রকাশ করার জন্য মহাবংস রচয়িতা বলেন :

৩৮. রাজা বললেন, এখন হতে আমাদেরকে সেবকরূপে জানবেন, আপনারা সাত বছর ধরে আমাদের নিকট শ্রামণের পাঠাবেন।

৩৯. জনক্ষয় ব্যতীত আমাদের কলহ উপশম হয়নি, রাজা সংঘের দোষে সংঘকে অপরাধী করেছিলেন :

৪০. ভিক্ষুসংঘকে দানাদি করণীয় কর্ম সম্পাদন করে ভিক্ষুসংঘের মাঝ হতে ভাইকে ডাকালেন।

৪১. অনন্তর তিনি ভাইসহ ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে মাঝখানে বসে আহারকার্য সম্পাদন করে ভিক্ষুসংঘকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর রাজা কনিষ্ঠকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘবাপি বাস করে শষ্য উৎপাদন কর।' এই বলে তাঁকে প্রেরণ করে নিজেও বহুবিধ চাষকার্য করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে রাজা হিরণ্য, সুবর্ণ, গো-মহিষ, দাস-দাসী, ক্ষেত্র-বস্তু, গ্রাম-নিগম ইত্যাদি সম্প্রদানের মাধ্যমে বহুশক্তিধর ব্যক্তি সংগ্রহ করে ভাবলেন, 'এখন হীন তামিলদের ধ্বংস করে সম্বুদ্ধ শাসনের শ্রীবৃদ্ধি করার সময়।' এরূপ ভেবে হস্তী, অশ্ব, যুদ্ধের নানাপ্রকার উপকরণ সংগ্রহ করে সমস্ত আয়োজন করত চুলের মধ্য ধাতু (অস্ত্র) লুকিয়ে রেখে মহানুভব রাজার প্রভাবে মহাশক্তিধর সৈন্যসহ রাজশির দীপ্যমান অবস্থায় তিষ্য মহারামে গমন করে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করলেন এবং সহগামী ভিক্ষু প্রার্থনা করে তামিলদের দমন করার জন্য বহির্গত হলেন। এ বিষয় প্রকাশের জন্য বলা হয়েছে :

৪২. অতঃপর দুট্‌ঠগামনি রাজা বহু সৈন্য সংগ্রহ করে কুন্তলে ধাতু (অস্ত্র) লুকিয়ে রেখে নিজে শ্রেষ্ঠ বলবাহনে আরোহণ করলেন;

৪৩. তিষ্যারাম বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে বললেন, বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি গঙ্গার পরপারে গমন করব।

৪৪. আমাদের সঙ্গে যেতে সক্ষম ভিক্ষু দিন, যাঁরা আমাদের সহগামী হবেন এবং ভিক্ষুগণকে দেখে আমাদের মঙ্গল হবে এবং আমরা রক্ষা পাব।

৪৫. সংঘ দণ্ডকর্মের জন্য পাঁচশ ভিক্ষু প্রদান করলেন, রাজা ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে সেখান হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

৪৬. শাসন শোধন করার জন্য এখানে আগমন করেছিলেন; কুণ্ডল হস্তীতে আরোহণ করে যোদ্ধাগণ পরিবৃত হয়ে মহাপরাক্রম-সহকারে যুদ্ধে শত্রুদের নিরস্ত্র করেছিলেন। তাঁরা মহাগ্রাম হতে যেখানে ভোজনাগারের নিকট মহাশক্তিধর ছিলেন সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনন্তর মহারাজ দশ মহাযোদ্ধা-পরিবৃত হয়ে ভীষণ যুদ্ধ করে তামিল সেনাদের হত্যা করে তামিলদের রাজকীয় অঙ্গনে নিয়ে তথায় অবস্থিত মহিয়ঙ্গন স্তূপকে অশীতি হস্ত দীর্ঘ (উঁচু) করালেন; এ মহিয়ঙ্গন স্তূপ পূজা করতে কে না ইচ্ছা করে?

এর আনুপূর্বিক কাহিনি :

ভগবান বোধিলাভের নবম মাসে এই দ্বীপে আগমন করেছিলেন। গঙ্গাতীরে যোজন বিস্তৃত মহানাগব উদ্যানে যক্ষগণ সমবেত হয়ে মন্ত্রণা করার সময় ভগবান এসে সেই যক্ষগণের উপরিভাগে মহিয়ঙ্গন স্তূপের জায়গায় আকাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি-বায়ু-অন্ধকারাদির দ্বারা উত্তপ্ত করলে তারা অভয় যাচঞা করল। তিনি বললেন, 'তোমাদের অভয় দিলাম; তোমাদের সকলের উপবিষ্ট স্থান আমাকে দাও।' তাই বলা হয়েছে :

৪৭. বুদ্ধ তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে এই স্থান দাও; আমি তোমাদেরকে সমগ্র দ্বীপ এবং অভয় দান করলাম।

৪৮. ভয়, শীত, অন্ধকার হরণ করে তাদের প্রদত্ত ভূমিতে মারজিৎ বুদ্ধ চর্মখণ্ড বিছালেন।

ভগবান তথায় উপবিষ্ট হয়ে তেজশক্তি প্রয়োগ করে সমস্ত চর্মখণ্ড প্রজ্বলিত করে রাখলেন। সেই চর্মখণ্ড সবটুকু সাগরের সন্নিকটে একত্রিত হলো। তখন ভগবান ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা তথায় গিরিদ্বীপ আনয়ন করে যক্ষদের প্রবেশ করিয়ে যথাস্থানে দ্বীপ স্থাপন করে চর্মখণ্ড সংকোচন করে ফেললেন। সেখানে দেবগণের সমাগম হয়েছিল। সেই সমাগমে ভগবান ধর্মদেশনা করেছিলেন। তাই বলা হয়েছে :

৪৯. সে সময় বহুকোটি প্রাণী ধর্মশ্রবণের জন্য সমবেত হয়েছিল, অসংখ্য প্রাণী ত্রিশরণসহ শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৫০. প্রাণিগণ শির দ্বারা স্পর্শ করলে ভগবান প্রাণীরা হিতের জন্য তাঁর মস্তকের কেশরাশি পাত্রে প্রদান করেছিলেন।

৫১. তাঁরা সেই কেশরাশি সুবর্ণপাত্রে নিয়ে, নানাপ্রকার রত্নাদির দ্বারা শাস্তার উপবিষ্ট স্থান মণ্ডিত করেছিলেন।

৫২. তাঁরা উক্ত কেশরাশি সপ্ত রত্নময় ইন্দ্রনীল স্তূপে প্রতিষ্ঠা করে পূজা

করতে লাগলেন।

লোকনাথ ভগবানের পরিনির্বাণের পর ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের সহবিহারী বসভ নামে এক স্থবির শ্মশান হতে গ্রীবাধাতু গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে এসে সেই স্থানে চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়ে মেঘবর্ণ পাষাণদ্বারা আচ্ছাদিত করে দ্বাদশ হস্ত ঊর্ধ্ব স্তূপ নির্মাণ করে প্রত্যাগমন করেছিলেন। অতঃপর দেবপ্রিয় তিষ্য রাজার ভাই চুলাভয় সেই অদ্ভুত চৈত্য দর্শন করে ত্রিশ হস্ত উঁচু করে চৈত্য নির্মাণ করেন। এখন দুট্ঠগামনি অভয় মহারাজ মহিয়ঙ্গন আগমন করে তামিলদের পরাজিত করে অশীতি হস্ত উঁচু কঞ্চুক (বহিরাবরণ বা বর্ম) চৈত্য নির্মাণ করিয়ে পূজা করেন। এটা এরূপ মহাশ্চর্য চৈত্য ছিল। তখন রাজা মহিয়ঙ্গন হতে আম্রতীর্থ গমন করে আম্রতামিলকে চার মাসের জন্য ধরে রেখেছিলেন। সেখান হতে অবতরণ করে মহাশক্তিশালী সাতজন তামিলকে একদিনের জন্য বন্দি করে রেখেছিলেন। সেখানে অন্তরগর্ত হতে মহাকোণ্ড তামিলকে, দোনগ্রামে গবর তামিলকে, হালকোলে ঈশ্বর তামিলকে, নালিগর্তে নালিক তামিলকে, খানগ্রামে খানুক তামিল ও তম্বুত্ত তামিল নামে দুই মামা-ভাগ্নে তামিলকে বন্দি করেছিলেন। রাজা সেই তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় এরূপ সত্য প্রকাশ করেছিলেন। তাই বলা হয়েছে :

৫৩. রাজা না জেনে নিজের সৈন্য এবং স্বজনকে হত্যা করেছিলেন, তা শুনে তিনি সে কাজ (স্বসৈন্য ও স্বজন হত্যা) হতে বিরত হয়েছিলেন।

৫৪. আমি এটা রাজ্যসুখ ভোগ করার জন্য করিনি; সম্বুদ্ধের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই এ কাজ করেছি।

৫৫. তাই আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে জালের মতো একত্রিত হয়ে এখানে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছে।

এইরূপে রাজা গঙ্গাতীরে চব্বিশটি শিবিরের তামিলদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে করতে বহু তামিল সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। হত্যাশেষে সেখানে এসে বিজিত নগরে আশ্রয় গ্রহণের জন্য প্রবেশ করলেন। অতঃপর রাজা বিজিত নগর গ্রহণের জন্য যোদ্ধাদের পরীক্ষা করতে মগধের ষোলোটি পাত্রপূর্ণ সুরা সংগ্রহ করে একটি পাত্রের সঙ্গে সহস্র পরিমিত স্বর্ণবলয় দিয়ে উত্তম খাদ্যরাশিসহ কার্ষাপণ রাশীকৃত করে তার ওপর সুরাপূর্ণ পাত্র রেখে দশজন মহাযোদ্ধাকে আহ্বান করে বললেন, 'এই পাত্রস্থ সুরা পান করে পাত্রসহ কার্ষাপণ গ্রহণ কর।' যোদ্ধাগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন। অনন্তর রাজা গোঠয়িম্বর থেরপুত্র অভয় এবং দাঠাযোদ্ধাকে আহ্বান করে সুরাপানে নিয়োগ করলেন। তাঁরা 'দেব, আমাদের পক্ষে পান করা অযৌক্তিক,' এরূপ বলে বর্জন করলেন। রাজা সুরনির্মলকে আহ্বান করে অনুরূপভাবে ব্যক্ত করলেন। তিনি

বললেন, 'দেব, আমি সুরা পান করব।' এ কথা শুনে বহু লোক একত্রিত হলো। তিনি বললেন, 'এই কার্ষাপণসমূহ মলিন।' রাজা অন্য উজ্জ্বল কার্ষাপণ সেখানে রাশীকৃত করলেন। তিনি সুরা পান করে কার্ষাপণ লোকদের ভাগ করে দিলেন। সুরা পান করেছিলেন বলে তিনি সুরনির্মল নামে পরিচিত হন। রাজা তাঁকে পরীক্ষা করে নন্দিমিত্রকে পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি রাজার নিকট আসার সময় সুরাপান করিয়ে কণ্ডুলকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন সেই হস্তীরাজ গর্জন ও নিনাদ করতে করতে শুঁড়ের দ্বারা ভূমিতে আঘাত করতে করতে তার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। তাই বলা হয়েছে :

৫৬. আগত হস্তীকে ধরার জন্য নন্দিমিত্র হস্তীর উভয় দন্ত দৃঢ়রূপে ধরে উৎকুটিতভাবে বসে পড়ল।

৫৭. হস্তী ও নন্দিমিত্রের মধ্যে যে-স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল সে-স্থান তখন হতে হস্তীপুর নামে কথিত হয়।

এভাবে রাজা পরীক্ষা করে বিজিত নগর গ্রহণ করার জন্য বের হলেন। তা শুনে তামিলেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তাদের সঙ্গে মহাযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। পূর্ব দিকে বেলুসুমন অশ্বারোহণে যুদ্ধ করতে করতে বহুশত তামিলকে হত্যা করেছিল। তখন তামিলদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করেছিল। তখন রাজা নির্দেশ দিলেন—'নিজ নিজ বলবাহন নিয়ে সেই সব দ্বারে যুদ্ধ কর।' কণ্ডুলহস্তী, নন্দিমিত্র এবং সুরনির্মল তখন দক্ষিণ দ্বারে কাজ (যুদ্ধ) করছিলেন। মহাসেন, গোঠয়িম্বর ও থেরপুত্র অভয়—এই তিনজন অন্য তিন দ্বারে কাজ (যুদ্ধ) করছিলেন। সেই নগরে শুষ্ক পরিখা, কর্দম পরিখা ও জলপরিখা—এ তিনটি পরিখা খনন করে আঠারো হস্ত উঁচু দৃঢ় প্রাকার নির্মাণ করালেন। সেই সেই স্থানে একশজন করে যোদ্ধা প্রবেশদ্বারে নিযুক্ত করলেন, সেই সব স্থিতস্থানে তির, ছোরা, বর্শা প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র, ধনু, পাথর, লৌহখণ্ড, উত্তপ্ত শীলাদি অনবরত নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কণ্ডুলহস্তী এদের ধরে দণ্ডদ্বারা শীলাস্ত্র, ইষ্টক ইত্যাদি ছিন্ন (চূর্ণ) করে লৌহদ্বারে উপস্থিত হলো।

তখন তামিলগণ প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করছিল। তপ্ত লৌহগোলক হস্তীর পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করছিল। কণ্ডুলহস্তী বেদনার্ত হয়ে জলাশয়ে গিয়ে জলে ডুব দিয়েছিল। তা দেখে গোঠয়িম্বর মনে করল : 'এ হস্তী সুরাপান করেছে। যদি সুরা পান না করে তাহলে লৌহদ্বার খোলার জন্য কেন যাচ্ছে।' যদি যেতে সক্ষম হও তাহলে দ্বার উন্মোচন কর' এরূপ বলল। তা শুনে নাগরাজ অভিমান করে লোককর্ণ বিদীর্ণ হয় মতো গর্জন ও কুঞ্চনাদ করতে করতে জল দ্বিভাগ করে উঠে স্থলে দাঁড়াল। তখন হস্তী-চিকিৎসক ক্ষতস্থান ধৌত করে ঔষধ দিলেন। রাজা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে হাত দিয়ে উদর স্পর্শ

করে বললেন 'বৎস, সমগ্র লঙ্কারাজ্য তোমাকে দিচ্ছি' এরূপ বলে উত্তম খাদ্য আহার করিয়ে দেহ চাদর দিয়ে আবৃত করে সুবর্মিত (উত্তমরূপে বর্মাচ্ছাদন) করে পৃষ্ঠোপরি মহিষের চর্ম সপ্ত গুণ করে বেঁধে তার ওপরে তৈলযুক্ত চর্ম বেঁধে হস্তীকে ছেড়ে দিলেন। সে মেঘের ন্যায় গর্জন করতে করতে গিয়ে দাঁত দিয়ে আঘাত করতে লাগল; পায়ের দ্বারা আঘাত করতে লাগল। দ্বারবাহকসহ লৌহদ্বার ভীষণ শব্দ করে পড়ে গেল। তাই বলা হয়েছে :

৫৮. মেঘ গর্জনের মতো সে (হস্তী) গর্জন করতে করতে তথায় উপস্থিত হলো, দাঁত এবং পা দিয়ে আঘাত করার ফলে দ্বারবাহকসহ দরজা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রবেশদ্বারে দ্রব্যসম্ভার হস্তীর পৃষ্ঠে পড়ছে দেখে নন্দিমিত্র হস্তীচালকদের ইঙ্গিত (আঘাত) করে বের করে দিলেন। তখন কঞ্জুলহস্তী দন্ত পীড়িত হয়ে শত্রুদের ত্যাগ করল। অতঃপর কঞ্জুল স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণের জন্য নন্দিমিত্রকে খুঁজতে লাগল। তা অবগত হয়ে নন্দিমিত্র অন্যের দ্বারা প্রবিষ্ট পথে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক হয়ে পূর্বেই হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আঠারো হাত ঊর্ধ্ব প্রাকার লাফ দিয়ে পার হয়ে নগর-অভ্যন্তরে তামিলদের মস্তকে বজ্রবৎ পতিত হলেন। অতঃপর গোঠয়িম্বর, থেরপুত্র অভয় সকলে একে একে দ্বার ভেঙে প্রবেশ করলেন। তাই বলা হয়েছে :

৫৯-৬০. হস্তী রথচক্র, নন্দিমিত্র শকটপঞ্জর, গোঠয়িম্বর নারকেল বৃক্ষ, সুরনির্মল শ্রেষ্ঠ তরবারি, মহাসেন তালবৃক্ষ, থেরপুত্র অভয় বৃহৎ দণ্ড নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে তামিলদের ধ্বংস করেছিলেন। এভাবে বিজিত নগর চার মাসে ধ্বংস করে তামিলদের হত্যা করে সেখান হতে গিরিলোক নামক স্থানে গমন করত গিরিতামিলদের দমন করেছিলেন। সেখান হতে মহেল নগরে গিয়ে চার মাসের মধ্যে মহেলরাজকে বন্দি করেছিলেন। তথা হতে রাজা অনুরাধপুরে গমন করত সপারিষদ কাসপর্বত নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে পোষণ নগর নামক পুকুর খনন করিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে উদকক্রীড়া খেলেছিলেন। এলাঢ়ও দুট্‌ঠগামনির আগমনের বিষয় শুনে অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করছিলেন। তা দর্শন করার জন্য :

৬১. রাজা দুট্‌ঠগামনি যুদ্ধ করার জন্য এসেছেন শুনতে পেয়ে এলাঢ়রাজ অমাত্যদের আহ্বান করে মন্ত্রণায় বসলেন।

৬২. সেই রাজাও স্বয়ং যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁর বহু যোদ্ধা ও অশ্ব ছিল, কিন্তু অমাত্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

৬৩. দীর্ঘজন্তুপ্রমুখ যোদ্ধাসহ এলাঢ়রাজ সিদ্ধান্ত নিলেন, আমরা আগামীকাল যুদ্ধ করব।

পরদিন যুদ্ধ যাত্রার জন্য মহাপর্বত হস্তীর পৃষ্ঠারোহণ করে মহাশক্তিসম্পন্ন হয়ে বের হলেন। গামনিরাজও মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে বত্রিশটি শক্ত দূর্গ নির্মাণ করিয়ে ছত্রধারণ করে রাজার ন্যায় (রূপক) এক একজনকে প্রয়োজনীয় স্থানে বসিয়ে দিলেন। মধ্য-দূর্গে রাজা স্বয়ং রইলেন। তখন উভয় রাজা সংগ্রামে লিপ্ত হলে এলাঢ়রাজার দীর্ঘজন্তু নামক যোদ্ধা তরবারি গ্রহণ করে মাটি হতে আঠারো হাত ওপরে উঠে যুদ্ধ করতে করতে দূর্গ সমীপে উপস্থিত হয়ে 'ইনি রাজা' মনে করে রাজরূপককে (রাজার মতো রূপধারণকারী) হত্যা করে প্রথম দূর্গ ভেঙে ফেললেন। এভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় দূর্গ ভাঙতে ভাঙতে একত্রিশতম দূর্গ ভেঙে গামনিরাজ অবস্থানরত দূর্গে আসলেন। তখন সুরনির্মল রাজার ওপর দিয়ে যাবার সময় তাঁকে দেখে উচ্চ স্বরে ডাকলেন, 'অহো, সুরনির্মল কোথায় গেছ? যদি তুমি জীবিত থাকো তাহলে এখানে আগমন কর।' এ কথা শুনে দীর্ঘজন্তু 'প্রথমে একে হত্যা করব' এরূপ চিন্তা করে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আকাশে উত্থিত হলেন এবং তরবারি উন্মুক্ত করে সুরনির্মলের দিকে ধাবিত হতে লাগলেন। সুরনির্মল নিজের ওপর আক্রমণ দেখে নিজের ফলক কাছে আনলেন। তিনি (দীর্ঘজন্তু) ফলকসহ তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করব চিন্তা করে ফলকে আঘাত করতে লাগলেন। তিনি ফলকটি নিক্ষেপ করলেন। দীর্ঘজন্তু ফলক ভাঙতে অসমর্থ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুরনির্মল তাকে বর্শার দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। ফুষ্যদেব সেক্ষণে শঙ্খ বাজালেন। বজ্রবৎ শব্দ হলো। উন্মত্তের মতো জনসাধারণ আসতে লাগল। সে সময়ে তামিলসৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এলাঢ়রাজও হস্তীপৃষ্ঠারোহণ করে পলায়ন করলেন। তখন দুট্‌ঠগামনির সৈন্যগণ তামিল সৈন্যদের হত্যা করে সেখানে স্তূপীকৃত করেছিল। তাই বলা হয়েছে :

৬৪. সে সময়ে নিহত সৈন্যদের রক্তে জলাশয় (পুষ্করিণী) রঞ্জিত হয়েছিল। কুলত্থ পুষ্করিণী এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল।

৬৫. রাজা দুট্‌ঠগামনি ভেরি বাজিয়ে জানালেন, রাজা এলাঢ় আমাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি।

৬৬. দৃঢ়রূপে সজ্জিত হয়ে স্বয়ং রাজা গামনি দৃঢ়রূপে সজ্জিত কণ্ডুলহস্তীকে নিয়ে এলাঢ়রাজকে অনুধাবন করে দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬৭. নগরের দক্ষিণ দ্বারে উভয় রাজা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এলাঢ় গামনি পক্ষকে বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেন।

৬৮. দণ্ড (অস্ত্র)-দ্বারা হস্তীসহ তাঁকে ধ্বংস করেছিলেন, রাজা হস্তীসহ এলাঢ়রাজকে বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেন।

৬৯. সেই যুদ্ধে গামনি স্বীয় বাহন ও যোগ্যতা বলে জয়ী হলেন এবং

লঙ্কাকে ঐক্যবদ্ধ ও মুক্ত করে নগরে প্রবেশ করলেন।

অনন্তর রাজা নগরে ভেরি বাজিয়ে যোজন পরিমিত স্থানে লোকসমাগম করিয়ে এলাঢ়রাজের দেহের মহাসৎকার করালেন এবং কূটাগারে নিয়ে দাহকার্য সম্পাদন করে তথায় চৈত্য তৈরি করিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। অদ্যাবধি সেই স্থানে ভেরি বাজানো নিষিদ্ধ। দুট্‌ঠগামনি অভয় মহারাজ বত্রিশজন তামিলরাজকে লঙ্কাদ্বীপে একত্রিত করালেন। অনন্তর রাজা দুট্‌ঠগামনি বিজিত নগরে প্রবেশ করলেন। তখন দীর্ঘজন্তুযোদ্ধা এলাঢ়ের ভাগ্নেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংবাদ পাঠালেন যে, সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে। ভল্লুক এলাঢ়ের দাহকার্যের সপ্তম দিবসে রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখিত হয়ে মহাতীর্থ হতে ষাট সহস্র লোকসহ কোলম্বহালক নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। দুট্‌ঠগামনি রাজাও তাঁর আগমন সংবাদ শুনে সুদৃঢ়রূপে কঞ্চুলে (হস্তী) আরোহণ করে যোদ্ধাপরিবৃত হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বহির্গত হলেন। উন্মাদ ফুষ্যদেবও পঞ্চায়ুধ সুদৃঢ়ভাবে নিয়ে রাজার পেছনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। ভল্লুকও পঞ্চায়ুধ সুদৃঢ়ভাবে নিয়ে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে রাজার অভিমুখে আসতে লাগলেন। তখন কঞ্চুল তার গতিবেগ কমিয়ে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ হতে লাগল। সৈন্যগণও হস্তীর ন্যায় পশ্চাদপসরণ হতে লাগল। তা দেখে রাজা ফুষ্যদেবকে বললেন, 'এই হস্তী ইতিপূর্বে আটাশটি যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ হয়নি, এখন নে পশ্চাদপসরণ হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'দেব, আমরা জয়ী হয়েছি। এই হস্তী বিজয়ভূমি দেখে পশ্চাদপসারণ হচ্ছে। বিজয়ভূমিতে গিয়ে দাঁড়াবে।' হস্তীও পশ্চাদপসারণ হয়ে পুরদেবের পাশে মহাবিহার সীমানায় দাঁড়াল। ভল্লুক রাজার সামনে এসে উপহাস করতে লাগলেন। রাজাও খড়্গনলের দ্বারা মুখ বন্ধ করে তাঁকে দুর্ব্যবহার করলেন। তিনিও 'রাজার মুখে আঘাত করব' ভেবে নিক্ষেপ করলেন। তিনি খড়্গনলসহ মাটিতে পড়ে গেলেন। ভল্লুক 'মুখ বিদ্ধ করেছি' বলে মনে করে মহাশব্দ করে উঠলেন। সেক্ষণে ফুষ্যদেব তাঁর মুখে শর নিক্ষেপ করে মেরে ফেললেন। তাই বলা হয়েছে :

৭০. মহাশক্তিধর ফুষ্যদেব রাজার পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। শর বা তির নিক্ষেপ করে রাজ-কুঞ্চুলকে (হস্তী) আঘাত করা হয়েছিল।

৭১. রাজার দিক করে অপর একটি শর নিক্ষেপ করা হলে তা তাঁর লোকজনকে আঘাত করেছিল।

৭২. দ্রুতহস্তে রাজার কাছ থেকে শর নিক্ষেপ করা হলে তা ভল্লুকের শরীরে পতিত হয়, প্রবল শক্তির দ্বারা তিনি পরাজিত হন এবং জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়।

জয়লাভ করে রাজা নগরে আসলে ফুষ্যদেব রাজার কর্ণদুল (কুণ্ডুল)

আঘাতের কারণে সৃষ্ট দোষের জন্য দণ্ডকর্ম করার জন্য কর্ণলতিকা ছিন্ন করে হাতে রক্ত নিয়ে রাজাকে দিয়েছিলেন। রাজা বললেন, 'কীজন্য দণ্ডকর্ম করছ? তোমার কী অপরাধ?' তিনি বললেন, 'দেব, আপনার কর্ণে আঘাত করেছি; সে তো আমার অপরাধ।' রাজা বললেন, 'ভাই, তুমি অনপরাধকে অপরাধ বলছ।' এই বলে স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত চিন্তা করে দুইটি পাত্র আনিয়ে তির সোজা করে স্থাপন করিয়ে তার সমান কার্ষাপণ রাশীকৃত করে ফুষ্যদেবকে প্রদান করলেন।

এভাবে লঙ্কারাজ্যকে একটি রাজ্যে পরিণত করে তিনি যোদ্ধাদের যথাযথ গৌরব ও সম্মান দান করেছিলেন। অতঃপর একদিন রাজা স্বীয় প্রাসাদভবনে মস্তক বিছানায় রেখে মহতী সম্পত্তি অবলোকন করে বিপুলসংখ্যক সৈন্যবাহিনীর (অক্ষৌহিণী) ধ্বংসের বিষয় স্মরণ করতে লাগলেন। স্মরণ করতে করতে রাজার মহাদৌর্মনস্য উৎপন্ন হলো : 'এতে আমার স্বর্গমার্গের অন্তরায় হবে।' তখন প্রিয়ঙ্গদ্বীপবাসী অর্হৎ রাজার চিত্তবিতর্ক জানতে পেরে তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য আটজন অর্হৎকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা এসে আগমন বার্তা রাজাকে অবহিত করে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাজা স্থবিরদের বন্দনা করে আসনে উপবেশন করিয়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ভিক্ষুগণ আগমনের কারণ জানালেন। রাজা বললেন :

৭৩. প্রভু, আমাকে বলুন, আশ্বাস দিন, আমি যে মহাসৈন্যবাহিনী হত্যা করেছি।

অতঃপর তাঁরা (অর্হৎগণ) বললেন :

৭৪. আপনি এমন কোনো কর্ম করেননি যা স্বর্গমার্গের অন্তরায় ঘটায়, আপনি একজন সৎ শাসক।

৭৫. মিথ্যাদৃষ্টি ও দুঃশীলতা পরিত্যাগ করে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হোন।

৭৬. বুদ্ধশাসন বহুভাবে প্রচার ও প্রসার করুন, আপনার মনোবিকার দূর হয়ে আনন্দ উৎপন্ন হবে।

এভাবে রাজাকে উপদেশ দিয়ে অর্হৎগণ প্রত্যাগমন করলেন। রাজা তাঁদের উপদেশ শুনে আশান্বিত হয়ে সেসব (দুশ্চিন্তা) ত্যাগ করলেন। তারপর রাজা ছত্র উত্তোলন করিয়ে একচ্ছত্র রাজ্যশাসন করার সময় সংঘকে দান না দিয়ে ভোগ করতেন না। তিনি মরিচবট্টি বিহারে কুম্ভধাতু প্রতিষ্ঠা করে ঊনবিংশতি কোটি ধন ব্যয়ে সুরম্য নব্বই সহস্র সচৈত্য বিহার দান করেছিলেন। তখন নবভূমিতে লৌহপ্রাসাদে ত্রিশকোটি ধন ব্যয়ে এবং অনুরূপ পরিমাণ ভিক্ষু এনে পূজা করেছিলেন। অতঃপর ভগবানের দোণ পরিমাণ ধাতু প্রতিষ্ঠা করিয়ে

বিশটি রত্নসহ লঙ্কায় রক্তমালিক নামে মঙ্গল মহাচৈত্য এবং পৃথিবী কম্পনকারী অতি আশ্চর্যজনক তিনশ ষাটের অধিক মহাবিহারমণ্ডিত চৈত্য নির্মাণ করালেন। সেখানে চব্বিশটি অসদৃশ্য চৈত্য স্থাপন করাতে কোটি শতসহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। চব্বিশ বছর রাজত্ব করার সময় তিনি লঙ্কায় একুনশত বিহার নির্মাণ করেন। চব্বিশবার মহাবিশাখ পূজা করেন। সমগ্র তাম্রপর্ণি দ্বীপের ভিক্ষুসংঘের জন্য ত্রিচীবর দান করেছিলেন। সাতদিন ধরে লঙ্কারাজ্যের শাসনের জন্য পঞ্চখত্তু (পাঁচজন সহায়ক) নিয়োগ করেছিলেন। পরিষ্কার সলিতা ও ঘি দিয়ে দ্বাদশ স্থানে শতদীপ, সহস্র দীপ এবং শতসহস্র দীপ প্রজ্বলিত করালেন। আঠারোটি স্থানে গিলানপ্রত্যয়, ঔষধ, ভৈষজ্য, অন্ন ইত্যাদি প্রতিদিন দান করাতেন। চুয়াল্লিশ স্থানে উত্তম অন্নদান করতেন। অনুরূপ স্থানে ঘিয়ের মিশ্রণে তৈরি উত্তম পিঠা ভাতসহ নিত্য দান করতেন। প্রতিমাসে উপোসথ দিনে লঙ্কাদ্বীপের সমস্ত বিহারে প্রদীপ ও তৈল দান করতেন। 'আমিষ দানের চেয়ে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ' শুনে লৌহপ্রাসাদের নিচে ধর্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে মঙ্গলসূত্র প্রচার বা দেশনা আরম্ভ করেছিলেন; কিন্তু সংঘের গৌরব ক্ষুণ্ন হবে ভেবে সমস্ত বিহারে ধর্মদেশক ভিক্ষু দিয়ে ধর্মদেশনার ব্যবস্থা করান। এক একজন ধর্মদেশককে পাত্রপূর্ণ ঘি, গুড়, মুষ্টি পরিমাণ যষ্টিমধু ইত্যাদি প্রতি উপোসথ দিনে দান করতেন। তিনি এভাবে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন স্থান হতে ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়ে সমস্বরে সূত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। সে সময় দেবগণ ছয় দেবলোক হতে ছয়টি রথ এনে আকাশে স্থিত হয়ে 'মহারাজ, আমার দেবলোক রমণীয়, আমার দেবলোক রমণীয়' বলে তাঁদের স্ব স্ব দেবলোকে আগমন করার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

রাজা তাঁদের কথা শুনে 'যতক্ষণ আমি ধর্ম শ্রবণ করি ততক্ষণ অপেক্ষা কর' বলে হাতের ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। সংঘ আবৃত্তি বন্ধ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন মনে করে আবৃত্তি বন্ধ করলেন। রাজা বললেন, 'ভন্তে, আবৃত্তি বন্ধ করলেন কেন?' 'মহারাজ, আপনি হস্ত-ইঙ্গিতে নিবারণ করায়'। 'ভন্তে, আপনাদের ইঙ্গিত করিনি। দেবগণ ছয় দেবলোক হতে ছয়টি রথ এনে তাঁদের নিজ নিজ দেবলোকে গমন করার জন্য প্রার্থনা করছে। তাই তাঁদের 'যতক্ষণ ধর্ম শ্রবণ করি ততক্ষণ অপেক্ষা কর' বলে ইঙ্গিত করেছি।' তা শুনে তাঁরা ভাবলেন, 'আমাদের রাজা মৃত্যুভয়ে প্রলাপ বকছেন; মৃত্যুতে ভয় করে না এমন কোনো প্রাণী নেই।' তখন অভয় স্থবির বললেন, মহারাজ 'আপনি কি বিশ্বাস করতে সক্ষম যে ছয় দেবলোক হতে ছয়টি রথ এসেছে?' তা শুনে রাজা আকাশে পুষ্পমাল্য নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত মাল্য নির্দিষ্ট রথ-সন্নিকটে ঝুলতে

লাগল। মহাজনতা আকাশে ঝুলন্ত পুষ্পমাল্যসমূহ দর্শন করে সংশয়মুক্ত হলো। তখন রাজা স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কোন দেবলোক রমণীয়?' স্থবির বললেন, 'মহারাজ, তুষিত ভবন অধিকতর রমণীয়। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হবার বিষয় অবলোকন করে বর্তমানে সেখানে বাস করছেন।' রাজা স্থবিরের কথা শুনে তা পাবার ইচ্ছা করে মহাস্তূপ দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তুষিত ভবন হতে আনীত রথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় কৃত পুণ্যফল মহাজনসমাগমে প্রকাশ করার জন্য দিব্যাভরণে বিভূষিত হয়ে জনগণ দেখতে পায় মতো রথে চড়ে বের হয়ে মহাস্তূপ প্রদক্ষিণ করে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে তুষিত ভবনে প্রত্যাগমন করলেন। এই রাজা ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। কনিষ্ঠ দ্বিতীয় শ্রাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। এই কথিত বিষয় (বক্তব্য) মহাবংসে ব্যাখ্যাত আছে। আমরা সেই গ্রন্থ হতে জানার জন্য উদ্ধৃত করেছি :

৭৭. সংসার অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ; মানুষ দৃঢ় বীর্যসহকারে ইহলোকে সাধনা বা চেষ্টা করে দেবলোকে উপনীত হতে সক্ষম।

৭৮. সর্বদা জিনশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কুশলকর্মে নিরত ব্যক্তি স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হন।

৭.৪ নন্দিমিত্রের উপাখ্যান

অতীতকালে এই ভদ্রকল্পে ভগবান ককুসন্ধ বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে জনগণকে নির্বাণরূপ অমৃতজল পান করাচ্ছিলেন। তখন এক কুলপুত্র জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে জনসাধারণ ভিক্ষুসংঘকে দান দিতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীজন্য এদেরকে নিজ নিজ অন্ন, বস্ত্র, হিরণ্য, সুবর্ণ ইত্যাদি দিচ্ছেন? তাঁরা কী জ্ঞাতি না উপকারী?' তাঁরা বললেন, 'তাঁরা হলেন ভগবান বুদ্ধের শ্রাবক, শীলবান, গুণবান, অল্পে তুষ্ট, পুণ্যক্ষেত্র; তাঁদেরকে অল্প পরিমাণ দান দিলে মহাপুণ্য ও ফলদায়ক হয়। তাই চারি প্রত্যয়াদি সহকারে তাঁদের দান দিচ্ছি'—এরূপ বললে তিনি আনন্দিত মনে 'আমারও অনুরূপ দান দেওয়া কর্তব্য' চিন্তা করে এক ভিক্ষুকে আহার্য দান করার ইচ্ছায় ত্রিশ কার্ষাপণ দিয়ে মৃগমাংস সংগ্রহ ও পাক করার কাঠ এবং সুগন্ধি চাল সংগ্রহ করে ভাত রান্না করে মাংস ও নানাপ্রকার উপকরণাদি দিয়ে বিরোবন নামক জনৈক ক্ষীণাস্রবকে আহার করালেন। তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে তথা হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে অনুরূপ দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করতে লাগলেন। কশ্যপ সম্বুদ্ধের সময় তিনি জনৈক ভোগসম্পত্তিসম্পন্ন কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বিশ সহস্র বছর ধরে দুধমিশ্রিত ভাত (পায়েস) দান করেছিলেন।

তিনি তখন হাঁটার জন্য যষ্ঠি এবং কোমরবন্ধনীও দান দিয়ে বহু পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে বহু সুখ উপভোগ করার পর তথা হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে সুখ উপভোগ করতে করতে আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে এরূপ জ্ঞাতব্য—তখন এলাঢ়রাজ লঙ্কায় রাজত্ব করতেন। তাঁর মিত্র নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি চিত্রল পর্বতের পূর্বখণ্ডে বাস করতেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ বোন এক কুলপুত্রের সঙ্গে (বিয়ের পর) একত্রে বসবাস করার সময় ধনপুণ্য-লক্ষণসমন্বিত কোষ ও বস্ত্রাবৃত এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে তাঁর গৃহে প্রতিদিন সহস্র ধন উৎপন্ন হতো। নামকরণ করার সময় তাঁর মাতাপিতা মাতুলের নাম নিয়ে নাম রাখলেন 'মিত্র'। অতি অল্প বয়সেই তিনি মহাশক্তিশালী হয়ে উঠলেন। মাতাপিতা কাজে বাইরে গেলে তিনিও অনুগমন করতেন এবং তাঁকে বিরত করতে না পেরে চর্মরশ্মির দ্বারা কোমরে বেঁধে পাষাণের সঙ্গে বেঁধে যেতেন। তারা চলে গেলে তিনি পাষাণ টেনে রশির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতেন। অনন্তর মাতাপিতা মোটা রশি সংগ্রহ করে তাঁর কটি বন্ধন করে মহাপাষাণের সঙ্গে বেঁধে রাখতেন।

তিনি তা-ও পূর্বানুরূপভাবে ছিঁড়ে ফেলতেন। পুনর্বার একদিন তাঁর মাতাপিতা কাজের জন্য মাঠে যাবার সময় কুমারকে বসিয়ে যেতে না পেরে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে এক বাঁশঝাড়ের ছায়ায় বসিয়ে কাজ করতে গেলেন। তিনি কেঁদে তাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে উন্মত্ত হস্তীর মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে কাজ করতে দিতেন না। অনন্তর তাঁরা তাঁকে একটি মোটা রশির দ্বারা কোমরে বেঁধে এক বাঁশঝাড়ের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। তাঁকে বেঁধে চলে যাবার সময় তিনি ক্রন্দন করে সমূলে বাঁশঝাড় উত্তোলন করে চলে আসতে লাগলেন। সেই বাঁশঝাড় শকটভারের মতো ওজন ছিল। এ সময়ে নন্দি বা রশি ছিঁড়ে ছিলেন বলে তাঁর নাম নন্দিমিত্র হলো। তাই বলা হয়েছে :

১. নন্দি বা রশি ছিন্ন করার কারণে তিনি নন্দিমিত্র নামে অভিহিত হয়েছিলেন; তিনি ক্রমান্বয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দশ হস্তীর বলসম্পন্ন হয়েছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি অনুরাধপুরে গিয়ে মাতুলের নিকট উপস্থিত হলেন।

২. যে অনুরাধপুর রমণীয় স্বর্গের মতো শোভা পেত, তামিলগণ এটা আমকশ্মশানে (যেখানে শবাদি ফেলে দেওয়া হয়) পরিণত করেছিল।

৩. যেসব চৈত্য ও চৈত্যাঙ্গন অতি মনোরম ছিল সেসব ভেঙে ফেলেছিল এবং সেসব স্থানে মনুষ্যদেহ (মৃত) ইতস্তত ছড়ানো ছিল।

৪. তামিলগণ বোধিবৃক্ষে আরোহণ করে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা কেটে দিয়ে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল।

৫. সেই তির্যক প্রাণীর মতো তামিলগণ বুদ্ধমূর্তিগুলো ভেঙে অত্যাচার করেছিল।

৬. যেসব ভিক্ষুর চীবর ভালো ছিল ঢিল-পাথরাদি ছুড়ে তাঁদের চীবরগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। তামিলগণ এভাবে শাসনের অগৌরব করছে দেখে নন্দিমিত্র চিন্তা করতে লাগলেন :

৭. দেব-ব্রহ্মা-সুরাদি নিত্য স্বর্গে অসীম সুখে প্রমত্ত থাকে, ফলত তাঁরা সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনের অবক্ষয়ের বিষয় জানেন না।

৮. এ সুযোগে তামিলগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এসে শ্রদ্ধাবানদের অগৌরব বা অশ্রদ্ধা করতে থাকে।

৯-১০. নন্দিমিত্র তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তামিলদের হস্ত-পদ দ্বিখণ্ড ও ছিন্ন ভিন্ন করে বাইরে ফেলে দিতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে দেবগণও পালাতে লাগলেন।

১১. তিনি প্রত্যেক দিন এরূপ করতে থাকলে তামিলদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে লাগল, এ বিষয় লোকজন রাজাকে অবহিত করল; রাজা তাদেরকে 'অতি সহসা তাকে বন্দি কর' বলে নির্দেশ দিলেন।

এ বিষয় জেনে নন্দি চিন্তা করলেন, জনগণের অনুশাসনকে বাধা দিতে সক্ষম হবো না; এখন রোহণ জনপদে গমন করব। তাই বলা হয়েছে :

১২. নন্দিমিত্র চিন্তা করলেন যে, এতে করে আমার দ্বারা শুধু জনক্ষয়ই হবে, কিন্তু শাসনের শ্রীবৃদ্ধি হবে না।

১৩. রোহণ জনপদে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণ আছেন, আমি তথায় গিয়ে রাজার সাহায্য গ্রহণ করে তামিলদের ধ্বংস করব। ক্ষত্রিয়দের রাজ্যে গিয়ে বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করব।

অতঃপর তিনি অনুরাধপুর হতে খণ্ডরাজ্যে (সামন্তরাজ্য) গিয়ে মাতাপিতাকে নিয়ে রোহণে গমন করে কুববুন্ধব নামে এক গ্রামে নিবাস গ্রহণ করেন। তথা হতে মহাগ্রামে গিয়ে রাজার অস্ত্রাগারে উপনীত হলেন। অস্ত্র নেবার সময় তাঁকে দেখে রাজাকে অবহিত করা হলো যে, 'নন্দিমিত্র যোদ্ধা আগমন করেছেন।' রাজা 'উত্তম' বলে সম্মতি জানালেন। তিনি এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। রাজা জিজ্ঞেস করলে তিনি সবিস্তারে বললেন। রাজা তা শ্রবণ করে প্রসন্ন হলেন এবং মাতাপিতাসহ তাঁদের মহাসৎকারের ব্যবস্থা করিয়ে সেই গ্রামটি দত্তক হিসেবে প্রদান করে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, 'এ তরবারিটি নিয়ে ধার দাও।' তিনি সেটা গ্রহণ করে বিভিন্ন পাথরে ঘর্ষণ করে ধার করালেন; তীক্ষ্ণ ধার হলো, যেন পর্বতস্থিত কদলিখণ্ড ছেদন করে ফেলছে। তা দেখে রাজা তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে মহাগ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন; বৃহৎ

গৃহ প্রদান করে তাঁর পরিবারকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিতেন। অপরদিকে তিনি দুট্ঠগামনি রাজার পক্ষে বত্রিশজন তামিলরাজের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করতে করতে বিজিতপুর গ্রহণ করার দিনে কণ্ডুলের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। এবং তাকে উৎকুটিতভাবে উপবিষ্ট করিয়ে হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে লৌহকপাটযুক্ত তোরণসহ পড়ে যাবার সময় বাম বাহুর দ্বারা আঘাত করে নগরের অভ্যন্তরে পতিত হয়েছিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করত শকটপঞ্জর নিয়ে তামিলদের হত্যা করেছিলেন এবং সমগ্র সিংহলদ্বীপ তামিলমুক্ত করে রাজাকে দিয়েছিলেন। রাজা লঙ্কাকে একচ্ছত্র রাজ্যে পরিণত করে অনুরাধপুরে বাস করতে লাগলেন। রাজা নন্দিকে মহাসম্মান দিয়ে জজ্জর নদীর পরপারে একটি গ্রাম দত্তক দিয়েছিলেন। তিনি সেই গ্রামে যাবার পথে জজ্জর নদীর তীরে নন্দিমিত্র নামে এক মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তদবধি তিনি রাজার বন্ধু হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে করতে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪. সজ্জন ব্যক্তিরা এরূপ মহাশক্তি প্রাপ্ত হয়ে গৌরবণীয় কাজে ব্যাপৃত থাকেন, শাসনের জন্য সজ্জন ব্যক্তির এরূপ কাজ করা বাঞ্ছনীয়।

৭.৫ সুরনির্মলের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পূর্বে লোকভাস্কর, লোকনয়ন, লোক ত্রাণকারী কশ্যপ নামক ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়ে দেবতা ও মনুষ্যগণকে নির্বাণমার্গে পৌঁছার ব্যবস্থা করছিলেন। সে সময় প্রত্যন্ত গ্রামবাসী এক ব্যক্তি বনে গিয়ে সব সময় মৃগ-শূকরাদি বন্দি করে রেখে নিত্যদিন হত্যা করে জীবিকানির্বাহ করত। একসময় একজন ভিক্ষুকে পিণ্ডাচরণ অবস্থায় দেখে তাঁর হাত হতে পাত্র নিয়ে তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসাল এবং মৃগ-শুকরের মাংস-দ্বারা খাওয়াল এবং উত্তম মাংসসহ পিণ্ড আহারান্তে একান্তে উপবেশন করাল। অনন্তর সে ধর্ম যাচঞা করলে ভিক্ষু বললেন, 'উপাসক, দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করে যদি কেউ প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, পরদারগমন করে, মিথ্যাভাষণ করে এবং মদ্যপানে রত হয় তাহলে সে অবশ্যই চতুরপায়ে মহাদুঃখ ভোগ করবে।' এরূপ বলে প্রাণিহত্যার বিপত্তি এবং আদীনব প্রদর্শন করালেন; তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

১. প্রাণীকে প্রাণী বলে জানা, বধচিত্ত উৎপন্ন হওয়া, সেই চিত্তে হত্যা করার জন্য উপক্রম হওয়া, স্বহস্তে জীবনকে হত্যা করা—হত্যার এই চারটি অঙ্গ।

২. হত্যার অভিপ্রায়ে যদি কেউ আদেশ দেয়, সম্মতিদান করে এবং তদনুযায়ী সে হত্যা করে এবং তাতে যদি প্রাণীর মৃত্যু হয়, তা-ও হত্যায় পরিণত হয়।

৩. মনে হিংসা প্রজ্বলিত থাকলে তার ফলে প্রাণীরা হত হয়; প্রাণিহিংসাকারী ছয়টি অন্তরায় ভোগ করে থাকে। এর আদীনব (অপকারিতা) নিম্নরূপভাবে জ্ঞাতব্য :

৪. প্রাণিহত্যাকারী হস্তপদাদি ছিন্ন হয়, বেত্রাদির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, প্রাণিহত্যাকারী কচ্ছপ সর্পাদির দ্বারা উপদ্রুত হয়।

৫. সর্বদা প্রাণিহত্যাকারী অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করে, মাতৃকুক্ষি হতে বহির্গত হবার সময়, বাল্যকালে কিংবা যৌবনে মৃত্যুবরণ করে।

৬. শির, অক্ষি, উদরাময়, দুরারোগ্য চর্মরোগ ইত্যাদি দ্বারা সর্বদা রোগাক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট ভোগ করে।

৭. তারা সর্বদা প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করে, স্ত্রী-পুত্র বিয়োগের দ্বারা শোকাহত হয়; প্রাণিহত্যাকারী সর্বদা উদ্বিগ্ন মনে কাল যাপন করে।

অতঃপর চুরি করার আদীনব প্রদর্শন করার জন্য তিনি এরূপ বললেন :

৮-৯. অপরের বস্তু, বস্তু বলে জ্ঞাত হওয়া, চৌর্যবৃত্তি উৎপন্ন হওয়া, সেই চিত্তে স্থান পরিবর্তন করা এবং স্বহস্তে চুরি করা—চৌর্যের এই পঞ্চাঙ্গ বর্তমান থাকা; চুরির অভিপ্রায়ে আদেশ দান এবং সম্মতি প্রদানও চৌর্যের অন্তর্গত।

১০. বস্তু বলে জানা, জেনে চুরি করা অথবা চুরি করানো, (বস্তুর) স্থান পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা বা করানো, চুরির কাজে নিজে লিপ্ত থাকা বা অপরকে সম্পৃক্ত করা এবং উক্ত বস্তু নিয়ে যাওয়া—চুরির এ পাঁচটি অঙ্গ।

১১–১৩. অদত্ত গ্রহণকারী (চার) ষড়্‌বিধ দুঃখ ভোগ করে; সে পরজন্মে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এবং বলে, 'আমাকে ভিক্ষা দাও, আমাকে ভিক্ষা দাও।' উত্তম খাদ্যপানীয় ও বস্ত্রাদি দেখে সে অত্যন্ত দুঃখবোধ করে, সুস্বাদু খাদ্য দেখে তা না পাওয়ার কারণে তার জিহ্বা থেকে লালা নিঃসরণ হয়, তাকে পরের গৃহে ভৃত্যকর্ম করতে হয় এবং সর্বদা পরনির্ভরশীল অর্থাৎ পরের প্রদত্ত অন্নবস্ত্রের দ্বারা জীবন নির্বাহ করতে হয়।

অনন্তর পরদার লঙ্ঘন (ব্যভিচার)-জনিত ফল ও আদীনব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তিনি এরূপ বললেন :

১৪-১৫. পরস্ত্রী, পরস্ত্রী বলে জানা, কামচিত্ত উৎপত্তি এবং কামচিত্ত চরিতার্থ করার জন্য পরদার লঙ্ঘন (ধর্ষণ বা ব্যভিচার) করা—পরদার লঙ্ঘনের জন্য এরূপ চারটি অঙ্গ; এরূপ পরদার লঙ্ঘনকারীকে দেবমনুষ্যগণ ঘৃণা করেন।

১৬–১৮. পরদার লঙ্ঘনকারীকে কেউ পছন্দ করে না, তাকে দেখে রুষ্ট হয়, মনুষ্যগণ তাকে কর্কশ কথা বলে যা শুনে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়। তাকে হাত-পা, দণ্ড, মুদ্গর ইত্যাদি দিয়ে প্রহার করে; তাকে কাঠের টুকরো, মৃন্ময় পাত্রের ভাঙা টুকরা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে; এসব নিক্ষিপ্ত বস্তু তার দেহে পড়ে,

সে চোর কিংবা তির্যক প্রাণীর মতো সর্বদা ভীত থাকে।

১৯-২০. পরদারগমনকারী অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কুষ্ঠ, কাশ, গণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হয়ে দুঃখভোগ করে। সে অত্যন্ত কৃশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে, বহুপ্রকার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়, সে বিবর্ণ, কুশ্রী, বিকলাঙ্গ ও অতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

২১. ব্যভিচারী প্রেতের মতো অস্থিচর্মসার হয়, কখনো পুরুষত্ব লাভ করে না, সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে; এছাড়া নপুংসক ও গোঁজা পুরুষরূপেও জন্মগ্রহণ করে।

অতঃপর মিথ্যাভাষণকারীর কর্মফল ও আদীনব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তিনি এরূপ বললেন :

২২. মিথ্যা বলার চেতনা, সেই চেতনা নিয়ে মিথ্যা বলার জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া এবং মিথ্যা বাক্য ভাষণ—মিথ্যা বাক্যের এই ত্রি-অঙ্গ।

২৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ করে তার দাঁত, ওষ্ঠ, মুখ বিকার হয়, মুখ হতে সর্বদা লালা নির্গত হয়, সে বধির ও মূক হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২৪. মিথ্যাভাষণে রত ব্যক্তি মধুর বাক্য ভাষণ করলেও কটুশ্রুত হয় এবং জনগণের কাছে অপ্রিয়ভাষী হয়।

২৫. যা অকৃত, অকথিত এবং অভূত তৎসম্পর্কে ভাষণকারী দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

২৬. মাতাপিতাও তার কথা বিশ্বাস করে না, তার বন্ধুবান্ধবরাও তাকে বিশ্বাস করে না।

২৭. মিথ্যাবাদীর মুখ হতে জন্মে জন্মে দুর্গন্ধ বের হয়, মৃত্যুর পরও সে নিরয়গামী হয়।

তারপর মদ্যপানে আদীনবের কথা বলতে গিয়ে বললেন :

২৮. যে ব্যক্তি প্রমত্ত হয়ে মদ্যপান করে সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভীষণ দুঃখের ভাগী হয়।

২৯. মদ্যপের চিত্ত ক্ষিপ্ত হয়, শুচি-অশুচি (ভালো-মন্দ) জানে না, সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান দিতে জানে না, সে পাগল কুকুরের মতো হয়।

৩০. মদ্যপ আত্মীয়-পরিজন কাকেও চিনে না, সে বস্ত্রহীন উলঙ্গ ও মাতাল হয়।

তিনি এভাবে পাঁচ প্রকার দুশ্চরিত্রের বিষয় প্রকাশ করলেন। প্রত্যন্তবাসী ব্যক্তিও ধর্ম শ্রবণ করে প্রশান্ত মনে তিন দিন যাবৎ বিভিন্ন প্রকার দান দিয়ে তাঁর নিকট শীল গ্রহণ করে তদবধি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করত মহাদেবৈশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে তিনি আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর এই লঙ্কাদ্বীপে কোট্‌ঠসর কীলবাপী

জনপদে খণ্ডবিট্‌ঠি গ্রামে মহাভোগশালী মহাধনবান সংঘকুটুম্বিক নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাশক্তিশালী মহাবলবান দশ হস্তীর শক্তি ধারণ করতেন। পিতামাতা তাঁর নামকরণ করেন নির্মল। যখন দুট্‌ঠগামনি অভয় মহারাজ তাঁকে ষোলোটি পাত্রপূর্ণ সুরা পান করিয়েছিলেন, তখন হতে তিনি সুরনির্মল নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তাঁর দ্বাদশবর্ষ বয়সকালে কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ তামিলদের আগমন বন্ধ করার জন্য মহাগঙ্গার স্থানসমূহ রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করে স্বীয় পুত্র দীর্ঘাভয়কে গঙ্গাতীর রক্ষা করার (পাহারা) জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সমগ্র দেশের কুলগৃহ হতে এক একজন কুলপুত্রকে আনবার নির্দেশ দিয়ে সংঘকুটুম্বিকের নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দূতের কথা শুনে স্বীয় সপ্ত পুত্রকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, তোমাদের মধ্যে কে দেশরক্ষায় যেতে চায়?' জ্যেষ্ঠ ছয় ভাই প্রত্যেকে পিতাকে বলল, 'পিতা, আপনার কনিষ্ঠ পুত্র নির্মল পরিষ্কার কাপড় পরে রান্না করা প্রস্তুত ভাত খেয়ে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে। আমরা কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ করে জীবিকানির্বাহ করছি। কাজেই নির্মলকেই পাঠান।' মহাবংসে বলা হয়েছে :

৩১. চৈত্যপর্বতের কাছে দ্বারমণ্ডল গ্রামে কুণ্ডল ব্রাহ্মণ নামে আমার বন্ধু বাস করে।

৩২. সমুদ্রতীরে তার কাছে বহু জিনিসপত্র আছে, তুমি সেখানে গিয়ে জিনিসপত্র এখানে নিয়ে এসো।

এরূপ বলে তাকে আহার করিয়ে পত্র (চিঠি) লিখে বন্ধুর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি (নির্মল) নয় যোজন পথ অতিক্রম করে পূর্বাহ্নসময়ে অনুরাধপুরে উপনীত হয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করলেন। ব্রাহ্মণ তাকে স্নান করে আসার জন্য বললেন। তিনি পুরবাসীর অজ্ঞাতে অনুরাধপুরের পুকুরে স্নান করে মহাবোধি ও থূপারাম চৈত্য প্রদক্ষিণ করে নগরে প্রবেশ করলেন। নগরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে দোকান হতে গন্ধমালাদি ক্রয় করে পরিধান করে নগরের উত্তর দ্বার দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উৎপল-বাগান হতে উৎপল সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণের গৃহে আগমন করলেন। ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' উত্তরে তিনি যেখানে গিয়েছিলেন সমস্ত বিষয় বললেন। তিনি তা শ্রবণ করে বিস্মিত হলেন, এ ব্যক্তি কী পুরুষ। এলাঢ়ও তো তারই সমগোত্র। তারই মতো আকৃতি। এখানে যদি তামিলগণ এসে থাকে তাহলে মুহূর্তের জন্য আমার থাকা উচিত নয়। এরূপ চিন্তা করে চিঠি ও উপহারসহ পাঠিয়ে দিলেন। তাই এরূপ উক্ত হয়েছে :

৩৩. যেখানে তামিল নেই সেখানে নির্মলের অবস্থান অনুপযুক্ত; রাজপুত্রের

পিতার নিকট বসবাসই উপযুক্ত।

৩৪. এরূপ লিখে পত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করলেন, তার সঙ্গে বহু সুন্দর বস্ত্র এবং উপঢৌকন দিলেন।

৩৫. এসব দিয়ে, ভোজন করিয়ে তাঁকে বন্ধুর নিকট প্রেরণ করলেন; তিনি পূর্বাহ্নসময়ে রাজপুত্রের নিকট উপনীত হলেন এবং পত্রটি ও উপঢৌকনসমূহ তাঁকে প্রদান করলেন।

কুমার পত্র এবং উপঢৌকন দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন, 'তাকে একহাজার মুদ্রা দাও।' কুমারের চাকরেরা তাঁকে উক্ত মুদ্রা প্রদান করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কুমার তাঁকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করে কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়ে স্নান করালেন এবং একজোড়া সুন্দর কাপড় পরালেন; গন্ধমাল্য দিয়ে অলংকৃত করিয়ে মস্তক উত্তম মসৃণ কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে স্বীয় অন্ন ভোজন করিয়ে স্বীয় সহস্র মূল্যের মহাশয্যা প্রদান করলেন। তিনি সবকিছু একত্রে বেঁধে সেই রাতে মাতাপিতাকে প্রদান করে মহাগ্রামে গিয়ে রাজাকে দর্শন করলেন। তখন রাজা কর্মকারদের সমবেত করে কর্মকার-শালায় নানাপ্রকার অস্ত্র তৈরি করাচ্ছিলেন। নির্মলও রাজাকে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। কর্মকারদের দেখে তিনি ভাবলেন, 'এরূপ তরুণেরাই যোদ্ধা হবার যোগ্য।'

রাজা অপরাপর যোদ্ধাদের বাদ দিয়ে নির্মলকে ডেকে চারহাত ষোলো আঙুল দীর্ঘ বত্রিশ আঙুল প্রশস্ত ষোলোটি তরবারি দিয়ে বললেন, 'এগুলো ধৌত করে ধারালো কর। অতঃপর রাজা এক কোটি (Point–স্থান) হতে অন্য কোটিতে চলে গেলেন। নির্মল অসিসমূহ নিয়ে পাষাণে ঘর্ষণ করে মসৃণ ও তীক্ষ্ণ ধারালো করে দাঁড়ালে ছিন্ন হয়ে পড়ে যাওয়া অসিশিখ নিয়ে 'এই কর্মকারগণ আমাকে উপহাস করছে' বলে ক্রুদ্ধ হয়ে দুই আঙুলে ধরে কোটিতে উপবিষ্ট কর্মকারদের লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। অসি উপবিষ্ট পাঁচশ কর্মকারের দেহ বিদ্ধ করল। রাজা এসব দেখে আনন্দিত হলেন। কর্মকারগণ সেখানে মৃত্যুবরণ করল। রাজা তাঁকে বহু ধনসম্পত্তি দিয়ে একটি বড়ো বাড়ি প্রদান করে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে রাজসেবকের পদে নিয়োগ করলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে গামনিসহ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তামিলদের হত্যা করে বিজিত নগর অধিকার করার দিনে আঠারো হাত উঁচু পরিখা পার হয়ে নগরের ভেতরে গিয়ে মহাখড়্গ দিয়ে তামিলদের হত্যা করে অনুরাধপুর অধিকার করার সময় দীর্ঘজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাকে হত্যা করে তামিল সৈন্যদের পরাজিত করত একচ্ছত্র রাজ্যে পরিণত করে রাজাকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি তদবধি রাজার সঙ্গে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে যথা কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৩৬. পাপকর্মের দ্বারা নরক এবং পুণ্যকর্মের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; ভোগরমণ পরিহার করে এভাবে পণ্ডিতগণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

৭.৬ মহাসোনের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পূর্বে কশ্যপ নামক সম্যকসম্বুদ্ধ দশ পারমী পূর্ণ করে মারশক্তিকে পরাজিত করে সম্যকসম্বোধি অধিগত করে দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বহুপ্রাণীকে ধর্মরত্নের দ্বারা আলোকিত করত নির্বাণনগর পূর্ণ করে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি ধর্ম শ্রবণ করে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে এবং কর্মফলে বিশ্বাস রেখে সংঘের উদ্দেশ্যে এক ক্ষীরশলাকা ভাত দান করেছিলেন। তিনি সেই কিঞ্চিৎ পুণ্যকর্ম করে সেই পুণ্যের প্রভাবে দেবলোকে দেদীপ্যমান কনকবিমানে বহু সহস্র দেবপরিচারিকা-পরিবৃত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবলোকে অনুপম দেবৈশ্বর্য যথায়ুষ্কাল উপভোগ করেছিলেন এবং এভাবে এক বুদ্ধান্তরকাল দেবমনুষ্যলোক সঞ্চরণ করেছিলেন। আমাদের ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ সকল প্রকার বুদ্ধকৃত্য সমাপ্ত করে ধর্মরত্নরূপ বর্ষা বর্ষণ করে দেবতা ও মনুষ্যগণের সমস্ত ক্লেশদুঃখ উপশম করে পরিনির্বাপিত হলে তিনি সকল দ্বীপের অলংকারস্বরূপ লঙ্কাদ্বীপে কদলম্বকান্তি হুন্দরীবাপি নামক গ্রামে তিষ্য নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির অষ্টপুত্রের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নামকরণ করেন সোন। তিনি ক্রমান্বয়ে বড়ো হয়ে সাত বৎসর বয়সকালে তালবৃক্ষের মূল উৎপাটন করতে পারতেন। তিনি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাল-নারকেল গাছ বাহুদ্বারা আঘাত করে ফেলে দিতে পারতেন। তিনি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দশহস্তীর বলসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

১. সাত বছর বয়সে তিনি তালবৃক্ষ উৎপাটন করতে পারতেন, দশ-বারো বছর বয়সে তালবৃক্ষ আঘাত করে ফেলে দেবার মতো মহাশক্তিশালী হয়েছিলেন।

২. কালক্রমে যৌবনে তিনি সুরূপবান হয়ে দশনাগ-বলশালী হয়েছিলেন।

তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সমগ্র লঙ্কায় প্রকাশ পেয়েছিল। তা অবগত হয়ে কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ তাঁর পিতার নিকট সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করে, জায়গা-বস্তু ইত্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে পুত্রকে (মহাসোন) আনালেন এবং একটি বৃহৎ বাড়ি দিলেন ও সহস্র মুদ্রা ব্যয়-খরচ প্রদান করে গামনির কাছে বসবাসের ব্যবস্থা করালেন। তিনি পরবর্তীকালে রাজার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশ বিজিত নগর অধিকার করার দিনে আঠারো হাত উঁচু প্রাচীর ভেঙে রাস্তা তৈরি করে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সম্মুখে অবস্থিত বৃক্ষ উৎপাটন করেন এবং

তামিলদের হত্যা করে রাজাসহ শাসনের অভিবৃদ্ধি সাধন করে আয়ুক্ষয়ে যথাকর্ম গতি লাভ করেন।

৩. পুণ্যকর্মের দ্বারা বিভব ও শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রাণিহত্যার দ্বারা নয়, এভাবে বুদ্ধশাসনের অভিবৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে কাজ কর।

৭.৭ গোঠয়িম্বরের উপাখ্যান

আমাদের ভগবান বুদ্ধের পূর্বে কশ্যপ নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়ে দেব, ব্রহ্ম ও মনুষ্যগণের নির্বাণরূপ মুক্তিমার্গে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছিলেন। সেই সময়ে জনৈক কুলপুত্র ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভিক্ষুসংঘকে ক্ষীরশলাকা ভাত প্রদান করেন। বহু কায়বন্ধনী এবং হাঁটবার যষ্টিও দান করেন। তিনি যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে তথায় অনুপম দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেন এবং সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি উপভোগ করেন। এভাবে এক বুদ্ধান্তরকাল অতিক্রম করে আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর এই লঙ্কাদ্বীপে রোহণে তিট্‌ঠিল বিট্‌ঠিল নামক গ্রামে নাগ নামে জনৈক মহাবিভবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নামকরণ করেন অভয়। তিনি ছিলেন তাঁদের সাত পুত্রের কনিষ্ঠ। ছয় ভ্রাতা তাঁর খাটো (বামন) শরীরের জন্য তাঁকে গোঠক বলে পরিহাস করত। এ কারণে তাঁর নাম হয় গোঠ। তাই মহাবংসে উক্ত হয়েছে :

১. জ্যেষ্ঠ ছয় ভ্রাতা পরিহাস করে তাঁর খাটো (বামন) শরীরের জন্য গোঠক নামে ডাকত।

২. তারা মাষ (মুগ)-খেতে গিয়ে বহু আগাছা উত্তোলন করে তাঁর অংশ অর্থাৎ অভয়ের অংশ রেখে তাঁকে জানাল।

৩. তিনি গিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর অংশ আগাছা উত্তোলন করে ইম্বর বৃক্ষের সমপরিমাণ স্তূপ করে তাঁর বড়ো ভাইদের জানালেন।

৪. তাঁর ভ্রাতাগণ গিয়ে তাঁর এই অদ্ভুত কর্ম দেখে প্রশংসা করে তাঁর নিকট সমাগত হলো; তখন তিনি গোঠয়িম্বর নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

উত্তর বিহারবাসী এরূপ বলেছেন—অভয় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ব্যাধদের সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে সুরক্ষিত আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে জালে প্রবেশ না করে পলায়নমান মৃগকে অনুধাবন করে পেছনের পা ধরে মস্তকোপরি ঘুরিয়ে গোঠয়িম্বর বৃক্ষে আঘাত করে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন; তদবধি তিনি গোঠয়িম্বর নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

সেই সময়ে দুট্‌ঠগামনি অভয়রাজ মহাগ্রামের সকল যোদ্ধাকে একত্রিত

হবার জন্য ভেরি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, 'আমি তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনুরাধপুরে পতাকা উত্তোলন করব।' এ কথা শুনে গোঠয়িম্বর মহাগ্রামে গিয়ে 'রাজার সঙ্গে দেখা করব এবং তাঁর সঙ্গে বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করব' এরূপ চিন্তা করে মাতাপিতাকে প্রণাম করে পরিবারসহ যাবার সময় পথিমধ্যে কপ্পকন্দর সীমান্তে কপ্পকন্দর বিহারে প্রবেশ করেছিলেন। তথায় বিরাট নারকেল বাগান ছিল। তাঁর সহগামীগণ বলল, 'নারকেল ফল খাব।' তিনি নারকেল বাগানে প্রবেশ করে নারকেল গাছে আরোহণ করলেন এবং প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে নারকেল পেড়ে পা দিয়ে ছিলকা উত্তোলন করে তাদের দিলেন। তারা তা আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদের সঙ্গে মহাগ্রামে গিয়ে রাজাকে দর্শন করলেন। রাজা তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা হতে এসেছ?'

তিনি আগত স্থানের নামোল্লেখ করে তাঁর যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা তাঁকে মহাসৎকার করে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা করে এবং একটি বৃহৎ বাড়ি দিয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন। তারপর তিনি রাজাসহ বত্রিশজন তামিলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মহাতীর্থ স্থানে গোপনে অবস্থানরত তামিল রাজাদের সঙ্গে মহাসংগ্রামে রত হয়ে মহাসর সমীপে যুদ্ধ করে সহস্র তামিলকে হত্যা করে রাজার শির নিয়ে গামনিকে প্রদান করেছিলেন। অনন্তর তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমান্বয়ে বিজিত নগরের প্রাকার ভেঙে প্রবেশদ্বারে নারকেল গাছ দেখলেন, সেসব গাছ সমূলে উৎপাটন করে তামিলদের প্রহার করেছিলেন এবং ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এভাবে তামিলদের ধ্বংস করে অনুরাধপুরে পতাকা উত্তোলন করে রাজত্ব করার সময় রাজা গোঠয়িম্বরকে বহু সম্পত্তি ও বৃহৎ বাড়ি এবং বহু অনুচর প্রদান করেছিলেন। তিনি এসব ঐশ্বর্য উপভোগ করার সময় স্নান, মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য নগর হতে এক যোজন দূরে তিষ্য পুকুরে নিয়মিত যেতেন। তিনি একদিন তিষ্য পুকুর হতে আসার সময় সমন বিহারের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই বিহারদ্বারে একটি বিরাট বাঁশঝাড় পথ অবরুদ্ধ করেছিল। তখন সেখানে বাসি মহাস্থবির কুঠার-কোদালসহ বহু লোক নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। গোঠয়িম্বর স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কী করছেন?' স্থবির বললেন, 'উপাসক, বাঁশঝাড় সরিয়ে দিচ্ছি।' তিনি একটি বড়ো চর্মরশি আনার জন্য বললেন এবং রশি আনিয়ে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় বেঁধে বাম হাতে টান দিয়ে সমূল উত্তোলন করে মস্তকের ওপর দিয়ে রাস্তার অপরপাশে ফেলে দিয়ে নগরে প্রত্যাগমন করেছিলেন। সেই বাঁশঝাড় ষাটটি গাড়ির পরিমাণ ছিল।

পরবর্তী সময়ে তিনি নগর-অভ্যন্তরে ত্রিতলবিশিষ্ট একটি বিরাট প্রাসাদ

নির্মাণ করিয়ে দেববিভব-সমন্বিত মহা-ঐশ্বর্য উপভোগ করছিলেন। একদিন প্রাসাদের উপরতলে আকাশঙ্গনে বৃহৎ মণ্ডপ তৈরি করিয়ে চাঁদোয়া বেঁধে চারদিকে বিচিত্র কাপড় দিয়ে তথায় বহু সুগন্ধিযুক্ত পুষ্প ঝুলিয়ে দিয়ে সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা চারিদিক সুগন্ধিময় করে বিভিন্ন স্থানে সুমন, চম্পা প্রভৃতি কুসুমদ্বারা ভূমি আলোড়িত করে পূর্ণঘটে সুগন্ধ উৎপল দিয়ে সুশোভিত করে নিজে দেবপুত্রবৎ সর্বালংকারে সজ্জিত হয়ে মনোরম পল্যঙ্কে উপবিষ্ট হলেন এবং তাঁর স্ত্রীকেও পায়ে অলংকার, নূপুর, বাহুতে ব্রেসলেট (অলংকারবিশেষ) পরিয়ে এবং নানা প্রসাধনের দ্বারা স্বর্গীয় দেবীর ন্যায় সজ্জিত করে সুরাপূর্ণ সুবর্ণপাত্র নিয়ে দক্ষিণ পাশে বসিয়েছিলেন; দেবঅপ্সরাবৎ বহু মহিলা নানাপ্রকার অস্ত্র, উৎপলগুচ্ছ ও নানাপ্রকার বস্তু নিয়ে সুশোভিতভাবে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

অনন্তর নৃত্যশিল্পী, গায়ক, বাদক, নাট্যকারদের আহ্বান করে 'তোমরা নাচো, বাদ্য বাজাও, গান গাও' বলে নিযুক্ত করলেন। তখন সমগ্র সভাকক্ষ দেবসভার মতো অলংকৃত করে বিভিন্ন স্থানে তীব্র সুরাপূর্ণ বৃহৎ পাত্রাদি স্থাপন করে মাছ-মাংস প্রভৃতি উপকরণসহ সুরা পান করতে আরম্ভ করলেন; ঠিক সে সময়ে অরিট্‌ঠ পর্বতবাসী জয়সেন নামে জনৈক যক্ষ বহুশত যক্ষ পরিবেষ্টিত হয়ে তাম্রপর্ণি শ্মশানে যাবার সময় পুষ্পাদির সুগন্ধি প্রাপ্ত হয়ে অনুসন্ধান করে দিব্য ভবনবৎ সভামণ্ডপ দেখে আকাশ হতে অবতরণ করে সপরিষদ মণ্ডপে প্রবেশ করল। মণ্ডপে গোঠয়িম্বরের স্ত্রীকে দেখে কামচিত্ত উৎপন্ন করে তার দেহে আশ্রয় নিল। সে তক্ষণি সুরাপাত্র ছুঁড়ে দিলে অজ্ঞান হয়ে মেঝে পড়ে গেল; তার মুখ হতে শ্বেত ফেনা নির্গত হতে লাগল, বিকৃত নয়নে সে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। তখন যোদ্ধা স্ত্রীকে দেখে রুষ্ট হয়ে পালঙ্ক উত্তোলন করে যক্ষ কর্তৃক আশ্রিত বিষয় জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ বললেন :

৫. ওহে দাস, মহাচোর, অশিক্ষিত, ছোটোলোক যক্ষ; অদৃশ্যমান হয়ে কেন আমার স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছ?

৬. দৃশ্যমান শরীরে একাজ কর; তোমার দেহ ভস্ম করে ফেলব, বামপদের দ্বারা দলিত করব।

৭. যক্ষ, তুমি যদি পুরুষ হও তাহলে তোমার পুরুষত্ব দেখাব; দৃশ্যমান হয়ে তুমি আস উভয়ে যুদ্ধ করি।

তা শুনে যক্ষ অহংকারে স্ফীত হয়ে তার শরীর হতে নির্গত হয়ে বৃহৎ দেহ, বৃহৎ দন্ত ও ভীম লোচনে দৃশ্যমান দেহে বলল, 'ওহে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।' তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য এরূপ বলল :

৮. আহা, তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে, শৃগাল কখনো কী কেশরীর সঙ্গে জয়ী হতে পারে!

৯. কখনো কোনো জীব আমাকে পরাজিত করতে পারেনি, আমি সর্বত্র বিজয়ী হয়ে জয়সেন নামে অভিহিত হয়েছি।

১০. তুচ্ছ করবে না, বুনো শাবকের মতো গর্জন করবে না; শশ শাবক কি হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে কখনো জয়ী হতে পারে?

যক্ষের কথা শুনে গোঠয়িম্বর বললেন :

১১. ওহে, বৃহৎ দেহধারী যক্ষ। এরূপ গর্জন নিষ্প্রয়োজন; সূর্য উদয় হলে এত বিপুল পরিমাণ অন্ধকার কোথায় যায়!

১২. খড়্গমৃগ বিষাণের (শিং) সাহায্যে বজ্র হতে পরিত্রাণ পায়, মেরু মেরুকে (সমানে সমানে) কিঞ্চিৎ ক্ষতি করতে পারে না,

১৩. ওহে যক্ষ, তোমার দৈহিক শক্তি আমার একটি আঙুলের আঘাতে বিলয় হবে; এসো, আমার সঙ্গে এখন যুদ্ধ কর।

যক্ষ বলল, 'এখন নয়, আমার জন্মস্থানে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। আমি এখন তাম্রপর্ণি শ্মশানে যাচ্ছি। সেখানে বিরাট যক্ষসমাগম হবে। সেখানে তোমাকে যক্ষদের শক্তি প্রদর্শন করাব। পুনরায় এরূপ বলল :

১৪. হে গোঠয়িম্বর, তোমার সঙ্গে এখন যুদ্ধ করব না, তুমি সপ্তম দিবসে আসবে;

১৫. তাম্রপর্ণির শ্মশানে মহাযক্ষসমাগমে উভয়ের যুদ্ধ হবে, আমাদের মধ্যে কে জয়ী, কে বিজিত হয় দেখা যাবে।

১৬. সম্পত্তি বণ্টন করে, জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, পরলোকের প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা করে যুদ্ধে আসবে।

যক্ষের কথা শুনে গোঠয়িম্বর ভীষণ গর্জন করে বললেন, 'যক্ষ, তুমি আমার কী করতে পারবে; তোমাকে কী করতে হবে আমি জানি। এখন নিঃশব্দে চলে যাও।

অতঃপর যক্ষ শ্মশানে গিয়ে বহু যক্ষকে একত্রিক করে তাদের সমস্ত বিষয় বলে সপ্তম দিবসে তাঁর আগমনের পথ চেয়ে রইল। এদিকে গোঠয়িম্বর সপ্তাহকাল বহুবিধ সুখসম্পত্তি উপভোগ করে সপ্তম দিবসে যক্ষের কথা স্মরণ করে লৌহময় বস্ত্র পরে সকালে সেখানে যেতে লাগলেন। তাঁর আগমন পথে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়ানো দেব-যক্ষগণ তাঁকে দেখে দৃশ্যমান শরীরে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, কীজন্য আসছ?' তিনি বললেন, 'জয়সেন নামক যক্ষ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে। তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছি।' অতঃপর তারা এরূপ বলল :

১৭. মোহ এবং অজ্ঞতা তোমাকে আবিষ্ট করেছে, জগতে বেঁচে থাকার পুণ্য তোমার ক্ষীণ হয়ে গেছে।

১৮. এখানে তোমার কোনো মিত্র নেই, মঙ্গলকামী জ্ঞাতি নেই যে এরূপ অকরণীয় কর্ম থেকে তোমাকে নিবারণ করবে।

১৯. যক্ষগণ শক্তিশালী, এদের পরাজয় করতে সক্ষম হবে না; সে সব সময় জয়ী হয় বলে জয়সেন নামে কথিত।

২০. আমাদের মনে হয়—তোমার জীবন তোমার কাছে অপ্রিয়, তোমার সম্পত্তি এবং বন্ধু কেউ নেই।

২১. যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার নিষ্প্রয়োজন; সমানে সমানে যুদ্ধ করাই সাজে।

অনন্তর তিনি তাদের কথা শুনে এরূপ বললেন :

২২. এখানে সমাগত সকলে আমার কথা শ্রবণ কর; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার শক্তি দেখবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে (যক্ষ) শক্তিশালী মনে করবে।

২৩. মানুষ কদলি ও এরণ্ড ঝাড় ছেদন করে মূল্যবান বস্তু পেতে চায়, খদির (বাবলাজাতীয় বৃক্ষ) বনে গিয়ে প্রকৃত সারবস্তু পাওয়া যায় না।

২৪. সূর্য ক্ষুদ্র নদনদী, পুকুর ইত্যাদি শোষণ করে, কিন্তু সমুদ্রে সারাদিন নিমজ্জিত থেকেও উত্তপ্ত করতে পারে না।

২৫. বানরেরা বৃক্ষের কচি ডাল ঝাঁকায়, কিন্তু প্রবল বায়ু মেরু কম্পিত করতে পারে না।

২৬. আমার মনে হচ্ছে তোমরা ইতিপূর্বে বলবান ব্যক্তি দেখনি; আজ বলবান দেখে সেই অহংকার ত্যাগ কর। অতঃপর পুনরায় বললেন, 'তোমরা আমার জন্য চিন্তা করো না, আজ আমি তোমাদের কর্তব্য জানিয়ে দিলাম।' জয়সেনও সেই যক্ষসমাগমে তাকে দেখে তাঁর কাছে উপগত হয়ে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করল; যোদ্ধাও তার সন্নিকটে দাঁড়িয়ে এরূপ ঘোষণা করলেন :

২৭. এখানে সমাগত যক্ষগণ আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমার কিঞ্চিৎ পরিমাণ দোষ নেই; তোমরা জয়-পরাজয় লক্ষ কর।

২৮. এই জয়সেন যক্ষ আমার দক্ষিণ পা-ও দু-হাতে স্পর্শ করতে পারবে না।

২৯. আমার বাম পায়ের আঙুল আগে স্পর্শ (ধরবে) করবে, এটাই তার করণীয়—এরূপ বলে হাত প্রসারিত করে আহ্বান করলেন :

৩০. যক্ষ, এখানে এসো, মৃতের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? আজ তোমার অথবা আমার পৌরুষ (বীরত্ব) দেখা যাবে।

অনন্তর যক্ষ বায়ু সঞ্চালন করে ধাবিত হলো। যোদ্ধাও তথায় দাঁড়িয়ে দ্রুত আকাশে উত্থিত হয়ে পায়ের আঙুলের দ্বারা তার বাম পৃষ্ঠে প্রবলভাবে আঘাত করলেন। পৃষ্ঠে তালফল পড়ার মতো মস্তক দ্বিধান্বিত হয়ে দেহাভ্যন্তরে পতিত

হলো। তখন সেখানে উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিল। দেবগণ বললেন, 'গোঠয়িম্বর' কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে সংঘের উদ্দেশে তোমার দান দেওয়া ক্ষীরশলাকার প্রভাবে তুমি এত শক্তিশালী হয়েছ।' এরূপ বলে সহস্র স্বরে সাধুবাদ প্রদান করলেন। অতঃপর গোঠয়িম্বর জয়ী হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। জয়ের কারণে সুরাদি পান করে মত্ত হয়ে অস্ত্রাদি সজ্জিত বহু সেনাপরিবৃত হয়ে বহুবিধ আভরণে সজ্জিত হয়ে তাঁর বিজয়সূচক 'নাচ-গান-বাদ্য ইত্যাদি জয়ধ্বনি দেখাব' বলে নগরের মধ্যখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাজা এরূপ কোলাহল শব্দ শুনে অমাত্যগণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এইরূপ শব্দের কারণ কী?' তাঁরা বললেন, 'দেব, গোঠয়িম্বর অরিট্ঠ পর্বতবাসী জয়সেন নামক যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে সপ্তাহকাল জলপান (সুরাপান) করে উন্মত্ত হয়ে আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এটা তারই শব্দ।' রাজা উন্মত্ত অবস্থা শুনে অমাত্যদের নির্দেশ দিলেন : 'তাকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে না।' তারা তাই করলেন। যোদ্ধা তা শুনে 'আমিও এখন রাজাকে দর্শন করব না' বলে বাড়ি প্রত্যাগমন করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজনের প্রতি করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করে বাড়ি হতে নির্গত হয়ে বারো যোজন পথ অতিক্রম করে নাগদ্বীপে উপনীত হলেন। তথা হতে গোঠসমুদ্রে পতিত হয়ে চব্বিশ যোজন সমুদ্র পার হয়ে কাবীর পট্টনে উপস্থিত হলেন এবং পট্টনের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুণবান বুদ্ধপুত্রগণ (ভিক্ষু) কোথায় বাস করেন? তাঁদের বাসস্থান কোথায় আমাকে বলুন।' তারা বলল, 'তাঁরা হিমালয়ের দ্বাদশ যোজন ঢালু স্থানে বাস করেন; তাঁরা এই স্থানে অবতরণ করে ভিক্ষাচরণ সমাপন করে পুনরায় অনুরূপভাবে নিজেদের স্থানে প্রত্যাগমন করেন। তিনি 'উত্তম' বলে হিমালয়ের দিকে যাবার সময় ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণ স্থানে লোকজনকে দেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভিক্ষুগণ কোথায় বাস করেন?' তারাও পূর্ববৎ বললেন। এভাবে যেতে যেতে জিন্নপ্রপাত সমীপে উপগত হয়ে ঢালুস্থান দেখে জিন্নপ্রপাতে (খাড়া পাহাড়ের চূড়া) আরোহণ করে রমণীয় বিহার দর্শন করে ঐ স্থান হতে 'ভিক্ষুদের না দেখলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়' এরূপ চিন্তা করে ঢালু স্থানে পড়ে গেলেন। ক্ষীণাস্রব স্থবির তাঁকে পড়ন্ত অবস্থায় দেখে হাত প্রসারিত করে তুলে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে কীজন্য এসেছ?' তিনি উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে কেশশ্মশ্রু ছেদন করে প্রব্রজ্যা দান করে কর্মস্থান প্রদান করলেন। তিনি অচিরে বিদর্শন বর্ধিত করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে প্রীতিসুখ অনুভব করে এই উচ্ছ্বাসবাণী ভাষণ করেছিলেন :

৩১. আমি সংগ্রামে বহু শত্রু ও বীরকে পরাজিত করেছিলাম মাত্র, যক্ষের শির বিনাশ করেছিলাম; এখন সেভাবে ক্লেশের শির (অর্থাৎ সমস্ত প্রকার

ক্লেশের মূল তৃষ্ণা) বিনাশ করেছি।

৩২. সৎ ব্যক্তিরা পূর্বজন্মে ভিক্ষুদের যথার্থ দান দিয়ে দেবমনুষ্য-সম্পত্তি উপভোগ করেও শাসনের কল্যাণ সাধন করে অন্তিমে অমৃতপদ (নির্বাণ) লাভ করেন।

৭.৮ থের পুত্রাভয়ের উপাখ্যান

অতীতকালে কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হলে এক কুটুম্বিক তাঁর ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধান্বিত ও বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিয়েছিলেন। তদবধি তিনি বিংশতি সহস্র বর্ষ যাবজ্জীবন ক্ষীরশলাকা অন্ন দান করেছিলেন। অন্যান্য কুশলকর্মও অনুরূপভাবে সম্পাদন করে দেবলোকে জন্মধারণ করে বহু সহস্র অপ্সরা-পরিবৃত হয়ে কনকময় বিমানে এক বুদ্ধান্তরকাল মহতী দেবৈশ্বর্য উপভোগ করার পর সেখান হতে চ্যুত হয়ে আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর এই লঙ্কাদ্বীপে রোহণ কোটপর্বতের নিকটে কত্তিগ্রামস্থ রোহণ গৃহপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এটাকে কপ্পকন্দর গ্রাম বলা হতো। তাঁর পিতা নামকরণ করেন গোটকাভয়রাজ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দশ হস্তী-বলসম্পন্ন হয়েছিলেন। মহাবংসে উক্ত হয়েছে :

১. কোটপর্বতের সন্নিকটে সমৃদ্ধশালী কত্তিগ্রাম ছিল, সেই গ্রামে রোহণ নামক গৃহপতির এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

২. তাঁর মাতাপিতা নাম রাখেন গোটকাভয়রাজ, সেই বালক দশ-বারো বছর বয়সে শক্তিশালী হয়েছিলেন।

৩. খেলা করার সময় চার-পাঁচজনে একটি পাষাণকে ওপরে উত্তোলন করতে সক্ষম হয়নি, তিনি ওটাকে উত্তোলন করে বলের মতো নিক্ষেপ করেছিলেন।

৪-৫. তাঁর ষোলো বছর বয়সকালে পিতা অসুস্থ হয়েছিলেন বলে আটত্রিশ আঙুল পরিমাণ বেষ্টিত ও ষোলো হাত পরিমাণ দীর্ঘ তাল-নারকেল বৃক্ষকে নাড়া দিয়ে ফল পেড়েছিলেন। তখন হতে তিনি যোদ্ধা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

তাঁর পিতা প্রতিদিন মহাসুমন স্থবিরের সেবা করতে করতে একদিন ধর্ম শ্রবণ করে গৃহবাসে আদীনব এবং প্রব্রজ্যায় সুখ শুনতে পেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে 'আমার পুত্র বিনাশ হয়ে যেতে পারে' এরূপ ভেবে পুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান করে বাস করার সময় ভাবনায় রমিত হয়ে অচিরে মার্গফল প্রাপ্ত হন। তখন হতে তিনি থেরপুত্রাভয় নামে পরিচিত হন। তিনি পরবর্তী সময়ে অভয় শ্রামণেরের সঙ্গে বাপ্পকন্দর বিহারে বাস করতেন। তখন অভয় শ্রামণের ভিক্ষুসংঘের জন্য বিরাট নারকেল বাগান করেছিলেন। একসময় তিনি কোনো

কর্মোপলক্ষ্যে গ্রামে গিয়েছিলেন। সে সময় গোঠয়িম্বর দুট্‌ঠগামনি রাজাকে দর্শন করতে মহাগ্রামে যাবার পথে সেই বিহারে প্রবেশ করে লোকজনকে নারকেল ফল খাব বললে তিনি নারকেল বৃক্ষ বাহুর দ্বারা ঝাঁকুনি দিয়ে ফল পেড়ে পায়ের গোড়ালির দ্বারা বাকল অনাবৃত করে সকলকে দিয়েছিলেন। তারা যতটুকু সম্ভব খেয়ে বাকীগুলো বিহারের যত্রতত্র ছড়িয়ে দিয়ে বিহারাঙ্গনে শুয়ে ঘুমাতে লাগল। তখন শ্রামণের এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কে করেছে?' লোকজন গোঠয়িম্বরের কৃত বিষয় ব্যক্ত করল। 'আজ আমি এ শক্তির অহংকার প্রদর্শন করাব।' এরূপ চিন্তা করে গোঠয়িম্বর যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে গিয়ে স্বীয় বামপদের দুই আঙুলের দ্বারা তার পা ধরে সমগ্র বিহারাঙ্গনে আঘাত দিয়ে টানতে (ঘোরাতে) লাগলেন। তিনি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও সক্ষম হলেন না। তখন লোকজন এসে 'তাকে মুক্ত করব' বলে চতুর্দিক পরিবেষ্টন করল। শ্রামণের আগত লোকজনকে দুই আঙুলের দ্বারা নিক্ষেপ করলেন। তার দেহে আঙুল প্রবিষ্ট স্থান দেখে লোকজন একপাশে গিয়ে অনুরোধ করল, 'প্রভু, তাকে মুক্তি দিন।' যোদ্ধাও শ্রামণেরকে বলল, 'ভন্তে, আপনাকে নারকেল ফল দেবো, নারকেল গাছ রোপণ করে দেব। আমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবেন না।' ভিক্ষুগণও অনুরোধ করলেন। শ্রামণের যোদ্ধাকে মুক্তি দিলেন। তখন যোদ্ধা শ্রামণেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মহাগ্রামে গিয়ে রাজাকে দর্শন করলেন। রাজা পূর্ববৎ তাঁর সৎকার করে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। তিনি একদিন রাজার সঙ্গে একত্রে বসেছিলেন, তখন রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে আরও শক্তিশালী যোদ্ধা আছে কি?' সে বলল, 'রাজন, আপনি কী বলছেন! কপ্পকন্দর বিহারে থেরপুত্রাভয় আমার চাইতে বহু শক্তিশালী।' রাজা শুনে তাঁকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন, 'তাহলে তাঁকে এখানে আনয়ন কর।' তিনি রাজাকে প্রদত্ত বহু ধন নিয়ে তথায় উপনীত হয়ে সেই বিহারে ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। অনন্তর শ্রামণেরের নিকট গিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে রাজার আদেশ ব্যক্ত করতে না পেরে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, প্রব্রজিতের দ্বারা শাসনের শোভা বৃদ্ধি হয়; দানাদি পুণ্যকর্ম করে স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের জন্য আসুন গৃহী হয়ে কাম উপভোগ করুন; রাজা আপনাকে দেখতে ইচ্ছা পোষণ করছেন।' অতঃপর শ্রামণের বললেন :

৬. বুদ্ধের শাসনকালে আমি দুর্লভ মনুষ্যজীবন প্রাপ্ত হয়েছি, জিনশাসনে দুর্লভ প্রব্রজ্যা প্রাপ্ত হয়েছি।

৭. শীল পালন করে বিশুদ্ধতা আনয়ন করত জন্মক্ষয় বা নিরোধ সাধনে চেষ্টা করা উচিত।

৮. কামের দ্বারা পৃথিবীতে দুঃখের উৎপত্তি হয়; বুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করেছেন

যে, দিনরাত বহু প্রাণী কামের বা ভোগের দ্বারা নিম্নগামী হচ্ছে।

এটা শুনে গোঠয়িম্বর এরূপ বলল :

৯. মহাপ্লাবনে পাশে ওপরে-নিচে যা ভেসে যাচ্ছে তা বিনা কারণে মনুষ্যদের এরূপ হচ্ছে না।

১০. এখন লঙ্কায় তামিলগণ বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছে, স্তূপ ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করেছে।

১১. বুদ্ধপুত্র মহাশক্তিধর ভিক্ষু শীলসংযত হয়ে চীবর পরিধান করে কুঞ্চিতভাবে ত্রিশরণে রমিত আছেন।

১২. বন অগ্নিদগ্ধ হবার মতো সমগ্র সিংহল তামিলদের কর্তৃক প্রজ্বলিত হচ্ছে; তা কি আপনি নির্বাপণ করবেন না?

১৩. গ্রামবাসী এবং বিধ্বস্ত রাজ্যবাসী সকলে শাসন রক্ষা করার জন্য একত্রিত হয়েছে।

১৪. দীপঙ্কর শাস্তা প্রাপ্ত নির্বাণ ত্যাগ করে দুঃখক্লিষ্ট জনগণকে দেখে সংসারে প্রবেশ করেছিলেন।

১৫. রাজা হয়ে শাসনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করুন এবং এভাবে আচরণ করলে এই ধর্ম আপনার হিতবহ হবে।

এভাবে নানাপ্রকার কারণ দ্বারা তাঁকে বুঝিয়ে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়ে স্বীয় গৃহে নিয়ে গেলেন এবং যার জন্য চীবর ত্যাগ করেছেন তার মহৎ উপকার সাধনের জন্য সেই অপেক্ষমাণ রাজাকে দর্শন করালেন। রাজা তাঁকে দেখে তুষ্ট হয়ে মনোরম গৃহ দিয়ে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করে নিজের কাছে বাস করাতেন। পরবর্তীকালে রাজার সঙ্গে তামিলদের যুদ্ধ করে বিজিত নগর অধিকারের দিনে মহাপ্রাকার ভেঙে নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করত তামিল সেনাদের স্বীয় গদা (অস্ত্র) দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। এভাবে জয় করে সমগ্র লঙ্কা একরাজ্যে পরিণত করে রাজাকে প্রদান করত শাসনের পৃষ্ঠপোষণ করে অনুরাধপুরে বাস করতে লাগলেন। রাজা তাঁকে অন্যত্র অবস্থানের ব্যবস্থা করতে চাইলে তিনি গ্রহণ করলেন না, 'কেন গ্রহণ করবেন না?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনার শত্রু?' তিনি বললেন, 'দেব, ক্লেশ শত্রুর সমান অন্য কোনো শত্রু নেই। তাকে জয় করা উচিত।' অনন্তর রাজার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং অচিরে প্রবল চেষ্টাসহকারে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন এবং পাঁচশ ভিক্ষু-পরিবৃত হয়ে লঙ্কায় চন্দ্র-সূর্যের মতো খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৬. আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে দয়ালু বা পরোপকারী হও; অপরের হিত করে কীর্তিমান হও। শক্তি এবং বিপুল বিভবের অধিকারী হয়ে পরার্থে এমন কাজ

করবে যাতে চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে।

৭.৯ ভরণতিষ্যের উপাখ্যান

অতীতে এই কল্পে ত্রিলোক নয়ন, ত্রিলোক প্রদ্যোত ও ত্রিলোক শরণ কশ্যপ নামে সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে জনগণকে ধর্মরস পান করিয়ে অবস্থান করছিলেন। সে সময় প্রত্যন্ত গ্রামের এক কুটুম্বিক ধর্ম শ্রবণ করে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সর্বদা সংঘের উদ্দেশে ক্ষীরশলাকা অন্ন দান করতেন। আয়ুশেষে যথাসময়ে সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর দ্বাদশ যোজন কনকবিমান উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি সেখানে বহু সহস্র অপ্সরা-পরিবৃত হয়ে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে এক বুদ্ধান্তরকাল অতিবাহিত করার পর আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর সকল দ্বীপের শ্রেষ্ঠ লঙ্কাদ্বীপে কাকবর্ণ তিষ্য রাজা রাজত্ব করার সময় কপ্পকন্দর গ্রামে কুমার নামে এক কুটুম্বিকের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি গর্ভ পূর্ণ হলে যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করেন। তার জন্মের সময় মাতাপিতার গৃহ পূরণের জন্য নিধিকুম্ভের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁর মাতাপিতা বললেন, 'আমাদের পুত্র মাতাপিতার পরিপূরণের জন্য সম্পত্তি নিয়ে আগমন করেছে।' এরূপে তুষ্ট হয়ে তাঁর নাম রাখলেন ভরণতিষ্য। তিনি তাঁর কর্মবৃদ্ধি করে স্বীয় শক্তি বলে জনগণের মধ্যে খ্যাতি লাভে সক্ষম হন। তাই মহাবংসে উক্ত হয়েছে :

১-২. কপ্পকন্দর গ্রামে কুমারের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর নাম রাখা হয় ভরণ; দশ বছর বয়সে সেই বালক বনে গমন করে বহু শশ পা দিয়ে আঘাত করে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

৩. ষোলো বছর বয়সে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বনে গিয়ে পূর্বানুরূপভাবে গো, মৃগ, শূকর ইত্যাদি ধরেছিলেন, তাই ভরণ মহাযোদ্ধা নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

রাজা তাঁর শক্তির (যোদ্ধা হিসেবে) বিষয় শুনে তাঁর পরিবারসহ তাঁকে রাজার কাছে বৃহৎ বাড়ি প্রদান করেছিলেন এবং তাঁকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়ে নিজের সন্নিকটে বসবাসের ব্যবস্থা করালেন। অনন্তর তিনি রাজাসহ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আটাশবার যুদ্ধে জয়লাভ করত অনুরাধপুরে আজীবন বসবাস করে রাজার সঙ্গে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেছিলেন।

৪. যা দেবগণের মনোরম সেরূপ কুশলকর্ম সাধন কর; কুশলকর্মে রত ব্যক্তি নাগবলসদৃশ বলের অধিকারী হতে সক্ষম হয়।

৭.১০ বেলুসুমনের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পূর্বে এই কল্পে কশ্যপ নামে সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়ে দুর্দমনীয়কে দমন ও বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে শান্ত সুশান্ত হয়ে অবস্থান করছিলেন।

তখন এক কুটুম্বিক ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে 'অপরকে পীড়া কিংবা দণ্ড দিয়ে দান করলে মহাফল হয় না, অপরকে উৎপীড়ন না করে ধর্মত দান দিলে মহাফল ও মহানিশংস হয়' শুনে একদিন একজন ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ)-কে ভিক্ষারত অবস্থায় দেখে পাত্র নিয়ে নানাপ্রকার উত্তম রসে পাত্রপূর্ণ করে দান দিয়েছিলেন। তিনি সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে যাবজ্জীবন সেখানে অবস্থান করে আয়ুশেষে সুপ্তোত্থিতের মতো দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং দ্বাদশ যোজন পরিমাণ দেববিমানে বহু সহস্র দেবঅপ্সরা কর্তৃক নাচ-গানে পরিবৃত হয়ে এক বুদ্ধান্তরকাল দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে অবস্থান করেছিলেন। সেখান হতে চ্যুত হয়ে আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর মহামহিন্দ (মহেন্দ্র) স্থবির কর্তৃক লঙ্কায় সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হবার পর কাকবর্ণ তিষ্য রাজা রাজত্ব করার সময় গিরি নামক জনপদে কুটুম্বিয়ঙ্গন নামক এক গ্রামে মহাধনাঢ্য ও ভোগসম্পত্তিশালী বসভ নামে এক কুটুম্বিক বাস করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী যথাসময়ে গর্ভপূর্ণ হলে একটি পুত্র প্রসব করেন। তাঁর পুত্রের জন্মের বিষয় শুনে গ্রামবাসী আনন্দিত হয়েছিল। বসভের বেলু নামক জাতপদিক এবং সুমন নামে গিরিভোজক দুজন বন্ধু ছিলেন। তারা 'আমাদের বন্ধুর পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে' বলে উপঢৌকনসহ বন্ধুর নিকট এসে নামকরণের সময় উভয় বন্ধু নিজ নিজ নামে বালককে ডাকলেন। তাই বেলুসুমন নামে প্রকাশ পায়। অনন্তর গিরিভোজক তাকে পুত্রের মতো নিজের কাছে রেখে পালন করতে লাগলেন। তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

১. গিরি নামক জনপদে কুটুম্বিয়ঙ্গন গ্রামে বসভ নামে এক ধনাঢ্য কুটুম্বিক বাস করতেন।

২. বেলু জাতপদিক ও সুমন গিরিভোজক নামে তাঁর বন্ধুদ্বয় পুত্রের জন্মের পর উপঢৌকনাদি নিয়ে গিয়েছিলেন।

৩. সেখানে গিয়ে উভয় বন্ধু নিজ নিজ নামে বালকের নামকরণ করেছিলেন এবং গিরিভোজক স্বীয় গৃহে তাঁকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন।

গিরিভোজকের গৃহে এক সিন্ধু অশ্ব ছিল। সে কাকেও তার পৃষ্ঠে আরোহণ করতে দিত না। মানুষেরা বলত, 'এটা দুষ্ট অশ্ব, ভালো নয়, এটাকে পালন করবে না।' অশ্ব একদিন বেলুসুমনকে দেখে আমার পৃষ্ঠে আরোহণের উপযুক্ত'

চিন্তা করে উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারব করতে লাগল। গিরিভোজক শব্দ শুনে ভাবলেন, 'অশ্ব নিশ্চয়ই তার প্রভুকে দেখেছে।' এরূপ চিন্তা করে বেলুসুমনকে আহ্বান করে বললেন, 'তাত, এই অশ্বে আরোহণ কর।'

বেলুসুমন অশ্বকে প্রস্তুত করে আরোহণ করে মাঠে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্রমান্বয়ে গতি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। অশ্ব সমগ্র মাঠে দৌড়াতে দৌড়াতে একত্রিত হয়ে বা কুঞ্চিত হয়ে গেল, মনে হলো যেন একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের চক্র। অশ্বারোহী দক্ষ সেনাপতি যেমন মনোময় সিন্ধুঘোটকে আরোহণ করে নির্ভয়ে ধাবিত হয় তেমনিভাবে তিনিও অশ্বের পৃষ্ঠে কখনো উপবিষ্ট হয়ে কখনো দাঁড়িয়ে উত্তরীয় দোলায়ে নির্ভয়ে অশ্ব নিয়ে ধাবিত হয়েছিলেন। তা দেখে মহাজনতা চিৎকার করে বিজয়কেতন নিক্ষেপ করেছিল। গিরিভোজক এরূপ আশ্চর্য অদ্ভুত বিষয় দর্শন করে আনন্দিত হয়ে 'ইনি রাজার উপযুক্ত' মনে করে তাঁকে দশ হাজার মুদ্রা অর্পণ করে রাজার নিকট নিয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে বৃহৎ অট্টালিকা প্রদান করত প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়ে নিজের কাছে বসবাস করতে দিলেন। মহাবংসে বলা হয়েছে :

৪. গিরিভোজকের এক মহাশক্তিশালী সিন্ধুঘোটক ছিল, সে তার পৃষ্ঠে কাকেও আরোহণ করতে দিত না।

৫. অশ্ব বেলুসুমনকে দেখে ইনি আমার আরোহী হবার উপযুক্ত চিন্তা করে হ্রেষারব করল।

৬. গিরিভোজক তা উপলব্ধি করে তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বের ওপর আরোহণ কর; তিনি অশ্বে আরোহণ করে মাঠে দ্রুত ধাবিত হলেন।

৭. অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে সমগ্র মাঠে ধাবিত হবার সময় তিনি এমনভাবে একাবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না।

৮. তিনি উত্তরীয় খুলে পরিধান করতে দেখে জনগণ খুশিতে চিৎকার করল।

৯. গিরিভোজক তাঁকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করে ইনি রাজার উপযুক্ত বলে রাজার নিকট নিয়ে গেলেন।

১০. রাজা বেলুসুমনকে নিজের কাছে রেখে বহু সৎকার করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

তখন থেকে তিনি রাজার উপকার বা সেবা করতেন এবং নিম্নোক্তভাবে বিহারদেবীর ইচ্ছা সম্পাদন করে বত্রিশজন তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজার উপকার সাধন করেছিলেন। অতঃপর রাজা অনুরাধপুরে বিজয়কেতন উত্তোলন করে তাঁকে মহাবিভব প্রদান করলেন। সে-ও রাজার সঙ্গে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে স্বর্গবাসী হয়েছিলেন।

১১. যে পাপে রত তার পক্ষে কখনো স্বর্গীয় শ্রীসম্পন্ন কিংবা শক্তিশালী হওয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং স্বর্গীয় শ্রীলাভের জন্য অপ্রমত্তভাবে বিচরণ কর।

দ্বিতীয় যোদ্ধা বর্গ

৮.১ খঞ্জদেবের উপাখ্যান

অতীতকালে এই কল্পে কশ্যপ নামক সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়ে জনগণকে ধর্মরত্ন নৌকায় পূরণ করে নির্বাণরূপ নগর প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময়ে এক কুটুম্বিক ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে অরণ্যায়তনে এক পর্ণশালা নির্মাণ করে মঞ্চ-আসন-পানীয়-পাত্রাদি সর্বপ্রকার উপকরণের ব্যবস্থা করে এক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত যাপনের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং উক্ত ভিক্ষু বর্ষাযাপন করার সময় নিত্য জাউ-অন্নাদির দ্বারা সেবা করত বর্ষাতিক্রমের পর উক্ত কুটুম্বিক সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে দ্বাদশ যোজন কনকবিমানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানে বহু সহস্র অপ্সরায় পরিবৃত হয়ে মহাদেবৈশ্বর্য উপভোগ করে তথা হতে চ্যুত হয়ে আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর এই লঙ্কাদ্বীপে গিরিজনপদে নকুলনগর কর্ণিকার সমীপে মহিন্দদোনি নামক গ্রামে মহাবিত্তশালী অভয় নামক কুটুম্বিকের সপ্তপুত্রের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নাম রাখেন দেব। তার সম্বন্ধে মহাবংসে বলা হয়েছে :

১. নকুলনগর কর্ণিকার সমীপে মহিন্দদোনি গ্রামে অভয়ের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় দেব। তিনি অতি শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ঈষৎ খঞ্জ ছিলেন বিধায় 'খঞ্জদেব' নামে পরিচিত হন।

২-৩. একসময় গ্রামবাসীসহ বনে মৃগয়া করতে গিয়ে তিনি এক বুনো মহিষকে অনুধাবন করে বহু ওপরে (পাহাড়ের চূড়ায়) হাতের দ্বারা মহিষের পা ধরে মস্তকোপরি ঘুরাতে ঘুরাতে মাটিতে নিক্ষেপ করলে অস্থিমাংস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

৪. তিনি ছিলেন মহাশক্তিশালী ও বলবান, খড়্গ (তরবারি) বিদ্যায় তিনি ছিলেন দক্ষ। তাই তিনি পৃথিবীতে যোদ্ধা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অনন্তর কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ তাঁর কথা শুনে অনেক উপঢৌকনসহ তাঁকে ডাকিয়ে মহাসৎকার করত গামনিকুমারের কাছে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দুট্‌ঠগামনিসহ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শক্তিশালী ব্যূহ ভেদ করে ভীষণ যুদ্ধ করে লঙ্কাকে একরাজ্যে পরিণত করেছিলেন এবং রাজাকে অভিষিক্ত করে তাঁর সঙ্গে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেন।

৫. যিনি সুকর্ম সাধন করেন পৃথিবীর মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি নির্বাণরূপ

নন্দনবন প্রাপ্ত হয়ে বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন।

৬. তাই দান-সহায়কের সেবা কর এবং যাঁর দ্বারা ইচ্ছা পূরণ হয় তাঁর সেবা কর; নীতিপদসমূহ সর্বদা আচরণ কর যা ঔষধের মতো কাজ করে।

৮.২ ফুষ্যদেবের উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পূর্বে এই কল্পে কশ্যপ নামক ভগবান পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়ে মনুষ্যলোকসহ দেবলোকে ধর্মামৃত পান করিয়ে নির্বাণমার্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হয়ে সুরাসুর, ব্রহ্ম, নর, নাগ, বিজ্ঞ-বিদ্বানদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নানাপ্রকার কলাকৌশলে মধুপূর্ণ ধর্মময় পাত্র হতে বের করে ধর্মদেশনা করছিলেন। পরিষদগণও গভীর মনোযোগসহ একাগ্র মনে উদীপ্তভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বন্দনা করত সহস্রবার প্রশংসা করে, সম্মান করে, পূজা করে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। তখন এক কুটুম্বিক পরিষদের শেষের দিকে উপবেশন করে ভগবানের দেশিত ধর্ম তন্ময়ভাবে শ্রবণ করে প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে তদবধি বিশ সহস্র বছর ভিক্ষুসংঘকে ক্ষীরশলাকা অন্ন দান করেছিলেন। শুধু শলাকা অন্ন নয়, তিনি ভিক্ষুদের শয়নাসন, চীবর, ঔষধ-পথ্য ইত্যাদি নানাবিধ দান করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তিনি যথায়ুষ্কাল সেখানে অবস্থান করার পর আয়ুক্ষয়ে তথা হতে চ্যুত হয়ে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবলোকে ত্রিশযোজন কনকবিমানে বহু সহস্র স্বর্গীয় সুন্দরী ও অপ্সরা, মনোরম সেনাপরিবৃত হয়ে এক বুদ্ধান্তরকাল পর মনোরম দ্বীপগুলোর মধ্যে লঙ্কাদ্বীপে রোহণ জনপদে চিত্রলপর্বত বিহারের কাছে কবিট্ঠ নামক গ্রামে উৎপল নামক জনৈক কুটুম্বিকের স্ত্রীর কুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হন। নামকরণের দিনে মাতাপিতা এবং পূর্বপুরুষগণ (পিতাসহ-প্রপিতামহ) ফুষ্য নক্ষত্রে জন্মহেতু ফুষ্যদেব নাম রাখেন। তিনি ক্রমান্বয়ে সাত বছর বয়সে উপনীত হলে বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বিহারে গিয়ে বোধি-অঙ্গনে রক্ষিত একটি শঙ্খ নিয়ে জোরে শব্দ (ফুঁ দিয়ে) করেছিলেন। শত অশনিসম্পাতের মতো শব্দ হলো। তা শুনে বালকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। বনের মৃগ-শূকর ইত্যাদি পশুরাও ভীত হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। আকাশের পাখিরাও অনুরূপভাবে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। তখন হতে তিনি উন্মাদ ফুষ্যদেব নামে সমগ্র লঙ্কায় পরিচিতি লাভ করেন।

তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

১. চিত্রল পর্বতের নিকটে কবিট্ঠ নামক গ্রামে উৎপলের এক পুত্র জন্মগ্রহণ

করেন, তাঁর নাম রাখা হলো ফুষ্যদেব।

২. সেই কুমার (বালক) তাঁর খেলার সাথি বালকগণসহ বিহারে গিয়েছিলেন, বোধিমূলের শঙ্খ নিয়ে তিনি জোরে শব্দ করলেন।

৩. এটা এমন শব্দ হয়েছিল যে যেন বজ্রপাত হচ্ছিল, তার সঙ্গী বালকগণ সকলে উন্মাদের মতো হয়েছিল।

৪. বনের চতুষ্পদ প্রাণী ও বিহঙ্গকুল ভয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগল, সেই কারণে তিনি উন্মাদ ফুষ্যদেব নামে পরিচিত হন।

তাঁর পিতা উৎপল কুটুম্বিক তাঁর দ্বাদশ বর্ষ বয়সকালে নিজেদের বংশ প্রথানুযায়ী ধনুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ধনুবিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হয়েছিলেন যে চুল এবং আলো ভেদ করতে সমর্থ হতেন। তিনি অন্যান্য আশ্চর্যজনক বিদ্যাও শিক্ষা করেছিলেন।

তাই মহাবংসে বলা হয়েছে :

৫. তাঁর পিতা তাঁদের বংশ প্রথানুযায়ী পুত্রকে খড়্গ (তরবারি) চালনা ও ধনুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৬-৭. তিনি ছিলেন শব্দভেদী, আলোভেদী, বালভেদী (an anchor who can hit a hair), শত বালুকাপূর্ণ শকট কিংবা চর্মাবৃত (বর্মাবৃত) হলেও সঠিকভাবে তিনি আক্রমণ করতে পারতেন। তাঁর অসি ছিল লৌহময় এবং চৌষট্টি আঙুল দীর্ঘ ও আট আঙুল পরিমাণ প্রস্থ।

৮. তিনি তাঁর অব্যর্থ তির নিক্ষেপ করলে জলে ও স্থলে আট উসভ পরিমাণ (১ উসভ = ১৪০ হাত। ৮ উসভ = ১৮০×৮ = ১৪৪০ হাত) গমন করত।

৯. তিনি এই প্রকার বহুবিধ আশ্চর্যজনক বিদ্যা শিক্ষা করে তাম্রপর্ণি দ্বীপে (লঙ্কাদ্বীপে) প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

অনন্তর কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ তাঁর এরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয়েছে শুনে পিতার নিকট উপহার ও আদেশ প্রেরণ করে তাঁকে আনিয়ে বহু অর্থ দিয়ে রাজবাড়ির কাছে বসবাসের জন্য গৃহ, (দত্তক) গ্রাম, জমি, বস্তু ইত্যাদি দিয়ে পুত্রকে তাঁর নিকটে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। তখন তিনি পরবর্তীকালে দুট্‌ঠগামনি রাজাসহ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় বত্রিশজন শক্তিশালী যোদ্ধার শক্তি খর্ব করে অনুরাধপুর দখল করার সময় এলাঢ়রাজের সৈন্য তামিলদের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় তামিল সেনাদের কর্ণ বিদীর্ণকারী শত অশনি নিপাতের শব্দের ন্যায় শব্দ করে শঙ্খে মহাশব্দ করলেন। এতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় রাজা কর্ণকুণ্ডলে আঘাত করে

ভূপাতিত করে সমগ্র লঙ্কারাজ্যকে একত্রিত করেছিলেন এবং রাজাকে অভিষিক্ত করে তাঁর সঙ্গে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করত কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হলেন।

১০. ফুষ্যদেব অতীত জীবনে সুকর্ম করার ফলে ইহজীবনে সর্বদা দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে সর্বত্র প্রমোদিত ছিলেন। সুতরাং তোমরাও পরজন্মে বিভব প্রাপ্তির জন্য ত্রিদ্বারে (কায়মনোবাক্য) সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন কর।

৮.৩ লভিয় বসভের উপাখ্যান

অতীতকালে ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক কুটুম্বিক ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সুগন্ধ ঘি, মধু, শর্করা মিশ্রিত অল্পোদক ক্ষীরপায়েসের দ্বারা একটি পাত্রপূর্ণ করে মসৃণ সুখদ বস্ত্র দিয়ে গোলাকৃতি করে সংঘকে দান করেছিলেন। তখন হতে তিনি বিশ সহস্র বছর বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পঞ্চশীল সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন করেছিলেন। তথায় তিনি যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে মণিকনকময় বিমানে বহুশত অপ্সরা সমাকীর্ণ হয়ে অনুপম দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে এক বুদ্ধান্তরকাল অতিক্রম করেছিলেন। ভগবান গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের পর পরিনির্বাপিত হলে লঙ্কায় ধর্মবিনয় প্রসার ঘটেছিল। তখন তিনি (উক্ত কুটুম্বিক) কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজের রাজত্বকালে রোহণ জনপদের তুলাধার পর্বতের কাছে বাপি নামক গ্রামে মন্ত নামক জনৈক মহাধনাঢ্য ভোগসম্পত্তিসম্পন্ন যশস্বী কুটুম্বিকের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন। কুটুম্বিকের স্ত্রী দশ মাস পর যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। মাতাপিতা নামকরণ করেন বসভ। তিনি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বজন্মে উত্তমরূপে পঞ্চশীল প্রতিপালনের কারণে অতি অভিরূপসম্পন্ন হয়েছিলেন। তিনি অতি সুদর্শন, প্রসাদ উৎপাদনকারী এবং মনোরম গাত্রবর্ণের অধিকারী হয়েছিলেন।

এ বিষয় প্রকাশ করার জন্য গাথায় বলা হয়েছে :

১. তিনি তুলাধার পর্বতের নিকটে বিহার বাপি নামক গ্রামে এক কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর নাম রাখা হয় বসভ।

২. পূর্বজন্মে তিনি উত্তমরূপে পঞ্চশীল প্রতিপালন করেছিলেন বলে সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে ইহজন্মে মনোরম সুদর্শন হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. তাঁর দেহ অতি স্থূল কিংবা অতি কৃশ নয়, তিনি ছিলেন নীরোগ এবং তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল প্রিয়দর্শন।

৪. তাঁর কেশরাশি দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ এবং অগ্রভাগ কোঁকড়ানো, সর্বদা তাঁর মুখ হাস্যময় থাকত যেন প্রস্ফুটিত কমল।

৫. তাঁর সুন্দর সুশোভিত ভ্রূযুক্ত লোচন, উজ্জ্বল প্রদীপসম উচ্চ নাসিকা

অতি শোভা পেত।

৬. তাঁর অধর ছিল অতি চমৎকার, দন্তরাজি ছিল ছোটো, সমান্তরাল মুক্তার মতো সারিবদ্ধ।

৭. তাঁর কর্ণযুগল উজ্জ্বল স্বর্ণময় আভরণে মণ্ডিত, বাহুযুগল লভিয়সদৃশ রক্তময় পল্লবে অলংকৃত।

৮. তাঁর দেহ ছিল হেমবর্ণ ও বিভিন্ন সুলক্ষণযুক্ত, ঊরুদ্বয় ক্রমান্বয়ে সরু।

৯. তাঁর জঙ্ঘাদ্বয় ছিল মৃগের জঙ্ঘাসদৃশ, পায়ের গোড়ালি ছিল অনুপম, পা ওপরের দিকে ক্রম উন্নত, পিঠ বর্তুলাকার।

১০. তাঁর পা ছিল অতি কোমল। এরূপ সুজাতের রূপসম্পদ ছিল সকলের আকাঙ্ক্ষিত, বসভ অসদৃশ দেহ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন।

লভিয় বসভ ক্রমান্বয়ে বিশ বছর বয়স হলে দশ হস্তীর বলসম্পন্ন মহাশক্তিশালী হয়েছিলেন।

১১. তিনি ক্রমশ বিশ বছরে উন্নীত হলে দশ হস্তীর শক্তিসম্পন্ন হয়েছিলেন এবং অসিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

১২-১৩. তিনি কয়েকজন লোক নিয়ে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। দশ-বারো জনের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব এরূপ বৃহৎ পুষ্করিণী তিনি (বসভ) অতি দ্রুত সম্পাদন (খনন) করেছিলেন।

১৪. এ সকল কারণে লভিয় বসভ বিখ্যাত হয়েছিলেন; লঙ্কাদ্বীপে তিনি মহাযোদ্ধা ও মহাশক্তিশালী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

অনন্তর তাঁর কর্ম সম্পর্কে শুনে কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ তাঁকে আনিয়ে মহাসৎকার করে উদকবার গ্রাম প্রদান করলেন। তদবধি তিনি বসভোদকবার নামে পরিচিত হন। রাজা তাঁকে গামনি কুমারের কাছে বসবাস করার ব্যবস্থা করালেন। তিনি তাঁর সঙ্গে বত্রিশজন তামিলরাজকে দমন করে (বন্দি করে) লঙ্কাকে একরাজ্যে পরিণত করে রাজাকে রাজ্যাভিষিক্ত করলেন এবং রাজার সঙ্গে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হলেন।

১৫. বুদ্ধশাসনে দান দিয়ে পঞ্চশীল সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন করে বসভের ন্যায় রূপ, শক্তি, যশ এবং ভোগসম্পত্তি লাভ কর।

৮.৪ দাঠাসেনের উপাখ্যান

অতীতকালে এই কল্পে কশ্যপ নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সে সময় জনৈক বামন (জাতপদিক) ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সংঘের উদ্দেশে বিভিন্ন উপকরণসহ ক্ষীরশলাকা অন্ন বিশ সহস্র বছর দান করেছিলেন। শুধু ক্ষীরশলাকা অন্ন নয়, শয়নাসন, চীবর, পিণ্ড, গিলানপ্রত্যয়

এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিস দান করে পুণ্যকর্ম করতেন এবং যাবজ্জীবন শীল রক্ষা করে আয়ুশেষে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তিনি বহু সহস্র দেবঅপ্সরায় পরিবৃত হয়ে বহুশত নাটক, গান, বাদ্য ইত্যাদি উপভোগ করতেন; দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করার পর আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পরে এই লঙ্কাদ্বীপে কাকবর্ণ তিষ্য মহারাজ রাজত্ব করার সময় রোহণ জনপদে কুবুবন্ধ নামক গ্রামে এক ধনাঢ্য গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নাম রেখেছিলেন দাঠাসেন। তিনি ক্রমশ ষোলো বছর বয়সে উন্নীত হলেন এবং মহাশক্তিশালী হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি একদিন নিজের শক্তি পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক হলেন। কুবুবন্ধ গ্রামের কাছে বিস্তৃত স্থানের পাশে একটি বৃহৎ পাহাড় ছিল। তিনি সেই পাহাড়ে আরোহণ করে বড়ো বড়ো লতা সংগ্রহ করে গ্রন্থি দিয়ে বিশাল থালাকৃতি করেছিলেন। সহস্রাধিক মানুষের পক্ষে উত্তোলন করা সম্ভব নয়, এরূপ (পরিমাণ) পাষাণ একত্রিত করে লতার থালায় রেখে লতার দুই প্রান্ত একত্রে ধরে মস্তোপরি ঘুরিয়েছিলেন।

এভাবে তিনি স্বীয় শক্তি পরীক্ষা করে গৃহে প্রত্যাগমন করে আহারকৃত্য শেষে মাতাপিতাকে প্রণাম করে বললেন :

১. অতি শ্রদ্ধাভরে মাতাপিতার পাদবন্দনা করে আমি কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

২. আমাদের জিন পারমী পূর্ণ করে অনুত্তর বুদ্ধ হয়েছেন, পৃথিবীবাসীর সর্ববিধ কল্যাণ করে তিনি নির্বাণগত হয়েছেন।

৩. তাঁর ধর্ম এবং সংঘ পৃথিবীতে বিস্তৃত ও দীপ্যমান, তিনি ত্রিলোকবাসীর স্বর্গারোহণের পথ প্রদর্শন করেছেন।

৪. ভগবান লঙ্কায় এসে যক্ষোপদ্রব নিরসন করত উত্তমরূপে স্বীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৫. সেই পবিত্র ধর্মের বুদ্ধমূর্তি, চৈত্য ইত্যাদি অসভ্য-দুষ্ট তামিলগণ সর্বত্র ভেঙে ফেলছে।

৬. বোধিবৃক্ষ কর্তন করছে, ধর্মপুস্তকাদি পুড়ে ফেলছে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের কায়িক ক্লেশ দিচ্ছে।

৭. পাত্র-ছত্রাদি নষ্ট করে বহু কষ্ট দিচ্ছে (ভিক্ষুসংঘকে), আমার মতো সামর্থ্যবান থাকতে এটা উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

৮. আমি রাজার নিকট গমন করে তাঁর সঙ্গে মহাশক্তিশালী হয়ে তামিল সৈন্যদের হত্যা করে সিংহলকে মুক্ত করব এবং লোকনাথ বুদ্ধের অনুশাসন দীর্ঘস্থায়ী করব।

এরূপ বলে মাতাপিতাকে প্রণাম করে 'রাজার নিকট যাচ্ছি' বলে মহাগ্রামে

গিয়ে রাজাকে দর্শন করে প্রণামান্তে একান্তে দাঁড়ালেন। সেই সময় রাজা পাঁচশজন কর্মকার এনে নানাপ্রকার অস্ত্ররাজি পরিষ্কার করাচ্ছিলেন। রাজা দাঠাসেনকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, তুমি কোথা হতে এসেছ?' তোমার নাম কী?' তিনি বললেন, 'আর্য, আমি কুবুবন্ধ গ্রাম হতে এসেছি, আমার নাম দাঠাসেন।' রাজা অসমাপ্ত ষাটটি অসিপত্র নিয়ে 'এগুলো মসৃণ করে উত্তমরূপে ধারালো কর' বলে (অসিসমূহ) দিয়ে নিজে কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে কর্মশালার অপর প্রান্তে গেলেন। তিনি (দাঠাসেন) সেসব নিয়ে পাষাণে ঘর্ষণ করে উত্তমরূপে ধারালো করে রাজা অপর প্রান্ত হতে প্রত্যাবর্তনকালে প্রদান করলেন। রাজা তাঁর কৃতকর্ম দর্শন করে প্রীত হয়ে সহস্র মুদ্রা দিয়ে বাসগৃহ এবং সকল প্রকার উপকরণ প্রদান করে স্বীয় কাজের জন্য নিয়োগ করলেন। অতঃপর পরবর্তী সময়ে মহারাজ দুট্‌ঠগামনি তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে মহেল নগরে উপনীত হলেন। সেই নগর ছিল দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত, চতুর্দিকে ষোলো হাত বিস্তীর্ণ প্রাকার এবং উদক-কর্দম মিশ্রিত পরিখা, সুশিক্ষিত বীর সেনাগণ কর্তৃক পাহাড়ারত; প্রবেশে কষ্টসাধ্য মহেল নগরে পৌঁছে দশজন মহাযোদ্ধা পরিবৃত হয়ে রাজা মহাযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দাঠাসেন যুদ্ধ করতে করতে 'আমি অন্যের দ্বারা দৃষ্ট পথে প্রবেশ করব না' এভাবে দর্প করে গর্জন ও লম্ফঝম্ফ করে 'আমি দাঠাসেন' বলে স্বীয় নাম ঘোষণা করে আশি হাত আকাশের ওপরে উঠে প্রাকারের গোড়ায় পা দিয়ে আঘাত করত ষোলো হাত বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ হাত দীর্ঘ প্রাকার ভেঙে নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং কদলিবৃক্ষ কাটার মতো তামিল সৈন্যদের হত্যা করে মহেল নগর বিজয় করলেন। অনন্তর অনুরাধপুর অধিকার করার দিনে দুই পর্বতের মধ্যখানে মহাসংগ্রাম করতে করতে বত্রিশটি শক্তিশালী দূর্গ ভেদ করে বহুশত তামিল যোদ্ধাদের সারিবদ্ধভাবে কুমড়া ছেদন করার মতো মস্তক কেটে ফেললেন এবং স্বীয় নাম ঘোষণা করে বহু শতসহস্র তামিলদের হত্যা করে সমগ্র লঙ্কা শত্রুমুক্ত করলেন এবং রাজাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজাও অনুরাধপুরে পতাকা উত্তোলন করে তাঁকে বহু সম্পত্তি প্রদান করলেন। অমাত্যও (দাঠা) সম্পত্তি উপভোগ করে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে বাস করতে লাগলেন। অতঃপর পরবর্তী সময়ে তাঁর এক শত্রু রাজার নিকট গমন করে প্রণাম করে বললেন, 'দেব, দাঠাসেন নামক যোদ্ধা আপনার রাজ্য প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করছে।' রাজাও ভেদকারীর কথা শুনে সত্য বলে মনে করে ক্রুদ্ধ হয়ে 'তাঁকে হত্যা কর' বলে অমাত্যদের নিয়োগ করলেন। সেই অমাত্য (দাঠাসেন) বহু সহচর ও সেনাসামন্ত নিয়ে একত্রে স্নান করার জন্য পুকুরে গিয়েছিলেন। তখন রাজা কর্তৃক নিয়োজিত অমাত্য দক্ষিণ দ্বারে লৌহমুদ্গর নিয়ে ত্রিবিধ

উন্মত্ত হস্তী দাঁড় করিয়ে নিজে অস্ত্রশস্ত্রসহ সঙ্গীদের নিয়ে গোপনে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঠাসেনও স্নান করে সর্বালংকারে বিভূষিত হয়ে বৃহৎ সেনাবাহিনী-পরিবৃত হয়ে দক্ষিণ দ্বারে উপনীত হলেন। তাঁর সৈন্যগণ মত্তহস্তী দেখে ভীত হয়ে এবং 'রাজার হস্তী' বলে শুনতে পেয়ে অমাত্যের নিকট একত্রিত হলো। অমাত্য 'তোমরা কীজন্য পলায়ন করছ?' জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'দেব, আপনাকে হত্যা করার জন্য রাজা পাগলা হস্তী ছেড়ে দিয়েছে।' তা শুনে তিনি যানে আরোহণ করে হস্তীর অভিমুখে গেলেন। তা দেখে হস্তীও গর্জন ও নিনাদ করতে করতে দাঁত মাটিতে চাপড়াতে চাপড়াতে ধাবিত হলো। অনন্তর তিনি বজ্রপাততুল্য হাতে হাত আঘাত করে মাটি ছেদন করে পায়ের আঘাতে ভূমি খনন করে সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়ে হস্তীর দাঁত দুইটি ঝাঁকুনি দিয়ে উৎপাদন করে কদলি বৃক্ষের ন্যায় নিক্ষেপ করলেন এবং শুঁড় ধরে মস্তকোপরি ঘুরাতে ঘুরাতে মাটিতে নিক্ষেপ করে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন। তা দেখে রাজা নিযুক্ত যোদ্ধাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করল। অতঃপর দাঠাসেন তথায় দাঁড়িয়ে এরূপ চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমার যশদানকারী রাজাকে বিরোধ করতে পারব না, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার নিজেকে প্রতিষ্ঠা (পরমার্থিক প্রতিষ্ঠা) করা উচিত।' এরূপ চিন্তা করে জম্বুদ্বীপে গমন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন।

তা প্রকাশ করার জন্য গাথায় আছে :

৯. এই রাজাকে হত্যা করে রাজ্য গ্রহণ করতে আমি সক্ষম; এটা হবে আমার কায় বল, আমি প্রজ্ঞা প্রদর্শন করব।

১০. এই রাজা আমার বহু উপকারী, আমার ভরণপোষণকারী এবং যশ-কীর্তি প্রদানকারী; তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রসন্ন এবং শাসনের উপকারী;

১১. সুতরাং এই রাজার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না; ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে ক্রোধকে বশীভূত করেছেন।

১২. যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হয়, সে নরকে গমন করে; সে ইহলোকে দুঃখপ্রাপ্ত হয়, নিন্দিত হয় এবং পরলোকেও মুক্তি পায় না।

১৩. যে ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ অরিকে জয় করতে সমর্থ তিনিই প্রকৃতপক্ষে সসৈন্য বিজয়ী।

১৪. সেই ব্যক্তি বীর ও যোদ্ধাদের জয় করে ত্রিজগৎ বিজয়ী, তিনিই শান্ত, সুখী, খেমী (ক্ষান্তিপরায়ণ) দীর্ঘায়ুলাভী এবং উপদ্রবহীন।

১৫. কাজেই আমি এখন এখান হতে অন্য যে-কোনো স্থানে গমন করব, যেখানে নিরাময়ে বাস করা যায়।

১৬. আমার প্রতিষ্ঠার (নির্বাণ) জন্য কাজ করা উচিত—এরূপ মনে করে তদবধি সমস্ত মন্দ কর্ম ত্যাগ করে সংযমতা অবলম্বন করলেন।

তখন দাঠাসেন উদ্বিগ্ন মনে স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব এবং অঢেল বিভব দর্শন না করে সৈন্যদের ত্যাগ করে একা সমুদ্রতীরে মহাজল্লিক নামক এক কৈবর্ত গ্রামে উপনীত হলেন। সেই গ্রামে মহাজল্লিক নামে এক শক্তিশালী কৈবর্তপুত্র বাস করত। সে একটি বৃহৎ নৌকায় সমুদ্র-উপকূল হতে বালুকা পূর্ণ করে গ্রামে নিয়ে বোধি-অঙ্গনে ছড়িয়ে দিত। সেভাবে নৌকা করে জল নিয়ে বোধিবৃক্ষকে স্নান করাত। দাঠাসেন তখন সেই বোধি-অঙ্গন দেখলেন। মহাজল্লিক তাঁকে দেখে স্বাগত জানিয়ে যোদ্ধা বলে জ্ঞাত হয়ে তাঁকে পরীক্ষা করার ইচ্ছায় স্বীয় গৃহে নিয়ে গেলেন এবং যথাযথ সৎকার করে স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

অমাত্য তা শ্রবণ করে বললেন, 'সৌম্য, তাহলে বরক চালের সাতনালী ভাত পাক করাও।' ভাত পাক করায়ে নবীন কবিত্থফল (Wood apple) সংগ্রহ করায়ে ভেঙে পাত্রে ছিটিয়ে উদূখলে চূর্ণ করত ভাতের সঙ্গে মর্দন করে উপযুক্ত করল এবং তার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট কৈবর্তকে ডেকে বলল, 'ওহে, তুমি আমাকে হত্যা কর, তোমার উভয় হাতে আমার গ্রীবা দৃঢ়ভাবে চেপে ধর।' কৈবর্ত 'উত্তম' বলে তাকে ভাতের 'পিণ্ড গলাধঃকরণ করতে দেব না' বলে দৃঢ়রূপে চেপে ধরল। অমাত্য একটি ভাতের পিণ্ড নিয়ে গলাধঃকরণ করলেন। কৈবর্ত রোধ করতে অক্ষম হয়ে গৃহদ্বারে ছিটকে পড়ে গেল। দাঠাসেন কৈবর্তকে বললেন, 'এবার তুমি শিথিলভাবে ধরেছিলে, আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।' এবার দুইটি ভাতের পিণ্ড একত্রে গলাধঃকরণ করলেন, এবারও কৈবর্ত প্রতিরোধ করতে না পেরে পূর্বস্থান হতে আরও দূরে ছিটকে পড়ল। পুনরায় তিনি কৈবর্তকে আরও দৃঢ়রূপে ধারণ করার জন্য গ্রীবা প্রসারিত করলেন। অমাত্য দ্বিগুণ পরিমাণ অন্নপিণ্ড একত্রে মর্দন করে গলাধঃকরণ করলেন। কৈবর্ত পূর্ববৎ হাত গ্রীবায় প্রতিরোধ করতে না পেরে হরিণের মতো ছিটকে গিয়ে আরও দূরবর্তী স্থানে পতিত হলো। এইভাবে তাঁকে পরীক্ষা করল। তাঁর বীরত্ব দেখে কৈবর্ত অভিবাদন ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করল। অতঃপর অমাত্য কৈবর্তকে ডেকে বললেন, 'সৌম্য, এখানে এসো, আমি সমুদ্রে যেতে ইচ্ছা পোষণ করছি।' তৎকর্তৃক নৌকা আনীত হলে তিনি নৌকায় আরোহণ করে এক পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করলেন। নৌকা বায়ু বেগে ধাবিত হয়ে মুহূর্তে নাগদ্বীপে নাগ পোতাশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছাল।

তিনি সেখান হতে স্থলে উঠে দৃঢ়ভাবে কাপড় পরিধান করে চুল বেঁধে সমুদ্রে পতিত হয়ে তীর হতে পঞ্চান্ন যোজন গিয়ে চোল রাজ্যের কাবীর পোতাশ্রয়ে উঠলেন। সেখানকার লোকজন তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে সৎকার

করল। তিনি তাদের সৎকার গ্রহণ না করে জিজ্ঞেস করলেন, 'অর্হৎ কোথায় বাস করেন?' তারা বলল, 'এখান হতে দ্বাদশ যোজন দূরে তক্ক নামে একটি নগরী আছে; তার পার্শ্বস্থ বিহারে অর্হৎ বাস করেন।' তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সেই নগরে উপনীত হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন স্থানে বীতরাগ বুদ্ধপুত্রগণ বাস করেন?' তাঁর সঙ্গে ভিক্ষুগণের বাসস্থানের বিষয় বলতে গিয়ে এরূপ বললেন :

১৭. এখান হতে উত্তর দিকে যে মহাপর্বত দেখা যাচ্ছে, ময়ূর-গ্রীবাসদৃশ মনোরম নীল রঙে রঞ্জিত,

১৮. লবুজম্ব, জম্বুরম্ভ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি সেখানে রয়েছে, নাগ, চম্পক পুন্নাগ প্রভৃতি বৃক্ষদ্বারা তা দীপ্তিময়।

১৯. কুটি-অঙ্গন শৈলদ্বারা সজ্জিত এবং শুভ্র কুসুম সমস্ত বিহার অঙ্গনে বিরাজ করছে।

২০. সেখানে বহু শকুন প্রতিনিয়ত মধুরালাপে রত, আর সদাসর্বদা বহুপ্রকার দেববাদ্য রণিত হয়।

২১. যেমন পর্বত কুটে মেঘগর্জনের তালে তালে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে আর কেকা শব্দ করে, তেমনই দেবগণ সেখানে নৃত্য করছে।

২২. ত্রিদশ স্বর্গের দেবগণের ন্যায় এই পর্বতে অবস্থানরত ভিক্ষুগণ সর্বদা ক্লেশরূপ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে রত।

২৩. স্বর্গের ইন্দ্রের হস্তীর দণ্ডাগ্রে স্বর্গের অপ্সরাগণ যেমন নৃত্য করে তেমনই সেই পর্বতশৃঙ্গে, বৃক্ষশাখায় ও পল্লবে অপ্সরাগণ নৃত্য করছে।

২৪. বিহঙ্গরাজি কচি ডালে ডালে খুশিতে ছোটাছুটি করে, তেমনিভাবে অলিগণ সেই পর্বতশৃঙ্গকে আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে শোভিত করে রেখেছে।

২৫. যেখান থেকে (পর্বত থেকে) সরসী, কামিনী প্রভৃতি নদী বাহিত হচ্ছে সেই পর্বতশৃঙ্গকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ভাবে শোভিত করে রেখেছে।

২৬. সেখানে কপ্পুর, অগরা, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ রয়েছে; এবং দেবঙ্গনা কর্তৃক সে স্থান যেন সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

২৭. তাল, হিন্তা, সিন্দি, সততীর, ঘোণ্টকা প্রভৃতি লতাগুল্ম বায়ুর দ্বারা মৃদু দোলিত হয় এবং জলরাশি যেন নৃত্য করে অর্থাৎ বায়ুদ্বারা দোলিত হয়।

২৮. সেখানে সর্বদা বিরাজ করছে কল্হর (ফুলবিশেষ), উৎপল, মালিনী, পদ্ম প্রভৃতি মনোরঞ্জন দানকারী বিভিন্ন প্রকারের পুষ্পরাশি।

২৯. সেখানে নর, উরগ, সুরাদি এসে সর্বদা (ভিক্ষুগণকে) অনুপম শয়নাসন ও আহার্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে সেবা করে।

৩০. সেখানে বীতরাগ আসবমুক্ত ভিক্ষু অবস্থান করেন, দেবগণ মহাকুশল

উৎপন্নকারী কর্ম সম্পাদন করেন।

৩১. সেই ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রখ্যাত বুদ্ধের মতো যিনি আছেন তাঁর নাম বরুণ থের।

৩২. তিনি জনগণের শ্রদ্ধাবল প্রবৃদ্ধি করে, ধর্মাম্বু প্রবৃদ্ধি করে স্বর্গমোক্ষ প্রভৃতিতে জন্মপ্রাপ্ত হবার হেতু সাধন করেন।

দাঠাসেন আনন্দমনে তাদের বর্ণিত পথ অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে মহাবরুণ স্থবিরকে দেখে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। স্থবির তাঁর সঙ্গে মধুর আলাপকালে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথাকার অধিবাসী, কীজন্য এখানে আগমন করেছ?' তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য স্থবিরের নিকট প্রকাশ করলেন। স্থবির 'উত্তম' বলে তাঁর চরিত্রানুকূল কর্মস্থান প্রদান করলেন। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করে অবস্থান করার সময় চিত্তকে কর্মস্থানে নিবিষ্ট করতে পারলেন না। তিনি সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর উপাধ্যায়ের নিকট উপগত হয়ে বন্দনা করে একান্তে উপবেশনান্তে তদ্‌বিষয় অবহিত করলেন। স্থবির চিন্তা করলেন, 'সে গভীরভাবে ধ্যানে রমিত হয়েছে, ধ্যানে লিপ্ত হয়েও তাঁর চিত্ত কর্মস্থানে রমিত হচ্ছে না।' এরূপ চিন্তা করে বললেন, 'তাহলে আবুস, এখান হতে ষাট যোজন দূরে থেরম্বলক নামে এক বিহার আছে; এটা দেবরাজ শক্র কর্তৃক নির্মিত; সেখানে বর্তমানে একজন বয়স্ক স্থবির ও একজন শ্রামণের বাস করেন; তুমি সেখানে গমন কর, যদি উপযোগী হয় সেখানে অবস্থান করে নিজেকে কর্মস্থানে নিয়োজিত করতে পারো।' তিনি 'উত্তম' বলে সম্মত হয়ে উপাধ্যায়কে বন্দনা করে পাত্রচীবর নিয়ে ষাট যোজন পথ অতিক্রম করে বিহারের কাছে গিয়ে পবর্তারোহণে অসমর্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তথায় অবস্থানকারী বৃদ্ধ স্থবির পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে হাতের ইঙ্গিতে শ্রামণেরকে আহ্বান করে বললেন, 'এই ভিক্ষুকে উপযুক্ত শয়নাসন জ্ঞাত হয়ে বাসের ব্যবস্থা কর।' সেখানে তিনি ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা উত্তম শয়নাসনে উপবেশন করালেন। তথায় উপবেশন করেও তাঁর কর্মস্থান ভাবনা অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। বিতর্ক উপস্থিত হলো। কিছুদিন অবস্থান করে স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে বললেন, 'এখানে আমার আরাম বোধ হচ্ছে না, সমুদ্রে নৌকায় সঞ্চারিত হচ্ছি বলে বোধ হচ্ছে। এতে আমার চিত্ত একাগ্র হচ্ছে না, আমার জন্য আরও আরামপ্রদ বিহার অন্বেষণ করুন।' তাঁর কথা শুনে স্থবির বললেন, 'এরূপ দেবরাজ প্রদত্ত রমণীয় বিহারে তাঁর চিত্ত রমিত ও নন্দিত হচ্ছে না। লৌহকূট পর্বতবিহার এটার চেয়ে অধিকতর আরামপ্রদ হবে।' এরূপ চিন্তা করে তাঁকে বললেন, 'বন্ধো, এখান হতে পনেরো যোজন দূরে লৌহকূট বিহার আছে, সে বিহারে গিয়ে রমিত হয়ে শ্রামণ্য ধর্ম প্রতিপালন কর।' উক্ত বিহারের বর্ণনা

করতে গিয়ে তিনি বললেন :

৩৩. এটার উত্তর পাশে লৌহকূট পর্বতবিহার অতি রমণীয়, তথায় বীতরাগ অনাগারিক ভিক্ষু বাস করেন।

৩৪. এটার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ পাশে চারটি রক্তিমময় বৃহৎ পর্বত রয়েছে।

৩৫. সেই পর্বতসমূহের পাদদেশে নানাপ্রকার ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, বাতাঘাতে সবুজ বৃক্ষরাশি মনোরম শোভায় শোভা পাচ্ছে।

৩৬-৩৭. সেখানে চম্পা, নাগ, পুন্নাগ, সীতল গন্ধিকা, নীপা, অশোক, বকুল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে নানাবর্ণের ফুল কুসুমিত হয়ে দিব্য গন্ধ সঞ্চারিত হচ্ছে, আর সেই পুষ্পে মধু আহরণকারী (মধুমক্ষিকা) বিরাজ করছে।

৩৮. তাল, হিন্তাল, সন্নীর, রম্ভাবৃক্ষ প্রভৃতি সারিবদ্ধভাবে বিহারের সন্নিকটে যেন আলো বিকিরণ করছে অর্থাৎ সৌন্দর্য বর্ধন করছে।

৩৯. বিহার-অঙ্গনে মুক্তার মতো ধবধবে, দুগ্ধ সাগরের মতো তা বেশ শোভা পাচ্ছে।

৪০. বিভিন্ন রকমের রত্নময় ভোগ্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়ে অতি মনোরম হয়ে বিরাজ করে।

৪১. সেখানে ষাট হাত দীর্ঘ চঙ্ক্রমণের স্থান রয়েছে, সুখ স্পর্শদায়ক নানাপ্রকার রত্নদ্বারা সমগ্র অঙ্গন ব্যাপৃত হয়ে আছে।

৪২. কুটি, মণ্ডপ, প্রাসাদ সমস্ত কিছুই রত্নময়, স্তূপসমূহ চারুকাজ-সমন্বিত ইন্দ্রনীল আচ্ছাদিত।

৪৩. রাতে ও দিনে সব সময় তা রত্নময় থাকে, পায়খানা-প্রস্রাবখানাও সেইরূপ উত্তমরূপে নির্মিত।

৪৪. পদ্ম-উৎপল পুষ্পের সুগন্ধিতে সমগ্র অঙ্গন পুলকিত থাকে, একত্রিশ প্রকার উৎপলদ্বারা তা সমাকীর্ণ।

৪৫. প্রতিদিন দেবগণ এসে বিহার-অঙ্গন সম্মার্জিত করেন, দেবগণ বিহারের সেবা করেন ও পাহারা দেন।

৪৬. বন্ধো, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সেখানে সাধারণ লোক বাস করে না; তুমি সেখানে গিয়ে বাস করতে পারবে।

এরূপ বলে তিনি পুনরায় বললেন, 'বন্ধো, সেই বিহারের পেছন দিকে একটি বৃহৎ বৃক্ষের শাখা বাতাসের আঘাতে নুইয়ে পড়েছে। তুমি সেখানে গিয়ে পর্বতকূটে স্থিত হয়ে বাতাসদ্বারা নমিত শাখা ধরে বিহারে উঠে অবস্থান কর।' তিনি স্থবিরের কথা শ্রবণান্তে সম্মতি প্রদান করে পাত্রচীবর নিয়ে নির্গত হয়ে পনেরো যোজন পথ অতিক্রম করে লৌহকূট পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে

দাঁড়ালেন। সেখানে তিনি বাতাঘাতে নমিত বৃক্ষশাখা ধারণ করে বিহারে প্রবেশ করে পাত্রচীবর একপ্রান্তে রেখে গোলাপ-খচিত রক্তিম শিলায়তন পল্যঙ্কে আরোহণ করে উপবিষ্ট হয়ে 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আসবমুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ আসন ভঙ্গ করব না'—এরূপ অধিষ্ঠান করে উপবেশন করলেন। তখন তিনি করজকায় (The body which is born of impurity)-কে অনুলোম-প্রতিলোমবশে সম্যকরূপে পর্যবেক্ষণ করে প্রথম দিন অতিবাহিত করলেন। সেইভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় দিবসও অতিবাহিত করলেন, চতুর্থ দিবসে সেই পর্বতে দেব-নাগ-যক্ষ-গন্ধর্বাদি সাধুবাদ প্রদান করতে করতে তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় পৃথিবীতে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর উপাধ্যায় মহাবরুণ স্থবিরের পাদমূলে অবতীর্ণ হয়ে রাজহংসের মতো উড়ে লৌহকূট পর্বতের সন্নিকটে এসে আজীবন বাস করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ার সময় পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে সময় ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময় ত্রিশ সহস্র ক্ষীণাস্রব সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের কাছে স্বীয় পূর্বকৃত কর্ম প্রকাশ করে বললেন, 'পুণ্যকর্মের ফলেই আমি দৈহিক শক্তি লাভ করেছি এবং জাতিকে মুক্তিদানে সক্ষম হয়েছি,' এরূপ বলে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৪৭. পুণ্যকর্মের ফলদান এরূপই হয়। যে উত্তম পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সে স্বর্গ লাভ করে এবং সম্পদের অধিকারী হয়, তোমরাও সেরূপ মঙ্গলময় পুণ্যকর্ম সাধন কর।

৮.৫ মহাতেলের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে রোহণ জনপদে কপ্পকন্দর নামে একটি নদী আছে। সেই নদীর তীরে বত্তুর বিহার নাম একটি বৃহৎ বিহার ছিল। সেখানে বহু কূট-মণ্ডপ ও শয়নাসন এবং বহুশত ভিক্ষু বাস করতেন। তথায় কুরুদেব নামে এক বিঘাসাদ (নিষ্কর্মা পেটুক = One who eats the remains of foods) প্রতিদিন ভিক্ষুদের নিকট ভিক্ষালব্ধ আহার্য ভোজন করে অতি কষ্টে জীবিকানির্বাহ করত এবং অতি দীনদরিদ্র সহায়সম্বলহীন অবস্থায় একাকী বাস করত। সে বিহারের উঠানের এক কোণে গৃহচ্ছায়ায় বৃক্ষমূলে ঘুমিয়ে দিন কাটাত। সম্মার্জনাদি কোনো কাজই করত না। এভাবে বহু বছর অতিক্রান্ত হলো। পরবর্তী সময় একসময় সেই বিহারবাসী সংঘ স্থবির বিহার-অঙ্গনে চঙ্ক্রমণকালে উদরপূর্তি করে বৃক্ষমূলে ঘুমন্ত অবস্থায় কুরুদেবকে দেখে 'এই লোক মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হবে' দিব্যনেত্রে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলেন যে, সে সপ্তাহান্তে মৃত্যুবরণ করে নিরয়ে জন্মগ্রহণ করবে।' তাকে আহ্বান করে উপদেশ দেবার

জন্য এরূপ বললেন :

১. তোমার মাতাপিতা, ভাইবোন কিংবা বন্ধু কেউ নেই, পূর্বজন্মে অকৃত পুণ্যের কারণে ইহজন্মে তোমার এরূপ হয়েছে।

২. তুমি হিরণ্যহীন, সুবর্ণহীন, ধনহীন, অত্যন্ত দরিদ্র, পূর্বজন্মে অকৃত পুণ্যের কারণে ইহজন্মে তোমার এরূপ হয়েছে।

৩. ওহে, তুমি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, ছিন্নবস্ত্রই তোমার জীবনসঙ্গী; পূর্বজন্মে অকৃত পুণ্যের কারণে ইহজন্মে তুমি এরূপ হয়েছ।

৪. শয়নের জন্য তোমার তৃণশয্যাও নেই, মাটিই তোমার শয়নের স্থান, পূর্বজন্মে অকৃত পুণ্যের কারণে ইহজন্মে তুমি এরূপ হয়েছ।

৫. জীর্ণ হাত প্রসারিত করে তুমি ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে বিচরণ কর, পূর্বজন্মে অকৃত পুণ্যের কারণে ইহজন্মে তুমি এরূপ হয়েছ।

৬. পুণ্যবান ব্যক্তিগণ উত্তম খাদ্যপানীয় গ্রহণ করতে দেখে তুমি তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে লালা বিসর্জন কর।

৭. কিঞ্চিন্মাত্র না পেয়ে রোরুদ্যমান অবস্থায় নিরাশ হয়ে প্রত্যাগমন কর; অহো, তুমি ধনহীন।

৮. তবুও তুমি আত্মহিতকর কাজ করছ না; অহো, তোমার মতো আত্মশত্রু ত্রিজগতে নেই।

তাঁর কথা শুনে কুরুদেব এরূপ বলল :

৯. ভন্তে, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি নির্ধন, অতি দীনদরিদ্র, কীভাবে কুশলকর্ম করব, যাতে আমি নির্বৃতি পেতে পারি।

স্থবির বললেন :

১০. এই নদীতে পাঠীনা, পাবুসো, সিঙ্গু, সরঙ্গা, রোহিত প্রভৃতি মৎস্য জলে ক্রীড়া করে।

১১. তোমার ভিক্ষালব্ধ ভাত আহার শেষে অবশিষ্ট মৎস্যদের দান কর, এতে তোমার স্বর্গসুখের হেতু হবে।

১২. পঞ্চশীল গ্রহণ করে সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন কর; ভবভোগ জ্বলন্ত কাষ্ঠসদৃশ; নির্বাণ নিশ্চিত সুখময়।

সে স্থবিরের কথা শ্রবণ করে প্রসন্নমনে স্থবিরকে বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ করল; তদবধি আহারান্তে অবশিষ্ট ভাত মৎস্যদের দান করত। সে এইমাত্র পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সপ্তাহ পর মৃত্যুবরণ করে; মৃত্যুর পর এই লঙ্কাদ্বীপে মহাগ্রামের সন্নিকটে একটি গ্রামে মহাভোগশালী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তার নামকরণ অনুষ্ঠানে বহু লোক উৎপলগুচ্ছ নিয়ে এসেছিল। তাই তার নামকরণ করা হয় মহাতেল।

তারা সাত ভাই ছিল। মহাতেল ক্রমান্বয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যশালী, মহাবলবান ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠল। সে নিষ্কর্মা, আরামপ্রিয় হয়ে স্নান, আহার আর খেলা করে বিচরণ করত। অবশেষে ছয় ভাই মাতাপিতাকে বলল, 'আপনাদের পুত্র মহাতেল কৃষি-বাণিজ্যাদি কোনো কাজকর্ম করে না, শুধু শুয়ে থাকে আর ঘুমায়। আমরাই শুধু কষ্ট করি।' অনন্তর তার মাতাপিতা তাকে ডেকে এরূপ উপদেশ প্রদান করলেন, 'পুত্র, তুমি কেন কোনো কর্ম কর না? কৃষি কর্মাদির দ্বারা কুলবংশের অভিবৃদ্ধি সাধিত হয়।' সে মাতাপিতাকে বলল, 'বহু লোক এরূপ কাজ করে না, আমিও তাদের দলের অন্তর্গত; তাই এটা আমার করণীয় নয়।' তখন তার মাতাপিতা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, 'তাহলে তোমাকে সেরূপ স্থানে নিয়োগ করব।' এরূপ বলে তাকে নিয়ে মহাগ্রামে গিয়ে দুট্‌ঠগামনি মহারাজকে বললেন, 'দেব, এই বালকের নাম মহাতেল, আপনার পাদমূলে বাস করার উপযুক্ত; দেব, তাকে আপনার কাছেই রাখুন।' এরূপ বলে তারা স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাজা 'উত্তম' বলে তাকে বালুকাবীথিতে শ্বশুরগৃহে বাস করার মতো ব্যবস্থা করে অন্নবস্ত্রাদি তার কাছে পাঠাতেন। সে তদবধি নিত্য রাজার সেবা করত। অতঃপর পরবর্তীকালে সে একসময় জ্যোতিষ-গণনা করে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, নক্ষত্রের পতন, দেবগর্জন, পৃথিবী কম্পন ইত্যাদি দুর্নিমিত্ত দেখে রাজার নিকট গিয়ে বলল, 'দেব, ভবিষ্যতে জাতকভয় (অজম্মাভয়) আছে।' তার কথা শুনে রাজা বহু শস্যকর্ম করালেন এবং নিজেও আল বেঁধে মাতিকা (জল রক্ষণের ব্যবস্থা) করে শস্যকর্মে সচেষ্ট হলেন। একদিন রাজা নিজে মাতিকা খনন করার সময় তাঁকে হাতের ভেতর হাত রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমার সঙ্গে কাজ কর।' তখন মহাতেল বলল :

১৩. আমি এবং আপনার মতো রাজপুরুষ এরূপ কাজ করছি। এরূপ কাজ করা রাজপুরুষের পক্ষে শোভা পায় না।

১৪. বনের রাজা (শ্রেষ্ঠ) সিংহ, সে মাংসই ভক্ষণ করে; কিন্তু ক্ষুধাপীড়িত হস্তী তৃণই ভক্ষণ করে।

এরূপ বলে সে পুনরায় বলল, 'এ রকম কাজ পুরুষেরা করে না। আপনার এবং আমার পৌরুষেয় কর্ম করা উচিত।' রাজা তার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। অনন্তর রাজা একদিন অনুরাধপুরে স্বীয় বন্ধু বণিককে পত্র লিখে মহাতেলকে বললেন, 'বৎস, শীঘ্র অনুরাধপুর গমন করে এ পত্রটি দিয়ে বণিক কর্তৃক প্রদত্ত জিনিসগুলো নিয়ে আসবে।' সে-ও রাজাকে প্রণাম করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গৃহে গিয়ে ভাত আহার করে ভাতের পাত্র নিয়ে দীর্ঘবাপি গেল এবং সেখান হতে গঙ্গার বর্ধমানতীর্থে গিয়ে দন্তমার্জন করে পাত্রস্থ ভাত আহার করে

মহাপালির ভিক্ষুগণ আহার না করার পূর্বে অনুরাধপুরে পৌঁছল। সে বণিককে পত্রটি দিয়ে 'তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো সজ্জিত করুন' বলে সেখান হতে পাঁচ যোজন পথ অতিক্রম করে গোণগ্রামে উপস্থিত হলো। সেখানে তাঁর পিতৃবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আহার করে পুনঃ অনুরাধপুরে এসে বণিকের সঙ্গে দেখা করল। তিনিও বহুপ্রকার বিচিত্র বর্ণে খচিত বস্ত্র, পাঁচশ কর্পূর-চন্দর প্রভৃতি সুগন্ধ এবং বহু জিনিসপত্র, ঔষধ, গোণক (a woollen cover with long fleece) পটলিক (a woven cloth or a woollen coverlet) উদ্দলোমিক, একন্তলোমিক (একপ্রকার বিছানার চাদরবিশেষ), পাবার (কোটবিশেষ), বহুপ্রকার শয়নাসন ইত্যাদি তৈরি করে তাকে দিলেন। সে সবগুলো একত্রে বেঁধে হাতে ঝুলন্ত করে দাঁড়াল। এগুলো অর্ধ কুম্ভভারের সমান হয়েছিল। সে সবগুলো বাম হাতে ঝুলিয়ে যেতে যেতে ক্রমান্বয়ে সায়াহ্ন সময়ে মহাগ্রামে উপনীত হয়ে রাজাকে উপঢৌকনসমূহ প্রদান করল। রাজা তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে ষোলো হাজার কার্ষাপণ, উপভোগের জন্য গ্রাম এবং মহাযশ দান করলেন। সে তদবধি রাজার সেবা করে তামিল যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজাকে অভিষিক্ত করে তাঁর সঙ্গে দান দিয়ে, শীল পালন করে এবং উপোসথকর্ম সম্পাদন করত তথায় আজীবন অবস্থানের পর আয়ুপরিশেষে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিল।

১৫. অতীতে অতি অল্প সময় শীল পালন করে ও দান দিয়ে তেল ইহজন্মে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেছিল।

৮.৬ শালিরাজকুমারের উপাখ্যান

লঙ্কার মহাবালুক গঙ্গার সন্নিকটে মুণ্ডবাক নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে তিষ্য নামে জনৈক কর্মকার বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুমনা। তাঁরা উভয়ে ছিল শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যৎকিঞ্চিৎ ভালো খাদ্য পেলে দান না করে আহার করতেন না। একদিন এক ব্যাধ শূকর মেরে 'এটা কর্মকারের জন্য' বলে নিয়ে তাঁকে প্রদান করল। তিষ্যও এটা আমি শিল্পের মূল্যরূপে ধর্মত প্রাপ্ত হয়েছি; দান দিয়ে আহার করা উচিত; চিন্তা করে প্রদত্ত মাংস তেলে ভাজা, মধু মিশ্রিত, ফেনিল, আগুনে দগ্ধ ও তীব্র স্বাদযুক্ত এরূপ পঞ্চবিধ উপায়ে তৈরি করে নতুন পাত্রে রেখে পরিষ্কার কাপড়ের দ্বারা মুখ বন্ধ করে রেখে সঙ্গে নিয়ে এরূপ ঘোষণা করলেন, 'এই লঙ্কাদ্বীপে শ্রেষ্ঠ যে-সকল ঋদ্ধিশালী অর্হৎ আছেন তন্মধ্যে আটজন আমার গৃহে আগমন করুন।' তাঁর স্ত্রীও অন্যান্য দানোপকরণাদি তৈরি করে রাখলেন।

অনন্তর রাতে তিনি স্বপ্নে আটটি মশাল (অগ্নিখণ্ড) নিজ গৃহে প্রবেশ করতে

দেখে জাগ্রত হয়ে 'আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে' বলে আনন্দিত হয়ে গৃহ সজ্জিত করত চাঁদোয়া টাঙিয়ে দীপ-ধূপ, পূর্ণঘট, কদলি, তোরণাদি দ্বারা অলংকৃত করলেন এবং পঞ্চবিধ লাজ (Fried grain) পুষ্টিকর খাদ্য জোগাড় করে আটটি আসনের ব্যবস্থা করলেন এবং স্বীয় গৃহদ্বার হতে গ্রামের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত রাস্তা সমান করে বালুকা ছিটিয়ে তার ওপর নানাপ্রকার পুষ্প ছিটিয়ে অর্হৎগণের আগমন প্রতীক্ষায় গ্রামদ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রোহণ জনপদে তলঙ্গরবাসী মহাধর্মদিন্ন স্থবির তাঁর শ্রদ্ধাসম্পত্তি দেখে 'তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা উচিত' চিন্তা করে স্বীয় উপাধ্যায় গোধ স্থবিরের নিকট গিয়ে বন্দনান্তে বললেন, 'ভন্তে, আগামীকাল দূরস্থানে ভিক্ষাচরণে গমন করব।' তিনি 'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'ভন্তে, মহাবালুক গঙ্গার নিকটস্থ মুণ্ডবাক গ্রামে কর্মকার তিষ্যের গৃহে গমন করব।'

স্থবির সম্মতিদান করলে পরদিন তাঁরা দুজনে পাত্রচীবর নিয়ে রাজহংসবৎ আকাশমার্গে গিয়ে মহাসমুদ্রে বিহারবাসী মহাসংঘরক্ষিত স্থবির, কালবেলম্বকবাসী মহানাগ স্থবির, উপরিখণ্ড বিহারবাসী মহাসংঘরক্ষিত স্থবির, বেলুগ্রাম বিহারবাসী পটলিচাল ধর্মগুপ্ত স্থবির, ভাতিবঙ্ক বিহারবাসী মহানাগ স্থবির এবং কপ্পলত (কখনো কপ্পলিনাগ পর্বত) বিহারবাসী মলিয় মহাদেব স্থবির—এই ছয়জন স্থবিরকে নিয়ে আকাশমার্গে গমন করে তাঁর গ্রামের দ্বারে অবতরণ করত চীবর পরিধান করে ভ্রমরকৃষ্ণ পাত্র নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে গ্রামে প্রবেশ করলেন। কর্মকার তিষ্য তাঁদের দেখে প্রীতিফুল্ল দেহ-মনে পঞ্চাঙ্গে প্রণিপাত করে তাঁদের হাত হতে পাত্র গ্রহণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে গৃহে প্রবেশ করিয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করালেন। তারপর সোপকরণ জাউ দিয়ে পরে ভাত, মাংস, সুস্বাদু খাদ্যসহ ভোজন করালেন এবং যথাসময়ে (মধ্যাহ্ন) মাছ-মাংস, শালি-মাংসোদনসহ ভোজন করালেন। তদবধি কর্মকার তিষ্য দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ু অবসানে অনুরাধপুরে দুট্‌ঠগামনি অভয় মহারাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃকুক্ষি হতে নিষ্ক্রমনের সময় সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে শালি বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। চুল্লিতে স্থাপিত কঙ্গুল, (যব, ভুট্টা ইত্যাদি) সকল শালিভাতে পরিবর্তন হয়েছিল। কঙ্গু, বরক (একপ্রকার খাদ্যশষ্য) প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ শয্যাগারের শষ্য শালিশষ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। খালি শষ্যাগারসমূহও সেভাবে পূর্ণ হয়েছিল। শুধু তার জন্মদিনে নয়, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক, নবম মাসিক দিবসে, নবান্ন রান্নার সময়, কর্ণচ্ছেদের সময় এবং উপরাজপদে অভিষেকের দিনে সিংহলদ্বীপে পূর্ব রূপ শালিবর্ষ বর্ষিত হয়েছিল। কঙ্গুল-বরক-গম প্রভৃতি শষ্যরাশি পরিবর্তিত হয়ে শালিশষ্যের মতো হয়েছিল। এরূপ আশ্চর্য বিষয়ের সমাগম হয়েছিল। তার নামকরণ করার সময় ইনি শালি

বন্ধু বলে 'শালিকুমার' নাম রাখা হয়।

এই কুমার ক্রমান্বয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে অপরিমিত শ্রীসৌভাগ্যশালী হয়েছিলেন। তাই এখানে উল্লেখ আছে :

১. দুট্ঠগামনি রাজার পুত্র শালিকুমার ধনবান, তেজস্বী, ঋদ্ধিশালী ও বিক্রমশালী হয়েছিলেন।

২. তিনি অতি মেধাসম্পন্ন, রূপে অদ্বিতীয়, মঞ্জুভাষী, সত্যবাদী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে বিশারদ ছিলেন।

৩. তিনি ছিলেন ত্যাগী, সম্পদশালী, শক্তিশালী এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াশীল, তিনি অনিত্য বিষয়ে জ্ঞাত এবং ত্রিরত্নে শরণাপন্ন ছিলেন।

৪. তিনি প্রতিদিন সহস্র মূল্যের জিনিস দেবমনুষ্যগণকে দান করতেন; তিনি দানকে অতি পছন্দ করতেন।

৫. তিনি প্রতিদিন পাঁচশ টাকা ব্যয় করে যাচকদের দান করতেন।

পরবর্তী সময়ে রাজকুমারকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করে দক্ষিণ বীথিতে বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে তথায় বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। তখন হতে দক্ষিণ দিকের সমস্ত জনপদের মানুষেরা সব উপকরণ (উপঢৌকন) তাঁকে প্রদান করত। অনন্তর একদিন কুমার উপোসথ অধিষ্ঠান করে ঈশ্বর শ্রমণ বিহারে গিয়ে শীল গ্রহণ করে বসেছিলেন। তখন দক্ষিণ মলয়ের মানুষেরা একশ শকটে বহু উপঢৌকন নিয়ে অনুরাধপুরে আগমন করে ঈশ্বর শ্রমণ বিহারের সন্নিকটে পৌঁছল। সেখানে এসে শকটের গোরুগুলো গাড়ি না টেনে দাঁড়িয়ে ছিল।

সেই মনুষ্যগণ বহু চেষ্টা করেও শকট চালাতে সক্ষম হলো না। অতঃপর একটি গোরু গাড়ির রজ্জু ছিঁড়ে পলায়ন করে শালিরাজকুমারের উপবিষ্ট স্থানে প্রবেশ করল। মানুষেরা গোরুর পেছন অনুসরণ করে গিয়ে কুমারকে দর্শন করে প্রণামান্তে দাঁড়াল। কুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'কীজন্য আগমন করেছ?' তারা বলল, 'প্রভু, উপঢৌকন নিয়ে এসেছি।' কুমার বললেন, 'তাহলে আনো; আনিয়ে সময় ঘোষণা করলেন। বিশ সহস্র ভিক্ষু সমবেত হলো। তিনি তাঁদেরকে মহাদান দিয়ে পরে তৈল, মধু, গুড় ইত্যাদি অষ্টবিধ পানীয় দান করলেন। আবার তিনি বিহারের জন্য ভূমিদান এবং পূজা করে নগরে প্রত্যাগমন করলেন। সেই দিন রাজার নিযুক্ত কর্মচারি রাজার নিকট গিয়ে বলল, 'দেব, দক্ষিণ পাশের সমস্ত আয় কুমার গ্রহণ করেছেন।' তা শুনে রাজা কুমারের জন্য পশ্চিম পাশে বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে তথায় বসবাসের ব্যবস্থা করলেন।

তখনও সেই দিকে বসবাসরত দেবমনুষ্যগণ পূর্বের মতো বহু উপঢৌকন প্রতিদিন সংগ্রহ করে দান করার জন্য এনে দিত। এভাবে দিন অতিবাহিত

হচ্ছিল। একদিন কুমার 'উদ্যান ক্রীড়া করব' বলে পশ্চিম দ্বারে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উদ্যান-ক্রীড়া করার সময় বিভিন্ন স্থানে রমণীয় শিলাসমন্বিত পুষ্করিণী লতা-গুল্মাদি বেষ্টিত বৃক্ষমূলাদি উদ্যানে বিচরণ করতে করতে সুপুষ্পিত অশোক বৃক্ষ দেখে বৃক্ষের মূলে গিয়ে ঊর্ধ্বদিকে দেখলেন। তখন হোল্লোল গ্রামপতি চণ্ডালকন্যা দেবী সেই বৃক্ষে মেঘে বিদ্যুতের মতো রূপসম্পন্ন অশোক মাল্য ও পল্লব আহরণ করছিল এবং মালা ও পল্লব পরিধান করে দাঁড়িয়েছিল। কুমার তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি অদ্ভুত স্নেহ-প্রেম উৎপন্ন হলো—যা সংবরণ করতে সক্ষম হলেন না। তাই বলা হয়েছে :

৬. পূর্বে একত্রে বসবাসের কারণে এখন তাঁর প্রতি স্নেহ জাগ্রত হলো এবং যেরূপ জলে উৎপল জন্ম হয় তেমনই তাঁর প্রতি প্রেম জাগ্রত হলো।

সেখানে তাঁকে দেখে তার সঙ্গে কথোপকথনের জন্য এরূপ বললেন :

৭. তুমি কোথা থেকে এসেছ, তুমি কী দেবী, না মানবী? তোমার মতো সুন্দরী পৃথিবীতে আর কাউকেও দেখিনি।

৮. তোমার পদযুগল পদ্মাকৃতি, রক্তিম, মৃদু ও কোমল, তোমার জঙ্ঘা স্বর্ণ ময়ূরের গ্রীবাসদৃশ, নেত্রদ্বয় রসমণ্ডিত।

৯. ভদ্রে, তোমার ঊরুযুগল হেমময় রম্ভাসদৃশ শোভনীয়, তোমার হাত দুটি অজানু লম্বিত।

১০. ভদ্রে, তোমার রূপে যেন সাগরের ঊর্মি তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তোমার দেহে সুবিন্যস্তভাবে দেহবলি (ভাঁজ) আর অবচ্ছিন্ন লোমরাশি বিরাজিত।

১১. তোমার দেহে শোভা পাচ্ছে সুউন্নত স্তন-যুগল, স্বর্ণময় বুদবুদ যেন রূপসাগরে ভাসছে।

১২. ভদ্রে, তোমার বাহুযুগল পল্লবসদৃশ শোভা পাচ্ছে, কল্পলতার ন্যায় বাহুদ্বয় দেখতে অতি অদ্ভুত সুন্দর।

১৩. ভদ্রে, মনোরম কাননে বিকশিত কুসুমের মতো তোমার রূপ, তোমার দেহে চাঁদের আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, এটা অতি বিস্ময়কর।

১৪. পাকা দাড়িম্ব ফলের বীজের মতো তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি; তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি ওষ্ঠদ্বয় ভাসমান যা অতি বিস্ময়কর সুন্দর।

১৫. তোমার দেহে কাম-উদ্দীপক প্রেমময় সদৃশ অনুপম সুন্দর চিহ্নসমূহ বিরাজ করছে।

১৬. তোমার নীল কোঁকড়ানো চুলের কবরী বল্মীকের মত, মালতী মালায় তা অতি মনোরম দেখাচ্ছে।

১৭. ভদ্রে, তুমি প্রকাশ কর, তোমার মাতাপিতা কে? আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি প্রকাশ কর, তুমি কী বিবাহিতা, না অবিবাহিতা?

এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি এরূপ বললেন :

১৮. প্রভু, আমি হোল্লোল গ্রামপতি কর্মকার-কন্যা, আমাকে চণ্ডালিনী বলে সাধারণেরা জানে।

কুমার তাকে বললেন :

১৯. মণিমুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু অস্থানে থাকলেও পৃথিবীতে কখনো পরিত্যক্ত হয় না; এইরূপ রত্নমাত্রই সুজাত বা দুর্জাত হোক গ্রহণীয়।

এরূপ বলে তাঁর প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে তাঁকে বৃক্ষ হতে নামিয়ে প্রস্তুত যানে বসিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁকে অশোক বৃক্ষে দেখেছিলেন বলে তাঁর নাম হলো অশোকমালাদেবী। তিনি এরূপ ধনপুণ্য-লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন যে, তাকে দেখে কে বলবে তিনি চণ্ডাল বংশে জাত।

তিনি ইতিপূর্বে (পূর্বজন্মে) এই লঙ্কাদ্বীপে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তার নাম ছিল সুমনা। সে একদিন তার মাতার সঙ্গে ফুলের মালা পাত্র নিয়ে বোধি-অঙ্গনে গিয়ে উত্তমরূপে সম্মার্জন ও ঝাড়ু দিয়ে বোধি স্নান করার জন্য মাতা জল আনতে গমন করলে সে স্বীয় তারুণ্য সুলভ কারণে গৃহে প্রত্যাগমন করে জাউ পান করে বসেছিল। তার মাতা স্নান করিয়ে পুষ্প পূজা ও বন্দনা করে গৃহে এসে জাউ পানরত এবং যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত ভাত ও ময়লা দেখে বললেন, 'রে চণ্ডালিনী, তুই গৃহে কী করছিস?' মায়ের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সে বলল, 'তুমি ছয় চণ্ডালিনী;' এভাবে মাকে চণ্ডাল বলে অভিহিত করল। মাকে চণ্ডালিনী ডাকার পাপজনিত কারণে মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার গঙ্গার নিকটে মুদ্ধবাক গ্রামে কর্মকার-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে কর্মকার তিষ্যের সঙ্গে একত্রে পুণ্যকর্ম করছিলেন এবং যথাকালে মৃত্যুর পর অনুরাধপুরের কাছে হোল্লোল নামে গ্রামে জ্যেষ্ঠ চণ্ডালের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে তাঁর মতো রূপসি আর কোথাও ছিল না। তাঁর দেহ থেকে চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে পড়ত। মুখ হতে উৎপলের সুগন্ধি বের হতো, শরীর হতে বের হতো চন্দনের সুগন্ধি। তাঁর হাতে স্পর্শ করা তরকারি চারমাসেও পঁচত না। তিনি পূর্বজন্মে শালিকুমারের স্ত্রী ছিলেন। তাই বলা হয়েছে :

২০. ইহজন্মে আমি বিন্দুমাত্র পাপকর্ম করিনি, যা আমাকে দুঃখময় বিপাক দিতে পারে।

২১. ইহজন্মে আমি অল্পমাত্র পুণ্যকর্ম করিনি, যা আমাকে সুখকর ফল প্রদান করবে।

২২. মাকে চণ্ডালিনী বলে অভিহিত করায় আমি ইহজন্মে চণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি; বোধি-অঙ্গন সম্মার্জন করেছিলাম বিধায় বর্তমান জন্মে এরূপ ধনশালী ও রূপবতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

রাজকুমার তাঁকে নগরে নিয়ে যাবার পর সর্বত্র প্রচারিত হলো যে শালিকুমার এক চণ্ডালকন্যাকে স্বীয় সহধর্মিণী করে নিয়ে এসেছেন। রাজাও এ বিষয় অবহিত হয়ে এক মহিলাকে বললেন, 'তুমি কুমারের নিকট গিয়ে এরূপ বলো, 'পিতা তোমার ইচ্ছানুযায়ী রাজকন্যা কিংবা ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তোমাকে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছুক। এই চণ্ডালিনীকে পরিত্যাগ করো, রাজবংশ কলুষিত করো না। তার অভিপ্রায় কী আমাকে জানাবে।'

মহিলা কুমারের কাছে রাজার কথিত বিষয় জানাল। তখন কুমার বললেন :

২৩. ভোগেচ্ছু কোনো মহিলা যদি সুপক্ব ডালিম ফল কামনা করে, অধিকন্তু সুমিষ্ট মহাকারজফল (একপ্রকার স্বাদযুক্ত আম্রফল) লাভ করে তাহলে সে অধিকতর সন্তুষ্ট হয়।

২৪. এরূপ অন্য কিছু প্রাপ্ত হয়ে আমারও মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না; কেউ চাঁদ দেখে কখনো কি পঙ্কজ কানন উপভোগ করতে চায়?

এরূপ বলে তিনি স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন। মহিলা গিয়া রাজাকে কুমারের ইচ্ছা অবহিত করল। রাজা একদিন ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বললেন, 'আপনারা অশোকমালাদেবীকে দর্শন করে লক্ষণসমূহ দেখে আসুন। যদি সে লক্ষণহীনা হয় তাহলে আমাকে জানাবেন।' ব্রাহ্মণেরা তাঁর লক্ষণসমূহ পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং রাজাকে বললেন :

২৫. তাঁর উজ্জ্বল কালো সুপ্রসন্ন অক্ষি, স্ফীত স্কন্ধ, দক্ষিণাবর্ত নাভি, তাঁর লোমরাশি ছোটো, তিনি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ধনবতী।

২৬. তাঁর পাদযুগল কোমল পঙ্কজাভ, দেহের রেখাসমূহ গভীর, আঙুলসমূহ বর্তুলাকার, নখ উন্নত, তিনি আত্মীয়গণের মধ্যে ধনবতী কন্যা।

২৭. তাঁর শ্বেত দন্তসমূহ উজ্জ্বল, স্ফীত তুঙ্গনাসিকা, সুবিন্যস্ত ভ্রূ; তিনি উত্তমজাত আত্মীয়দের মধ্যে বলবতী কন্যা।

২৮. তিনি আশ্রয়দাতা, সুন্দরী, সুনেত্রা, কমলসদৃশ, স্বাস্থ্যবতী এবং তমোহরা রূপসি।

এরূপ বলে তাঁরা রাজাকে অবহিত করলেন, 'ধনপুণ্য-লক্ষণসম্পন্ন ইনি যে চক্রবর্তী রাজার প্রতিচ্ছবি।' তাঁর গুণাবলি শুনে রাজা নিজে কুমারের গৃহে যাবার ইচ্ছায় সংবাদ পাঠালেন, 'আমি তোমার গৃহে আগমন করব।' কুমার 'উত্তম' বলে সম্মতি জানিয়ে দেবীকে আহ্বান করে বললেন, 'ভদ্রে, পিতা এখানে আগমন করছেন, মনে হয় তোমাকে দর্শনের জন্য আসছেন, অতএব, তুমি তোমার কর্তব্য অপ্রমত্তের সঙ্গে সম্পাদন করবে।' অশোকদেবী কুমারের কথা শুনে রাজা এবং অমাত্যদের জন্য খাদ্যভোজ্য জাউ সূপব্যঞ্জনাদি অতি উত্তমরূপে তৈরি করে রাখলেন। তখন রাজা অমাত্যগণ-পরিবৃত হয়ে রাজকীয়

বেশে উপরাজের গৃহে আগমন করলেন। উপরাজ ও দেবী প্রত্যুদ্গমন করে এনে প্রণাম করে একপ্রান্তে স্থিত হলেন। রাজা দেবীকে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই তো অশোকমালাদেবী?' তিনি 'হ্যাঁ প্রভু' বলে তাঁর মুখ হতে উৎপল পুষ্পের সুগন্ধি বের হয়ে সমগ্র প্রাসাদ সুবাসিত করে তুলল। রাজা এই আশ্চর্য বিষয় দেখে প্রসন্ন হয়ে রাজা প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অনন্তর দেবী স্বকৃত বহুপ্রকার রসপূর্ণ শালিওদন (তরকারি) প্রস্তুত করত নিজে পরিবেশন করে রাজাকে খাওয়ালেন। রাজা 'এরূপ অনন্যা রূপসি কুমারী আমার পুত্রের মানসী, সে আমার অন্তরও নমিত করেছে'—এরূপ চিন্তা করে 'এই কন্যা আশ্চর্য রূপবতী' বলে দম্পতিকে উপদেশ দিয়ে কার্ষাপণাদি দিয়ে অভিষিক্ত করে প্রত্যাগমন করলেন। অনুরূপভাবে তিনি (দেবী) রাজ-অমাত্যদেরও ভোজন করালেন। তাঁরাও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে, গুণ বর্ণনা করে বললেন, 'একে নীচ জাতি হতে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু সে তো পূঁতিময় দেহী নয়; জাতি দ্বারা কী হবে। গুণই তো শ্রেষ্ঠ।' এরূপ বলে রাজার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তদবধি তিনি জনসাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে কুমারের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন।

পরবর্তী সময়ে রাজা কুমারের জন্য উত্তর দিকে প্রাসাদ নির্মাণ করান। কুমার সেই প্রাসাদে অবস্থানকালেও দেবমনুষ্যগণ পূর্ববৎ কুমারের জন্য উপঢৌকন আনত। কুমারও ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিতেন। পরে তিনি হোল্লোল গ্রামের অনতিদূরে অশ্বমণ্ডলে গিয়ে তাঁর প্রাপ্ত উপহারসম্ভার দানের জন্য সময় ঘোষণা করলেন। তখন রোহণ তুলাধার পর্বতবাসী পাঁচশ ক্ষীণাস্রব সমবেত হয়েছিলেন; কুমার তাঁদের চীবরসহ মহাদান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন; 'ভন্তে, আপনারা কোথা হতে আগমন করেছেন? আপনাদের জন্য এখানে বিহার নির্মাণ করাব।' এরূপ বলে নিজের নামে মহাবিহার নির্মাণ করালেন এবং তাঁদের দান করলেন। এ বিষয় রাজাকে অবহিত করা হলে অমাত্যদের পরামর্শমতো পূর্ব দিকে তাঁর জন্য বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে প্রদান করলেন।

কুমার সেখানে বসবাসকালেও পূর্ববৎ মহাভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিতেন। অতঃপর একদিন সেই দম্পতির মধ্যে এরূপ বিবাদ হলো, 'এই সম্পত্তি আমার পুণ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে।' তখন রাজকুমার নিজ পুণ্য পরীক্ষা করার জন্য একাকী উপবিষ্ট হয়ে রইলেন। তখনই তাঁর পুণ্যপ্রভাবে দেবমনুষ্যগণ শতসহস্র শকটে বহুবিধ উপহার এনে রাজ উদ্যানে রাশীকৃত করে রাখল। রাজকুমার তা দেখে আনন্দিত হয়ে দেবীর সঙ্গে ক্রীড়াস্থলে উপবেশন করে বললেন, 'দেবী, আমার পুণ্য দেখ। কিন্তু তোমার পুণ্যপ্রভাব দেখলাম না।'

'দেব, অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমিও কৃতপুণ্যকারী, আমার প্রভাবও দেখতে পাবেন।'—এরূপ বলে উপবেশন করলেন। সেখানে তাঁর পিতৃগৃহে বসবাসকারী দেবতা তাঁর বিতর্ক জ্ঞাত হয়ে দিব্যৌষধ পরিপূর্ণ একটি জাউপাত্র নিয়ে দম্পতির সম্মুখে রাখলেন। তাঁরা তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো কী এনেছ?' দেবতা বললেন, 'এটা অশোকমালাদেবীর জন্য আনীত জাউ-ঔষধ।' দেবতার কথা শুনে কুমার বিস্মিত হাসলেন। দেবতা বললেন, 'স্বামিন, উপহাস করবেন না। এই জাউ-এর প্রভাব (গুণ) আপনি জানেন না, বলছি।' বলে তাঁকে শুনিয়ে এরূপ বললেন :

২৯. এটা দিব্যৌষধ, সকল প্রকার রোগমুক্ত করে; অল্পমাত্র স্পর্শে অন্ধের অন্ধত্ব দূরীভূত হয়।

৩০. অতি ত্বরিত খোঁসপাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ উপশম হয়, অল্পমাত্র ব্যবহারে বোবার বোবাত্ব বিদূরিত হয়।

৩১. বধিরগণ অবধির হয়, খঞ্জগণ সুস্থ হয়, এটা শিরে ধারণ করলে বলি (কপালের ভাঁজ) বিদূরিত হয়।

৩২. এর দ্বারা সর্বরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এটার সমান অন্য কিছু নেই; এর দ্বারা মহাভোগী ধনশালী এবং সর্বালংকারে ভূষিত হওয়া যায়।

৩৩. যদি সর্বদা রোগ থাকে তাহলে সে শোভিত হয় না বা শান্তি পায় না, আরোগ্যের সমান পৃথিবীতে অন্য কোনো সম্পদ নেই। ব্যাধিহীন, আতঙ্কহীন ব্যক্তি সর্বত্র শোভিত হয়।

কুমার তাঁর কথা শুনে এক বৃদ্ধকে উক্ত দিব্যৌষধি পান করিয়ে তার দেহবলি (ভাঁজ) দূরীভূত হয়েছে দেখে বিস্মিত হলেন এবং দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুর পাত্রপূর্ণ করে জাউ দান করলেন। তারপর যাদের রোগ আছে তাদের গৃহে গিয়ে জাউ পান করায়ে রোগমুক্ত করালেন। কিন্তু জাউপাত্র অক্ষয় ছিল। এভাবে তাঁরা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন উক্ত দিব্য জাউপাত্র ছিল। অতঃপর পিতা দুট্‌ঠগামনি মহারাজ পুত্রকে ডেকে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি রাজ্যশাসন করবে।' তিনি তা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাতিষ্য কুমার রাজা হয়েছিলেন।

তাই মহাবংসে উক্ত হয়েছে :

৩৪. দুট্‌ঠগামনি রাজা তাঁর স্বনামখ্যাত পুত্র শালিরাজকুমারকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার সাদর আহ্বান করলেন।

৩৫. রাজকুমার ছিলেন অতি ধনশালী, সর্বদা পুণ্যকাজে রমিত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী অতি রূপসি চণ্ডালিনী তাঁর সঙ্গে ছিলেন;

৩৬. তাঁর নাম অশোকমালা দেবী। তাঁদের মধ্যে পূর্বজন্মের সম্বন্ধ ছিল।

তিনি ছিলেন রূপে অদ্বিতীয়া। রাজকুমার রাজ্য কামনা করলেন না।

৩৭. দুট্‌ঠগামনি তাঁর ভাই শ্রদ্ধাতিষ্যকে আঠারো বছর বয়সে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

অনন্তর সেই দম্পতি যাবজ্জীবন দান দিয়ে, শীল পালন করে, উপোসথকর্ম সম্পাদন করে যথায়ুষ্কাল অবস্থান করার পর তুষিতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে শালিরাজকুমার ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩৮. এভাবে সজ্জন ব্যক্তিরা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়ে শাসনের কল্যাণ সাধন করেন। এভাবে সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করে যা চিরস্থায়ী ও সুন্দর নির্বাণমার্গে উপনীত হও।

৮.৭ চূলনাগ স্থবিরের উপাখ্যান

লঙ্কার অনুরাধপুর নগরে দেবপ্রিয় তিষ্য ভগবানের দক্ষিণস্থ অক্ষকাস্থি (কণ্ঠমূল ও বাহুসন্ধির মধ্যবর্তী অস্থিদ্বয়ের কোণখানি) প্রতিষ্ঠা করে স্তূপারাম নামক এক অদ্ভুত চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটার দ্বারা সন্নিকটে ছিল প্রাকার বেষ্টিত অলংকৃত পরিবেণ যেখানে বহুশত ভিক্ষু বাস করতেন এবং বহুতলবিশিষ্ট প্রাসাদে নাচ-গান-বাদ্য ও নানাপ্রকার পূজা ইত্যাদি দ্বারা নিত্য উৎসব হতো, সেখানে ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনোরম উদ্যান-বিভূষিত বিহার। তথায় অসিগ্‌গাহক পরিবেণে বাস করতেন চূলনাগ স্থবির নামে একজন ভিক্ষু। তিনি ভিক্ষাচরণের জন্য চন্দ্রবঙ্কবীথিতে বিচরণ করতেন। অনন্তর তিনি একদিন পিণ্ডাচরণ করে পরিবেণে আগমন করে আহার্য গ্রহণ করে দিবাস্থানে (দিনের বেলায় যেখানে অবস্থান করেন) বসেছিলেন। তখন সে সময় রাস্তায় এক কুক্কুরী বাচ্চা প্রসব করে ক্ষুধার্ত ও দুর্বল হয়ে এদিক-ওদিক খাদ্যের অন্বেষণ করে কিছুমাত্র না পেয়ে স্তূপারামে এসে এবং উক্ত দিবাস্থানে উপবিষ্ট চূলনাগ স্থবিরকে দেখে তাঁর সামনে কম্পমান অবস্থায় মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্থবির কুক্কুরীকে দেখে উদ্বিগ্ন ও স্নেহসিক্ত অন্তরে এরূপ চিন্তা করলেন :

বলা হয়েছে :

১. এই কুক্কুরী নিজের সন্তানের (বাচ্চা) কারণে কত দুঃখী? অহো! দুর্বলতাহেতু এটা কম্পমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে; সংসার কত দুঃখময়।

২. লোকে এটাকে দেখে ঢিল মেরে তাড়া করে, দুর্ব্যবহার করে ও আঘাত করে।

৩. সারাদিন খাদ্য অন্বেষণ করেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ খাদ্যও প্রাপ্ত হয়নি, পাপের ফল এভাবেই ভোগ করতে হয়।

৪. যে ব্যক্তি ক্রোধ লোভাদির বশবর্তী হয়ে পাপকর্ম করে তাকেও কুক্কুরীর মতো দুঃখ ভোগ করতে হবে।

৫. যে এরূপ ক্ষুধাপীড়িতকে খাদ্য দান করে সে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়।

৬. এরূপ চিন্তা করে স্থবির করুণাদ্র হৃদয়ে দান চেতনাসহকারে ভুক্ত আহার্য বমি করে কুক্কুরীকে দান করলেন।

এরূপ চিন্তা করে স্থবির দান দেবার মতো অন্য কিছু না পেয়ে 'আমার ভুক্ত খাদ্য এর জন্য উত্তম' এরূপ ভেবে একস্থানে পায়ের দ্বারা ময়লা অপনোদন করে মুখের ভেতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে তাঁর উদরপূর্তি ভাত বের করে দিলেন। কুক্কুরী খাওয়ার সময় তিনি ধর্মকারক (জলের পাত্র) নিয়ে জল আনয়ন করে একটি পাত্রে পান করার জন্য দিলেন। কুক্কুরী তাঁর প্রদত্ত অন্নপানীয় গ্রহণ করে খুশি ও প্রীতিফুল্ল হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে স্থবিরকে পর্যবেক্ষণ করে দাঁড়িয়ে রইল। স্থবির দেখে প্রীতিপূর্ণ অন্তরে এরূপ বললেন :

৭. এই কৃতপুণ্যের প্রভাবে আমি যেন ভবিষ্যতে ব্যাধিহীন নীরোগ প্রাপ্ত ও সুখী হই।

৮. সকল প্রাণী যেন আমাকে সম্মান ও পূজা করে, আমি যেন ভবিষ্যতে সুখী হই এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হই।

এরূপ প্রার্থনা করে পরিবেণে প্রবেশ করলেন। তখন হতে কুক্কুরীও প্রত্যেক দিন সেখানে যেত। স্থবিরও যথাসাধ্য আহার্যাদি দান করতেন। স্থবিরের এই পুণ্যকর্মের ফল পরোক্ষ না দিয়ে প্রত্যেক্ষভাবে দিতে আরম্ভ করল। স্থবিরের পুণ্যপ্রভাবে প্রতিদিন সায়াহ্নে বহু সহস্র উপাসক-উপাসিকা ঘি, গুড়, মধু প্রভৃতি খাদ্যপানীয় হাতে নিয়ে 'চূলনাগ স্থবির কোথায়?' এভাবে খোঁজ নিয়ে স্থবিরকে দান করত। স্থবির তা নিয়ে বহু সহস্র ভিক্ষুকে দিয়ে নিজেও আহার করতেন। মনুষ্যগণ অনুরূপভাবে কর্পূর-তক্কল (a kind of Perfume সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য) প্রভৃতি সুগন্ধিযুক্ত খাদ্যসহ ভৈষজ্য দান করতেন। স্থবির এগুলোও ভিক্ষুদের দিয়ে নিজে আহার করতেন। দেবগণ একরাতে সমগ্র চন্দ্রবঙ্ক বীথি ভ্রমণ করে ঘোষণা করলেন যে, স্তূপারামে অসিগ্‌গাহক পরিবেণবাসী চূলনাগ স্থবির আগামীকাল মহাদান দেবেন। তা শুনে সমস্ত বীথিবাসী এবং দেবগণ খাদ্যভোজ্য জাউ সূপব্যঞ্জন এবং শালিভাত ও মাংসসহ নানাপ্রকার ফলাদি দানোপকরণ সংগ্রহ করে পরদিন সমবেত হলেন।

স্থবির সমস্ত কিছু দেখে বিহারে ঘণ্টা বাজিয়ে তিন সহস্র ভিক্ষুকে দান দিয়ে ভোজন করালেন। পরদিন স্থবির ভিক্ষার জন্য বের হলে দ্বার-তোরণ সমীপে অধিষ্ঠিত দেবতা তাঁর পাত্র নিয়ে বহির্দ্বারে তোরণ সমীপে সকটখন্ধাবার (উপবেশন স্থান) তৈরি করে বহুবিধ দানীয় বস্তু স্থবিরসহ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান

দিয়েছিলেন। তদবধি চন্দ্রবঙ্ক বীথির অধিবাসী মানুষেরা পূর্বানুভাবে দান দিয়ে সেই খন্ধাবারে স্থবিরপ্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে প্রতিদিন মহাদান দিতেন। তাঁরা এভাবে বত্রিশ বছর যাবৎ দান দিয়েছিলেন এবং স্থবির তদবধি লাভ ও যশ প্রাপ্ত হয়ে দেবমনুষ্যগণের উপকারসাধন করে ভাবনায় রত হয়েছিলেন এবং অচিরে ক্লেশরূপ শত্রুকে ধ্বংস করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনন্তর একসময় পঞ্চশত ভিক্ষু মহাবোধি বন্দনা করার ইচ্ছায় সমবেত হয়েছিলেন এবং পরামর্শ করছিলেন যে, 'বন্ধো এখন দুর্ভিক্ষ, পথে চোরাদির উপদ্রব ভয় আছে, আমরা কীভাবে যাব?' তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'যদি চূলনাগ স্থবির আমাদের সঙ্গে গমন করেন তাহলে আমাদের কোনো কষ্ট হবে না। এই স্থবির মহাপুণ্যবান।' তা শুনে সকলে একত্রে গিয়ে স্থবিরকে এরূপ বললেন, 'বন্ধো, যেখানে ভগবান বুদ্ধ মারবলকে ধ্বংস করে ক্লেশরূপ সৈন্যকে পরাজিত করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই মহাজয়বোধি আমরা দর্শন ও বন্দনা করতে ইচ্ছুক। আপনার প্রভাবেই বন্দনা করে আসতে ইচ্ছা করি।' স্থবির 'উত্তম' বলে সম্মতি প্রদান করে তাঁদের নিয়ে স্তূপারাম হতে পোতাশ্রয় পর্যন্ত দেবমনুষ্যগণ কর্তৃক সৎকার ও গৌরব প্রাপ্ত হয়ে চার মাসে পোতাশ্রয়ে উপনীত হলেন। তথায় নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রদেবতা ও নাগগণের সেবা গ্রহণ করে তিন মাসে অপরতীরে পৌঁছলেন। সেখান হতে বোধিমণ্ডপ যাবার সময় সর্বত্র দেবমনুষ্যগণ যথাযথ সৎকার ও সম্মান করেছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে চার মাসে বোধিমণ্ডপে উপনীত হয়েছিলেন। অনন্তর তিনি সেই ভিক্ষুগণসহ মহাবোধি বন্দনা করে প্রত্যাগমনকালে মধ্যপথে তিনি উদরাময়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁর ভীষণ বেদনা দেখে ভারাক্রান্ত মনে বসেছিলেন। স্থবির তাঁদের এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধো, কেন দুর্মনা হয়েছ?' ভিক্ষুগণ বললেন, 'বন্ধো, আপনার পুণ্যপ্রভাবে আমরা নিরাপদে সুখে এসেছি। যদি আপনার কোনোরূপ অন্তরায় হয় তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্বরাজ্যে উপনীত হবো?' তিনি বললেন, 'বন্ধো, চিন্তা করো না, আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলে আমার দৈহিক সৎকার সম্পাদন করে ধাতু নিয়ে জলের পাত্রকে বন্দনা করে গ্রামে প্রবেশের সময় ছত্রকে বন্দনা করে প্রথমে সংঘস্থবির প্রবেশ করবেন। এতে তোমাদের ভিক্ষায় কোনো অন্তরায় হবে না।' তারপর ভিক্ষুদের উপদেশ প্রদান করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। ভিক্ষুগণ তাঁর দাহকার্য সম্পাদন করে ধাতু নিয়ে যাবার সময় স্থবিরের কথানুযায়ী নিরাপদে ও সুখে স্বদেশে পৌঁছলেন। তাঁরা চিন্তা করলেন, 'অহো! দানের প্রভাব কত' স্থবির বমি করে কুক্কুরীকে দান দিয়ে ইহজন্মেই লৌকিক ও লোকোত্তর সম্পত্তি উপভোগ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। এভাবে সৌমনস্যানুভব

করে সাধনায় মনোনিবেশ করত অধ্যবসায় গুণে তাঁরা সকলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৯. শুদ্ধ ও সজ্ঞানে অল্পমাত্র দান করে প্রভূত ফলের ভাগী হয়েছিলেন। তদ্রূপ তোমরাও চিত্তকে প্রসারিত করে দান কর।

৮.৮ মেঘবর্ণের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে মহাগ্রামের নিকটে হল্লোল নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক দরিদ্র ব্যক্তি সস্ত্রীক পরের গৃহে কাজ করে অতি দুঃখকষ্টে জীবিকানির্বাহ করতেন। একসময় তিনি চাষ করে অল্প পরিমাণ ধান লাভ করে তা ঋণের জন্য প্রদান করলেন এবং এতে বর্ধিত ঋণ পুনরায় ঋণ হিসেবে দিয়ে ক্রমান্বয়ে বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি পর্বতবিহারে গিয়ে ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করে দান দিয়েছিলেন এবং ধর্ম শ্রবণ করেছিলেন। এভাবে তিনি যাবজ্জীবন শীল রক্ষা করে উপোসথকর্ম সম্পাদন করে আয়ু শেষে মৃত্যুবরণ করত উদুম্বর পর্বতে ভূমিদেবতা (স্থলচর দেবতা) হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীও অনুরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল মেঘবর্ণ দেবতা। স্ত্রীর নাম ছিল চন্দ্রমুখী। তাঁদের জন্য বৃহৎ মনোরম রত্নময় বিমান উৎপন্ন হয়েছিল। তথায় উদ্যান ও পুষ্করিণী প্রতিমণ্ডিত বহুশত দেবতা সহযোগী হয়ে গীত, বাদ্য প্রভৃতি বহুবিধ দেবৈশ্বর্যের সমন্বয় হয়েছিল। বিমানের চতুর্দিকে কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি দেবরাজসদৃশ মহাদেবৈশ্বর্য উপভোগ করে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ধর্মরক্ষপর্বতে চন্দ্রমুখ নামে একটি গুহা ছিল। সেখানে মলিয় মহাদেব স্থবির নামে জনৈক ভিক্ষু বিবেকসুখ অনুভব করে বাস করতেন। বহু ভিক্ষুসংঘও সর্বত্র গুহায়, পর্বতঢালে, বৃক্ষাদির মূলে অবস্থান করে শ্রামণ্য ধর্ম রক্ষা করতেন। অনন্তর একদিন স্থবির ধর্মশ্রবণের জন্য ঘোষণা দিলেন। তখন মেঘবর্ণ দেবপুত্র বহুশত দেবঅপ্সরাসহ সুসজ্জিত দেবপরিষদ পরিবৃত হয়ে সর্বালংকারে প্রতিমণ্ডিত পঞ্চবর্ণ ধ্বজাপতাকা উত্তোলন করে পঞ্চবিধ বাদ্যবাজনা সমভিব্যাহারে স্ত্রীসহ আগত ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা ও পূজা করে উপবিষ্ট হয়ে সাধুবাদ দিতে দিতে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন। স্থবির সেই দম্পতির মহতী দেবানুভব ও দেবৈশ্বর্য দেখে 'আজ আমা কর্তৃক তাঁদের কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা উচিত' চিন্তা করে তাঁদের আহ্বান করে কৃতকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নচ্ছলে বললেন :

১. হে যশস্বী দেবপুত্র মেঘবর্ণ, আমি জিজ্ঞেস করছি—তুমি কি দেবনন্দন দেবরাজ দেবেন্দ্র?

২. তুমি দেবৈশ্বর্যসম্পন্ন ও দিব্যাভরণে বিভূষিত; দিব্য নৃত্য-গীত ও বাদ্য-বাজনায় আমোদিত।

৩. তোমার সম্মুখে নিপুণ বাদকগণ করতালি, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি, ঢাকঢোল প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্যবাজনা বাজাচ্ছে।

৪. কেউ কেউ কংসে আঘাত করে ঘন ঘন তাল দিচ্ছে আর নাট্যকারগণ হাততালি দিয়ে গান ও নৃত্য করছে।

৫. তোমার সম্মুখে শঙ্খ, বংশী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্য দেবগণ বাজাচ্ছেন; এ সবই তোমার তুষ্টির জন্য।

৬. নারীগণ ও দেবকন্যারা মনোরম নৃত্য করছে, তারা কী মনোরম সুরে গান করছে।

৭. আমার সংশয় দূর করার জন্য জিজ্ঞেস করছি, তোমার স্ত্রী ও তুমি কে, কোথায় বাস করো বলো।

দেবপুত্র বললেন :

৮. ভন্তে, আমার পুণ্যপ্রভাবে এই পর্বতে ধূমরক্ষস নামক স্থানে একটি রত্নময় প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছে।

৯. আমার জন্য দেবভবনে বহু ইচ্ছাদায়ক অলংকৃত কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে, আমি এসব দেবপুত্রবৎ উপভোগ করছি।

তখন স্থবির বললেন :

১০. হে দেব, আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি ব্যক্ত কর—কোন ব্রত, শীল বা ব্রহ্মচর্য পালনহেতু তুমি এরূপ দেবশ্রী প্রাপ্ত হয়েছ?

দেবপুত্র বললেন :

১১. প্রভু, আমি অতীতে গ্রামে পুরকর্মিক (পরগৃহে কাজ করে যে) হয়ে জন্মগ্রহণ করে পরের কাজ করে অল্পভোগী ও অপ্রমত্তভাবে জীবিকানির্বাহ করতাম।

১২. একসময় স্ত্রীসহ ধান্য চাষ করি, প্রাপ্ত অল্পমাত্র ধান্য ঋণে প্রয়োগ করি।

১৩. এভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঋণ পুনরায় প্রয়োগ করি এবং ধান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ধনবান হলে শ্রদ্ধায় অভিরমিত হই।

১৪. আমি ও আমার স্ত্রী উভয়ে দান দেবার জন্য শীলসম্পন্ন ভিক্ষুদের আমার গৃহে আমন্ত্রণ করি।

১৫. অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয়নাসন, গিলানপ্রত্যয় ও রোগ সংহারকারী ঔষধ দান করি।

১৬. বহুবিধ উপকরণ দিয়ে বুদ্ধপূজা করি, ধর্মকথিককে আমন্ত্রণ করে বহু সৎকার করি।

১৭. সর্বদানের শ্রেষ্ঠ ধর্মদান, ভিক্ষুগণকে সমবেত করে আমরা উভয়ে

ধর্মদানের (অর্থাৎ ধর্ম শ্রবণের) ব্যবস্থা করি।

১৮-১৯. আমরা পঞ্চশীল ও উপোসথশীল পালন করতাম, সেই সুকৃতির ফলে তথা হতে চ্যুত হয়ে এই পর্বতে ভূমিদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করি। হে ধীপতি, এটাই আমার পূর্ব জীবনচরিত।

২০. পৃথিবীর মানুষ যদি জানত যে, পুণ্যের ফল এরূপই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সবকিছু ত্যাগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত।

তখন স্থবির বললেন :

২১. আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমাকে বল—তুমি কত আয়ুষ্কাল এখানে অবস্থান করবে?

দেবপুত্র বললেন :

২২-২৩. পৃথিবী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এই পর্বত গলাধঃকরণ করে যদি সমতল ভূমির সমান হয়, শৃঙ্গ দেখা না যায়, এক পর্বতের মধ্যখানে যদি শকট রাস্তা হয়, তৈল পাত্র পূর্ণ করে গোরু যদি শকট বহন করে নিয়ে যায়,

২৪-২৫. তখন এখান হতে চ্যুত হয়ে সাত বছরের বালক হয়ে মনোরম তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করব। পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের প্রভাবে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত রত্নদ্বারা সুশোভিত দেবৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতা হয়ে প্রমোদিত হবো।

এরূপ বলে দেবতা স্থবিরকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে সেখান হতে অন্তর্ধান হয়ে স্বীয় ভবনে আসলেন। স্থবিরও সেই আশ্চর্য বিষয় দেখে জনগণকে কুশলকর্মে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করছিলেন।

২৬. এরূপ দান স্বর্গ সম্পত্তিদায়ক, দান দিব্যসম্পত্তিদায়ক, দান অনুগামী নিধি, দানরূপ মন্ত্র সর্ব শত্রুঘাতক; তাই তোমরা দানে রমিত হও।

৮.৯ ধর্মদিন্ন স্থবিরের উপাখ্যান

লঙ্কার তলঙ্গ পর্বতের সন্নিকটে তিষ্য মহাবিহারে পাঁচশ ক্ষীণাস্রব পরিবৃত হয়ে ধর্মদিন্ন নামে জনৈক অর্হৎ নিয়মিত বসবাস করতেন। তিনি একসময় 'নাগদ্বীপে চৈত্য বন্দনা করব' বলে পাঁচশ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে ক্রমান্বয়ে সাগিরি নামক মহাবিহারে উপনীত হয়েছিলেন। সেই বিহারেও বহুলমস্সু তিষ্য স্থবির নামে একজন ভিক্ষু অনুরূপভাবে পাঁচশ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে নিরন্তর বাস করতেন। তিনি ধর্মদিন্ন স্থবিরকে দেখে প্রসন্ন অন্তরে আগন্তুক সৎকার করে একত্রে অবস্থান করছিলেন। রাত্রি অবসান হলে সহস্র ভিক্ষুসহ স্থবির পূর্ণসাল কোট্টক নামে গ্রামে স্বীয় উপাসকের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনন্তর সেই গ্রামবাসী এক শ্রেষ্ঠীপুত্র মহাভিক্ষুসংঘ দেখে তুষ্ট হৃদয়ে প্রথমে দুইজন স্থবিরের এবং পরে অন্যান্য ভিক্ষুসংঘের পাত্র গ্রহণ করলেন এবং

আসনশালায় (বৈঠকখানায়) প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিয়ে শশমাংসসহ অন্ন ও জাউ দান করলেন এবং পরে মধু মিশ্রিত শর্করা প্রভৃতি বহুবিধ খাদ্য ও সুস্বাদযুক্ত শশমাংস দান করলেন। দুপুর বেলায়ও অনুরূপ শশমাংসের সূপ দিয়ে বহুবিধ ব্যঞ্জনসহ শালিভাত প্রদান করলেন। ভিক্ষুগণ আহার্যকর্ম সম্পাদনের পর বিস্মিত হলেন যে, 'অহো, ইনি অতি অল্প সময়ে এতগুলো ভিক্ষুকে আহার্য দান দিতে সক্ষম হয়েছেন;' স্থবির দান অনুমোদন করলেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র অনুমোদনের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আজ এত আগন্তুক আর্যগণ কোথা হতে আগমন করেছেন?' তাঁরা বললেন, 'আমরা তিষ্য বিহারবাসী, নাগদ্বীপে চৈত্য বন্দনা করার জন্য যাচ্ছি।' উপাসক প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, আগামীকাল যাবার সময় আমি অন্নদান করব, আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।' ভিক্ষুগণ সম্মত হয়ে বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। বিহারে উপনীত হয়ে বহুলমস্‌সু তিষ্য স্থবিরের নিকট গিয়ে বন্দনা করে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমরা সহস্র ভিক্ষু খাওয়ার স্থানে বহু শশকের অস্থি স্তূপীকৃত হয়েছে। এতগুলো প্রাণিহত্যা করেছে, আপনি বারণ করেননি কেন? এভাবে পুণ্যকর্ম না করার জন্য কেন উপদেশ দান করেননি?' তখন স্থবির সকালে শ্রেষ্ঠীপুত্রের গৃহে গিয়ে 'আপনি ভিক্ষুসংঘ আসলে এ বিষয়ে বলবেন;' বলে পরের দিন শারীরিক কর্ম সম্পাদন (স্নানাদি) করে পাত্রচীবর নিয়ে তাঁর গৃহে আগমন করলেন। তিনি (শ্রেষ্ঠীপুত্র) ভিক্ষুসংঘকে উপবেশন করিয়ে পূর্ববৎ মহাদান দিলেন। তখন ভিক্ষুগণ আহারকৃত্য শেষ করে পাত্রে হাত রেখে উপবিষ্ট ছিলেন, সে সময় শ্রেষ্ঠীপুত্র বহুলমস্‌সু তিষ্য স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে, 'মঙ্গল প্রবৃদ্ধি করুন' বলে পাত্রটি বাড়িয়ে দিলেন। স্থবির নিজে মঙ্গল কামনা করে মহাধর্মদিন্ন স্থবিরকে অনুমোদনের ভার দিলেন। স্থবির তাকে ধর্মদেশনা করার সময় নিশ্চয়ই এটা তাঁর কৃতকর্ম অনুমান করে বললেন :

১. হিংসার কারণে অল্পায়ু হয়, স্বাভাবিকে বাধা দান করলে প্রিয়বিয়োগ দুঃখের বৃদ্ধি করে এবং জনগণ উদ্বিগ্নে বাস করে।

এভাবে প্রাণিহত্যার আদীনবের ব্যাখ্যা করলেন। উপাসক তা শুনে বললেন, 'প্রভু, এটা কি প্রাণিহত্যা বলে মনে হয়?' ভিক্ষু 'হ্যাঁ, উপাসক' বললে তিনি বললেন, 'ভন্তে, আমাদের কাছে শশকের মাংস কখনো শেষ হয় না। চক্রবাল পরিষদগণ খাদ্য ও শশমাংস এই দ্বিবিধ অতিমাত্রা দিয়ে থাকেন। ভন্তে, এর ক্ষয় হয় না, এর কারণ আমি জানি না।' অনন্তর স্থবিরকে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, দিব্যচক্ষুর দ্বারা এর কারণ পর্যবেক্ষণ করুন, আমি আপনার কাছে শুনে জানতে পারব।' স্থবির সেখানে উপস্থিত হয়ে দিব্যচক্ষুর দ্বারা তার অতীত (পশ্চাৎ অনুসরণকারী বিষয়) পর্যবেক্ষণ করে 'এ

হতে শতসহস্র কল্প পূর্বে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে প্রদত্ত দান দেখে তা প্রকাশ করার জন্য এরূপ বললেন :

২. এখন হতে শতসহস্র কল্প পূর্বে পৃথিবীতে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন লোকবিদ, আহ্বানযোগ্য এবং পূজার যোগ্য।

৩. তিনি দুর্গত মনুষ্যদের ধর্মরূপ নৌকায় পূর্ণ করে সংসাররূপ সাগর হতে শাশ্বত নির্বাণরূপ মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

৪. সে সময় তুমি জনৈক গৃহকুলে জন্মগ্রহণ করে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সুদেশিত ধর্ম শ্রবণ করেছিলে।

৫-৬. তোমার ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় এবং পিণ্ডাচারিক ভিক্ষুগণকে পিণ্ডাচরণ করতে দেখে তাঁদের পাত্র গ্রহণ করে স্বগৃহে আনয়ন করত সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিয়েছিলে।

৭. শশমাংস দিয়ে পিণ্ড দান করেছিলে এবং পরদিনও অনুরূপভাবে ভিক্ষুগণকে দান করেছিলে।

৮. ঘি, শর্করা, মধু প্রভৃতি আহার্য ভোজন করিয়ে তুষ্ট করেছিলে; এই ছিল তোমার প্রণিধি বা কার্য।

৯. এই পুণ্যপ্রভাবে তুমি সর্বদা দেবমনুষ্য-সুখ, স্বর্গীয় ঐশ্বর্য, যশ ইত্যাদি লাভ করেছ।

১০. পৃথিবীতে জন্মান্তর পরিভ্রমণ করে যতবার মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হবে পূর্বজন্মের কৃতপুণ্যের ফলে সর্বদা শশমাংস তোমার অক্ষয় হবে।

১১. এটাই হচ্ছে তোমার পূর্বজন্মের ফল, যথাস্থানে পুণ্যকর্ম করলে এইরূপ বিপুল ফলদায়ক হয়।

১২. শ্রদ্ধার সঙ্গে দান দাও, পাপকাজ করবে না, যথাসম্ভব উত্তমরূপে শীল পালন কর।

এভাবে তাঁর পূর্বজীবনী (চরিত্র) প্রকাশ করে ধর্মদেশনা করে আরও অধিক পরিমাণে কুশলকর্মে নিয়োগ করে গাত্রোত্থান করে ভিক্ষুসংঘসহ তিনি বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। তিনিও সপরিষদ দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৩. অসংখ্য কল্প অবধি পুণ্যকর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা পুণ্যকর্মের বিপাক জ্ঞাত হয়ে সারাদিন কুশলকর্মে রত থাকেন।

৮.১০ রাষ্ট্রপুত্রের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ দিকে কোনো এক গ্রামে এক রাষ্ট্রপুত্র (রাজকীয় কর্মচারির পুত্র) বাস করতেন। তিনি কোনো একদিন ভাত খাওয়ার জন্য উপবিষ্ট হয়ে পিণ্ডাচরণরত এক ভিক্ষুকে দেখে প্রসন্ন অন্তরে পাত্র গ্রহণ করে

নিজের জন্য প্রস্তুত ভাত পাত্রপূর্ণ করে দান করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করে এই লঙ্কাদ্বীপে কদলিসাল গ্রামের বিত্তশালী প্রধানের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তার নামকরণ করেন বিলস। তিনি ক্রমান্বয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যশালী হয়েছিলেন এবং গ্রামের প্রধান হয়েছিলেন। ধনধান্য, দাস-দাসী, গো-মহিষাদি তাঁর সমান আর কারও ছিল না। সমগ্র লঙ্কায় তিনি সূর্যের মতো বিরাজ করতেন। ক্ষুদ্র মাত্র দান করে এর ফল এত বিপুল হয়েছিল; তাই বলা হয়েছে :

১. যে ব্যক্তি তৃষ্ণাকে বিদূরিত করে গৃহহীন (অনাসক্ত) হয়ে শ্রদ্ধাকে পূর্বে স্থান দিয়ে জিনপুত্রকে দান দেন,

২-৩. তাঁর পুণ্যের বিপাক কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; যেমন করে ক্ষুদ্র বীজ হতে মহামহীরুহ ন্যগ্রোধের জন্ম তেমনইভাবে পুণ্য বৃদ্ধি পায়; মহাকাশকে যেমন মেঘ আচ্ছাদিত করে সেরূপ অনুমাত্র কুশল বীজকে জানতে হবে।

৪. পৃথিবীতে শীলবান বুদ্ধপুত্রগণ এমন বীজ বপন করেন যদ্দ্বারা দেবতাদের দিব্যসম্পত্তি এবং মনুষ্যগণের মনুষ্য-সুখ এবং অন্তিমে অনুপম নির্বাণসম্পত্তি উপলব্ধি করতে পারেন।

তখন রাজা তাঁর বহু সম্পত্তির বিষয় শ্রবণ করে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য আদেশ পাঠালেন। 'আমার জন্য শালি (উত্তম ধান) পাঠাও।' তা শুনে বিলস রক্তবর্ণের শালি পাঁচশ শকটে পূর্ণ করে পমাল বর্ণের (রক্তবর্ণের) সহস্র গোরু যোজন করে পাঠালেন। তা দর্শন করে তিনি প্রসন্নচিত্তে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ পাঠালেন, 'আমার জন্য উত্তম মাস (সীম) প্রকাশ কর।' তিনি অনুরূপভাবে পাঁচশ শকটে বিচিত্র দাগযুক্ত (বর্ণ) একহাজার গোরু যোজন করে পাঠালেন। অনুরূপভাবে আবার কাল মাস একহাজার কালগরু যোজন করে পাঠালেন। এটা দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অমাত্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'রথ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?' 'মহারাজ, এগুলো যথাস্থানে (আদেশ অনুযায়ী) দাঁড়িয়ে আছে' এরূপ বললে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁকে সেই জনপদ দত্তক দিয়েছিলেন। তখন রাজা যে স্থানে শকট স্থিত ছিল সেস্থানে মুগ্‌গাম বিহার নামে একটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করালেন। বিলস তদবধি মহাভিক্ষুসংঘকে দান দিয়ে এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পঞ্চশীল পালন করে যথায়ুষ্কাল পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. যিনি নিরলসভাবে অল্পমাত্র পুণ্যও করেন তা বহু ফলদায়ক হয়, তিনি জন্মে জন্মে সর্বত্র বহুবিধ সর্বসম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

সীলোত্ত (ঘরসর্প) বর্গ

৯.১ ঘরসর্পের উপাখ্যান

লঙ্কাদ্বীপে রোহণ জনপদে মহাগ্রামে কাকবর্ণ তিষ্য রাজার রাজত্বকালে তলঙ্গর তিষ্য পর্বতবাসী মহাধর্মদিন্ন স্থবির মহারম্ভক গুহায় বাস করতেন। তাঁর গুহার নিকটে একটি বৃহৎ বল্মীক ছিল। একটি ঘরসর্প (Rat snake) বিভিন্ন স্থানে খাদ্য গ্রহণ করে সেই বল্মীকে বাস করত। এভাবে দিন যেতে লাগল। একদিন খাদ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে তার দুই চক্ষু আঘাত প্রাপ্ত হলো। সে বেদনাগ্রস্ত হয়ে বল্মীকের বাইরে খাদ্যাভাবে অভুক্ত শুয়ে ছিল। তখন স্থবির তথায় শায়িত যন্ত্রণাকাতর ঘরসর্পকে দেখে তার প্রতি করুণাবশত কর্ণের কাছে দাঁড়িয়ে মহাস্মৃতিপ্রস্থান সূত্রের দ্বারা ধর্মদেশনা করেছিলেন। সে ধর্ম শুনে স্বরের প্রতি চিত্তকে প্রসাদিত করেছিল। সেই ক্ষণে এক গোধ তাকে মেরে খেয়ে ফেলল। সর্প মৃত্যুর পর অনুরাধপুরে দুট্ঠগামনি রাজার জনৈক অমাত্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করল। তাঁর নামকরণ করা হলো তিষ্যামাত্য। সে হিরণ্য-সুবর্ণ, গো-মহিষ, দাস-দাসী ইত্যাদি বহুবিধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। মাত্র স্বরনিমিত্ত গ্রহণে এরূপ মহৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। অহো, সদ্ধর্মের কী প্রভাব! তাই বলা হয়েছে :

১. অহো, মহামহিম সুগতের ধর্মের প্রভাব কত অকল্পনীয়! তিনি জন্মগ্রহণ করে জগৎপূজ্য কর্ম সম্পাদন করেছেন।

২. সুগতের ধর্ম নির্ধনকে ধনবান, অকুলীনকে কুলীন, দুর্মেধকে সুমেধ (religions sacrifice) করে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. ধর্মে বিরত ব্যক্তির অপায়পথ সুগম হয়, আর সৎপথে বা ধর্মে রমিত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন।

৪. এই অমৃতময় সদ্ধর্ম জরামরণ প্রহীণ করতে অর্থাৎ নির্বাণ লাভে সাহায্য করে, কাজেই অতি আগ্রহসহকারে তা সেবন বা আচরণ করা উচিত।

৫. ঘরসর্প এই ধর্ম শ্রবণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ও সৌভাগ্য লাভ করেছে; যে ধর্ম অর্থযুক্ত কে সেই ধর্ম শ্রবণ বা আচরণ করবে না! সে পরবর্তী সময়ে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তুষিত স্বর্গে মনোরম কনকবিমানে জন্মগ্রহণ করেছিল।

৬. ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী শুনে ভজনা করা, পূজা করা ও অনুশীলন করা এবং স্থিত অবস্থায়, গমনকালে, শয়নের সময় তদ্‌গত হয়ে স্মরণ করা উচিত।

৯.২ শিকারির (নেসাদ) উপাখ্যান

রোহণ জনপদের মহাগ্রামে বিধল নামে এক শিকারি বাস করত। তার গৃহে মৃগ, শূকর, ময়ূর, শুক, বর্তক, নানাপ্রকার জলচর প্রাণী এবং কুকুরের পাল, মৃগপক্ষী এবং বরশি, তির-ধনু ইত্যাদি শিকারের সরঞ্জাম সকিছুই ছিল। সে প্রতিদিন পাঁচশ প্রাণী হত্যা করত এবং পাঁচশ প্রাণী প্রজনন করাত। সে তির নিক্ষেপ করে বহু প্রাণীকে হত্যা করত। কোনো কোনো সময় সে প্রতিদিন শত শত হত্যা করত। এভাবে প্রাণীদের প্রতি নির্দয় করুণাহীন হয়ে প্রাণীর লোহিত মাংস আগুনে পাক করে খেত ও রক্ত পান করত এবং মাংস বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করত। সে একসময় বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে মাংস না পেয়ে 'মাংস ব্যতীত খাব না' বলে এক মুষ্ঠি তৃণ নিয়ে গোবাছুর-স্থিত স্থানে গিয়ে দিল, বাছুর খাওয়ার জন্য জিহ্বা বের করলে ছিঁড়ে নিয়ে রান্না করে খেয়েছিল। সেদিন রাতে তার গাত্রদাহ উৎপন্ন হলো। লৌহকূট ও লৌহমুদ্গর দিয়ে যেন তার মস্তকে আঘাত করছিল; সমস্ত শরীর তীক্ষ্ণবর্শার দ্বারা যেন বিদ্ধ করছিল, শূলে নিপতিত হওয়ার মতো সারারাত স্বস্তি না পেয়ে রাত অতীত হলে মহাগ্রামের তিষ্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে দাঁড়াল। ভিক্ষুগণও 'এ ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী' বলে জ্ঞাত হয়ে দেবদূত সূত্র দেশনা করলেন। তখন হতে সে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। একদিন সে সমুদ্রক্রীড়া করে স্নানান্তে বহুজনতার সঙ্গে গোধ সমুদ্রে গিয়ে ক্রীড়া করছিল। তখন এক নাগরাজ তাকে খাওয়ার জন্য আসছিল। নাগ তাকে খাওয়ার জন্য আসছে বুঝতে পেরে ইতিপূর্বে শ্রুত দেবদূত সূত্র স্মরণ করল। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত বুদ্ধপুত্রগণ (ভিক্ষুগণ) কর্তৃক জ্ঞাত ধর্ম আমা কর্তৃক শ্রুত হয়েছে, তাঁর ধর্মের প্রভাবে আমার যেন অন্তরায় না হয়, চিন্তা করল। নাগরাজ ধর্মের প্রভাবে তাকে না মেরে স্বীয় ভবনে নিয়ে গেল এবং বলল, 'সৌম্য, তুমি কী কারণে মৃত্যুকে ভয় কর না। আমাকে বল।' সে-ও তার ধর্মানুভবের বিষয় বলার জন্য এরূপ বলল :

১. মহানাগ, যা ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব উপদ্রব বিনাশ করে এবং মধুময় প্রেম বর্ধন করে সেই ধর্ম আমা কর্তৃক শ্রুত হয়েছে।

২. হে নাগরাজ, তা অনুসরণ করায় আমার কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভয় উৎপন্ন হয়নি, কারণ ধর্ম হীরক-বর্মসদৃশ।

তখন নাগরাজ বলল :

৩. আমিও সুগতদেশিত ধর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক বন্ধু। তোমা কর্তৃক শ্রুত ধর্ম আমাকে প্রকাশ কর।

অনন্তর সে সংক্ষেপে নরককথা বলল। তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

৪. যে ব্যক্তি অধিক পাপ করে এবং পাপে ভয়হীন হয়, সে নিঃসংশয়ে মহানিরয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৫. তার চতুর্দিকে, চতুর্দ্বারের সমগ্র অংশে লৌহপ্রাচীরের প্রান্ত পর্যন্ত এ নরকাগ্নি প্রসারিত হয়।

৬. তার চতুর্দিকে লৌহময় ভূমি জ্বলতে থাকে, সমগ্র স্থানব্যাপী সতত প্রজ্বলিত লৌহাগ্নিতে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বা অবস্থান করতে হয়।

৭. কৃত পাপের জন্য অবিরাম দুঃখও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, মনে হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মহা অবীচি নরকে দুঃখ ভোগ করছে।

৮. সে নিদারুণ যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করে ও ইতস্তত ছোটাছুটি করে, এরূপ দুঃখ হতে তাকে মুক্তি দিতে কে সমর্থ!

৯. যার লৌহময় অগ্নিজাল বিস্তৃত, যার অন্তরাগ্নি জটিল, সমুদ্রজলও তাকে উপশম করতে পারে না।

১০. তাকে (পাপী) চতুর্দিক থেকে পাথরাদি নিক্ষেপ করা হয়, নিক্ষিপ্ত পাথরে তার নরম দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়।

১১. এভাবে দুশ্চরিত্র পাপী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দুঃখে আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়ত অসীম কষ্ট ভোগ করে।

১২. সে নিদারুণ অসহায় বোধ করে, বিচলিত বা চিন্তিত থাকে, দুঃখে আর্তনাদ করে; সে যে অসহ্য অতুলনীয় তীব্র দুঃখ বোধ করে তা অবর্ণনীয়।

১৩. ষোড়শ বৃহৎ ও স্থূল আঙুলসদৃশ কণ্টকাকীর্ণ জ্বলন্ত লৌহময় যষ্টি একযোজন ঊর্ধ্ব হতে তার দেহে নিক্ষেপ করা হয়।

১৪. সে চণ্ডালসদৃশ যমদূত কর্তৃক বার বার তাড়িত হয় এবং যষ্টিও শক্তিশেলের দ্বারা বিদ্ধ হয়।

১৫. তার পেছনে জলহস্তী চিৎকার করে, বীভৎস আর্তনাদ করে, তখন পাপী ভীত হয়, রুদ্রমুখ হয়—এভাবে পুনঃপুন হয়ে থাকে।

১৬. মুখ উত্তোলন করলেই যেন যক্ষ তাকে উঁকি দেয়, সে ভয়ে নিমীলিত চোখে শরীর গুটিয়ে যেন গুহায় লুকিয়ে থাকে।

১৭. যথেচ্ছ প্রাপ্ত না হয়ে সে সুচের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে ভীষণ যন্ত্রণায় অবচেতন হয় এবং যে দুঃখ প্রাপ্ত হয় তার উপমা নেই।

১৮. নিরয়ের দুঃখ যে কত নিদারুণ তা বর্ণনাতীত—এ বিষয় বুদ্ধ জ্ঞাত হয়ে প্রকাশ করেছেন।

১৯. চন্দনকে যেমন অগ্নি হতে দূরে রাখতে হয়, তেমনই অন্তরকে নিরয়রূপ আগুন হতে দূরে রাখতে হয়।

২০. ত্রিশূলদ্বারা শত বিদ্ধ হলে অচিন্তনীয় দুঃখ পেতে হয়, সেরূপ নারকীরাও অসীম দুঃখ ভোগ করে।

২১-২২. অবীচি, বিষ্ঠা-নিরয়, জ্বলন্ত অঙ্গার, কোটি যষ্টি (বেত্র), অসি এবং ক্ষারনদী সেখানে বিরাজ করে; অঙ্গারময় পর্বত, রৌরব (নরক), কালহস্তী, মহালৌহকুম্ভী ইত্যাদি একসঙ্গে উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ একত্রে এসে যেন নারকীকে আহ্বান করে বা নরকযন্ত্রণা দান করে।

২৩. পাপকারী অসীম দুঃসহনীয় অতি ভয়ংকর ভীতিজনক নিরয়ে পতিত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করে।

২৪. এভাবে একের পর এক বহু বিপাক ভোগ করতে থাকে, দুর্বাক্যভাষীও বহুশত বছর ধরে এরূপ অশেষ দুঃখ ভোগ করে থাকে।

২৫. এই নারকীরা এরূপ দুঃখ ভোগ করে কখন দুঃখের অন্তসাধন করে আলো জ্বালাবে বা আলোর সন্ধান পাবে!

২৬. পাপ অগ্নির ন্যায় দহন করে, শ্রদ্ধাহীনতার কারণে পাপী নিদারুণ দুঃখে পতিত হয়।

২৭. সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি ঋষিগণের (বুদ্ধ ও বৌদ্ধভিক্ষু) উপদেশে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পাপকর্ম বর্জন করেন এবং দুঃখ ভোগ করেন না।

২৮. কণ্টকদ্বারা যেমন ঘা পরিষ্কার করে উপশম করতে হয় তেমনই অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে দুঃখের অন্তসাধন করতে হয়।

২৯. বহু সহস্র বছর নিরয়ে তীক্ষ্ণ নরকাগ্নি ভোগ করে এ দুঃখ থেকে কেমন করে অবতীর্ণ হবে।

৩০. কর্মের বিপাকজনিত কারণে প্রাণিরা নিরয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেও জীবন্ত থাকে, অহো, কর্মের বিপাক কত নির্মম!

৩১. সুখ লাভের ইচ্ছায় মুহূর্তের জন্যও যদি অপকর্ম করে, তাহলে তার বিপাকও অধিক পেতে হয়।

৩২. কোন ব্যক্তি দুঃখের এরূপ ভয়বহতা জেনে ক্ষণিকের জন্যও অনুমাত্র পাপকর্ম করবে?

৩৩. অহো, সুখকামী কোন ব্যক্তি সৎকর্ম পরিত্যাগ করে এরূপ দুঃখকারক কর্ম সম্পাদন করবে?

৩৪. দুঃখকে যারা ভয় করে তাদের উচিত পাপকে এবং দুঃখকে ভয় করা এবং সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করা।

৩৫. পাপকর্ম প্রদীপ্ত অঙ্গারসদৃশ, গভীর খাদ এবং প্রপাতসদৃশ ভয়ানক—এটা লক্ষ্য করে দুর্গতিময় পাপকর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত।

৩৬. অমৃত ও বিষ যদি হস্তগত হয় তাহলে অমৃত ত্যাগ করে বিষ পান

করলে দারুণ দুঃখ ভোগ করতে হয়।

৩৭. এই জীবনে মানুষেরা এরূপ সম্পদ লাভ করে পুণ্যকর্ম বর্জন করে পাপকর্মে রমিত হয়।

এভাবে সে তাকে ধর্মকথা বলে নিরয়ের দুঃখ বর্ণনা করল। নাগরাজও তা শ্রবণ করে ধর্মকথায় প্রসাদিত হয়ে তাকে সর্বকামদ মণিরত্ন (যে মণিরত্ন হতে ইচ্ছানুযায়ী বস্তু পাওয়া যায়) প্রদান করল। ব্যাধও মণিরত্নের প্রভাবে দানাদি পুণ্যকর্ম করত। একসময় মণিরত্নটি স্ত্রী-পুত্রকে দিয়ে তিষ্য মহাবিহারে গমন করে ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করে পরবর্তীকালে দেবদূত সূত্র শ্রবণ করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তা দেখে তথাকার লোকজন বলল, 'বিধল প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে দানাদি দশবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন।'

৩৮. শিকারি (ব্যাধ) পূর্বে প্রমাদ ও মোহগ্রস্ত থেকে পরে অপ্রমত্ত ও মোহমুক্ত হয়ে বিচরণ করত সুগত ধর্মে রমিত হয়েছিল; বস্তুত এরূপ ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের অনুসারী।

৯.৩ হেমা সুন্দরীর উপাখ্যান

তাম্রপর্ণি দ্বীপে অনুরাধপুরের পশ্চিম পাশে একটি গ্রামে জনৈক কুলপুত্রের এক কন্যা ছিল। সে ছিল উত্তম রূপবতী, পরমা সুন্দরী এবং তার রূপ কবিগণের বর্ণনীয়। সে ছিল খুব মেধাবী, একবারমাত্র শ্রবণ করে সে সবকিছু ধারণ করতে পারত। তার দেহের রং ছিল সোনার মতো। তাই তার মাতাপিতা নাম রাখেন হেমা। সে একদিন পিতার সঙ্গে ধর্ম শ্রবণ করার জন্য বিহারে গিয়েছিল। তখন ভিক্ষুগণ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করছিলেন। সে স্বাভাবিক মেধাবশত অনন্যমনে ধর্ম শ্রবণ করল। সে মুক্তা সংগ্রহের ন্যায় এক অক্ষরও বাদ না দিয়ে অর্থকথাসহ সমগ্র সূত্র ধারণ (উত্তমরূপে গ্রহণ) করল। পরবর্তী সময়ে মহাতীর্থ পট্টনবাসী এক বণিকপুত্র ব্যবসার কাজে পশ্চিম দিকে গিয়ে বাণিজ্য করার সময় হেমাকে দর্শন করে অনুরাগচিত্ত হয়ে তার সঙ্গে অবস্থান করে তাকে প্রেমবন্ধনে বেঁধে মহাতীর্থে কোনো কর্মোপলক্ষ্যে গমন করে আর প্রত্যাগমন করল না। হেমা বহুদিন প্রতীক্ষার পর অনুরাগ ও মোহাবিষ্ট হয়ে বণিকপুত্রকে খোঁজ করার জন্য একদিন রাতে একাকী মহাতীর্থ গমন করে সমুদ্রপথে 'শীঘ্র গমন করব' বলে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে চুল বেঁধে দৃঢ়রূপে মালকোঁচা করে সমুদ্র পাড়ি দিতে আরম্ভ করল। অহো, অনুরাগ এত প্রবল যে দীর্ঘ পথও তার কাছে অন্তর্গৃহে গমনের মতো মনে হলো। তাই বলা হয়েছে :

১. সে যক্ষিণীর মতো রাগাবিষ্ট, অনুরাগে বিমোহিত; সে কারণ-অকারণ

কিংবা হিতাহিত জানে না।

২-৩. তাই সে মাতাপিতা, জ্ঞাতিমিত্র ও হিতৈষীদের অজ্ঞাতে অনুরাগরূপ বর্ম পরিধান করে একাকী ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাতে আলো প্রজ্বলিত করে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরবহুল বিষম পথে :

৪-৫. যেখানে অজগর, বিষধর শর্দুল, ভল্লুক ইত্যাদি বিচরণ করে, শর্কুলাদির বীভৎস চিৎকার, যেখানে যক্ষ, প্রেত পিশাচাদির ভয় আছে, শ্মশানের মহাভয় ইত্যাদি উপেক্ষা করে,

৬. মানসপটে তৃষ্ণারূপ অস্ত্র দৃঢ়ভাবে ধারণ করে বহু বিপদসংকুল ও বন্ধুর পথ অবলম্বন করেছিল।

৭-৮. কুম্ভীর-হাঙ্গর-মহাশ্বাপদ সমাকীর্ণ দুস্তর পারাপার সমুদ্র সে পাড়ি দিয়েছিল। সেই কন্যার (হেমা) অন্তরে কোনো ভয় নেই, তার হৃদয় অনুরাগ-প্রদীপ্ত; সে মনকে সেরূপ দৃঢ় না করলে কীভাবে ভয়ের বিনাশ করবে!

অনন্তর এক নাগরাজ তাকে সমুদ্রের মাঝখানে পাড় হতে দেখে এরূপ জিজ্ঞেস করল :

৯. হে অপরূপ সুন্দরী নীলাক্ষি, তুমি কেন এরূপ ঢেউ আর বুদ্‌বুদ সমাকীর্ণ অগাধ জলধি পাড়ি দিয়ে!

অতঃপর হেমা বলল :

১০. হে নাগরাজ, তুমি চিরকালব্যাপী সজ্জনের রক্ষায় রমিত; নাগরাজ, আমাকে বলো এই জলধি পাড় হওয়ার উত্তম পথ, আমার চিত্ত প্রেমিকের বশীভূত।

১১. এই মহানিশায় আমি কেমন করে যাব যেখানে আমার প্রাণাধিক স্বামী বাস করে!

১২. তরুণেরা কখনো কী একাকী ভয় করে! আমার প্রেমিকের আমার প্রতি দৃঢ় প্রেম (তৃষ্ণা) নেই।

অনন্তর নাগরাজ বলল, 'ভদ্রে, তুমি অকরণীয় কর্মে নিয়োজিত হয়েছ। অহো সাহসিনী!' এরূপ বলে জিজ্ঞেস করল, 'লঙ্কাবাসীরা কমবেশি ধর্মপদ জানে, তুমি কি জান?' সে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। অর্থকথাসহ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি।' তারপর নাগরাজ সমুদ্রের মাঝখানে স্বীয় প্রভাবে রক্তময় মণ্ডপ প্রস্তুত করে অলংকৃতাসনে তাকে বসিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করল, 'প্রভু, ভগবৎ কর্তৃক দেশিত ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করুন।' সে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধর্মদেশনা করল। নাগরাজ ধর্ম শ্রবণ করে প্রসন্ন হয়ে তাকে সর্ব অলংকারের দ্বারা অলংকৃত করে সর্ব কামদ মণি (যে মণির নিকট ইচ্ছানুযায়ী বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়) তার হাতে দিয়ে স্বীয় ঋদ্ধির প্রভাবে

মহাতীর্থে বণিকের গৃহে পৌঁছিয়ে দিল।

প্রভাত হলে লোকজন মণিরত্নটি দেখে জিজ্ঞেস করল, 'এই মণিরত্ন তুমি কোথায় পেয়েছ?' সে পূর্ববর্তী সব বিষয় ব্যক্ত করল। কিন্তু মানুষেরা তার কথা বিশ্বাস না করে অনুরাধপুরে গিয়ে রাজাকে অবহিত করল। রাজাও তাকে আনিয়ে তার হাত হতে মণিরত্নটি নিলেন। তার হাত হতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে মণিটি পাষাণে পরিণত হলো। এটা দেখে রাজা পুনরায় তাকে ফেরৎ দিলেন। তার হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণি জ্বল জ্বল করতে লাগল। এভাবে রাজা তৃতীয়বার পরীক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?' সে ইতিপূর্বে সংঘটিত বিষয় ব্যক্ত করলে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে সহস্র মুদ্রা দিয়ে তাকে তার গ্রামে প্রেরণ করলেন। সে তদবধি যথাযথ ধর্মে রত থাকত, ধর্ম শ্রবণ করত, উত্তমরূপে ধর্ম শিক্ষা করত, ধর্মত চলত এবং ধর্মত জীবনযাপন করত। ধর্মত প্রাপ্ত বিষয়াদির দ্বারা দানাদি পুণ্যকর্মে যথায়ুষ্কাল নিয়োজিত থেকে স্বর্গবাসী হয়েছিলেন।

১৩. যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম অনুশীলন করে, ধর্মে অনুরক্ত হয়, ধর্মকথা বলে, ধর্মধ্বজ ও ধর্মধর হয়, দেবগণও তার ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

৯.৪ একচক্ষু শৃগালের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে গণ্ডগোর্ণ নামক গ্রামে এক শৃগাল এদিক-ওদিক খাদ্য অন্বেষণ করে একটি শজারুকে দেখে ধরার জন্য অনুধাবন করতে লাগল। তখন শজারু পালক-কাঁটা নিক্ষেপ করতে লাগল।

শজারুর একটি পালক কাঁটা এসে শৃগালের চোখ বিদ্ধ করল। এ জন্য সে একচক্ষু (কানা) শৃগাল নামে অভিহিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শৃগাল সেই গ্রামের অভ্যন্তরে খাদ্য অন্বেষণে এদিক-ওদিক বিচরণ করছিল। তখন এক অজগর তাকে বিচরণ করতে দেখে কুণ্ডলাকারে পেঁচিয়ে ধরল। সে সময় এক গোপাল গোরু অন্বেষণ করতে করতে অজগর কর্তৃক শৃগালকে জড়ানো অবস্থায় দেখে তার প্রতি করুণাবশত অজগরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মুক্ত করল। অজগর শৃগালকে ত্যাগ করে গোপালকে ধরল। শৃগাল 'আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত' মনে করে দ্রুত গিয়ে অজগরের দেহের বিভিন্ন অংশে কামড়াতে লাগল এবং শব্দ করতে লাগল। তাকে মুক্ত করতে অসমর্থ হয়ে সে নিকটস্থ খেতে কৃষিকর্মে রত লোকজন দেখে ত্বরিত বেগে তথায় গিয়ে শব্দ করে সেখানে রক্ষিত একজনের কাপড় মুখে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। মানুষেরা হইচই করেও বস্ত্র শৃগালের মুখ হতে ফেলাতে অসমর্থ হয়ে বড়ো ঢিল ও দণ্ডাদি হাতে নিয়ে তাকে অনুধাবন করতে লাগল। শৃগাল অজগরের সামনে কাপড় রেখে

দাঁড়াল। মানুষেরা অজগরকে দেখে, হত্যা করে গোপালকে মুক্ত করল। এভাবে তির্যক প্রাণীও স্বীয় উপকারের বিষয় বিবেচনা করে প্রত্যুপকার করেছিল। মনুষ্যগণেরও কারণাকারণ অবগত হয়ে অবশ্যই মিত্রের প্রত্যুপকার করা কর্তব্য। তাই বলা হয়েছে :

১. যে মিত্র দুঃখের সময় পরাঙ্মুখ এবং সুখের সময় সম্মুখে থাকে সে ছদ্মবেশী মিত্ররূপে জানবে।

২. মিত্রের দুঃখে যার মন ব্যথিত হয়, সমদুঃখী হয়, মিত্রের হিত করে সে-ই প্রকৃত মিত্র।

৩. প্রকৃত মিত্র অকর্তব্যকাজে বাধা দেয়, সৎকাজে উৎসাহিত করে, গুণ প্রকাশ করে এবং নির্গুণ গোপন করে।

৪. প্রকৃত মিত্র প্রয়োজনে অন্ন, বস্ত্র, ধন ইত্যাদি প্রদান করে, সে মনেপ্রাণে মিত্রের হিতসাধন করে।

৫. প্রাণিহত্যা, চৌর্যাদি পাপকর্ম হতে বিরত করে এবং কুশলকর্মে নিয়োজিত করে।

৬. মিত্র মিত্রের প্রতি সর্বদা আনন্দময় ও সুন্দর বাক্য বলে, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, এটাই তার মিত্রতার লক্ষণ।

৭. যে মিত্রের শত্রু সে হচ্ছে আত্মশত্রু, সে ইহজন্মে নিন্দিত ও পরজন্মে নরকগামী হয়।

৮. যে মিত্রকে কষ্ট দেয় না সে সুখী হয়, সর্বপ্রাণীর প্রিয় হয় এবং জনগণের মধ্যে লোকোত্তম হয়।

তখন হতে তারা পরস্পর মিত্রধর্মে স্থিত হয়ে এবং মিত্রধর্ম গ্রহণ করে আজীবন বসবাস করে জীবনাবসানে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেছিল।

৯. সর্বদা উত্তম ব্যক্তির সেবা করবে, মধ্যম অধমের প্রতিও যথাযথ ব্যবহার করবে, অমিত্র বা মিত্রদ্রোহীরা সর্বদা দুঃখে নিপতিত হয়।

৯.৫ নন্দিবণিকের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে মহাতীর্থ পোতাশ্রয়ে নন্দি নামক জনৈক বণিক বাস করতেন। তিনি ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। অনন্তর তিনি একসময় তাঁর স্ত্রীকে রেখে বাণিজ্যের জন্য নৌকাযোগে যাত্রা করেছিলেন এবং তিন বছর অতিক্রম করেছিলেন। সে সময় রাজা শিব নামক জনৈক অমাত্যকে গ্রামপ্রধানের পদে নিয়োগ করেছিলেন। তখন সেই অমাত্য মহাতীর্থের রাস্তাসমূহ পরিচ্ছন্ন করায়ে অলংকৃত করাল। তিনি স্বয়ং স্নান করে সর্বালংকারে সজ্জিত হয়ে মহাসৈন্যবাহিনী-পরিবৃত হয়ে অলংকৃত রথে আরোহণ করে পোতাশ্রয় প্রদক্ষিণ

করতে করতে নন্দি বণিকের গৃহদ্বারে উপনীত হলেন। সেই সময়ে বণিকের স্ত্রী কেয়ূর (বাহুবন্ধ অলংকার), কণ্টক (কজিবন্ধ অলংকার) নূপুরাদি সর্বালংকারে বিভূষিত হয়ে দাসিবৃন্দ-পরিবৃত হয়ে এক পরিচারিকার শরীরে ভর দিয়ে অর্ধাঙ্গ দৃশ্যমান অবস্থায় সজ্জিত প্রাসাদের উপরে উৎসব অবলোকন করে দাঁড়িয়েছিলেন; অমাত্য তাঁকে দেখে উন্মাদের মতো মূর্ছিতপ্রায় ও বিভ্রান্ত চিত্ত হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, বলা হয়েছে :

১. শরদ্বারা হরিণ বিদ্ধ হলে যেরূপ বেদনা অনুভব করে সেরূপ এর (হেমা) নেত্রশরের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে সে যেন মোহিত হলো।

২. চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু পড়তে লাগল এবং রোদনউন্মুখ হলো, সে জনগণকে জিজ্ঞেস করল—এই সুন্দরী কে এবং কার কন্যা?

জিজ্ঞাসিত জনগণের মধ্যে একজন এরূপ বলল :

৩. এখানে নন্দি বণিক নামক এক মহাধনী ব্যক্তি আছেন, এই সুদর্শনা নীললোচনা তাঁরই স্ত্রী।

তখন অমাত্য জিজ্ঞেস করল, 'এখন বণিক কোথায় আছে?' তারা বলল, 'তিনি এখন নৌকাযোগে বিদেশে গিয়েছেন, তিনি আসছেন না তিন বছর অতীত হতে চলল।' এ বিষয় অবগত হয়ে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এক পরিচারিকাকে ডেকে গোপনে সহস্র মুদ্রা দিয়ে তাঁর নিকট প্রেরণ করল, সে হেমার বাড়ি গিয়ে তাঁকে বলল :

৪. একচক্ষু-বদন যেমন শোভা পায় না, তেমনই প্রেমিক ছাড়া প্রেমিকা শোভা পায় না।

৫. হস্তীর এক দন্ত যেমন শোভা পায় না, তেমনই প্রেমিক ব্যতীত প্রেমিকাও শোভা পায় না।

৬. যদি হেমলতা শ্বেতচন্দনের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে উভয়ে উত্তমরূপে শোভিত হবে।

তার কথা শুনে বললেন, 'আমি আমার পূর্ব শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কাছে এরূপ শুনেছি, এরূপ পূঁতিগন্ধময় দেহের অধিকারী কে হবে?' বলে এরূপ বললেন :

৭. মূর্খদের ইন্দ্রজালের দ্বারা আবিষ্ট করার মতো এই দেহ পূঁতিগন্ধজাত এবং এই দেহ (শব) পূঁতিগন্ধে নিমজ্জিত।

৮. কেশ-লোমাদি বত্রিশ প্রকার অশুচি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত এই দেহে মূর্খগণই রমিত হয়।

৯. মহামূল্য অন্নপানীয়, খাদ্যভোজ্য একদ্বারে প্রবিষ্ট হয়, নবদ্বারে নির্গত হয়।

১০. মহামূল্য অন্নপানীয়, খাদ্যভোজ্য আহার করে সমস্তই নিষ্ক্রান্ত হয়ে

বিলীন হয়ে যায়।

১১. মহামূল্য অন্নপানীয়, খাদ্যভোজ্য আহার করে অনিষ্টকারী হয়ে অতি ঘৃণ্য বস্তুরূপে নিষ্ক্রান্ত হয়।

১২. মহামূল্য অন্নপানীয়, খাদ্যভোজ্য একরাত্র মাত্র দেহে থাকে, সমস্তই পূঁতিগন্ধময় হয়।

১৩. এই পূঁতিময় দেহ দুর্গন্ধযুক্ত, অশুচি ও বিষ্টার মতো, এই দেহ চক্ষুষ্মান কর্তৃক নিন্দিত এবং মূর্খগণ কর্তৃক নন্দিত।

১৪. এই দেহ সতেজ চর্মাবৃত, কিন্তু এতে রয়েছে নয়টি মহাক্ষত দ্বার যা দ্বারা নিয়ত অশুচি, পূঁতিগন্ধ নির্গত হয়।

১৫. যদি এ দেহের অভ্যন্তরভাগ বহিঃপ্রকাশ পায় (অর্থাৎ চর্ম অনাবৃত হয়) তাহলে মুহূর্তের মধ্যে কাক-কুকুরে খেয়ে ফেলবে।

১৬. অলংকার প্রতিমণ্ডিত এই দেহকে অনুরাগান্ধ ব্যক্তি সুশ্রীরূপ হিসেবে প্রত্যক্ষ করে।

এরূপ শরীরকে কোন ব্যক্তি কামনা করে?

এভাবে প্রেমের (কাম) অপকারিতা বর্ণনা করে তিনি তাঁর অনিচ্ছার কথা জানালেন। তা শুনে পরিচারিকা অমাত্যের নিকট গিয়ে সমস্ত বিষয় অবহিত করাল। অমাত্য তার কথায় রাগাগ্নিতে দগ্ধ হতে লাগল। সে পরিচারিকাকে আরও দুই হাজার টাকা দিয়ে পুনরায় পাঠাল। বণিক-স্ত্রী তাকে দেখে 'এই ব্যক্তি তুষ্ট হয়নি' বুঝতে পেরে বললেন, 'বোন, এ দেহ নিঃসার, জরা-মরণ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। সমস্ত দেহ (স্বাস্থ্য) ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যৌবন জরায় পরিণত হয়, সমস্ত জীব মৃত্যুধর্মী; পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী জন্মের অধীন, জরার অধীন, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'

তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

১৭-১৮. বিপুল সংখ্যক পাথর আকাশছোঁয়া পর্বতে পরিণত হয়ে চারদিকের সমস্ত কিছুকে যেমন ধ্বংস করে তেমনিভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুস সকল প্রাণীই জরা-মৃত্যুতে আবর্তিত হয়।

১৯. মৃত্যু সবকিছুকে মর্দন (গ্রাস) করে। কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, এমনকি হস্তী রথ, সৈন্য, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা যুদ্ধ করে অপরকে জয় করতে পারে বটে কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে পারে না।

২০. আজ, কাল কিংবা পরশু মৃত্যু কখন হবে জানি না; তবে মৃত্যু বর্তমান, আমার সন্নিকটে, যে-কোনো সময় মৃত্যু গ্রাস করতে পারে।

২১. কীসের হাসি, কীসের আনন্দ, কামে ও ধনে কেন রমিত! যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাসহকারে চিন্তা করে তার ভাত পর্যন্ত খেতে রুচি হবে না।

এভাবে নানাপ্রকার কারণ ব্যাখ্যা করে পরিচারিকাকে উত্তেজিত করে পাঠালেন। অমাত্য তার কাছে সববিষয় শ্রবণ করে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে চার সহস্র মুদ্রাসহ পরিচারিকাকে পুনরায় পাঠাল। নন্দি বণিকের স্ত্রী তাকে তৃতীয়বার আসতে দেখে বললেন :

২২. যে ব্যক্তি অপরের জিনিস আত্মসাৎ করে সে পৃথিবীতে তীব্র নিন্দার্হ ও দন্ডার্হ হয়।

২৩. যে যোজন পরিমাণ ঊর্ধ্ব হতে ষোলো আঙুল পরিমিত কণ্টকের দ্বারা সর্বদা বিদ্ধ হয় ও অসহ্য দুঃখ ভোগ করে। এভাবে নানা কারণাদিসহ তাকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মূর্খ পুনরায় স্বীয় মূঢ়তাবশত দ্বিগুণ উপঢৌকনসহ পরিচারিকা পাঠাল। বণিক-স্ত্রী চতুর্থবার তাকে আসতে দেখে চিন্তা করলেন, 'এই নির্লজ্জ ব্যক্তিকে এখন কর্কশ বাক্যদ্বারা বিরক্ত করব।' অনন্তর এরূপ বললেন :

২৪. মরীচিকা ঘটিবাটি যেভাবে পূর্ণ করে (অর্থাৎ মরীচিকা ঘটিবাটিকে আচ্ছন্ন করে) সেরূপ তার সঙ্গে আমারও কামসঙ্গম হবে না।

২৫. শরৎকালের শিশির বালুকা সিক্ত করে; সে যদি গৃহে আলোকিত করেও তার সঙ্গে সঙ্গম বা মিলন হবে না।

২৬. ন্যগ্রোধ, দুম্বর, অশ্বত্থ প্রভৃতি বিভূষিত হয়েও যদি আমার গৃহে আগমন করে তবুও তার সঙ্গে সঙ্গম হবে না।

২৭. চাঁদ যেভাবে পঙ্কজ কানন আলোকিত করে, সেরূপ সে যদি আমাকে আলোকিত করে তবুও তার সঙ্গে সঙ্গম হবে না।

২৮. যদি সে মহাকেরব বন আলোকিত করে তবু তার সঙ্গে আমার সঙ্গম হবে না।

২৯. আমার স্বামীর জীবদ্দশায় অন্য কোনো স্বামী নেব না, কল্পলতা কি কখনো কাকের বাসায় থাকে?

এভাবে বলে তিনি পুনরায় বললেন, 'বোন, যদি আমার স্বামী জীবিত না থাকেন তখন জানাব।' এরূপ বলে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে গিয়ে সমস্ত কথিত বিষয় তাকে (অমাত্যকে) অবহিত করল। অমাত্য এবার ভাবল, 'এর স্বামীকে হত্যা করে আমি তার কাছে যাব।' অতঃপর তার মৃত্যুর উপায় চিন্তা করতে লাগল এবং বহু ভূত-বৈদ্য সমবেত করিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে উপবিষ্ট তোমাদের মধ্যে বিদেশগত নন্দি বণিককে হত্যা করতে কী সমর্থ?' উপস্থিত সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করল। তন্মধ্যে একজন অতি দক্ষ বৈদ্য বলল, 'আমি সমর্থ।' সে রাত্রির মধ্যমযামে প্রয়োজনীয় পূজার উপকরণ নিয়ে অমাত্যসহ পিশাচ-যক্ষ-রাক্ষসের আবাসস্থল—যেখানে স্তূপীকৃত ছড়ানো নিক্ষিপ্ত

বহু মৃতদেহ—সেই মহাতীর্থ শ্মশানে গিয়ে কাক-কুকুরাদি স্পর্শ করেনি এরূপ সদ্য নিক্ষিপ্ত একটি মৃত মানুষ দেখতে পেল এবং প্রয়োজনীয় পূজার বিধানাদি সম্পন্ন করে অমাত্যের পৃষ্ঠপাশে উপবিষ্ট করিয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে উদক-প্রসাদ নিয়ে মৃত দেহে আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ সেই দেহে এক অমনুষ্য প্রবেশ করল। সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তোমাদের জন্য কী করতে পারি।'

ভূত-বৈদ্য বলল, 'তুমি এই অসিটি নিয়ে নন্দি বণিককে হত্যা করে আসো।' সে 'উত্তম' বলে নৌকাযোগে আসার সময় বণিককে হত্যা করব'—এরূপ চিন্তা করে মুখ হতে অগ্নি বিসর্জন করতে করতে ওষ্ঠ কামড়িয়ে বীভৎস লোচনে সমুদ্রের উত্থাল ঢেউ মর্দন করে অসি উত্তোলন করে যেতে লাগল। নৌকার লোকজন তাকে আসতে দেখে ভীত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। আর্তনাদ শুনে বণিক জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কীজন্য কান্না করছ?' তারা তাকে উক্ত বীভৎস অমনুষ্যের আগমনের কথা জানাল। তিনি তখন বললেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা অপ্রমত্তভাবে মৈত্রীভাব পোষণ কর; মৈত্রীর সমান প্রতিশরণযোগ্য কিছু নেই। সকলে সম্যকসম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ কর।' তা শুনে তারা সকলে 'বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি' বলে শরণে প্রতিষ্ঠিত হলো। যেন ধাবমান কোনো পাষাণ অন্য একটি পাষাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্থির হলো—এরূপে সেই অমনুষ্য শরণরূপ পাষাণপ্রাকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অগ্রসর হতে অসমর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে ভূত-বৈদ্যের সম্মুখে খড়্গ নিক্ষেপ করে মৃতদেহ রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। বৈদ্য পুনরায় মন্ত্রপাঠ করে অমনুষ্যকে এনে পূর্ববৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রেরণ করল। নৌকার অপরাপর সঙ্গীরা বণিককে সামনে রেখে পূর্বরূপ শরণ ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হলো। চতুর্থবারও প্রেরিত হয়ে অমনুষ্য তাদের কাছে উপস্থিত হতে পারল না। সে রুষ্ট হয়ে অমাত্য এবং বৈদ্যের শির দ্বিধাবিভক্ত করে মৃতদেহটি সেখানে রেখে অন্তর্হিত হলো। এভাবে অমাত্য অন্যকে মারতে গিয়ে কৃতকর্মের ফলে নিজেই মারা গেল। তাই বলা হয়েছে :

৩০. অমাত্য ও বণিকের মতো যে দোষহীন গুণবান ব্যক্তিকে বধ করার জন্য উদ্যত হয় সে নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

অহো! শরণের কী মহা প্রভাব! অমনুষ্যগণও শরণাপন্নের নিকট অগ্নিমশাল নিয়ে এসে মক্ষিকার ন্যায় দূর থেকে বর্জন করে।

তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

৩১. তথাগত চতুর্বিধ মারকে স্বীয় শক্তির দ্বারা জয় করেছেন। অতএব, করুণা-প্রসারিত শরণে কেন গমন করবে না?

৩২. তাঁর সদ্ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত; সংসার ভয়সংকুল করুণাগুণে

গুণান্বিত বুদ্ধের শরণে কে না গমন করে?

৩৩. সদ্ধর্মরূপ পাত্র অমৃত রসে পরিপূর্ণ; সংঘ পুণ্যের আকর, কেন শরণ গমনে যাবে না!

বণিক নৌকা হতে প্রত্যাগমন করে স্ত্রীর নিকট পূর্বঘটিত বিষয় শুনে তার প্রতি করুণা অন্তরে পুণ্যকর্ম করে অনুমোদন দিয়ে আজীবন স্ত্রীর সঙ্গে পুণ্যকর্ম ও শীল পালন করে সপারিষদ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩৪. পণ্ডিত ব্যক্তিরা এরূপ বিপত্তির মূল কামরাগ পরিহার করেন এবং সুখপ্রদ সৎকর্ম সম্পাদন করেন ও ত্রিলোককে আলোকিত করেন।

৯.৬ মকুল উপাসকের উপাখ্যান

লঙ্কার মহারাজ কাকবর্ণ তিষ্য রাজত্ব করার সময় রোহণ জনপদে কোনো এক গ্রামে মকুল নামে এক উপাসক বাস করতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র, অতি দুঃখকষ্টে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করতেন। তাঁর এক কন্যাকে দ্বাদশ কার্ষাপণের বিনিময়ে মহাগ্রামের জনৈক কুলগৃহে কাজে দিয়েছিলেন। মকুল কন্যাকে ঋণ শোধ করে মুক্ত করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে অতি কষ্টে দ্বাদশ কার্ষাপণ সংগ্রহ করে ঐ গ্রামে যাবার সময় পথিমধ্যে শকট ভেঙে যায়। সেখানে তিষ্য মহাবিহারস্থ চুলতিষ্য স্থবিরকে ভিক্ষাচরণ অবস্থায় দেখতে পান। তাঁকে দেখে তিনি এরূপ ভাবলেন, 'এখন খাবার সময় হয়েছে, গ্রামগুলো এখান হতে দূরে, যদি স্থবির অন্নহীন থাকেন তাহলে সমীচীন হবে না; এখন আমার করণীয় কি?' এভাবে চিন্তা করে করে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক সেক্ষণে এক ব্যক্তি এক মোড়ক ভাত নিয়ে আসছিল। তাকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, 'ওহে, ভাতের মোড়কটি আমাকে দাও, দান দেব।' সে দিতে না চাইলে বলল, 'তাহলে কার্ষাপণের বিনিময়ে দাও।' সে তাতেও দিতে ইচ্ছা করল না। অনন্তর উপাসক ক্রমাগত কার্ষাপণ বর্ধিত করে বললেন, দ্বাদশ কার্ষাপণের বিনিময়ে দেওয়ার জন্য। লোকটি সম্মত হলে ভাতের মোড়কটি গ্রহণ করে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হলেন এবং পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে পাত্র নিয়ে পাত্রে ভাত দিয়ে স্থবিরের হাতে অর্পণ করলেন। স্থবির পাত্র গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে পিণ্ডপাত প্রাপ্তির বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ভাবলেন, 'যদি আমি সরাগে এই পিণ্ড ভোজন করি তাহলে প্রত্যুপকার করতে সক্ষম হবো না।' এরূপ চিন্তা করে একটি বৃক্ষমূলে উপনীত হয়ে ভিক্ষাপাত্র রেখে উপবিষ্ট হয়ে তিনি নিজ দেহের উদয়-ব্যয়ভাব দর্শন করে বিদর্শনমার্গ অবলম্বন করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে অন্ন ভোজন করলেন। তা প্রকাশের জন্য গাথায় বলা হয়েছে :

১. তিষ্য, এই উপাসক তোমার পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, জ্ঞাতি কিংবা সুহৃদ

নয়, দৃষ্ট বন্ধুমাত্র।

২. তুমি ইতিপূর্বে কখনো তাঁর কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকারও করনি, তোমাকে শীলবান বলে জেনে খাদ্য দান করেছে।

৩. তুমি যদি তাঁর অধিক আনিশংস (পুণ্য) ইচ্ছা কর তাহলে সরাগে নয়, বীতরাগ হয়ে ভোজন কর।

৪. এভাবে তিনি নিজেকে উপদেশ দিয়ে নিজে দুঃখ ক্ষয় (আসবক্ষয় বা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া) করলেন, অতঃপর আহারকৃত্য সম্পন্ন করলেন—এভাবে ধীর ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে শোভিত হন।

অনন্তর উপাসক উক্ত গ্রামে উপনীত হয়ে কন্যার সঙ্গে দেখা করলেন। পিতাকে দেখে কন্যা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, কী এনেছ?' তিনি বললেন, 'মা, আমি কার্ষাপণ এনেছিলাম। তা দিয়ে এরূপ কাজ করেছি,' বলে সমস্ত বিষয় তাকে বললেন। এখন 'তুমি পুণ্যকর্ম অনুমোদন কর' বলে পুণ্যাংশ দান করলেন। সে-ও আনন্দিত মনে অনুমোদন করল।

তখন তিষ্য স্থবির অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রিয় বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁর স্বরূপ দর্শন করে বললেন, 'ভন্তে, মনে হচ্ছে আপনি আজ নিশ্চয়ই মার্গফল লাভ করেছেন।' স্থবির বললেন, 'বন্ধো, অমুক গ্রামের অমুক উপাসক আজ আমার জন্য এরূপ এরূপ করেছেন, তাঁর দ্বারাই আমি আজ অন্ন প্রাপ্ত হয়েছি।' এরূপে তিনি পূর্বাপর সমস্ত বিষয় বিস্তারিত বললেন এবং আরও বললেন, 'যখন আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবো, তখন আমার দেহ শায়িত শবাধার অন্যের দ্বারা উত্থিত হবে না। যখন সেই উপাসক এসে উত্তোলন করবেন তখনই উত্থিত হবে।' এরূপ বলে পরিনির্বাণের সময় সেভাবে অধিষ্ঠান করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। মনুষ্যগণ দাহকার্য সম্পাদনের জন্য মহাপূজার আয়োজন করেছিল। অনন্তর কূটাগার সজ্জিত করে স্থবিরকে শায়িত স্থান হতে উত্তোলন করে আনতে সক্ষম হলো না। অতঃপর একশ, দুইশ, তিনশ, চারশ, পাঁচশ লোকও উত্তোলন করতে সক্ষম হলো না। অনন্তর তারা কাকবর্ণ তিষ্য রাজাকে এ বিষয় অবহিত করল। রাজা সৈন্যবাহিনী-পরিবৃত হয়ে তথায় আগমন করে চেষ্টা করেও উত্তোলন করতে সক্ষম হলেন না। তখন রাজা ভিক্ষুসংঘের নিকট গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ভিক্ষুগণ পূর্বোক্ত বিষয় ব্যক্ত করলেন। রাজা এ বিষয় জেনে উক্ত মকুল উপাসককে ডেকে বললেন, 'শবাধার গ্রহণ কর।' তিনি গিয়ে শবাধারের এক কোণে হাত দিয়ে স্পর্শ করামাত্র আকাশে উত্থিত হয়ে সজ্জিত চিতায় আসল। সমবেত জনতা এবং রাজা তাঁকে বহু সম্পত্তি দিলেন এবং তাঁর গ্রামখানি দত্তক হিসেবে প্রদান করলেন।

তদবধি সেই গ্রাম মকুল কর্ণিকা নামে অভিহিত হলো। উপাসকও তখন হতে বহু পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. এভাবে দানের দ্বারা ভবভোগের সম্পত্তি লাভ করা যায়, তোমরাও দানে ও শীলসংযমে নিজেকে নিয়োগ করে নির্বাণ লাভ কর।

৯.৭ অম্রামাত্যের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে রাজার রাজ্যে চূলনাগ নামে খন্ধাবারে (camp = ছোটো গ্রামবিশেষ) বেণীগ্রাম নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অম্রামাত্য নামে এক মহাধনসম্পত্তিশালী পুত্র সেখানে বাস করতেন। সে সময় সেই জনপদে অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপন্ন হলো না। বনভূমি দাবাগ্নিতে বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল। পুকুর, হ্রদ ইত্যাদির জলও শুকিয়ে গিয়েছিল। দ্বিপদ বহুপদ প্রাণীরা তৃষ্ণার্ত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করছিল। শষ্য না ফলাতে সমগ্র জনপদ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তি করে অতি কষ্টে খাদ্য জোগাড় করতে লাগল। সেই অমাত্যের গৃহেও খাদ্য ফুরিয়ে আসল। তিনি স্বীয় দাস-কর্মচারিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা গ্রামে গিয়ে হলুদ, আদা ইত্যাদি জিনিস সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে ধান, চাল ইত্যাদির সাথে বিনিময় কর।' সেই কর্মচারিরা চলে গেলে গৃহ পরিষ্কার করার সময় এক পাত্র চাল পেয়ে রান্না করে খেতে বসল। তখন রাতে বিহারে নলখণ্ড প্রধানে বসবাসরত পিণ্ডপাতিক চূলনাগ স্থবির সেই গ্রামে প্রবেশ করে খালি পাত্রে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন। অমাত্য তাঁকে দেখে শ্রদ্ধা ও করুণা হৃদয়ে চিন্তা করলেন; তাই বলা হয়েছে :

১. সংসারে ভব হতে ভবান্তরে সঞ্চরণ করার সময় অন্নপানীয় অপ্রাপ্তির কাল কিংবা নিয়ম নেই।

২. তির্যক প্রাণীরা জগতে জন্মগ্রহণ করে ক্ষুধায় নিপীড়িত হয়, খাদ্যের অভাবে মহাদুঃখ ভোগ করে।

৩. অবীচি মহানরকে বহু বছর আগুনে সিদ্ধ হয়, খাওয়ার জন্য একটিমাত্র তণ্ডুলও প্রাপ্ত হয় না।

৪. অস্থিচর্মসারে পরিণত হয়, ক্ষুধানলে জ্বলতে থাকে; পিপাসিত প্রেতগণও কোনো খাদ্য প্রাপ্ত হয় না।

৫. এই প্রেতগণ বুদ্ধান্তরকাল পর্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। তবুও তারা জীবিত থাকে। অহো! তাদের দুঃখের উপমা কী দেব!

৬. উদ্‌গীরিত বস্তু কফ, প্রসবিত মল যাই লাভ করুক না কেন সেই প্রেত মহাপুণ্যবান বলে কথিত।

৭. পূর্বজন্মে কিঞ্চিন্মাত্র দান না দিয়ে কেবল মাত্র নিজেই ভোগ করে সে ইহজন্মে পর্যাপ্ত খাদ্যভোজ্য পায় না।

৮. আজ আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েছি, ধর্মের কারণে (পুণ্যফলে) এই খাদ্য আমার জন্য উৎপন্ন হয়েছে।

৯. অল্প হলেও আজ আমি সুক্ষেত্রে বীজ বপন করব; এটা আমার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের হবে।

তিনি এরূপ চিন্তা করে স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সব্যঞ্জন অন্ন পাত্রে দিয়ে স্থবিরকে প্রদান করলেন। স্থবির তাঁর প্রসন্নাকৃতি দেখে চিন্তা করলেন, 'আজ তাঁর এই প্রসন্ন দানের বিনিময়ে তাঁকে আমার আরও অধিকতর প্রসাদ উৎপাদন করা উচিত।' এরূপ চিন্তা করে অন্ন নিয়ে বনে প্রবেশ করে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করে বিদর্শনসাধনা করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে অল্প ভোজন করলেন। তাই উক্ত হয়েছে :

১০. ওহো! সৎপুরুষ পণ্ডিত বুদ্ধপুত্রগণ কতই না গুণের অধিকারী! তাঁরা অপরের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে কৃতজ্ঞ ও কৃতবিদ হন।

অমাত্য তখন দান দিয়ে গৃহে এসে অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ভদ্রে, রান্নার অন্নপাত্রে ভাত আছে (উৎপন্ন হয়েছে) কি না দেখ।' সে খালি পাত্র জেনেও তাঁর বাক্য অবজ্ঞা না করে ভাতের পাত্র দেখল। জুঁই ফুলের মুকুলরাশির মতো পাত্রপূর্ণ ভাত দেখতে পেল। তখন সে বলল, 'স্বামী উঠুন, স্থবিরকে প্রদত্ত দানের বিপাক আমরা আজই প্রাপ্ত হলাম; ভাতের পাত্র পূর্ণ হয়ে আছে, আহার কর।' এরূপ বলে তাঁকে উপবেশন করিয়ে ভাত খাওয়াল। সে যেখানে যেখানে চামচ স্পর্শ করাল, সেসব ভাতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে এসব আশ্চর্য বিষয় স্বামীকে জানাল। অতঃপর সেই দম্পতি সমগ্র গ্রামবাসীকে এনে ভাত খাওয়াল, কিন্তু ভাত ক্ষয়প্রাপ্ত হলো না। আগত গ্রামবাসী সকলেই আহার করল। তাদের দানে তুষ্ট হয়ে সেই গ্রামে অধিষ্ঠিত দেবতা তাঁর কর্মচারির মতো বহু শকটে করে ধান সংগ্রহ করে তাঁর ভাণ্ডারাগার পূর্ণ করে দিলেন। তার গৃহে অবস্থানকারী দেবতাও অতি তুষ্ট হয়ে স্বীয় প্রভাবে বিপুল পরিমাণ শালিধান এনে দিয়েছিলেন। তখন সেই জনপদের লোকজন ভাত এবং বীজ নিয়ে ধান উৎপাদন করল এবং দানের প্রত্যক্ষ ফল প্রত্যক্ষ করে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিল। অতঃপর অমাত্য সস্ত্রীক দানাদি পুণ্যকর্ম করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১১. শ্রদ্ধাসহকারে বিশুদ্ধ দান স্বর্গে আরোহণের বাহক, শীলাচরণের দ্বারা নির্বাণ রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়।

৯.৮ বানরের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ পাশে বিল্ল নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে এক ব্যক্তি মধু সংগ্রহ এবং প্রাণিহত্যা করে সস্ত্রীক জীবিকানির্বাহ করত। অনন্তর একদিন সে রথপাষাণ বনে মধু অন্বেষণে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে ফলপূর্ণ একটি বৃক্ষে বানরদের অবস্থানস্থল দেখে বৃক্ষে আরোহণ করে একটি শাখায় ফাঁদ পেতে চলে গেল। একটি বানর বিভিন্ন স্থানে আহার্য অন্বেষণ করতে করতে সেই ফলবান বৃক্ষে আরোহণ করে ফলাদি খেতে খেতে একসময় সেই ফাঁদে পা পরে বন্দি হলো। অতঃপর সেই ব্যক্তি বিভিন্ন ফাঁদ দেখতে দেখতে ফাঁদে আটকে পড়া বানরটি দেখে ভাবল 'আমার পাতা ফাঁদে বানর বন্দি হয়েছে, এবার তাকে (বানর) শর নিক্ষেপ করে দুর্বল করে বৃক্ষে উঠে ধরব।' তির নিক্ষেপান্তে সে বানরের কাছে যেতেই শাখা হতে ফসকে খাদে পড়ে গেল। বানর 'আমি এ ব্যক্তিকে মরতে দেব না,' বলে তাকে চুল ধরে টেনে উত্তোলন করে তক্তাপোসে রেখে উপবেশন করাল। তখন সেই অকৃতপুণ্য মিত্রদ্রোহী দুর্জন ব্যক্তি ক্ষণিক নিঃশ্বাস ও বিশ্রাম নিয়ে সেই প্রাণদানকারী বানরকে হত্যা করে মাংস নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে সমস্ত বিষয় স্ত্রীকে বলল। তাঁর স্ত্রী শুনে বলল, 'অহো! তোমার কৃতকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য। ওহে, এ জগতে যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী হয়, মিত্রকে হত্যা করে সে ইহজগতে দৈহিক কিংবা মানসিক সুখ লাভ করে না। পরলোকেও চতুরপায়ে মহাদুঃখ ভোগ করে।'

এ বিষয় প্রকাশ করার জন্য গাথায় বলা হয়েছে :

১. যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সে গৃহহীন হয়, খাদ্যাভাব গ্রস্ত হয়, স্বল্প অন্নপানীয় ভোগী হয়।

২. অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই পছন্দ করে না।

৩. যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সে চৌর্যাদি সাধারণ কর্তৃক বর্জনীয় কর্ম করে, তার রক্ত দূষিত হয়।

৪. চোর যেমন রাজাকে, পশুরা যেমন সিংহকে ভয় করে তেমনই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সকলকে ভয় পায়।

৫. যে অকৃতজ্ঞ তার হস্তপদ ছিন্ন হয়, কর্ণ নাসিকাদি ছিন্ন হয় এবং আরও বহুবিধ শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

৬. যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সে দৈহিক ও মানসিক সুখ কিংবা অন্য কোনো সুখ পায় না, এমনকি ঘুমেও শান্তি পায় না।

৭. অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণহীন, কীর্তিহীন ও যশোহীন হয় এবং পাপী বলে কুখ্যাত হয়।

৮. অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে চণ্ডাল, পিশাচ, কাক, কবুতরের মতো সকলে অবজ্ঞা করে।

৯. অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি অবীচি নরকে, নিরয়ে, প্রেতলোকে কিংবা অসুরকুলে উৎপন্ন হয়ে অসীম দুঃখের ভাগী হয়। এরূপ বলে সে পুনরায় বলল, 'ওহে, পাপীর সঙ্গে যে বসবাস করবে সেও পাপের ভাগী হয়। তোমার মতো পাপীর সঙ্গে আমার সমাগম না হোক।' এরূপ বলে গৃহ হতে বহির্গত হয়ে ভিক্ষুর নিকট উপনীত হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করল এবং বিদর্শনভাবনা করে অচিরে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হলো। তার স্বামীও 'আমা কর্তৃক অকরণীয় কর্ম কৃত হয়েছে' চিন্তা করে লজ্জিত ও সংবিগ্ন প্রাপ্ত হয়ে বিহারে গিয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে চেষ্টার দ্বারা অচিরে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১০. মিত্রদ্রোহী হবে না, কখনো অকৃতজ্ঞ হবে না, কৃতজ্ঞ হও, স্বর্গাবহ কুশলকর্ম সম্পাদন কর এবং অনাগতে অনিন্দিত হও।

৯.৯ দম্পতির উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে রূবকবৃষ্টি নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে মহাবিভবসম্পন্ন পাঁচশ পরিবার বাস করতেন। তাঁরা সকলে ত্রিরত্নের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। সেই গ্রামের অনতিদূরে রূবকবৃষ্টি নামে বহু সহস্র বিহার সমন্বিত একটি আরাম ছিল। সেই আরামে বাস করতেন সাতান্ন সহস্র ভিক্ষু। উক্ত পাঁচশ পরিবার প্রত্যেকে পাঁচশ করে ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে নিত্য মহাদান দিতেন। অনন্তর একসময় লঙ্কায় দুর্দশা উপস্থিত হলো, দুর্ভিক্ষ হলো। প্রখর সূর্যের তেজে সমস্ত নদীসমূহের জল শুকিয়ে তলদেশ পর্যন্ত শুষ্ক হয়ে গেল। গহিন বন পর্যন্ত মৃতপ্রায় হয়ে গেল। মৃগ, শূকর, পক্ষী-আদি গরমে ঘর্মায়িত ও তৃষ্ণাভিভূত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। মানুষেরা ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে অতি কষ্টে জীবন কাটাতে লাগল। তখন পাঁচশ পরিবার পূর্ব নিয়মে দান দিতে অক্ষম হয়ে ক্রমান্বয়ে সংখ্যা কমাতে কমাতে এক একটি পরিবার একজন করে ভিক্ষুকে দান দিতে লাগলেন। সেখানে এক দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীসহ পরগৃহে ধান ভেঙে ও খড় নেড়ে অতি দুঃখকষ্টে জীবিকানির্বাহ করতেন। তিনি গ্রামবাসী কর্তৃক ভিক্ষুসংঘকে দান দিতে দেখে স্বয়ং দান দেওয়ার ইচ্ছায় স্ত্রীকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে এরূপ পরামর্শ করলেন :

১. আমরা পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কুশলকর্ম করিনি, তাই এত দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করছি; পূর্বজন্মে দানকার্য করিনি বলে ইহজন্মে পেট ভরে সুস্বাদু অন্নপানীয় পাচ্ছি না।

২. এমন ধনলোভী লোক আছে, যারা অন্নদান করে না, উদরপূর্ণ করে মধুর অন্নপানীয় ভোজন করে, আকাশ পরিমাণ তাদের সম্পত্তি আছে।

৩. অহো! আমাদের শতছিন্ন সেলাই করা মোটা মলিন কাপড় পরিধান করতে হয়। অতীতকালে বস্ত্রদান না করলে কোথায় বস্ত্র পাব?

৪. পূর্বজন্মে পাপকারী ইহজন্মে হস্তী, গোরু, মহিষ প্রভৃতি নানাপ্রকার কুলে জন্মগ্রহণ করে। কেউ কেউ দীনদরিদ্র অনাথ হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৫. পুণ্যবান ব্যক্তি নানাপ্রকার অলংকৃত গন্ধমাল্য শোভিত আসনে শয়ন করে এবং মহাসম্মান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পাপীরা আকাশের নিচে মাটিতে শয়ন করে।

৬. আমরা পুণ্য করিনি বলে এরূপ হয়েছি; আমাদের আগামী জীবনে অন্নবস্ত্র প্রাপ্তির জন্য অল্পমাত্র হলেও অচিন্তনীয় ফলদায়ক সংঘে নিশ্চয়ই দান দেওয়া উচিত।

এরূপ বললে তিনি (স্ত্রী) সম্মতি দিলে দুইজনে বিভিন্ন স্থানে চাল অন্বেষণ করে ভাত এবং শাক তরকারি রান্না করে পাত্রে নিয়ে ভিক্ষুগণের আহারের স্থানে গিয়ে স্বীয় দারিদ্রতার কারণে ছিন্নবস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে অসমর্থ হয়ে ভোজনরত ভিক্ষুদের পরিবেশন করতে না পেরে তাঁদের দৃশ্যমান স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে সংঘ স্থবির ছিলেন ভববন্ধনহীন বীতরাগ অর্থাৎ অর্হৎ। তিনি সেখানে দাঁড়ানো দম্পতিকে দেখে করুণাপূর্ণ অন্তরে তাদের অন্ন গ্রহণ করার ইচ্ছায় দর্শন দিলেন। তাঁরা স্থবিরের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাঁর নিকট গিয়ে ভাত পাত্রে প্রদান করলেন। স্থবির অল্প গ্রহণ করে পাত্র ঢেকে দিলেন। তখন তাঁরা অবশিষ্ট ভিক্ষুদেরও অল্প অল্প দান করলেন এবং বন্দনা করে এরূপ প্রার্থনা করলেন :

৭-৮. এই পুণ্যফলে আমরা উভয়ে যেন একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জন্মগ্রহণ করি, পরস্পর অন্তরঙ্গ হই এবং রূপে শ্রেষ্ঠ হই। আমরা দীর্ঘায়ু বর্ণবন্ত ও যশস্বী হই এবং ভোগসম্পদশালী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই; ভবিষ্যতে মেত্তেয় বুদ্ধকে চারি প্রত্যয়াদি দান করে যেন নির্বাণ লাভ করতে পারি। এভাবে প্রার্থনা করে প্রস্থান করলেন। ভিক্ষুগণও তাঁদের প্রতি অনুকম্পাবশত আহার্য অমৃতবৎ ভোজন করলেন। তখন সেখানে উপস্থিত উপাসক-উপাসিকারা বলল, 'অহো! কত আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, এই ভিক্ষুগণ এই নিকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করে সজ্জনের উপযুক্ত কাজ করে আনন্দিত হয়েছেন।' অনন্তর সেই দম্পতি যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করে এই লঙ্কাদ্বীপের উদুম্বর গিরি পাশে ঘনসেল পর্বতের দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পুণ্যপ্রভাবে নানাপ্রকার রত্নে সমুজ্জ্বল বহুভূমি সমাকীর্ণ উদ্যান পুষ্করিণী প্রতিমণ্ডিত

মহাপ্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা নানাবিধ বাদ্য-বাজনার শব্দ ও নৃত্য গীতাদির দ্বারা সদা আমোদিত থাকতেন এবং বহু দেবতা-অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দেবৈশ্বর্য উপভোগ করতেন। অতঃপর একসময় সেই ভিক্ষুদের দেখে 'আমাদের যশদায়ক পুণ্যক্ষেত্র এই জিনশ্রাবক' বলে সৌমনস্যসহ তাঁদের নিকট গিয়ে বন্দনা করে মহা দিব্যমণ্ডপ নির্মাণ করে তথায় উপবিষ্ট হয়ে দিব্যাভরণে বিভূষিত হয়ে স্থিত হলেন। সংঘ স্থবির তাঁদের এরূপ দিব্যসম্পত্তি দেখে 'তাঁরা কী পুণ্যকর্মের দ্বারা এই দিব্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে জিজ্ঞেস করব?' চিন্তা করে এরূপ বললেন :

৯. হে দম্পতি, আমি জানতে ইচ্ছুক, তাই জিজ্ঞেস করছি, তোমরা পূর্বে কী পুণ্যকর্ম সাধন করেছ, কী দান কার্য করেছ, যার জন্য এই ফল পাচ্ছ, আমাকে ব্যক্ত কর।

অতঃপর তাঁরা বললেন :

১০. ভন্তে, আমরা পূর্বজন্মে অতি দরিদ্র ছিলাম, বিভিন্ন স্থান হতে সংগ্রহ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংঘকে কদন্ন মাত্র দান করেছিলাম, তার ফলে আমরা এখন এরূপ মহাবিভূতিশালী হয়েছি।

১১. সেই দান অল্পমাত্র এবং কদন্ন হলেও শ্রদ্ধাসহকারে সেই দান দিয়েছিলাম বলে এরূপ ফল উপভোগ করছি।

অতঃপর স্থবির আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মারিষ! তোমরা এইরূপ দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে কতকাল অবস্থান করবে?'

১২. আমি জিজ্ঞেস করছি, বলো, তোমাদের আয়ুষ্কাল কত? পাপকর্মহীন অবস্থায় সুখে কি চিরকাল অবস্থান করবে?

তাঁরা আয়ুষ্কাল প্রকাশ করার জন্য এরূপ বললেন :

১৩. এভাবে সুখ উপভোগ করে আমরা চিরকাল অবস্থান করব, যখন মেত্তেয় বুদ্ধ আবির্ভাব হবেন তখন এখান হতে চ্যুত হয়ে কেতুমতিতে জন্মগ্রহণ করব।

১৪. জনসাধারণ কর্তৃক সম্মানিত উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করব, তখন সেই বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে বুদ্ধপ্রমুখ শ্রাবকসংঘকে অনুপম উত্তম দান দেব।

১৫. প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে খ্যাতি লাভ করে আমরা শীল অনুশীলন করব। সেই জিনশাসনে দীক্ষা নিয়ে আসবক্ষয় করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হব।

এভাবে সেই দম্পতি নিজেদের আয়ুষ্কাল প্রকাশ করলেন। তা শ্রবন করে সেই ভিক্ষুগণ আনন্দিত হয়ে সমস্ত বিষয় জনগণের কাছে প্রকাশ করলেন। বহু মানুষ তা শুনে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে স্বর্গপরায়ণ হয়েছিলেন।

১৬. শ্রদ্ধারূপ পাল তুলে চরিত্ররূপ গুণের (শীল) ভাণ্ডার পূর্ণ করে শ্রেষ্ঠ

পুণ্যময় দানরূপ নৌকায় আরোহণ কর, সুজন ব্যক্তিগণ সংসারে পাপ পরিহার করে অচিরে ভবরূপ সাগর উত্তীর্ণ (নির্বাণপ্রাপ্ত) হন।

৯.১০ বৃক্ষদেবতার উপাখ্যান

একসময় লঙ্কাদ্বীপে ব্রাহ্মণানিয়া নামে কথিত দুর্ভিক্ষ দ্বাদশ বছর পর্যন্ত বিরাজ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে বহু লোক দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। যারা জীবিত ছিল তারা অল্প খাদ্যপানীয় ভোজনের কারণে অস্থিচর্মসার রক্তহীন মাংস-অস্থি শৃঙ্খলিত পিশাচের মতো অতি দুঃখকষ্টে জীবিকানির্বাহ করত। তখন রূবকবৃষ্টি গ্রামে পাঁচশ কুলগৃহে পূর্ব হতে দানপতিদায়ক দুর্ভিক্ষের ভয়ে দান দিতে অসমর্থ হয়ে সংক্ষেপ করে ফেলেছিল।

তখন এক গৃহের (কুলে = বংশে) মানুষেরা গোপনে এক পাত্র চাল নিয়ে ছিন্নবস্ত্র দ্বারা আবৃত করে গরম জলে নিক্ষেপ করে চালের জল পান করে পুনরায় চাল তাপে শুষ্ক করে পাত্রে রেখে চোরের ভয়ে মাটি খনন করে রেখে দিত। এভাবে জীবননির্বাহ করছিল। তখন এক ক্ষীণাস্রব চীবর সুচারুরূপে পরিধান করে সেই গ্রামে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে পাত্র ধৌত করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তারা সেভাবে স্থবিরকে প্রত্যাগমন করতে দেখে সকলে একমত হলো যে, 'আমরা পূর্বজন্মে দান দিইনি বলে এই দুর্ভিক্ষজনিত দুঃখভোগ করছি, যদিও আমরা এই চালের কারণে অধিক দুঃখ উপভোগ করিনি।' এরূপ চিন্তা করে ভিক্ষুর হাত হতে পাত্রটি গ্রহণ করে সেই চাল দিয়ে ভাত রান্না করে পাত্রে দিয়ে স্থবিরকে দান দিলেন। তাদের শ্রদ্ধাশক্তি দ্বারা ভাতের পাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে ভাতদ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। তারা এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে 'আর্যকে প্রদত্ত দানের বিপাক আমরা আজই দেখতে পেলাম' বলে খুশি হয়ে বহু লোক আহ্বান করে তাদের ভাত খাইয়ে পরে নিজেরা আহার করল। পাত্রে ভাত নেওয়ার পর আবার পূর্ণ হয়ে থাকত, তারা তদবধি আগত মহাজনতাকে দান দিতে লাগল এবং যথাকালে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলো। তখন স্থবির অন্ন গ্রহণ করে সেই গ্রামের শেষ প্রান্তে মহাইন্দ্র বরুণ বৃক্ষমূলে উপনীত হলেন এবং সেখানে উপবেশন করে অন্ন আহার করতে আরম্ভ করলেন। সেই বৃক্ষে বসবাসরত ক্ষুধায় ক্লান্ত এক দেবপুত্র আহাররত স্থবিরকে দেখে স্বীয় বেশ ত্যাগ করে বৃদ্ধের বেশে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন। স্থবির অনন্যমনে আহার করছিলেন। তিনি শেষ গ্রাস মুখে দেবার সময় দেবপুত্র কাশি দিয়ে স্বীয় স্থিতিভাব জ্ঞাপন করলেন। স্থবির তাঁকে দেখে তীব্র অনুতাপ বোধ করলেন এবং সেই ভাতের শেষ গ্রাসটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি ভাতের পিণ্ড নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, 'ইতিপূর্বে (পূর্বজন্মে) আমি কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দরিদ্র কিংবা এমনকি কাক-

কুকুরকে পর্যন্ত আহার্য দান করিনি। তাই দেবতা হয়েও ভাত খেতে পাচ্ছি না। এই ভাতের পিণ্ড নিশ্চয় আমি স্থবিরকে দান করব। এটাই হবে আমার দীর্ঘ সময়ের হিত ও সুখের কারণ।' এরূপ চিন্তা করে অন্নপিণ্ডের প্রতি আসক্তি পরিহার করে স্থবিরের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'প্রভু, এই দাসের ইহজীবনে পাওয়ার (সংগ্রহ) দরকার নেই পরলোকের সংগ্রহের প্রয়োজন।' এইরূপ বলে তিনি অন্নপিণ্ড তাঁর পাত্রে দিলেন। অন্নপিণ্ড পাত্রে পতিত হওয়ামাত্র আটটি পাত্রপূর্ণ দিব্যময় খাদ্য উৎপন্ন হলো। স্থবির আহারকৃত্য শেষ করে স্বীয় স্থানে প্রস্থান করলেন। দেবপুত্র সেই দিব্য অন্নপানীয় দেখে তুষ্ট হয়ে ঘোষণা করলেন; বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য গাথায় আছে :

১. আজকের দিনটি আমার জন্য সুপ্রভাত ও সুখলব্ধ হয়েছে, আজ যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি আমাকে সুগতরস দান করেছেন, শান্তি দান করেছেন।

২. যে ভিক্ষুর সাক্ষাৎ আমি প্রাপ্ত হয়েছি তিনি সুন্দর আচরণসম্পন্ন, আহুনেয়্য, পাহুনেয়্য (আহ্বানযোগ্য ও আতিথ্য দেওয়ার যোগ্য); তাঁর কারণেই আজ আমার মঙ্গল সাধিত হয়েছে।

৩. যেখানে দিলে, যেখানে ত্যাগ করলে, যে-ক্ষেত্রে রোপণ করলে কালাকালহীনভাবে ফল ফলে, আজ আমা কর্তৃক সেই মুনি দৃষ্ট হয়েছে।

৪. পূর্বজন্মে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-যাচককে দান না করার কারণে আমি দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেও খাদ্যভোজ্য লাভ করিনি।

৫. তিনি (স্থবির) আমার প্রতি অনুগৃহীত হয়ে তাঁর খাওয়ার শেষাংশ অল্পমাত্র যা আমাকে দিয়েছিলেন তাই আমি দান করেছি।

৬. আজ তাঁকেই দান করেছি যিনি দানের যোগ্য এবং অনুত্তর; আজই তার ফল প্রাপ্ত হয়েছি। অহো, কী মহৎ ক্ষেত্র!

৭. সুগত (বুদ্ধ) ধর্ম কালাকালহীন বলে যে কথিত, তার প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়ে তার যথার্থতা আমার জ্ঞাত হয়েছে।

৮. আমি সব্যঞ্জন, সপোকরণ, উত্তম এবং অক্ষয় আট পাত্র অন্ন লাভ করেছি। অহো, দানের ফল কী মহৎ! এরূপ বলে দেবপুত্র তথায় সমবেত সকলকে দান দিয়ে এরূপ বললেন :

৯. যিনি শীলবান ও পূতপবিত্র হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র দানরূপ বীজ বপন করেন, তজ্জনিত পুণ্যপ্রভাবে তিনি স্বর্গারোহণ করে বিপুল ভোগসম্পত্তির অধিকারী হন।

চুলগল্ল বর্গ

১০.১ চুলগল্ল বিহারের উপাখ্যান

লঙ্কার জর্জর নদীর সন্নিকটে চুলগল্লক নামক একটি সুবৃহৎ বিহার ছিল। সেই বিহারে বহু শ্রদ্ধাবান দায়কের সঙ্গে বহুশত ভিক্ষু বাস করতেন। সেখানে ত্রিরত্নের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ জনৈক শ্রদ্ধাবান উপাসক একটি সুবৃহৎ আসনশালা নির্মাণ করিয়ে চাঁদোয়াদির দ্বারা সজ্জিত করিয়ে পানীয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, আসনাদির ব্যবস্থা করালেন, দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করে রাখলেন, অসুস্থদের জন্য উষ্ণ ও শীতল জলের ব্যবস্থা রাখলেন, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তৈলের জোগাড় রাখলেন, পীড়িতদের জন্য জাউ-এর ব্যবস্থা করে রাখলেন। সেই সময় মলিয় মহাদেব স্থবির বেরিয় বিহারে বাস করতেন। তিনি বহুজনের হিতসুখ সাধন করছিলেন। তিনি সেখানে বসবাস করার সময় এক রাতে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে তিনি একাদশ জাউ সেবন করায় রোগমুক্ত হয়েছিলেন। একাদশ প্রকার ঔষধের দ্বারা তৈরি জাউ একাদশ জাউ নামে অভিহিত। তখন স্থবির 'এটা কোথায় পাব'—দিব্যচক্ষু দ্বারা অবলোকন করতে করতে 'চুলগল্ল গ্রামের উক্ত উপাসকের নিকট সেই ঔষধ প্রাপ্ত হবো' দেখতে পেয়ে প্রভাতে উঠে শরীরকৃত্য সম্পাদন করে চৈত্য ও বোধি-অঙ্গনের করণীয় কার্য সমাপন করে পাত্রচীবর নিয়ে আকাশমার্গে গিয়ে গ্রামদ্বারে অবতরণ করলেন এবং চীবরক্ষেত্রে (চীবর সুন্দররূপে পরিধান করার স্থান) দাঁড়িয়ে উত্তমরূপে চীবর পরিধান করে পাত্র নিয়ে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং ভিক্ষা করতে করতে আসনশালায় প্রবেশ করলেন। সে সময়ে উপাসক আসনশালায় করণীয়কর্ম সম্পাদন করার সময় স্থবিরকে দেখে আসন বিছিয়ে দিলেন। স্থবির আসনে উপবিষ্ট হলে তিনি স্থবিরের পা ধৌত করে তৈল সমার্জন করে ব্যজনের দ্বারা বাতাস করতে করতে সম্বোধনমূলক বাক্যালাপ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনি কোন রোগে আক্রান্ত?'

স্থবির উপাসকের কাছে স্বীয় রোগের বিষয় জানালেন। উপাসক বললেন, 'এ রোগের জন্য একাদশ জাউ উপকারী, আমার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে অল্প গ্রহণ করুন।' স্থবির তূষ্ণীম্ভাবে সম্মত হলেন। তখন তিনি গৃহে গিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করার সামগ্রী এনে স্থবিরের সকাশে উপবেশন করে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। স্থবির জানতে পারলেন যে, 'ভবিষ্যতে উপাসক মহাশক্তিধর দেবপুত্র হবেন।' তিনি উপাসককে আহ্বান করে বললেন, 'ঔষধ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত চলুন আমরা তাবতিংস স্বর্গে গমন করে চুলামণিচৈত্য বন্দনা করে আসি। চলুন

আমার সঙ্গে।' উপাসক বললেন, 'ভন্তে, আমি চুলামণিচৈত্য বন্দনা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমার তো তাদৃশ ঋদ্ধি নেই।' স্থবির বললেন, 'উপাসক, আপনার শুধু গমনচিত্ত থাকলেই চলবে, আমি আপনাকে স্বীয় প্রভাবে নিয়ে যাব।' স্থবির স্বীয় চর্মখণ্ডটি তাঁর অঙ্কে রেখে 'উনি আমার সঙ্গে আসুক'—এরূপ অধিষ্ঠান করে আকাশমার্গে তাবতিংস দেবলোকে গিয়ে চুলামণিচৈত্যের সপ্তরত্নময় দ্বারসমীপে উপনীত হলেন। তখন পারমী পূরণকারী মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ছয় দেবলোকের দেবরাজদের সুবৃহৎ দেবপরিষদ-পরিবৃত হয়ে মালা-গন্ধ, দীপ-ধূপ প্রভৃতি নানাবিধ পূজোপকরণ নিয়ে চুলামণিচৈত্য বন্দনার জন্য আগমন করেছিলেন। তাঁর সম্মুখে এক দেবপুত্র, সম্মুখে-পেছনে উভয়দিকে চার গাবুত স্থান অন্তর শ্বেতবর্ণের বস্ত্রে প্রতিমণ্ডিত সহস্র শ্বেতধ্বজা উত্তোলন করে শ্বেতরাজদণ্ড শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করে শতসহস্র সেবক পরিচর্যা করছিল এবং তিনি স্বয়ং শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে গন্ধ বিলেপন দ্বারা অলংকৃত হয়ে শ্বেতসিন্ধব ঘোটক দ্বারা পরিচালিত শ্বেতরথে উপবিষ্ট হয়ে দৈবপ্রভাবে দেবীগণসহ আসছিলেন। উপাসক সেভাবে আগত দেবপুত্রকে দর্শন করে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করার জন্য এরূপ বললেন :

১-২. শ্বেত অঙ্গে শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেত অলংকারে বিভূষিত, শ্বেতাঙ্গে সুগন্ধ তৈল মর্দিত, শ্বেতমাল্যে বিভূষিত; শ্বেত অলংকারসংযুক্ত শ্বেতসিন্ধব সংযোজিত রথে শ্বেত আসন প্রজ্ঞাপ্ত করে তিনি আরূঢ়,

৩-৪. তিনি বৃহৎ সেনাবাহিনী-পরিবৃত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করে আগমন করছেন; স্বচ্ছ অলংকার ও বস্ত্র পরিহিত, সুগন্ধমণ্ডিত শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেতধ্বজা ধারণ করে তাঁরা আগমন করছেন।

৫-৬. তাঁকে চারযোজন পরিমিত স্থান পরিবৃত করে দেবগণ আমোদ করছে, নাচগান করছে; শ্বেতাভরণে বিভূষিতা দেবকন্যাগণ চামর হাতে মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্রকে ব্যজন করছে।

৭-৮. দেবনন্দিনীগণ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বাদ্য নিয়ে মধুর সুরে বাজনা করছে, তাঁর মনোরঞ্জন করছে; সপ্তম সুরে গীত করছে যা অতি মনোমুগ্ধকর, বাদ্য-বাজনা করছে এবং দেব সুন্দরীরা গান করছে।

৯-১০. এই দেবীদের ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণের মতো সুশোভিত, উন্নত বক্ষ, নয়নযুগল বিশাল, নীল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত; বাদ্য-বাজনার সমন্বয়ে তাঁর সম্মুখে নৃত্য করছে, অঙ্গভঙ্গি এমনভাবে করছে যা নয়ন মুগ্ধকর।

১১. আমি ইতিপূর্বে এরূপ ধীর (পুণ্যবান) ব্যক্তি কখনো দেখিনি; আমি জানতে চাই—ইনি পূর্বে কী পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

ইনি ইতিপূর্বে লঙ্কাদ্বীপে হস্তীস্কন্ধ বিহারের সন্নিকটে কম্মার গ্রামে

গোপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদিন রাখাল বালকের সঙ্গে গোচারণভূমিতে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করার সময় পথিমধ্যে একটি সুপুষ্পিত ঝোপ দেখে তথা হতে ফুল নিয়ে মালা তৈরি করে মস্তকে ধারণ করত উভয় কর্ণ অলংকৃত করে আনন্দ শিহরণ জাগায় মতো এটাকে উভয় হস্তে ধারণ করে গাইতে গাইতে গৃহে আসছিলেন। অনন্তর তিনি পথে একটি বল্মীক দেখতে পেয়ে তাঁর সমস্ত পুষ্পমাল্য খুলে ভগবানের উদ্দেশ্যে বল্মীক শীর্ষে পূজা করে নিকটস্থ জলাশয় হতে জল নিয়ে সিঞ্চন করলেন এবং বন্দনা করে খেলতে খেলতে প্রস্থান করতে লাগলেন। এমন সময় পথিমধ্যে একটি সর্প তাকে দংশন করল, তিনি আসন্ন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে করতে মৃত্যুবরণ করে এই দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে এবংবিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

স্থবির উপাসক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা করার জন্য এরূপ বললেন :

১২-১৩. তিনি লঙ্কাদ্বীপের কম্মার নামক গ্রামে গোপালকরূপে জন্মগ্রহণ করে গোপাল নিয়ে গোচারণ ভূমিতে গিয়েছিলেন; প্রত্যাগমনকালে এক মনোরম পুষ্পঝোপ দেখতে পেয়ে তথায় গিয়ে পুষ্পমাল্য গ্রন্থন করেছিলেন।

১৪-১৫. তা দিয়ে স্বীয় মস্তক ও কর্ণ সমলংকৃত করে পথিমধ্যে একটি বল্মীককে পূজা করেছিলেন; পূজা করে যাবার পথে তিনি সর্প কর্তৃক দংশিত হন এবং মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে এরূপ মনোরম সুখে রমিত হন।

১৬. পুষ্প পূজার ফলেই তিনি এরূপ দেবৈশ্বর্য-মণ্ডিত দিব্য কামসুখ ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হয়েছেন। স্থবিরের কথা শ্রবণ করে উপাসক আনন্দিত হলেন।

উক্ত দেবপুত্র অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্য এক দেবপুত্র অনুরূপ তিন গাবুত স্থানে প্রবাল বর্ণ বস্ত্রালংকারে প্রতিমণ্ডিত হয়ে প্রবাল বর্ণের সহস্র ধ্বজা উত্তোলন করে প্রবালবর্ণের শতসহস্র রাজদণ্ড ধারণ করে স্বয়ং প্রবালবর্ণের বস্ত্রাভরণ ও সুগন্ধি দ্বারা সজ্জিত হয়ে রক্তসিন্ধব সংযুক্ত প্রবালময় রথে উপবিষ্ট হয়ে মহাদৈব প্রভাবসহ মহাদেবঋদ্ধিসম্পন্ন হয়ে আগমন করতে লাগলেন। উপাসক সেভাবে আগমনকারী দেবপুত্রকে দেখে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করার ছলে বললেন :

১৭-১৮. রক্তিম অঙ্গে রক্তবর্ণ বস্ত্রে পরিহিত রক্তময় আভরণে ভূষিত, রক্ত-অঙ্গে সুগন্ধি বিলোপিত, রক্তমাল্যদ্বারা বিভূষিত; রক্তালংকারদ্বারা সংযুক্ত রক্তবর্ণের সিন্ধব ঘোটক যোজিত রক্তাসন প্রজ্ঞাপ্ত করে আরূঢ়,

১৯-২০. বিপুল সৈন্যপরিবৃত হয়ে যশস্বী চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে আগমন করছেন; তাঁর বসন রক্তালংকারে শোভিত ও রক্তময় গন্ধে বিলেপিত, চারযোজন পরিমিত স্থানে দেবগণ লোহিতবর্ণ ছত্র ও ধ্বজা ধারণ করে পরিবৃত

হয়ে আছে।

২১-২২. তারা রক্তবর্ণ চামর ধারণ করে রক্তাভরণে ভূষিত হয়ে খেলা করছে, লম্ফঝম্প দিচ্ছে; সুরনন্দিনীগণ মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্রকে ব্যজন করছে এবং পঞ্চবিধ বাদ্য নিয়ে বাজনা করছে।

২৩-২৪. তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য সুশ্রী ওষ্ঠ ও উন্নতবক্ষ সুন্দরী দেবীগণ বাদ্য-বাজনা করছে, সপ্তম সুরে নানাপ্রকার সুর-ছন্দে গান গাইছে।

২৫-২৬. বিশাল নীলাক্ষি, সর্বসৌন্দর্যে প্রতিমণ্ডিত দেবীগণ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছে, তাদের অঙ্গভঙ্গি নয়ন মুগ্ধকর, আমি তাদৃশ ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি; আমি জিজ্ঞেস করছি, ইনি পূর্বজন্মে কী পুণ্যকর্ম করেছিলেন?

ইনি ইতিপূর্বে লঙ্কাদ্বীপে চৈত্য বিহারের নিকটস্থ একটি গ্রামে গোপালক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অন্য গোপালকের সঙ্গে জর্জর নদী পার হয়ে বালুকার দ্বারা খেলতে খেলতে বালুকাস্তূপ তৈরি করত রক্তমাল বনে প্রবেশ করে ফল সংগ্রহ করে তদ্দ্বারা পূজা করত জল ছিটিয়ে দিয়ে চিত্তকে প্রসন্ন করে উত্তাপ নিবারণের নিমিত্তে শাখা দিয়ে মণ্ডপ প্রস্তুত করে গৃহে প্রত্যাগমন করেছিলেন। রাতে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করে সেই পুণ্যপ্রভাবে এই দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে এবংবিধ দিব্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্থবির উপাসকের জিজ্ঞাসিত বিষয় প্রকাশ করার জন্য এরূপ বললেন :

২৭. ইনি লঙ্কাদ্বীপের একটি গ্রামে গোপাল বালকরূপে জন্মগ্রহণ করে গোরক্ষা করতেন।

২৮-২৯. একসময় জর্জর মহানদী পার হয়ে গোচারণে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সঙ্গীসহ বালুকা নিয়ে খেলা করছিলেন। বালুকাস্তূপ প্রস্তুত করে তিনি পুষ্পদ্বারা পূজা করেছিলেন, জল সিঞ্চন করেছিলেন এবং তার ওপর ছাউনি দিয়েছিলেন।

৩০-৩১. সেখান হতে বাড়ি এসে রাতে উদরাময় রোগে মৃত্যুবরণ করেন এবং এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে মনোরম দিব্যসম্পত্তি ও দেবৈশ্বর্য-মণ্ডিত সুখ ও ঋদ্ধিসম্পত্তি প্রাপ্ত হন—এটা পুষ্প পূজার ফল। স্থবিরের কথা শুনে উপাসক আনন্দবোধ করলেন।

সেই দেবপুত্র অতিক্রম হলে অন্য এক দেবপুত্র তদনরূপ তিন গাবুত পরিমিত স্থান কাঞ্চন বর্ণ বস্ত্রালংকারে প্রতিমণ্ডিত হয়ে সহস্র কাঞ্চন বর্ণ ধ্বজা উত্তোলন করে স্বর্ণময় শতসহস্র রাজদণ্ড ধারণ করে তিনি স্বয়ং সুবর্ণবর্ণ বস্ত্রাভরণ, গন্ধ-বিলেপন দ্বারা বিলেপিত হয়ে সিন্ধব ঘোটকযুক্ত হেমময় রথে উপবিষ্ট হয়ে মহাদেবানুভাবের সাথে দেবঋদ্ধিসম্পন্ন হয়ে আসছিলেন। উপাসক এভাবে আগমনকারী দেবপুত্রকে দেখে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করার জন্য এরূপ

বললেন :

৩২-৩৩. ইনি সোনার বরণ অঙ্গে সোনার বরণ বস্ত্র, স্বর্ণকান্তি ভূষণে স্বর্ণময় সংযোজিত রথে স্বর্ণময় প্রজ্ঞাপ্ত আসনে অরূঢ়;

৩৪-৩৫. বিপুল পরিমাণ সৈন্যদ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই মহান ব্যক্তি আগমন করছেন; স্বর্ণময় অলংকার ও স্বর্ণময় গন্ধে বিলেপিত হয়ে কাঞ্চনময় ছত্র, পতাকা-ধ্বজা ধারণ করেছেন।

৩৬-৩৭. চারিযোজন পরিমিত স্থান দেবগণ-পরিবৃত হয়ে ক্রীড়া ও নৃত্যগীত করছে; দেবনন্দিনীগণ স্বর্ণাভরণে শোভিত হয়ে স্বর্ণময় চামরদ্বারা মহাঋদ্ধিবান দেবপুত্রকে ব্যজন করছে।

৩৮-৩৯. স্বর্গের দেবীগণ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মধুর ধ্বনিতে বাদ্য করে মনোরঞ্জন করছে; সপ্তম সুরে তাল-লয়সহযোগে গান করছে এবং দেবীগণ বাদ্য-বাজনা করছে আর গান করছে।

৪০-৪১. দেবীগণের বিম্বাধর সুন্দর, চারুময় বক্ষ এবং বিশাল অক্ষিদ্বয়, তারা দেবপুত্রের সম্মুখে বাদ্যসহ নৃত্য করছে এবং তাদের অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত নয়নমুগ্ধকর।

৪২. আমা কর্তৃক এরূপ কখনো দৃষ্ট হয়নি; আমি জিজ্ঞেস করছি, ইনি পূর্বজন্মের কী পুণ্যপ্রভাবে এরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন?

ইনি ইতিপূর্বে লঙ্কাদ্বীপে মহাগঙ্গার সন্নিকটে নিদ্রক নামক গ্রামে এক রাখাল বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একসময় প্রাতে গোরুর পাল গঙ্গাসমীপে নিয়ে এদিক-ওদিক বিচরণ করার সময় পুষ্পিত কোসাতকী (একপ্রকার পুষ্পিত লতা) ঝোপ দেখে তথা হতে কুসুমরাজি সংগ্রহ করে গঙ্গাতীরে একটি বালুকাস্তূপ তৈরি করে মাল্যদ্বারা পূজা করে জল সিঞ্চন করত উষ্ণতা নিবারণের জন্য ছাউনি তৈরি করেছিলেন। এই কুশলকর্মের প্রভাবে এই দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে এরূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্থবির উপাসক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য এরূপ বললেন :

৪৩. ইনি লঙ্কাদ্বীপের গঙ্গাসমীপে নিদ্রক নামক এক মনোরম গ্রামে গোপাল বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৪৪-৪৫. তিনি একসময় গঙ্গাতীরে গোচারণে গিয়ে বর্ণময় সুপুষ্পিত কোসাতকী ঝোপ দেখতে পান, তথা হতে পুষ্প আহরণ করে বালুকাস্তূপ নির্মাণ করে পুষ্পদ্বারা পূজা করেছিলেন ও জল দিয়েছিলেন।

৪৬-৪৭. শাখাদ্বারা মণ্ডপ নির্মাণ করে বন্দনা করেছিলেন এবং সেখান হতে প্রত্যাগমন করে মৃত্যুর পর এই দেবনগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি দিব্য কামদ এই দেবৈশ্বর্য প্রাপ্ত ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন—এটা পুষ্প পূজার ফল। স্থবিরের

কথা শ্রবণ করে উপাসক আনন্দিত হলেন।

সেই দেবপুত্র অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্য এক দেবপুত্র তদনুরূপ ত্রিগাবুত পরিমিত মণিবর্ণ বস্ত্রালংকারে প্রতিমণ্ডিত হয়ে সহস্র মণিময় ধ্বজা উত্তোলন করে সহস্র মণিবর্ণ রাজদণ্ড ধারণ করে স্বয়ং মণিময় রংয়ের বস্ত্রাভরণ ও গন্ধবিলেপনে অলংকৃত হয়ে মণিবর্ণ সিন্ধব ঘোটক সংযোজিত মণিবর্ণ রথে উপবিষ্ট হয়ে মহা দেবানুভব ও মহাঋদ্ধি সমন্বয়ে আগমন করছিলেন। উপাসক সেভাবে আগত দেবপুত্রকে দেখে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করে এরূপ বললেন :

৪৮-৪৯. ইনি মণিবর্ণের অঙ্গে মণিবর্ণের বস্ত্রদ্বারা পরিহিত, মণিময় আভরণে সজ্জিত এবং মণিমালায় বিভূষিত, তাঁর রত্নময় রথে রত্নময় সিন্ধব সংযোজিত রত্নময় প্রজ্ঞাপ্ত আসনে তিনি আরূঢ়।

৫০. তিনি মহা সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করে আগমন করছেন।

৫১. রত্নময় বসন পরিহিত রত্নময় সুবাসে সুবাসিত দেবগণ রত্নছত্র পতাকা ও ধ্বজা ধারণ করছে।

৫২. চতুর্যোজন পরিমিত স্থান দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত এবং তারা খুশিতে নৃত্য ও লম্পঝম্ফ করছে।

৫৩. মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবপুত্রকে সুরকন্যাগণ রত্নাভারণে ভূষিতা হয়ে মণিচামরের দ্বারা ব্যজন করছে।

৫৪. সুর-নন্দিনীগণ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র মধুর সুরে বাজাচ্ছে এবং উত্তমরূপে আনন্দ দান করছে।

৫৫. সুন্দরী দেবীগণ সপ্তরাগযুক্ত গান তাল-লয় সহযোগে গাইছে আর বাজনা করছে।

৫৬. তাদের ওষ্ঠাধর সুশ্রী, উন্নত তাদের বক্ষযুগল, নয়নদ্বয় বিশাল ও নীল, তাদের সবকিছু প্রতিমণ্ডিত।

৫৭. বাদ্য-বাজনার মধ্যখানে তারা নৃত্য করছে, তাদের অঙ্গভঙ্গি সুচারু ও নয়নমুগ্ধকর।

৫৮. এইরূপ ব্যক্তি ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি; আমি জিজ্ঞেস করছি, ইনি পূর্বজন্মে কী পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন বলুন।

ইনি ইতিপূর্বে সিংহলদ্বীপে লঙ্কাপর্বতপ্রান্তে মহাতিষ্য নামক গ্রামে রাখাল বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একসময় অন্য বালকদের সঙ্গে গোচারণে গিয়ে পর্বতপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে সুপুষ্পিত গিরি-কন্নিক বন দেখে ফুল আহরণ করে বালুকাস্তূপ নির্মাণ করত বৃন্তপত্র সমান করে পূজা করেছিলেন এবং জল সিঞ্চন করে ম্লান না হওয়ার জন্য শাখা দ্বারা

মণ্ডপ তৈরি করে আনন্দমনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে মৃত্যুবরণ করে সেই পুণ্যপ্রভাবে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে এবম্বিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। উপাসক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্থবির তা প্রদর্শনের নিমিত্ত এরূপ বললেন :

৫৯. ইনি সিংহলদ্বীপের লঙ্কাপর্বতের কাছে মহাতিষ্য গ্রামে রাখাল বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৬০. একসময় তিনি অন্য গোপালক বালকদের সঙ্গে গোচারণে গমন করে পর্বতপ্রান্তে গিরিকন্নিক বন দেখতে পান।

৬১. সেখানে সুপুষ্পিত ফুল দেখে আহরণ করে কন্দরে শীতল বালুকাময় স্থানে উপগত হয়েছিলেন।

৬২-৬৩. তথায় বালুকাস্তূপ তৈরি করে সেই কুসুমদ্বারা পূজা করেছিলেন এবং মনোরম দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৬৪. তিনি এখানে দিব্য কামভোগে নন্দিত, দেবৈশ্বর্য ভোগে অভিরমিত এবং মহাঋদ্ধিসম্পন্ন—এটা তাঁর পুষ্প-পূজার ফলে। স্থবিরের কথা শুনে উপাসক আনন্দিত হলেন।

সেই দেবপুত্র অতিক্রান্ত হলে অন্য এক দেবপুত্র অনুরূপ তিন যোজন পরিমিত স্থানে সপ্তরত্নময় বস্ত্রালংকারে প্রতিমণ্ডিত হয়ে সপ্তরত্নময় সহস্র ধ্বজা উত্তোলন করে সহস্র সপ্তরত্নময় রাজদণ্ড ধারণ করে দেবপরিবৃত হয়ে তিনি স্বয়ং সপ্তরত্নময় বস্ত্রাভরণ ও গন্ধবিলেপনের দ্বারা অলংকৃত হয়ে সপ্তরত্নময় সিন্ধব সংযোজিত সপ্তরত্নময় রথে উপবেশন করে সপ্তরত্নময় বিচিত্র বিতান উপরিভাগে আচ্ছাদিত করে অনুরূপভাবে আগমন করছিলেন। উপাসক এভাবে আগমনকারী দেবপুত্রকে দেখে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করার জন্য এরূপ বললেন :

৬৫. তিনি সপ্তরত্নময় বস্ত্রাভরণে ভূষিত, দিব্যময় সপ্তরত্ন দ্বারা অগ্‌ঘিকের (A Post dacorated with fastoons) মতো শোভা পাচ্ছেন।

৬৬. সপ্তরত্নময় অলংকারখচিত দিব্য সিন্ধব সংযোজিত রথে সপ্তরত্নময় আসনে দেবরাজবৎ আরোহণ করেছেন।

৬৭. মহাসৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরিবৃত হয়ে মহাযশস্বী দেবপুত্র সর্বদিক উদ্ভাসিত করে আগমন করছেন।

৬৮-৬৯. সপ্তরত্নময় অলংকার ও সপ্তরত্নে ভূষিত, সপ্তরত্নময় ধ্বজা-ছত্র-পতাকামণ্ডিত, মস্তকোপরি সপ্তরত্নময় বিতান ধারণ করে চারি যোজন পরিমিত স্থান দেবতাপরিবৃত হয়ে :

৭০. ক্রীড়া করছে এবং লম্ফঝম্ফ দিচ্ছে, রত্নময় চামর নিয়ে রত্নময় আভরণে বিভূষিত হয়ে

৭১. মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবপুত্রকে সুরকন্যাগণ ব্যজন করছে, পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দেব নন্দিনীগণ :

৭২. মধুর বাদ্য-বাজনা করছে এবং মনোরম আনন্দ করছে আর সপ্তম সুরে তাল-লয়সহযোগে গান করছে।

৭৩. সুর-সুন্দরীগণ গান-বাদ্য করছে, তারা সকলেই সুশ্রী ও উন্নত বক্ষা, পূর্ণ যৌবনবতী :

৭৪. তাদের অক্ষি বিশাল ও নীলবর্ণের, তারা সর্বাভরণে অলংকৃত হয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাঁর (দেবপুত্র) সম্মুখে নৃত্য করছে।

৭৫. তাদের অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত নয়নমুগ্ধকর; আমা কর্তৃক এরূপ ইতিপূর্বে কখনো দৃষ্ট হয়নি; আমি জিজ্ঞেস করছি—ইনি পূর্বজন্মে কী পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন?

ইনি পূর্বজন্মে সিংহলদ্বীপে চিত্তল পর্বতের পাশে কপ্পকন্দর নামক গ্রামে বহুগুণ সমন্বিত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখানে আসনশালা নির্মাণ করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁর ষাট যোজন উঁচু এবং ত্রিশ যোজন বিস্তৃত বহুতলবিশিষ্ট কাঞ্চনবিমান উৎপন্ন হয়েছিল। অনন্তর তিনি এক ব্যক্তিকে শালা (ধর্মশালা) নির্মাণ করতে দেখে একটি তক্তা, একটি খুঁটি ও লতা দিয়েছিলেন। এর প্রভাবে তাঁর কাঞ্চনময় প্রাসাদ-পরিবৃত বহুশত রত্নময় বিমান উৎপন্ন হয়েছিল। অন্য এক ব্যক্তিকে পুষ্করিণী নির্মাণ করতে দেখে তার সঙ্গে তিন-চারটি মাটির পিণ্ড উত্তোলন করেছিলেন। এর প্রভাবে তাঁর অলংকৃত দেবপরিষদ উৎপন্ন হয়েছিল। অতঃপর সেই গ্রামে এক ব্যক্তিকে সেতু নির্মাণ করতে দেখে একটি তক্তা দিয়েছিলেন। এর প্রভাবে ত্রিশ যোজন পরিমিত সহস্র সিন্ধব সংযোজিত রথ উৎপন্ন হয়েছিল। অনন্তর তিনি ধর্মঘোষক হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় ধর্ম ঘোষণা করতেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে অন্যসব দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি পঞ্চশীল সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন করতেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে দেবঅপ্সরাগণ সর্বদা তাঁকে পরিবৃত করে রাখত। একসময় ধর্ম শ্রবণ করার সময় আনন্দিত হয়ে স্বীয় উত্তরাসাটক দিয়ে পূজা করেছিলেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে তাঁর বহু কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি বহুজনতাসহ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়েছিলেন এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিলেন। তার প্রভাবে তিনি দেবগণের মধ্যে উচ্চ হয়েছিলেন। উপাসক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্থবির সে বিষয় ব্যাখ্যা করে বলার জন্য এরূপ বললেন :

৭৬-৭৭. সিংহলদ্বীপের পূর্ব দিকে চিত্তল পর্বতের সন্নিকটে কপ্পকন্দর নামক গ্রামে ইনি বহুগুণসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাবানরূপে জন্মগ্রহণ করে সংঘের উদ্দেশে একটি আসনশালা দান করেছিলেন।

৭৮-৭৯. সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তাঁর বহুতলবিশিষ্ট ষাট যোজন উচ্চ এবং ত্রিশ যোজন বিস্তৃত এবং বহু কল্পতরু সমাকীর্ণ সুউচ্চ নয়ননন্দন স্বর্ণময় প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল।

৮০. আসনশালা নির্মাণের ফলে তিনি এবংবিধ সুখৈশ্বর্য নিত্য উপভোগ করছেন, তাঁর অপর কুশলকর্ম শ্রবণ করুন।

৮১. কিছু লোক আসনশালা নির্মাণ করতে দেখে তিনি সেখানে একটি খুঁটি তক্তা ও লতা-মুষ্ঠি দান করেছিলেন।

৮২-৮৩. সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁর প্রাসাদ-পরিবৃত বহু মনোরম বিমান উৎপন্ন হয়েছে; প্রাসাদ অতি শোভনীয় ও মনোমুগ্ধকর। তাতে তিনি সর্বদা প্রমোদিত থাকেন, এটা তাঁর বলি (লতা) দানের ফল।

৮৪-৮৫. অতঃপর তাঁর অন্যতর নন্দিত কুশলকর্ম শ্রবণযোগ্য, জনগণ পুষ্করিণী খনন করতে দেখে কিছু মাটি তিনি উত্তোলন করেছিলেন, সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে সুগন্ধ, শীতল, আনন্দদায়ক :

৮৬-৮৭. এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জলধারা আকাশ হতে তাঁর শরীরে পতিত হয়ে প্রমোদিত করছে। উদ্যান ও ভবনাদি পরিবৃত হয়ে দেবঅপ্সরাগণ সর্বদা আনন্দিত হয়ে ক্রীড়া করছে—এটা তাঁর মাটি উত্তোলনের ফল।

৮৮-৮৯. তাঁর অপর একটি পুণ্যকর্মের বিষয় শ্রবণ করুন, কিছু পুণ্যবান ব্যক্তি বোধিবেদী তৈরি করতে দেখে তিনি চার-পাঁচটি মাটির পিণ্ড সেখানে দিয়েছিলেন, সেই পুণ্যপ্রভাবে বহু দেবসেনা :

৯০-৯১. ছত্র, চামর (ব্যজনী), ধ্বজা, যুদ্ধায়ুধাদি নিয়ে তাঁর মঙ্গলের জন্য তাঁকে পরিবৃত হয়ে থাকে, তিনি আকাশের মধ্যখানে চাঁদের ন্যায় শোভা পান। অনন্তর তাঁর অন্য পুণ্যকর্মের বিষয় শ্রবণ করুন।

৯২-৯৩. জনৈক ব্যক্তিকে সেতু নির্মাণ করতে দেখে তিনি একটি তক্তা দিয়েছিলেন; সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি এই দেবলোকে শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সিন্ধুঘোটক বাহিত সর্বালংকারে সজ্জিত ত্রিশ যোজন পরিমিত রথের উদ্ভব হয়েছে।

৯৪-৯৫. দেবগণের মধ্যে মহাযশস্বী ও তেজস্বী হয়ে বিচরণ করছেন। তাঁর পূর্বজন্মের অপর পুণ্যকর্মের বিষয় শ্রবণ করুন। তিনি সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য সকাল-সন্ধ্যা ধর্ম ঘোষণা করতেন; সেই পুণ্যপ্রভাবে :

৯৬-৯৭. এখানে তাঁকে দেবসেনাগণ পরিবৃত হয়ে থাকে; এটা ধর্ম ভাষণ বা ঘোষণা করার ফল। তাঁর অপর সুন্দর কুশলকর্মের বিষয় শ্রবণ করুন। তিনি পূর্বজন্মে পঞ্চশীলকে উত্তমরূপে রক্ষা করতেন।

৯৮. সেই পুণ্যপ্রভাবে সুন্দরী অপ্সরাগণ তাঁকে পরিবৃত করে থাকে; এটা

সুষ্ঠুরূপে পঞ্চশীল প্রতিপালনের ফল।

৯৯-১০০. আমার নিকট অপর পুণ্যকর্ম সম্পাদনের বিষয় শ্রবণ করুন, তিনি প্রীতি ও সন্তুষ্ট চিত্তে সদ্ধর্ম শ্রবণ করেছিলেন এবং সদ্ধর্মে যশস্বীদের উত্তরাসঙ্গ দিয়ে পূজা করেছিলেন; সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁর কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে।

১০১. যিনি যেরূপ পুণ্যকর্ম এখানে সম্পাদন করেন তিনি সেরূপ ফলের ভাগী হন; এটা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে কুশলকর্মে চিত্তকে রমিত করুন। স্থবিরের কথা শুনে উপাসক আনন্দিত হলেন।

সেই দেবতা অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেকে মণি-কনকাদি সপ্তরত্নময় চুরাশি সহস্র রাজদণ্ড পূর্বভাগে রেখে সেরূপ সপ্তরত্নময় শতসহস্র সুগন্ধ রক্তপদ্মপূঞ্জ পরিপূর্ণ কলসি পূর্বভাগে রেখে, সেরূপ অষ্টশত মঙ্গলঘট নিয়ে দেবগণ পরিবৃত হয়ে তিনযোজন পরিমিত স্থান রত্নময় ছত্র মস্তকে ধারণ করে শব্দায়মান জালসহ বিচিত্র বিতান করত তিন যোজন পরিমাণ রথে করে বিপুল দেবপরিষদ পরিবৃত হয়ে, ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত ছয় দেবলোকের ধর্ম শোণ্ডিক দেবগণ পরিবৃত হয়ে মৈত্রেয় বুদ্ধের নিকট আগমনের ন্যায় দেবপুত্র-দেবকন্যা, বহুশত প্রত্যেকবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব পরিবৃত হয়ে সমস্ত দেবগণের শ্রীসৌভাগ্য লাভ করার মতো, বহুপ্রকার বাদ্য-অভিনয়সহকারে এবং সর্বোচ্চ জ্ঞানময় অবস্থায় বহু দেবতা দর্পভরে, সকল দেবতার নয়ন মুগ্ধকর পদ্মস্থিত মধুকরের ন্যায় গুণঘোষক (ধর্মদেশক) আগমন করছিলেন। উপাসক তা অবলোকন করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করার জন্য বললেন :

১০২. অনুপম, অসদৃশ মহতী শ্রীসম্পন্ন, সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ এই মহাযশস্বী কে?

স্থবির প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

১০৩. যিনি ষোলো অসংখ্য পারমী পূর্ণ করে দেবলোকে ধর্মদেশনা করছেন তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধাংকুর।

১০৪. পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে যে সত্ত্ব তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি কায়িক দুঃখ ভোগ করেছেন তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধাংকুর।

১০৫. যিনি কেতুমতি নগরে জাত হয়ে অনুত্তর বুদ্ধ হবেন এবং জগতের দুঃখ মোচন করবেন তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধাংকুর।

১০৬. ভবিষ্যতে শাসন যখন কলুষিত হবে তখন যিনি জন্মনিরোধ সাধন করবেন, তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধাংকুর।

তাঁদের কথোপকথন শেষে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব আগমন করে রথ হতে অবতরণ করে স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনান্তে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, 'ভন্তে, এখানে কীজন্য আগমন করেছেন?' স্থবির বললেন, 'মারিষ! আমরা চুলামণিচৈত্য বন্দনা করার জন্য এখানে আগমন করেছি।' তখন উপাসক বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে দাঁড়ালেন। বোধিসত্ত্ব কর্তৃক 'কে এই ব্যক্তি, ভন্তে?' জিজ্ঞাসিত হলে স্থবির বললেন, 'ইনি শ্রদ্ধাবান ও বহুগুণসম্পন্ন চুলগল্ল উপাসক।' বোধিসত্ত্ব তাঁর অনুরূপ দিব্য শাটকযুগল তাঁকে দিয়ে 'অপ্রমত্ত হও' বলে উপদেশ প্রদান করে উপাসক ও স্থবিরের সঙ্গে চুলামণিচৈত্যে গিয়ে বন্দনা করলেন। স্থবির চৈত্য বন্দনা করে উপাসকসহ চুলগল্ল বিহারে প্রত্যাগমন করে ভোজনশালায় উপবিষ্ট হয়ে জাউ আহার করে রোগ হতে উপশম হয়ে স্বীয় বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। উপাসক স্থবিরকে বন্দনা করে প্রস্থান করলেন। গ্রামবাসী উপাসকগণ দিব্য চাদর দেখে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোথায় পেয়েছেন?' তিনি স্থবিরের সঙ্গে দেবলোকে গমন, স্বীয় দৃষ্ট দিব্যসম্পত্তি এবং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব কর্তৃক প্রদত্ত দিব্য শাটকযুগল প্রদানের বিষয় ইত্যাদি প্রকাশ করলে বহু লোক কুশলকর্মে নিয়োজিত হয়েছিল এবং তিনি স্বয়ং সপ্তাহকাল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তুষিত স্বর্গে তাঁর সন্নিকটে মহাশক্তিশালী দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১০৭. এরূপ নানাপ্রকার গুণে বিভূষিত ব্যক্তিগণ গুণের প্রভাবে স্বর্গে উৎপন্ন হন, তাই কেবল গুণান্বিত হও, গুণই সর্বত্র প্রশংসিত হয়।

১০.২ পণ্ডরঙ্গ পরিব্রাজকের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপে কোনো গ্রামে বেণিসাল নামে এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর তিষ্য নামে একটি পুত্র ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মাতাপিতা তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত করালেন। তিনি রাজার সেবা করে অতি আপন হয়ে উঠলেন। রাজা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে অমাত্যপদ প্রদান করলেন এবং ভোগ করার জন্য মহাগ্রাম উপহার দিলেন। তদবধি সেই তিষ্যমাত্য তথায় বসবাস করে সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘের সেবা করতেন। অনন্তর তিনি একদিন মহাবিহারে তাঁদের কুলগুরু স্থবিরের নিকট উপগত হয়ে ধর্মশ্রবণের সময় মহাবিভঙ্গ সূত্র শ্রবণ করে ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি ভিক্ষুসংঘকে অন্নদান না করে ভোজন করতেন না। তিনি একদিন গৃহ সজ্জিত করে মহাদানের আয়োজন করে ভিক্ষুসংঘকে গৃহে আনালেন। সেদিন তাঁকে দেখার জন্য বহু সমজাতি (জ্ঞাতি) এসেছিলেন। তিনি তাদের 'দান দাও' বলে নিয়োজিত করে নিজেও একত্রে অন্নদান করেছিলেন। দুপুর অতীত হয়ে গেল। ভিক্ষুসংঘ আহার সমাপ্ত করে বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। তিনি স্নান করে আহার করতে আসলেন। আহারের জন্য তাঁর সামনে

উত্তম রস (একপ্রকার উত্তম খাদ্য বা পানীয়) আনা হলো। তা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, এই উত্তম রস কেন ভিক্ষুসংঘকে দাওনি?' তারা বলল, 'আপনি আদেশ না দিলে কীভাবে দেব?' তা শ্রবণ করে অমাত্য বললেন, 'সংঘকে আগে না দিয়ে আমি কখনো আহার করি না; এখন এটা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকেও দান করতে সক্ষম হব না, কাকে দান করব?' তখন এক ঈশ্বর ভক্ত ভাবল, 'এই নগর সীমান্তে এক শ্মশানে অবস্থানরত শ্বেতবস্ত্র পরিহিত পণ্ডরঙ্গ পরিব্রাজক আমার পরিচিত, এ শ্রেষ্ঠ রস তাকে দান করব' এরূপ চিন্তা করে তাঁর গুণ প্রকাশ করার জন্য এরূপ বলল :

১-২. এই মনুষ্যলোক ও দেবলোক সবকিছুই ঈশ্বরের নির্মিত; পৃথিবীতে যত সুখ-দুঃখ সমস্তই ঈশ্বরের প্রদত্ত। তাঁর তপস্যায় রত এই শ্মশানে একজন রাগ ধ্বংসকারী জলে অবগাহনকারী সমস্ত কালিমা থেকে মুক্ত তাপস বাস করেন।

৩. তিনি জটাধারী, জলধারী, ভিক্ষাচারী, এ ত্রিজগতে তাঁর মতো গুণবান আর কেউ নেই, পুণ্য লাভের জন্য এই সুখভোগ্য তাঁকে দেওয়া উচিত।

তার গুণ শুনে অমাত্য 'তাকে দান কর' বলে নিয়োগ করলেন। মনুষ্যগণ উক্ত আহার্য নিয়ে শ্মশানে গমন করল। তারা তাকে দেখতে পেল, বস্ত্রহীন হয়ে রাতে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে প্রাতে তার সঙ্গে সুরা পান করে উন্মত্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় জলাশয়ে গিয়ে বড়শির দ্বারা মাছ ধরে লতায় বেঁধে বড়শি জলে ফেলে যষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে লোকজনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি মাছ ও বড়শি জলে ডুবিয়ে দিয়ে পা দ্বারা আটকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনুষ্যগণ সমস্ত কিছু দেখে ভাবল, 'এই ব্যক্তি লজ্জাহীন।' গুণগ্রাহী বলল, 'অহো, এ যে মোহে অন্ধ'—এরূপ বলে আহার্য তাকে না দিয়ে অমাত্যের নিকট গিয়ে এরূপ বলল :

৪. এই ব্যক্তি দক্ষিণার অযোগ্য, গুণহীন, লজ্জাহীন, স্ত্রী আসক্ত (কামাসক্ত), সুরাসক্ত, চোর এবং প্রাণিঘাতক।

৫. সে মহিলার সঙ্গে মদ্যপান করে, যথেচ্ছাচার করে, বড়শি নিয়ে মৎস্য শিকারে নিয়োজিত।

৬. যে এসব কর্মে রমিত তার চরিত্র (শীল) কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে দান দিলে কী মহাফল হবে?

অনন্তর তারা বলল, 'প্রভু, আমরা দেখলাম যে, সে বড়শি ও মাছ পা দ্বারা জলে ডুবিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে।' তা শুনে অমাত্য বললেন, 'এর কিছু মাত্র লজ্জাবোধ আছে, এ খাদ্য তার উদ্দেশ্যে, তাকেই দান করব।' অতঃপর এরূপ বললেন :

৭. যে ব্যক্তি যাচককে তৃণ, পর্ণ কিংবা বেতস (The Ratan reed) দান

করে সেও জন্মান্তরে তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হবে।

৮. একশ তির্যক প্রাণীকে পরিপূর্ণ করে প্রদত্ত দান ও একজনমাত্র মানুষকে প্রদত্ত দানের ফল সমান।

৯-১০. যেমন উর্বরতর খেতে বীজ বপন করলে অধিক ফসল (ফল) হয়, অল্প হয় না; সেরূপ উত্তমপাত্রে যে শ্রদ্ধাসহকারে দান দেয়, সে দেবলোক, মনুষ্যলোক এমনকি নির্বাণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়।

১১-১২. যে ব্যক্তি অনুর্বর খেতে বহু বীজ বপন করে, সে অধিক ফসল (ফল) প্রাপ্ত হয় না, অল্পই হয়; সেরূপ গুণহীন ও দুঃশীল ব্যক্তিকে দান দিলে অধিক ফল প্রাপ্ত হয় না, অল্পই প্রাপ্ত হয়।

১৩-১৪. এই ব্যক্তিকে দান দিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফল লাভ হবে, আমি অল্প ফল প্রাপ্ত হব, এটা তাকেই দান করব। সে অল্পতর লজ্জাশীল, এটাও নিশ্চয়ই গুণ; এতে আমার সেই দানের প্রভাবে অল্পমাত্র ফল হবে।

অতঃপর অমাত্য বললেন, 'বড়শি জলে ডুবিয়ে রাখায় তার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ আছে, তাই এই আহার্য তাকে দান করব' এরূপ বলে তাঁকে আহার্য দিলেন এবং দ্বিতীয় দিনও তাকে আমন্ত্রণ করে দান দিয়ে চিত্তকে প্রসন্ন করে প্রেরণ করলেন। পরবর্তীকালে যথাসময়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি পৃথিবী ও সমুদ্র পরিমাণ মহাদান করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর কালতিন্দুক বিহারের সপ্তপর্ণি বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দিব্যময় খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়্য ইত্যাদি বহুবিধ দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

১৫. তোমরা অবহিত হও; এই ব্যক্তি উত্তম দান দিয়ে এরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েছেন; প্রসন্নমনে দান দিলে এরূপ ফল পাওয়া যায়, এরূপ কথিত হয়েছে।

১০.৩ দুব্বিট্‌ঠি মহাতিষ্যের উপাখ্যান

অনুরাধপুরের অনতিদূরে মহেল নামে একটি নগর ছিল। সেখানে দুব্বিট্‌ঠি মহাতিষ্য নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন মহাধনবান, মহা-ঐশ্বর্যশালী শ্রদ্ধাসম্পন্নদায়ক; তাঁর স্ত্রীও ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন; তাঁরা উভয়ে দানাদি কুশলকর্ম করে দিন অতিবাহিত করতেন। পরবর্তী কোনো সময়ে তাঁদের গৃহে হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

বহুশত লোক কাজে নিযুক্ত হলো। সমস্ত শ্বেত বলিবদ্দকে হলুদ দিয়ে স্নান করিয়ে গলায় অলংকারাদি পরিয়ে শৃঙ্গে স্বর্ণ-রূপা রেশমাদি দ্বারা অলংকৃত করে যুগ-নাঙ্গল যোজন করল এবং মানুষেরা সাধ্যানুযায়ী উত্তম খাদ্যভোজ্য আহার করে বস্ত্রালংকারে অলংকৃত হয়ে জমি কর্ষণ ও বপন করতে লাগল। গৃহে

স্ত্রীগণও তদনুরূপ অলংকৃত হয়ে বীজ-কর্ম করতে লাগল। 'আগামীকাল (পরের দিন) তাঁর মঙ্গলময় অনুষ্ঠান আছে' জেনে এক ঋণ বহনকারী 'তাঁর মঙ্গলের অন্তরায় সাধন করব' এরূপ চিন্তা করে উপায় খুঁজতে খুঁজতে 'দান উপলক্ষ্যে বহু ভিক্ষুসংঘ এখানে আগমন করে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করবেন; আমি তাঁদের মাধ্যমে মঙ্গলের অন্তরায় করব।' এরূপ চিন্তা করে সে অভয়ুত্তর বিহারে গমন করে তিষ্য স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে বন্দনা করে বলল, 'ভন্তে, দুব্বিট্ঠির প্রতি অনুগ্রহ করে পঞ্চশত ভিক্ষুসহ তাঁর গৃহে গমন করুন,' এরূপে নিমন্ত্রণ করে প্রস্থান করল। পরদিন তিনি কর্মচারি পরিবৃত হয়ে খেতে গমন করেছিলেন। স্থবির প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে শরীরকৃত্য সমাপন করে পঞ্চশত ভিক্ষুসহ তাঁর গৃহ দ্বারে উপস্থিত হলেন।

তাঁর স্ত্রী ভিক্ষুসংঘসহ স্থবিরকে দেখে খুশি হয়ে তাঁর নিকট গিয়া বন্দনা করে হাত হতে পাত্র নিয়ে সকল ভিক্ষুকে স্বীয় গৃহে উপবেশন করায়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। স্থবির তাঁকে দানকার্যে কোনো উৎসাহ না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'উপাসিকে, আজ আপনার গৃহে মহাকোলাহল, সম্ভবত অন্য কোনো দানোৎসব আছে।' উপাসিকা বললেন, 'ভন্তে, সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করা আমার দায়িত্ব।' এরূপ বলে জাউ-এর অভাবে পুত্রদের জন্য প্রস্তুত দধি-মধু-গুড় ইত্যাদি এনে পাত্রে দান করলেন। স্থবির পাত্র নিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, 'ভন্তে, যাবেন না, ভাত রান্না হলে তা ভোজন করে গমন করবেন।' এভাবে নিমন্ত্রণ করে দান দিতে আরম্ভ করলেন। তখন দুব্বিট্ঠি খেত (মাঠ) থেকে এসে স্থবিরকে দেখে খুশি হয়ে বন্দনান্তে একান্তে দাঁড়ালেন। অতঃপর স্থবির বললেন, 'আজ আপনার গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠান জানতে পারলে আসতাম না; একজন লোক দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা এসেছি।' তা শুনে উপাসক বললেন, 'ভন্তে, সে আমার ঋণী ব্যক্তি, আমার হলকর্ষণ উৎসবের অন্তরায় করার জন্য এরূপ করেছে। তার কৃত উপকার অত্যন্ত মহৎ; তার কারণেই আপনাদের মতো গুণবানদের দর্শন, বন্দনা ও দান করার সুযোগ পেয়েছি। ভন্তে, আজ হতে সে আমার বন্ধু।' অনন্তর এরূপ বললেন :

১-২. যে মিত্র ইহজগতে প্রাণিহত্যায় উৎসাহিত করে, চুরিকর্ম করে ও ভয়াবহ গৃহ বিচ্ছেদ করে সে ছদ্মবেশী মিত্র।

৩. যে মিত্র পর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত করায়, সুরাপান ও জুয়াখেলায় সহায় করে সেই মিত্র ছদ্মবেশী।

৪. যে মিত্র মিথ্যাকথা বলে, অলীক কল্পকাহিনি বলে এবং মিত্রকে মিথ্যায় নিয়োজিত করে সেই মিত্র ছদ্মবেশী।

৫. যে মিত্র নৃত্য-গীত বাদ্য ও খারাপ ক্রীড়ায় উৎসাহিত করে সেই মিত্র

ছদ্মবেশী।

৬. এই ঋণী ঈদৃশ মিত্রদ্রোহী কাজ করেনি, সে যা করেছে তা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আমার হিতকর হয়েছে।

৭. আজ হতে সে আমার জ্ঞাতি ও মিত্র; যথাসাধ্য আমা কর্তৃক সর্বদা তার উপকার করা উচিত।

এরূপ বলে 'আজ হতে সে আমার বন্ধু' বলে ঋণপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে নিজের কাছে বসিয়ে যথাসম্ভব সম্পত্তি প্রদান করলেন। অতঃপর দুপুর বেলা সেই দম্পতি ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন এবং ত্রিচীবরসহ অষ্টপরিষ্কার দ্বারা পূজা করলেন। দানের শেষে ভিক্ষুগণ বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন।

৯. শ্রদ্ধাসহকারে দক্ষিণা (দেয় সামগ্রী) দান করে তিনি পৃথিবীতে চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে শোভা পেয়েছিলেন; তাই তোমরাও সাধুজনকে দান দিয়ে যেখানে গমন করলে প্রশান্তি বিরাজ করে সেই নির্বাণ সাধন কর।

১০.৪ তিষ্য শ্রামণের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপের উত্তর পাশে নাগবিহার নামে একটি বিহার ছিল। তথায় এক নবীন শ্রামণের 'ভবিষ্যতে এই ধনসম্পদ ভিক্ষুগণের ক্ষতিসাধন করবে' এটা উপলব্ধি করে তাঁর সম্পদ ভিক্ষুসংঘকে দান দিতে মনস্ত করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তিনি ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করলেন; ভোজনশালায় বিচিত্র বিতান (চাঁদোয়া) বেঁধে মাল্যাদি ঝুলিয়ে দিয়ে আসন, পানীয়, ভোজ্য, দন্তকাষ্ঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রাখলেন। প্রাতে জাউ, দুপুরে উত্তম খাদ্যের দ্বারা পরিবেশন করলেন। এভাবে প্রতিদিন সংঘের সেবা করতে করতে পরবর্তী সময়ে তিনি একসময় ভিক্ষুসংঘ চলে গেলে মৃত্যুবরণ করে সেই বিহারের কাছে একটি মহান্যগ্রোধ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো তিষ্য। তিনি মহাবিভবসম্পন্ন হয়েছিলেন। পাঁচ যোজন পরিমিত স্থানে দেবগণ দিব্য অন্নপানীয় নিয়ে তাঁর সেবা করত। তাঁর সেবাকারী দেবগণ তাঁকে আহার করাতেন। একদিন তাঁর পার্শ্বস্থ বিহারের ভিক্ষুগণ গ্রামে ভিক্ষাচরণ করে কিছুমাত্র না পেয়ে খালি পাত্রসহ বিহারে প্রত্যাগমন করছিলেন, সে সময় তিষ্য দেবপুত্র খালিপাত্রে আগমনকারী ভিক্ষুগণকে দেখে চিন্তা করলেন, 'পূর্বজন্মে ভিক্ষুদের সান্নিধ্য পেয়ে এ জন্মে এবংবিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। এখনও আমার পার্শ্বস্থ ভিক্ষুগণকে দান দেব।' এরূপ চিন্তা করে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'ভদ্রে, দেখ এ ভিক্ষুগণ সম্পত্তি (প্রাপ্তি) বঞ্চিত।'

অতঃপর বললেন :

১-২. ভদ্রে, আগমনকারী ভিক্ষুগণ বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শ্রাবক, শীলবান, ব্রতচারী, সর্বজীবের কল্যাণে রত; তাঁরা আজীবন সম্যকসম্বুদ্ধের শাসন প্রতিপালন করেন, যোদ্ধারা যেমন শিরপাত (হত্যা) করে তেমনই তাঁরাও ক্লেশরূপ অরিকে হত করেন।

৩-৪. যেখানে দান দিলে, যার সেবা করলে অনন্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাদের দর্শন করলে চোখ নিরাময় হয়; যাদের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করলে শোক থাকে না; ওহে, চলো সেই সংঘরত্ন লোকপূজ্যকে আমাদের সাধ্যমতো সেবা-সৎকার করি।

তখন তিনি (স্ত্রী) বললেন :

৫. দেব, যেখানে দান করলে মহাফল হয় সেখানে দান করুন; এই দানের ফল ভবিষ্যতে সুখকর ও হিতকর হবে।

এরূপ বলে তাঁরা উভয়ে ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে ষাটজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করে পর্বতাভিমুখে নিয়ে যেতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ বললেন, 'উপাসক, এই পর্বতে মনুষ্যগণের বাসস্থান নেই। আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' দেবপুত্র বললেন, 'ভন্তে, আমাদের বাসস্থান এখানে।' এরূপ বলে ভিক্ষুগণকে নিয়ে স্বীয় বিমানে উপবেশন করায়ে 'দিব্য অন্নপানীয় সংগ্রহ কর' বলে স্বীয় অনুসারী দেবগণকে আদেশ দিলেন। দেবপুত্রগণ দিব্য অন্নপানীয় নিয়ে পাঁচযোজন পরিমিত স্থান পরিব্যাপ্ত করে আনয়ন করলেন। সেই সময় পরিট্‌ঠ পর্বতে বসবাসরত মহাসুমন নামক দেবপুত্র স্বীয় পরিষদ পরিবৃত হয়ে রাজায়তন চৈত্য বন্দনা করার জন্য যাবার সময় পথিমধ্যে তিষ্য দেবপুত্রের অনুসারী দেবগণ দিব্য অন্নপানীয় আনয়ন করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দ্রব্য সামগ্রী কার জন্য?' তারা বিহারের নিকটস্থ তিষ্য দেবপুত্রের জন্য বললে মহাসুমন দেবপুত্র স্বীয় দ্রব্য সামগ্রীসহ তিষ্য দেবপুত্রের নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বাগত সম্ভাষণ করে উভয়ে একত্রে সংঘকে বন্দনা করে মহাদান দিয়ে দেবপরিষদসহ একান্তে উপবেশন করলেন। ভিক্ষুগণ আহারান্তে অনুমোদন শেষে সংঘস্থবির তিষ্য দেবপুত্রকে আহ্বান করে তাঁর কৃতকর্ম জিজ্ঞেস করার জন্য এরূপ বললেন :

৬-৭. আপনার এই বিশাল বিমান রত্নময়, শয়নাসন মূল্যবান মাল্যরাশি দ্বারা ভূষিত; দেবগণ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মধুর বাদ্য করছে, হৃদয় রঞ্জনকর গান করছে।

৮-৯. সুন্দরী দেবকন্যারা অপূর্ব নৃত্য করছে, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দ্বারা আপনাকে সর্বদা রমিত করছে; রত্নময় ছত্র আর পতাকা নিয়ে দেবসেনাগণ আপনাকে সর্বদা পরিবৃত করে রেখেছে।

১০-১১. আকাশস্থ সূর্যের ন্যায় আপনি সর্বালংকারে ভূষিত বর্ণময় ও যশস্বী হয়ে বিরাজ করছেন; কী পুণ্যকর্মের দ্বারা, শীল বা ব্রতের দ্বারা আপনার এরূপ ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করছি, আমাকে বলুন।

এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবপুত্র বললেন :

১২-১৩. ভন্তে, আমি অতীতকালে নাগ বিহারের কাছে জন্মগ্রহণ করে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সমস্ত কিছু ধ্বংসশীল দেখে ধনসম্পত্তি দ্বারা ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিই।

১৪-১৫. সামিয়ানা (বিতান বা চাঁদোয়া) টাঙিয়ে আসন প্রজ্ঞাপ্ত করে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও প্রদীপ প্রজ্বলিত করে, মধু-গুড়, খাদ্যভোজ্য, জাউ ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণসহ ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম।

১৬. মাছ-মাংস, গো-দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট অন্ন ইত্যাদি দ্বারা ভিক্ষুসংঘকে তুষ্ট করেছিলাম।

১৭-১৮. এভাবে ভিক্ষুসংঘকে সেবা করি এবং বহু বছর সেবা করার পর তথা হতে চ্যুত হই। সেই কর্মের প্রভাবে রত্নময় সুন্দর দেববিমানে মহাঋদ্ধিশালী দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করি।

১৯-২০. অপরের বস্তু দান দেওয়ায় এরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েছি, যদি নিজের বস্তু দান দেওয়া হয় তাহলে তার ফল কীরূপ হবে! ভন্তে, পৃথিবীতে দানের সমান আর কিছু নেই; দানের দ্বারা ভব-সম্পত্তি লাভ করা যায়, লোকোত্তর সুখও লাভ করা যায়।

তখন তিনি দেবপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সম্পত্তি আপনি কতকাল উপভোগ করবেন?

২১. হে দেবপুত্র, এরূপ মহা অদ্ভুত দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে আপনি কতকাল এখানে অবস্থান করবেন? আপনি যদি জ্ঞাত থাকেন তাহলে আমাকে অবহিত করুন।

তিনি জিজ্ঞেস করলে দেবপুত্র বললেন :

২২-২৩. আকাশ যেমন অনন্ত, তার অন্ত যেমন দেখা যায় না, সেরূপ আমার পুণ্যকর্মের অন্তও আমি দেখতে পাচ্ছি না; আমি জানি যে, এর অন্ত কোটি পর্যন্ত, তবে তা বুদ্ধগণই জ্ঞাত।

তাঁর কথা শুনে ভিক্ষু সন্তুষ্ট হয়ে তথা হতে গ্রাম,নিগম, রাজধানী প্রভৃতিতে বিচরণ করার সময় উক্ত দেবসম্পত্তির বিষয় জনগণকে বর্ণনা করে দানাদি পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন।

২৪. অন্যের থেকে প্রাপ্ত (পৈতৃক সম্পত্তি) সম্পত্তি দান করে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন; প্রচুর পরিমাণে দান দাও, তবেই নিজেও প্রচুর

সম্পত্তি লাভ করতে সমর্থ হবে।

১০.৫ গোল উপাসকের উপাখ্যান

সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর পৃথিবীতে ধর্মবিনয় পরিব্যাপ্ত হলে লঙ্কাদ্বীপের রোহণ জনপদের গোঠসমুদ্র তীরে গোঠ নামক একটি গ্রাম ছিল। সেখানে জনৈক উপাসক বাস করতেন, তিনি ছিলেন খাট-বামন, তাই গ্রামবাসী তাঁকে 'গোল' বলে ডাকত। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দান দিয়ে দানপতি হয়েছিলেন। অনন্তর তিনি একদিন সমুদ্র তীরে বিচরণ করার সময় বুদ্ধপূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সময় প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের দ্বাদশজন ভিক্ষু সমুদ্রের উপর দিয়ে আকাশপথে গিয়ে একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে চীবর পরিধান করছিলেন। তিনি দেখে প্রসন্নচিত্তে তাঁদের সমীপে উপনীত হয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, এই গ্রামে অমুক অমুক বাড়িতে ভিক্ষা করা সুবিধাজনক' এরূপ বলে প্রথমে স্বীয় গৃহে গিয়ে তাঁদের জন্য আসনাদি প্রজ্ঞাপ্ত করলেন, পঞ্চবিধ পুষ্প সংগ্রহ করে উভয়পাশে পূর্ণঘট স্থাপন করত প্রদীপ প্রজ্বলিত করলেন এবং আগমন পথে প্রসারিত করে দাঁড়ালেন। ভিক্ষুগণ তাঁর গৃহদ্বারে উপনীত হলে বন্দনা করে পাত্র গ্রহণ করে আসনে বসালেন এবং সংগৃহীত উত্তম খাদ্যভোজ্য দ্বারা ভোজন করালেন। ভিক্ষুগণের আহারকৃত্য শেষে তিনি একান্তে উপবেশন করে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভন্তে, এ সেবককে অনুগ্রহ করে এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' ভিক্ষুগণ ইচ্ছুক হলেন না। অনন্তর তিনি প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, আজ হতে আট শলাকা অন্ন আপনাদের দান করব, আমাকে অনুগ্রহ করুন।' ভিক্ষুগণ বললেন, 'তাহলে উপাসক, ধুরবিহারের ভিক্ষুদের দান করুন।'

উপাসক তখন বললেন, 'ভন্তে, আপনারা স্থায়ী বাস করার জন্য এই বাসস্থান দান করলাম।' তাঁরা মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। উপাসক তাঁদের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে নিজের নামে শলাকা নিয়ে ভিক্ষুদের দিলেন। ভিক্ষুগণ তা নিয়ে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে গমন করে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে অবহিত করলে আটজন ভিক্ষু স্থায়ীভাবে বাসের জন্য আগমন করলেন। অনন্তর উপাসক একদিন তাঁর স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, 'ভদ্রে, আর্যগণ আগমন করলে অপ্রমত্ত হয়ে দান দেবে।' এভাবে তাঁর উপর ভার অর্পণ করে তিনি কোনো কাজ উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর আমন্ত্রণক্রমে ভিক্ষুগণ আগমন করলে উত্তমরূপে খাদ্য পরিবেশন করে বন্দনা করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনারা কোথায় স্থায়ীভাবে বাস করেন?' তাঁর বাক্য শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ কিছু না বলে পরদিন পুনরায় আসলেন না। দ্বিতীয় দিন উপাসক জিজ্ঞেস করলেন,

'কী কারণে আর্যগণ আসছেন না?' তিনি তাঁর কথিত বিষয় বললেন, 'আমি এরূপ বলেছি, সেজন্য বোধহয় আসছেন না।' তিনি তা শ্রবণ করে তাঁর স্ত্রীকে সারাদিন ভর্ৎসনা করলেন এবং অনুশোচনা ও পরিতাপ করে কাটালেন। ভিক্ষুগণ এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে কিছুদিন পর শলাকা নিয়ে তাঁর গৃহে আগমন করলেন।

তখন হতে তিনি সস্ত্রীক দান দিয়ে বহুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্বীয় গৃহে ধনসম্পদ কমে যাচ্ছে দেখে ভাবলেন, 'বাণিজ্য করে সম্পত্তি সংগ্রহ করে দান দেব।' স্ত্রীকে বললেন, 'আর্যদের দান দেওয়া বন্ধ করবে না।' এভাবে দান দেওয়ার ব্যবস্থা করে বণিকদের সঙ্গে নৌকায় আরোহন করলেন। নৌকা সাতদিন সুষ্ঠুভাবে যাবার পর সমুদ্রের মাঝখানে ঝড়ে পড়ে ডুবে গেল, নৌকার সমস্ত মানুষ মাছ-কচ্ছপের খাদ্য হলো। উপাসকও উত্থাল সমুদ্র পাড় হতে অসমর্থ হয়ে ডুবে যেতে লাগলেন। ঠিক সেই সময়ে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের সংঘস্থবির দিব্যনেত্রে সমুদ্র অবলোকন করে তাঁকে ডুবে যেতে দেখে ভিক্ষুদের এরূপ বললেন, 'বন্ধোগণ, তোমাদের উপাসক সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন, তাঁকে বাঁচাও।' তাঁরা একজন শ্রামণকে ভার অর্পণ করলেন।

তিনি ঋদ্ধি বলে সমুদ্রে গিয়ে নিজ অলৌকিক শক্তি দ্বারা তাঁকে এনে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের ভোজনশালায় বসালেন। সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে আগমন করে ভিক্ষুদের বন্দনা করলেন; তাঁদের নিকট ধর্ম শ্রবণ করলেন। তিনি সেখানে দেবঅপ্সরা পরিবৃত হয়ে, বিভিন্ন প্রকার অলংকারে বিভূষিত হয়ে শরীরের আলোয় আলোকময় করে আগমন করেছিলেন। উপাসক তা দেখে ভীত হয়ে গৃহে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বন্দনা করে শ্রামণের সন্নিকটে গিয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে একান্তে দাঁড়ালেন। অনন্তর শ্রামণের বললেন, 'মহারাজ, গোল উপাসককে ইতিপূর্বে আপনি দেখেছেন কি?' দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, 'না, আমা কর্তৃক দৃষ্ট হয়নি।' শ্রামণের 'যদি আপনি দেখতে ইচ্ছুক হন, এখানেই তিনি আছেন' বলে উপাসককে দেখালেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ বিনিময় করে বললেন, 'উপাসক, আপনার দান সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে, সমগ্র দেবলোকেও প্রচারিত হয়েছে।' অতঃপর এরূপ বললেন :

১-২. লোকনায়ক মুনি (বুদ্ধ) দশ পারমী পরিপূরণে প্রথমে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন এবং ছয় দেবলোকে বহুশত ঊর্ধ্ব রত্নময় প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩-৪. তাবতিংস দেবলোকে বহু দেবঅপ্সরা উদ্যান শোভিত করত এই

দানের ফলে দেবরাজ শক্ররূপে এবং চক্রবর্তী রাজারূপে জন্মগ্রহণ করে বহু শ্রীসৌভাগ্য উপভোগ করেছিলেন।

৫-৬. সপ্তরত্ন চতুর্দ্বীপের রাজা হয়েছেন, বহুবার প্রদেশ রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন; তেজস্বী, যশস্বী নরপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, বহুবার ক্ষত্রিয়াদি ও মহাধনশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৭-৮. প্রত্যেকবুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধকে তিনি বহু সামগ্রী দান করেছিলেন, তিনি তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর সুখ উপভোগ করেছিলেন এবং নেত্র-রক্তাদি দান করে বুদ্ধ হয়েছেন।

৯-১০. সুতরাং দান শ্রেষ্ঠ, তাই সর্বদা দান দেওয়া কর্তব্য; গোল, জেনে রাখুন দানের ফল উত্তম। দানীয় বস্তু ভালো-মন্দ কিংবা অল্প বেশি হতে পারে, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে দান দিলে অনন্ত ফল পাওয়া যায়।

১১. তাই সব সময় সর্বত্র শ্রদ্ধাসহকারে দান করবেন; আপনার দানের সুনাম দেবলোকসহ মনুষ্যলোকে প্রকাশিত (সর্বত্র প্রচারিত) হয়েছে।

১২. গোল! শীলবান ও বহুশ্রুতকে দান দিয়ে সর্বদা নাচ-গানে রমিত সদানন্দময় দেবলোকে আমার নিকটে আসুন।

দেবরাজ এভাবে তাঁকে উপদেশ দিয়ে শ্রামণেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কীজন্য এখানে এসেছেন?' শ্রামণের 'এই ব্যক্তি নৌকা ডুবি হয়ে সমুদ্রে ডুবে যাবার সময় আমি উত্তোলন করে আনি' বলে সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করলেন। তা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে বললেন, 'যাও, এই ব্যক্তির নৌকা উত্তোলন করে রত্ন দ্বারা নৌকা পূর্ণ করে তাঁকে নৌকায় নিয়ে তাঁর গৃহে শীঘ্র পৌঁছে দাও।' বিশ্বকর্মা স্বীয় প্রভাবে সমুদ্রে নিমজ্জিত নৌকা উত্তোলন করে সপ্ত রত্নদ্বারা পূর্ণ করে উপাসককে নৌকায় তুলে তাঁর গৃহে পৌঁছে দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করলেন। উপাসকও অনন্ত বিভবসহ গৃহে অবস্থানকালে দান দিতে লাগলেন এবং যথাসময়ে আয়ুশেষে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। জনগণও তা দেখে বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৩. দান স্বর্গের সোপান, দিব্যমার্গ, যান (ভেলা) নামে কথিত, উত্তম মার্গ; তাই সর্বদা দান দিয়ে, স্বর্গে গমন করে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য উপভোগ কর।

১০.৬ পুটভত্ত (মোড়কন্ন) দায়িকার উপাখ্যান

লঙ্কার রোহণ কপ্পকন্দর নদীর কাছে 'এরামণি' নামে খ্যাত এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের এক মহিলা কোনো রাজকীয় কাজে 'অনুরাধপুরে যাব' বলে মোড়কন্ন (a parcel of boild rice) নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে অরণ্যের মধ্যে গমনকারী কোনো ক্ষীণাস্রব স্থবিরকে দেখে চিন্তা করলেন 'এ

সময়ে ভন্তের অন্যত্র ভিক্ষাচরণ স্থান নেই। আমার একটি মোড়কন্ন আছে, এটা তাঁকে দান করব।' এরূপ চিন্তা করে স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে অন্নপাত্রে ঢেলে দিলেন এবং 'ভন্তে, অল্পক্ষণ এখানে অপেক্ষা করুন' বলে কন্দরন্তরালে প্রবেশ করে বৃক্ষপত্র পরিধান করে স্বীয় বস্ত্র ধৌত করে এসে স্থবিরকে দান করলেন। স্থবির তা গ্রহণ করে 'সে আমাকে দর্শন করুক' এরূপ অধিষ্ঠান করে তাঁর প্রসাদ সংবৃদ্ধির জন্য আকাশে উত্থিত হয়ে রাজহংসের মতো প্রস্থান করলেন। তিনি এভাবে গমনরত স্থবিরকে দেখে আনন্দিত হলেন। তিনি দানের প্রত্যক্ষফল দেখে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক সেইক্ষণে সেই কন্দর-সন্নিকটে একবৃক্ষে বসবাসরত দেবপুত্র তাঁর শ্রদ্ধাসম্পত্তি দেখে একটি ক্ষুদ্র পাত্রে দিব্য সাটক (কাপড়) পূর্ণ করে 'এটা অক্ষয় হোক' এরূপ অধিষ্ঠান করে তাঁর হাতে সমর্পণ করে অন্তর্হিত হলেন। তিনি সেই পাত্র খুলে দিব্যকাপড় দেখে 'আজ আমা কর্তৃক আর্যকে প্রদত্ত কাপড়ের পুণ্যফল আজই দৃষ্ট হলো', অত্যন্ত খুশি হয়ে চিন্তা করলেন, 'এটা আর্যকে না দিয়ে ভোজন করব না।' অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, 'প্রভু, দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করে এখানে আগমন করুন।' সঙ্গে সঙ্গে অরিয়ক বিহার নিবাসী দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু এসে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তিনি সেই ভিক্ষুদের দেখে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে সকলের ত্রিচীবরের জন্য পর্যাপ্ত কাপড় দান করলেন। পাত্রের কাপড় অক্ষয় অবস্থায় রইল। তিনি সেখান হতে একটি কাপড় নিয়ে পরিধান করে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে নানা বর্ণের বস্ত্রালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত দ্বাদশ যোজন দিব্যবিমানে জন্মগ্রহণ করলেন। বিমানের দুই পাশে ৬০টি করে ও অন্য দুই পাশে ৪০টি করে মোট দু-শোটি কল্পতরু ছিল। তিনি বহু সহস্র দেবতা পরিবৃত হয়ে দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেছিলেন।

গাথায় আছে :

১. তিনি একজন অনাসব ভিক্ষুকে মোড়কন্ন ও পরিহিত বস্ত্র ধৌত করে শ্রদ্ধাসহকারে দান করায় সেদিনই দিব্য বস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

২. সেই দিব্য বস্ত্র পুনরায় মুনি, শ্রাবকদের দান করেন, সেখান হতে চ্যুত হয়ে পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩. তাঁর বিমানখানি দীর্ঘ দ্বাদশ যোজন পরিমিত; তাঁর অনুরূপ বিশাল ও প্রচুর পরিমাণে দিব্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়েছিল।

৪. বিমানের স্তম্ভ, খুঁটি, ভিত্তি, দেওয়াল, ছাদ ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিরাগ অম্বর দ্বারা অলংকৃত।

৫. বস্ত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে শয়নাসনের চাদর দেওয়া আছে, যা সব সময়

রমণীয় থাকে।

৬. তথায় নানাপ্রকার মণিমুক্তাখচিত অলংকার বাত্যাহত হয়ে সব সময় সুখকর শব্দ করতে থাকে।

৭. সেই দেবকন্যা স্বর্ণকান্তি, উন্নত সুঢৌলবক্ষা, সদা নন্দিতা; তাঁর কাঞ্চনবর্ণ বিম্বাধর, পদ্মাভ মুখশ্রী এবং সুন্দর নয়নযুগল।

৮. বিচিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করে সুন্দরী দেবকন্যাগণ তাঁর সেবায় রত, তাদের উত্তমঙ্গে (মস্তকে) ভাসমান মালা হতে প্রভাব বিকিরণ করছে।

৯. বিশাল সুরম্য প্রাসাদে অনন্ত সম্পত্তি রয়েছে; আর দেবকন্যাগণ দিবারাত্রি নাচগান করে আমোদে দিন কাটাচ্ছে।

১০. পণ্ডিত ব্যক্তি এদেহ অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর এবং সমস্ত মনুষ্যসম্পত্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় জ্ঞাত হয়ে স্বর্গারোহণ করে বিপুল সুখভোগের জন্য দানাদি বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করেন।

১০.৭ দ্বিতীয় দম্পতির উপাখ্যান

সংঘামাত্য নামক এক ব্যক্তি দান দিয়ে দেবগণ কর্তৃক চারবার প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সংঘদত্তা দান দিয়ে দেবরাজ শক্রর শীলাসন পাণ্ডুকম্বল তপ্ত করেছিলেন। প্রথমে সংঘামাত্যের কাহিনি বর্ণনা করা হচ্ছে :

অতীতে লঙ্কার মহাগ্রামে জনৈক সংঘামাত্য এক কন্যা ও এক পুত্র লাভ করে পুত্রের নামকরণ করেন সংঘামাত্য। তিনি মরণাসন্নে পতিত হলে জ্যেষ্ঠ কন্যাকে ডেকে কনিষ্ঠের হাত জ্যেষ্ঠের হাতে রেখে বলেছিলেন, 'আমার পুত্রের বয়স হলে সহস্র মূল্যের বস্ত্রযুগল, খড়্গ-রত্ন ও মহাছুরিকা প্রদান করবে', এরূপ বলে পরলোক গমন করেছিলেন। তিনি বোনের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন, ক্রমান্বয়ে বড়ো হয়ে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে রূপবান ও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণানিয়া নামে চোরভয়ের উদ্ভব হয়েছিল। তখন সংঘামাত্য 'ভয় উপশম হলে আসব' বলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বোনের নিকট রেখে প্রত্যন্ত জনপদে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। ভয় তিরোহিত হলে পুনরায় মহাগ্রামে এসে বোনের গৃহে বাস করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় দিবসে স্নান করার জন্য জলাশয়ে গিয়েছিলেন।

তখন কোট্টগল্ল পর্বতবাসী মহানাগ স্থবির সমস্ত মহাগ্রামে ভিক্ষাচরণ করে খালিপাত্রে বিহারে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অমাত্য স্থবিরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, ভিক্ষাহার প্রাপ্ত হয়েছেন কি?' স্থবির বললেন, 'উপাসক, পাব।' তিনি বললেন, 'ভন্তে, আপনি কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করুন।' তিনি বোনের গৃহে গিয়ে ভাত আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে 'নেই' বলায় তড়িৎ গতিতে

অন্তর্গৃহে প্রবেশ করে স্বীয় সহস্র মূল্যের মুক্তাহার নিয়ে অন্যের নিকট কার্ষাপণ (মুদ্রা) মূল্যের ভাত ক্রয় করে স্থবিরের নিকট উপগত হয়ে 'এ ভাত অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়েছি' বলে পাত্রে ঢেলে দিলেন। তিনি তা নিয়ে আরামপ্রদ বৃক্ষ নিচে উপগত হয়ে নিজেকে নিজে উপদেশ দিয়ে সংস্কারসমূহের অন্তসাধন করে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হলেন। সেই সময়ে অনুরাধপুর নগরস্থ দুট্ঠগামনি রাজের ছত্রে বসবাসরত দেবতা সংঘামাত্যের দান অনুমোদন করলেন; ছত্রছায়া হতে বহির্গত হয়ে সাধুবাদ দিলেন। তাই বলা হয়েছে :

১. উপাসক, আপনার দেওয়া দান উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হয়েছে; তাই আমি অনুমোদন করছি 'সাধু, সাধু'।

রাজা সেই সাধুবাদ শব্দ শ্রবণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সাধুবাদ কার জন্য?' দেবতা সংঘামাত্যের মহাদানের কথা বললেন। তা শুনে রাজা প্রসন্ন হলেন। অনন্তর একদিন অমাত্য গোঠসমুদ্রে স্নান করার সময় তাঁর পুণ্যপ্রভাবে সহস্র সুবর্ণ মাসক (Small gold coins) পূর্ণ এক দ্রোণি এসে তাঁর শরীরে আঘাত করতে লাগল। তিনি এটাকে পঁচা কাষ্ঠখণ্ড মনে করে দূরে ঠেলে দিতে লাগলেন। এটা বার বার এসে তাঁর শরীরে স্পর্শ করলে 'এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে' মনে করে স্থলে উঠালেন এবং খড়্গ দ্বারা আঘাত করে সুবর্ণরাশি দেখতে পেলেন। তা বোনকে দিয়ে 'অনুরাধপুরে গমন করব' বলে বোনের কাছ থেকে বস্ত্রযুগল নিয়ে খড়্গ বন্ধন করে বহির্গত হলেন। সেই সময়ে এক ভিক্ষু তিম্বরু গ্রামে ভিক্ষাচর্যা করে শূন্য পাত্রে প্রত্যাগমন করছিলেন। অমাত্য তাঁকে খালিপাত্রে নির্গমন করতে দেখে স্বীয় পরিহিত পঞ্চশত মূল্যের বস্ত্র দিয়ে ভাত ক্রয় করে ভিক্ষুর পাত্রে ঢেলে দিলেন। তিনিও তা গ্রহণ করে নিরুপদ্রব স্থানে উপবেশন করে পুঁতিময় দেহে জ্ঞান প্রসারিত ও বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে আহার করলেন। তখনও রাজার ছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা আনন্দিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। বলা হয়েছে :

২. উপাসক, আপনার দেওয়া দান শ্রেষ্ঠ পাত্রে প্রদত্ত হয়েছে, তাই অনুমোদন করছি—'সাধু, সাধু'। এটা ছিল দেবতা কর্তৃক তাঁর দ্বিতীয়বার প্রশংসা। রাজা পুনরায় সাধুবাদ শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সাধুবাদ কেন?' দেবতাও সংঘামাত্যের মহৎ দানের বিষয় বললেন। রাজা প্রসন্ন হলেন।

দেবগিরি বিহারে এক ভিক্ষু বারো বছর যাবৎ বাত-ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তিনি একদিন তাঁর শ্রামণেরকে ডেকে বললেন, 'ঘি আছে কী আবুসো?' শ্রামণের সুচারুরূপে চীবর পরিধান করে থালা নিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘি অনুসন্ধান করে খালি থালায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অমাত্য তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কী অন্বেষণ করছেন?' শ্রামণের তাঁকে সব বিষয় অবহিত

করলেন। অমাত্য তাঁকে 'এখানে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন' বলে থালাটি নিয়ে স্বীয় গ্রামে গিয়ে তলোয়ারটি আট কার্ষাপণে বিক্রি করে থালাপূর্ণ ঘি নিয়ে তাঁকে দান করলেন। শ্রামণের তা নিয়ে স্থবিরকে প্রদান করে ঘি প্রাপ্তির আনুপূর্বিক বিষয় বললেন। স্থবির ঔষধসহ ঘি পান ও নস্যকর্ম করলে পদ্ম পত্রে জল বিন্দুর ন্যায় জল বের হলো। তিনি সুস্থ হলে অতিরিক্ত ঘি দ্বারা বুদ্ধমূর্তির গৃহে দ্বীপ জ্বেলে পূজা করলেন। স্থবির সুস্থ হয়ে একাগ্রমনে বিদর্শন বৃদ্ধি করত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। পুনরায় সেই দেবতা পূর্বরূপে প্রশংসা করেছিলেন। তাই উক্ত হয়েছে :

৩. উপাসক, আপনার দেওয়া দান শ্রেষ্ঠ পাত্রে প্রদত্ত হয়েছে, তাই আমি অনুমোদন করছি—'সাধু, সাধু'। এটা দেবতা কর্তৃক তাঁর তৃতীয়বার প্রশংসা।

রাজা পূর্ববৎ নিয়মে দেবতাকে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে পূর্ব বিষয় অবহিত করা হলে তাঁকে দেখার ইচ্ছায় অমাত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তিনি কোথায়।' অমাত্য বললেন, 'দেব, আমি জানি না।' রাজা বললেন, 'তাঁকে খোঁজ কর। যে তাঁকে আনবে তাকে বহু পুরস্কৃত করা হবে।' তা শুনে লোকজন চতুর্দিকে তাঁকে খোঁজার জন্য বের হলো। পূর্ব দ্বারে বহির্গতরা চিত্তবাপি সমীপে ক্লান্ত দেহে আগত অবস্থায় দেখে সংঘামাত্য বলে জ্ঞাত হয়ে খড়্গ বন্দনা করে বলল, 'রাজা আপনাকে দর্শন করতে ইচ্ছুক।' তিনি আসার সময় চৈত্যপর্বত বিহার সীমানায় পৌঁছে ভিক্ষুদের বন্দনান্তে বিশ্রাম করার সময় একজন ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু ছিন্নবস্ত্র সেলাই করতে দেখে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র হতে একপ্রান্ত ছিঁড়ে দান করলেন। ভিক্ষু ওটা তাঁর চীবরে সংযোজন করলেন। অমাত্য তা দেখে মহা খুশি মনে অনুরাধপুরে প্রবেশ করলেন। এখনও ছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা পূর্বানুরূপ সাধুবাদ প্রদান করলেন। তাই :

৪. উপাসক আপনার দান উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হয়েছে, তাই আমি এ দান অনুমোদন করছি—'সাধু সাধু'।

তা শুনে রাজা পূর্বানুরূপ আনন্দিত হয়ে তাঁর সম্পর্কে আলাপ করে বসেছিলেন। সেই সময়ে অমাত্য গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে স্বীয় আগমনের বিষয় জানালেন। তিনি 'আসুন' বললে গিয়ে রাজাকে প্রণাম করে একান্তে দাঁড়ালেন। রাজা তুষ্ট হয়ে মধুর বাক্যালাপ করলেন এবং সকলে পরিবৃত হয়ে মহাগৌরবের সঙ্গে ভাণ্ডাগারিক স্থানে পূজা করে তাঁর কৃতপুণ্যের অনুমোদন করত উত্তম দান দিলেন। তিনি রাজার নিকট বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিজের উপযুক্ত কুমারী দেখে বিয়ে করে বাস করতে লাগলেন। এটা সংঘামাত্যের কাহিনি।

সংঘদত্তার কাহিনি এভাবে জ্ঞাতব্য :

ব্রাহ্মণানিয় ভয় উৎপন্নের পূর্বে অনুরাধপুর নগরে এক কুলগৃহে সাত পুত্র ও

এক কন্যা ছিল। পরবর্তীকালে যথাসময়ে তাদের মাতাপিতার মৃত্যু হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণানিয় ভয় উৎপন্ন হলে ভাইয়েরা প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করার জন্য একমত হয়ে কনিষ্ঠা বোনকে অবহিত করলেন। তিনিও 'উত্তম' বলে সম্মতি জ্ঞাপন করে নিজেদের কুল পুরোহিত চূলনাগ স্থবিরকেসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে স্থবিরের জন্য পর্ণকুটির তৈরি করে বাস করতে লাগলেন এবং সাত ভাই বনে গিয়ে ফলমূল সংগ্রহ করে স্থবির ও কনিষ্ঠাকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বিচরণ স্থানে একটি বস্ত্র পেয়ে কনিষ্ঠাকে দিলেন। তিনি দ্বিতীয় দিবসে চূলনাগ স্থবিরকে ছিন্ন চীবর পরে আসতে দেখে নিজে পুরোনো কাপড় পরিধান করে উক্ত বস্ত্রটি তাঁকে দান করলেন। স্থবির বললেন, 'বোন, আমার প্রয়োজন নেই; আমার পুরোনো চীবর আছে। এটাই আমার উপযুক্ত।' তিনি বার বার প্রার্থনা করে কাপড়টি তাঁর পাদমূলে প্রদান করেছিলেন।

তিনি সেই কাপড় দ্বারা চীবর সেলাই করে রঙিন করলেন এবং পুরোনো বহু সেলাই করা চীবর রেখে দিয়ে ওটা পরিধান করলেন। তখন হতে তিনি চীবরের সুখের বিষয় চিন্তা করে চিত্তকে একাগ্রতা সাধন করে বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কুমারীও আনন্দমনে গৃহে গিয়ে স্বকৃত শ্রেষ্ঠ দানের বিষয় অনুস্মরণ করায় দানের প্রভাবে তখনই দেবরাজ শক্রর আসন উত্তপ্ত হলো। তিনি (শক্র) অবলোকন করে তাঁর কৃত পুণ্যকর্ম দেখতে পেয়ে অতি তুষ্ট হয়ে আটটি দিব্য বস্ত্র একটি ক্ষুদ্র বাক্সে পূর্ণ করে স্বয়ং এসে তাঁর শিয়রে রেখে অক্ষয় হওয়ার জন্য অধিষ্ঠান করে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করলেন। অনন্তর তাঁর শিয়রে রক্ষিত বাক্স খোলে দিব্য বস্ত্রসমূহ দর্শন করে বললেন, 'আমার প্রদত্ত দানের ফল আজই প্রাপ্ত হলাম।' সেখান হতে একটি কাপড় নিজে পরিধান করে প্রত্যেক ভাইকে একজোড়া করে এবং স্থবিরকে ত্রিচীবরের জন্য প্রদান করলেন। এতেও বাক্সের কাপড় শেষ হলো না। ব্রাহ্মণানিয় ভয় উপশম হলে তাঁরা প্রত্যন্ত পর্বত অতিক্রম করে অনুরাধপুর এসে তিষ্যবাপি উপনীত হলেন। সেই সময়ে সংঘামাত্য বহুশ্রুত ও পণ্ডিতদের পরিবৃত হয়ে স্নানার্থে তিষ্যবাপিতে (জলাশয়) উপগত হয়ে উদক ক্রীড়া করছিলেন। তখন হঠাৎ মহামেঘ উত্থিত হয়ে গর্জন করতে করতে বজ্রপাত আরম্ভ হলো। সে সময় তাঁরা ভগ্নিসহ একটি অস্থায়ী আশ্রয়শালায় ছিলেন। ঝড়-ঝঞ্ঝা আসলে সাত ভাই দৌঁড়ে হেল্লোলিয় গ্রামে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু সেই কুমারী ধীরগামী, ভয়হীন এবং আস্তে আস্তে যাচ্ছিলেন। সংঘামাত্য তাঁকে দেখে ভাবলেন, আমি ইতিপূর্বে এরূপ বিনয়ী, মহাগুণসম্পন্না ও লজ্জাশীলা কুমারী কখনো দেখিনি।' এরূপ চিন্তা করে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি না দেখেন মতো পণ্ডিতদের অভিমুখী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি প্রকারের

গুণ ও আচারসম্পন্না স্ত্রী পতিকুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন?'

তাঁরা তাঁকে এরূপ বললেন :

৫. লোকে বলে পুরুষদের সুখ-দুঃখ স্ত্রীর উপর নির্ভর করে, জ্ঞানী ব্যক্তি স্ত্রীর যত্ন বা সেবা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাকে সঙ্গী করেন।

৬. যে স্ত্রী দেবকন্যার ন্যায় সর্বাঙ্গ সজ্জিত হয়ে থাকে, সেই স্ত্রী গুণহীন তার রূপ-সৌন্দর্য অন্ধকারময় বা অর্থহীন।

৭. যে রমণীর উত্তরোষ্ঠে, কপালে, ঊরুতে, জঙ্ঘায়, বাহুতে ও শরীরে কেশ থাকে, সে স্বামীকে বিনাশ করে।

৮. যে নারীর মুখে লালা পড়ে, অধর কৃষ্ণবর্ণ, কুলহারিনী, রুক্ষ, মস্তকে কেশহীন, হস্তীসদৃশ, সে দুঃখের ভাগী হয়।

৯. যে নারীর দেহ চর্মসার, শিরাসমূহ উদ্গাত, খঞ্জ, অঙ্গহীন, দুঃশীলা সে দরিদ্রা ও দুর্দশাগ্রস্তা হয়।

১০. বধির, তির্যকদৃষ্টসম্পন্ন (টেরা), অন্ধা, অসমনেত্রী, রক্তচক্ষুনী কিংবা বুব্বুলাকার চক্ষুনী নারী বিধবা হয়ে থাকে।

১১. যে রমণী স্থূল, খঞ্জ, বক্রনাসা, কুষ্ঠরোগী, অধর সর্পের মতো, কাক-কর্কশ ভাষী, সে রমণী অলক্ষী।

১২. যে স্ত্রীর স্বর কর্কশ, পিশুনবাক্য বলে, বন্ধুদ্রোহী, কলহপ্রিয় ও সংকীর্ণমনা, সে মারসদৃশ।

১৩. যে রমণী বেশি কথা বলে, অলীক বাক্য বলে, স্বেচ্ছাচারিনী, অধিক ভোজন করে, লজ্জাহীনা, বেপরোয়া, সে স্বামীর সর্বনাশ করে।

১৪. যে নারী চৌর্যবৃত্তি করে, রুক্ষ আচরণ করে, সুরাপান করে, মিথ্যাভাষণে রত, অহংকারী ও অস্থির প্রকৃতির, সে বিধবা হয়।

১৫. যে রমণী উচ্চস্বরে গর্জন করে, উচ্চস্বরে হাসে, গণ্ডে কুপের সৃষ্টি হয়, সে স্বৈরচারিনী হয়।

১৬. উপকারী, কর্তব্যপরায়ণ ও গুণবতী বধুর লক্ষণসমূহ এরূপ হবে—তিনি সকলের পূর্বে শয্যাত্যাগ করবেন এবং সকলের পরে শয়ন করবেন। তিনি স্বচিত্তে উত্তম বিষয়সমূহ ধারণ করবেন।

১৭. এরূপ স্ত্রী কখনো সব সময় কাম-ইচ্ছা করবেন না, পতির ইচ্ছানুযায়ী কামে রত হবেন; তিনি স্বামীর সুখে-দুঃখে সমভাগী ও প্রাণসমা হবেন।

১৮. যে রমণী ভোজনে, শয়নে, গমনে, ভয়ে, ব্যাধি ও উপদ্রবের সময় সর্বদা সমভাগী হন তিনিই প্রকৃত পতিপূজিকা।

১৯. যে স্ত্রী উষ্ণ উদকাদি দ্বারা পতির সেবা করেন, পদ সম্বাহন করেন, স্বামীর বাধ্য হন, তিনিই প্রকৃত স্বামী সেবিকা।

২০. যে নারী গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা স্বামীর সেবা করেন, প্রণাম করেন, নিচু আসনে উপবেশন করেন, তিনিই স্বামী সেবিকা।

২১. যে রমণী মাতাপিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি ও আত্মীয়দের সাদরে গ্রহণ করেন, সেই স্ত্রী কুলনন্দিনী।

২২. যে নারী দাস-দাসী কর্মচারিদের যথাধর্ম নিয়োগ করেন, শাস্তি দেন না, কর্কশ বাক্য ব্যবহার করেন না, তিনিই সকলের মনোরঞ্জন করতে পারেন।

২৩. যে স্ত্রী দানশীল, ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না ও শীলাচারসম্পন্না হন, সেই স্ত্রী ধর্মচারিনী।

২৪. যে স্ত্রী স্বামীর মতো পুত্র এবং নিজের মতো কন্যা জন্ম দেন, সেই স্ত্রীই উত্তম।

২৫. যে রমণী ভূমি কম্পিত না হয় মতো ধীরে ধীরে ভ্রমণ করেন, অন্যদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, স্থিরভাবে গমন করেন, সেরূপ স্ত্রীই উত্তম, গ্রহণীয় এবং সকলের বরণীয়।

তাঁর কথা শুনে অমাত্য তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখে 'এরূপ শিক্ষিত কুমারী আমি ইতিপূর্বে দেখিনি।' এরূপ বলে অমাত্য লোক প্রেরণ করলেন, 'এই নারী বিবাহিতা কী অবিবাহিতা জান।' তারা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে অবিবাহিতা জেনে অমাত্যকে অবহিত করল। তিনি কুমারীর ভাইকে ডেকে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তাঁরা সম্মত হয়ে তাঁদের মহামঙ্গল কামনা করে সর্বসম্পত্তি প্রদান করলেন। তিনিও (কুমারী) সংঘামাত্যকে পূর্বে স্থাপন করে ছোটো বস্ত্রাদি ও দ্রব্য-বস্ত্রাদি দান করলেন।

অনন্তর সংঘদত্তার ভাই অমাত্যকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট করায়ে বহু পারিষদ পরিবৃত হয়ে নগরে প্রেরণ করলেন। স্বয়ং তাঁর সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে একত্রে উপবিষ্ট হয়ে নগরাভিমুখে যাবার সময় সংঘদত্তা স্বামীকে এরূপ বললেন, 'এই দুই চৈত্যকে পূজা করে যাব। অনেকগুলো ধ্বজা-যষ্টি সংগ্রহ করান।' অমাত্য তক্ষুনি ষাটটি শকটে পূর্ণ বেত্র-যষ্টি আনালেন। তিনি দুই বিহারে যষ্টি উত্তোলন করে পীতবর্ণ দিব্য বস্ত্রের ধ্বজা দ্বারা পূজা করলেন। মৃদু-মন্দ বাতায়নে ধ্বজা অতি শোভা পাচ্ছিল। অতঃপর দুই চৈত্যে সুগন্ধ দ্রব্য ছড়িয়ে সুগন্ধযুক্ত পঞ্চ আঙুলের চিহ্ন দিয়ে বন্দনা করে স্বামীসহ নগরে প্রবেশ করলেন এবং রাজাকে দর্শন করে তাঁকে প্রথমে এবং পরে সকল নগরবাসীকে দিব্য বস্ত্র প্রদান করলেন।

অনন্তর পঞ্চমহাবিহারের ভিক্ষুদের ত্রিচীবরের জন্য কাপড় দান করলেন। কিন্তু বাক্সের কাপড় পরিক্ষীণ হলো না। এভাবে সেই দম্পতি বহুবিধ কুশলকর্ম করে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তখন সংঘামাত্য মাছ-মাংস নিয়ে রাজার

নিকট লোক পাঠালেন। রাজা 'এটা প্রত্যন্ত জনপদে আহার করব' চিন্তা করে দক্ষিণ দ্বারে গিয়ে দক্ষিণ পাশের লোকজনকে প্রদান করলেন। তথায় বহুদিন বাস করতে করতে একদিন রাজার নিকট পূর্বরূপ উত্তম শষ্য প্রেরণ করলেন। রাজা 'এটা মঙ্গু জনপদে ভোজন করব' বলে পশ্চিম দ্বারে গিয়ে সবকিছু পশ্চিম পাশে প্রদান করলেন। তথায় বাস করার সময় তিনি একদিন রাজার নিকট পদ্মমূল প্রেরণ করলেন। রাজা 'এটা গঙ্গার সন্নিকটে আহার করব' বলে চিন্তা করে পূর্ব দ্বারে গিয়ে সবকিছু পূর্ব পাশে প্রদান করলেন। তিনি সেখানে বাস করার সময় একদিন ক্রীড়া করতে করতে গঙ্গা মুখে উপনীত হলেন। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে নানা বর্ণের বস্ত্রে পূর্ণ নৌকা তাঁর সম্মুখে এসে স্থিত হলো। তিনি তথা হতে বস্ত্র নিয়ে কুম্ভেল মহাবিহারের বহু ভিক্ষুসংঘকে দান করে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত অনুরাধপুরে এসে আজীবন বাস করে আয়ুক্ষয়ে স্ত্রীসহ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২৬. ভয়পূর্ণ, অসার, দুর্গতিপূর্ণ সংসাররূপ বনে, শ্রেষ্ঠ মৃত্যু-উৎপাটনের দানরূপ বৃক্ষ রোপণ কর; এই দানের প্রভাবজনিত সুখ অসামান্য; অন্তিমে এবম্বিধ সুজন ব্যক্তিগণ অমৃতফল লাভ করেন।

১০.৮ সংঘদত্ত স্থবিরের উপাখ্যান

লঙ্কার অনুরাধপুরে এক রাজকর্মচারি রাজকীয় কর্ম করে জীবিকানির্বাহ করত। সে একদিন কোনো রাজকীয় কর্মে মুগ্‌গায়তন রাজ্যের একটি জেলে গ্রামে গিয়েছিলেন। তথাকার মানুষেরা 'ইনি রাজকর্মচারি' বলে তাকে বহু মাদক (সুরা) দিয়েছিল। সে তাদের সঙ্গে সুরাপান করে সারারাত্রি ক্রীড়া করে পরদিন সুরাপান করার কারণে ক্ষুধার্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভাত-মাংস আছে কি?' তারা 'ইনি রাজদূত' বলে তাকে মুরগীর মাংস-ঘিসহ শালিভাত দিল। সেই ভাতের গন্ধ পেয়ে এক কুকুরী দৌঁড়ে আসছিল। সে তাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে, দাঁত দ্বারা ওষ্ঠ কামড়িয়ে, রক্তচক্ষু করে রুক্ষভাবে প্রথম ভাতের পিণ্ডটি নিয়ে খুব জোড়ে কুকুরীকে আঘাত করল। কুকুরী নিক্ষিপ্ত ভাতের পিণ্ডটি খেল। সে অপর ভাতের পিণ্ড নিয়ে নিজের মুখে দিয়ে স্বাদ জ্ঞাত হয়ে অপর চেতনা উৎপাদন করে চিন্তা করল, 'অহো! এরূপ সুস্বাদু মাংসযুক্ত ভাতের পিণ্ড আমা কর্তৃক কুকুরীকে দত্ত হয়েছে।' সে এই মাত্র পুণ্যকর্ম করে পুনরায় নগরে প্রত্যাগমন করার সময় এরকবর্ষ নামক খণ্ড (ছোটো) গ্রামে উপনীত হলো। সেখানে চোরগণ তাকে মেরে ফেলল। মৃত্যুর পর সে মহালেন বিহারের নিকটে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করল। তার মাতাপিতা নাম রাখল সংঘদত্ত। তিনি ক্রমান্বয়ে বড়ো হয়ে মহালেন বিহারে ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন এবং

কৃতাচারসম্পন্ন হয়ে উপসম্পদা লাভ করে ধর্মে বিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেখানে ব্রাহ্মণানিয় ভয়ের উপদ্রব হয়েছিল। জনসাধারণ জীবন ধারণে অক্ষম হয়ে 'দুর্গম গিরি-বনে প্রবেশ করে জীবিকানির্বাহ করব' বলে যাবার সময় সেই স্থবিরের নিকট গিয়ে বলল, 'ভন্তে, এখানে জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হব না, আমরা অন্যত্র গমন করব; যদি ইচ্ছা করেন আমাদের সঙ্গে চলুন।' স্থবির বললেন, 'উপাসক, এই চৈত্য ও বোধি ত্যাগ করে আমি যেতে পারব না; এর সেবা-চর্যা করে এখানে মৃত্যুও শ্রেয়; অন্য কোথাও যাব না।' জনগণ বিভিন্ন স্থানে চলে গেল। স্থবির দ্বিতীয় দিনে চৈত্যাঙ্গনাদি সর্বত্র করণীয় কর্ম ও সম্মার্জনাদি কর্ম সম্পাদন করে পাত্রচীবর নিয়ে ভিক্ষাচরণের স্থান না দেখে গুহাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই গুহাদ্বারে একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠিত দেবপুত্র মনুষ্যরূপ ধারণ করে স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে পাদে বন্দনান্তে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভন্তে, আপনার ভিক্ষাহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার, আপনি কোনো কাজ না করে এখানে আপনার শ্রামণ্য ধর্ম অনুশীলন করুন।' স্থবির মৌনভাবে সম্মতিদান করলেন। স্থবির সম্মতি প্রদান করলে দেবপুত্র দিব্যময় অন্নপানীয় দ্বারা বারো বছর উত্তমরূপে সেবা করেছিলেন। স্থবির একদিন নির্জনে একাকী ভাবছিলেন 'প্রাণভয়ে উপদ্রুত অথচ দেবপুত্র আমাকে দিব্য অন্নপানীয় দ্বারা নিত্য সেবা করছেন।' পূর্বজন্মে বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, শ্রাবকসংঘকে আমা কর্তৃক প্রদত্ত দানের ফল হতে পারে। অনন্তর একদিন দেবপুত্র স্থবিরের নিকট গিয়ে বন্দনা করে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন স্থবির দেবপুত্রকে এর কারণ জিজ্ঞেস করার জন্য এরূপ বললেন :

১. দেবপুত্র, আমার মনে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করছি, দেবগণ সবকিছু দেখতে পান; যদি জ্ঞাত থাকেন আমাকে বলুন।

২. উপদ্রব উদ্ভব হওয়ায় লঙ্কার বহুজনতা যেখানে জীবন রক্ষায় সক্ষম সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

৩. আমিও আপনার কর্তৃক রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়ে সর্বদা যথাইচ্ছা দিব্য খাদ্য উপভোগ করছি।

৪. কীরূপ পুণ্যকর্ম ও শীল পালনের দ্বারা আমার এরূপ উৎপন্ন হয়েছে—আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন।

স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবপুত্র এরূপ বললেন :

৫. এক চামচ পরিমিত ভিক্ষা যে ব্যক্তি বুদ্ধকে দান করেন, তার পুণ্যফল বর্ণনা করতে কে সক্ষম;

৬. সেইরূপ প্রত্যেকবুদ্ধ ও শ্রাবকসংঘকে যে ব্যক্তি দান করেন তার ফল একমাত্র বুদ্ধই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

৭. যিনি বুদ্ধ ধর্ম সংঘের সেবা করেন, তার পুণ্য বিপাক বুদ্ধ ব্যতীত ব্যাখ্যা করতে আর কে সক্ষম।

৮. ভন্তে, আমি অতীতের বহু জন্মের বিষয় বলতে সক্ষম নই, অল্পমাত্র বিষয় জানি, পূর্বজন্মে কিঞ্চিৎ পুণ্যকর্ম কৃত হয়েছে।

৯. আপনার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে এখন আমি আপনার পূর্ব জীবন বলছি; ভন্তে শ্রবণ করুন, আপনার দান খুব সামান্য।

১০. পূর্বজন্মে আপনার জন্য সুস্বাদুযুক্ত আনীত খাদ্য ভোজনশালায় বসে খাওয়ার সময় এক কুকুরী দেখে আপনার কাছে এসেছিল।

১১. আপনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ কামড়িয়ে ভীমলোচনে তাকে তাড়ানোর জন্য প্রথম ভাতের পিণ্ড দ্বারা প্রহার করেছিলেন।

১২. সে (কুকুরী) তুষ্ট হয়ে সেই পিণ্ড আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করেছিল; অনন্তর আপনি রসযুক্ত দ্বিতীয় ভাতের পিণ্ড আহার করে চিন্তা করেছিলেন;

১৩. উত্তম রসযুক্ত সুস্বাদু খাদ্য আমাকর্তৃক দেওয়া হয়েছে—এভাবে স্বচিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করেছিলেন, এটাই আপনার পূর্বজন্মের কর্ম।

১৪. আপনি সেই পুণ্যকর্মের দ্বারা মৃত্যুর পর এখানে জন্মগ্রহণ করে সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছেন।

১৫. জন্মরুদ্ধকর দান সর্বদা দেওয়া কর্তব্য; দাতা দানের ফল যথার্থভাবে পেয়ে থাকে।

একথা শুনে স্থবির চিন্তা করলেন, 'অহো! রাগে প্রহারের জন্য কুকুরীকে নিক্ষিপ্ত পিণ্ডের এরূপ ফল; শ্রদ্ধাসহকারে প্রসাদিত মনে শীলবানকে প্রদত্ত দানে কীরূপ ফল প্রদান করবে;' তিনি এভাবে অতি তুষ্টচিত্ত হয়ে চিত্তকে একাগ্র করে বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করত অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৬. দানের দ্বারা ত্রিবিধ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দানের দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায়, সর্বদা দানপরায়ণ হও, চিত্তকে দানের প্রতি রমিত কর।

১০.৯ জনৈক কুমারীর উপাখ্যান

তাম্রপর্ণি দ্বীপে দুর্বৃষ্টি মহারাজের রাজত্বকালে মহাগঙ্গা ও সেরি সরোবরের অনতিদূরে কারক নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে জনৈক বিভবহীন কুলপুত্র এক কুমারীকে সহধর্মিণী করে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। সেই সময়ে উদুম্বর বিহারে ছয় মাস পর পর আর্যবংশ দেশনা অনুষ্ঠিত হতো। তখন চার যোজন স্থানে জনগণ সমবেত হয়ে মহাপূজার ব্যবস্থা করতেন। তখন কারক গ্রামের মানুষেরা সেই বিহারে গমনের আয়োজন করছিল। সেই উপাসক স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, 'আমিও তাদের সঙ্গে গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করে ভিক্ষুসংঘের

সেবা করে প্রত্যাবর্তন করব। তুমি এখানে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বাস কর।' এরূপ বলে গৃহের তালা-চাবি প্রদান করে তাদের সঙ্গে তিল, তণ্ডুল, দধি, মধু, গুড়, খাদ্যভোজ্যাদি উপকরণ নিয়ে সেখানে গমন করলেন। স্বামী যাবার পর স্ত্রী চিন্তা করতে লাগলেন, 'এখানে আমাকে রেখে সকলে ধর্ম শ্রবণ করার জন্য উদুম্বর বিহারে চলে গেলে, ধর্ম তাদের যেমন প্রিয় আমারও প্রিয়, তাদের যেমন স্বর্গসম্পত্তি মোক্ষসম্পত্তি প্রিয় আমারও প্রিয়; পূর্বজন্মে পুণ্যকর্ম করিনি বলে ইহজন্মে দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছি; এখন আমার প্রমাদগ্রস্ত হওয়া অনুচিত।' এরূপ চিন্তা করে উদ্বিগ্ন মনে ধর্ম সম্পাদন করার জন্য তাঁর সাহায্যকারী জনৈক মহিলাকে তালা-চাবি ও গৃহ রক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে গঙ্গামুখ পাড় হয়ে সমুদ্রের তোমতর পোত্রশ্রয়ে উপনীত হলেন। সেই পোতাশ্রয়ে কোনো নৌকা ছিল না। পোতাশ্রয় ছিল খুব গভীর, কিন্তু তাঁর নিকট অগভীর ও সমতল মনে হচ্ছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দৃঢ়রূপে কাপড় মালকোঁচা করে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করে প্রীতিফুল্ল মনে সমুদ্র পাড় হতে আরম্ভ করলেন। তখন প্রচণ্ড বাতাস উত্থিত হয়ে সমুদ্রে মহা ঢেউয়ের সৃষ্টি হলো। মহাতরঙ্গে তাঁকে সাঁতার কাটতে দেখে একটি বৃহৎ মৎস্য এসে 'আমার খাদ্য লাভ করেছি' বলে কোমরে কামড় দিল, কিন্তু খেতে সমর্থ হলো না। তারপর সেই মৎস্য দ্বিতীয় তৃতীয়বার দংশন করল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। শরীরের বহিচর্মও বিবর্ণ হলো না। অহো! ধর্মের প্রভাব ইহলোকে এরূপ হয়, পরলোকেও ধর্মচারীর ভয় কিংবা লোমহর্ষ হয় না। পরিশেষে স্বর্গ ও নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাই বলা হয়েছে :

১. ধর্মচারীকে ধর্ম রক্ষা করে, ধর্ম শুচিময় ও সুখপ্রদানকারী, এরূপ পুণ্যময় ধর্ম আচরণকারী কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

তখন তিনি নিরাপদে পার হয়ে সমুদ্র উপকূলে উদম্বরগিরি বিহারে গিয়ে চৈত্য ও বোধি বন্দনা করে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করতে পঞ্চশীল গ্রহণান্তে সভার শেষভাগে স্থিত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে একাগ্রমনে ধর্ম শ্রবণ করতে করতে ক্লেশ যন্ত্রণা ছিন্ন করে হাজারগুণ সমন্বিত স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হলেন। সেখানে তিনি ত্রিযাম অবধি স্থিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে রাত্রি প্রভাত হলে শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীকে স্বীয় আগমনের কারণ বিস্তারিত বললেন। অনন্তর ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে তাঁদের সঙ্গে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি তদবধি কায়গত স্মৃতি ভাবনা করতেন এবং গৃহবাসে নির্লিপ্তভাবে বাস করতে লাগলেন।

অনন্তর একদিন তিনি স্বামীর শির্ষে সাজানো পুষ্পমাল্য দেখে এর সৌন্দর্যের অনিত্যতা প্রদর্শনের জন্য পুষ্পমাল্য স্বামীর কাছে উপস্থাপন করে বললেন :

২. যেমন এটা তেমনই ওটা, যেমন ওটা তেমনই এটা—জীবন যে দুর্গন্ধ

ও অশুচিময় মানুষ যথার্থভাবে দর্শন করে না।

৩-৪. এই দুঃখপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী দেহে রয়েছে কৃমি, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, চর্ম, পেশীতন্তু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রগ্রন্থি (বক্ক), হৃদয়, যকৃৎ, কিলোমক (ফুসফুস ও বক্ষোগহ্বরের আবরক ঝিল্লী), প্লীহা এবং ফুসফুস;

৫-৬. অন্তহীন উদরে অজীর্ণ খাদ্য, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, রুধির, ঘর্ম, মেদ, চর্বি, অশ্রু, লালা, নাকের লোষ্ট্র, দ্রাক্ষা-রস, মূত্র, মস্তিষ্ক ও শব (মৃতদেহ) এই বত্রিশ প্রকার অশুচি।

৭. এই মণিমুক্তা ধন-দৌলত এখানকার সবকিছুই পুঁতিগন্ধময় শবসদৃশ, কোথাও সৌরভ বা আনন্দদায়ক কিছু নেই।

৮. আত্মা দুর্গন্ধময় দেহে জাত এবং পুঁতিময় দেহেই অভিরমিত, অহো! মোহান্ধ হয়েই এরূপ হয়।

৯. কাক, কুকুর, শৃগাল ও মক্ষিকারা সৌরভ চায় না, তারা চায় পুঁতিময় দুর্গন্ধ শব।

১০. মূর্খগণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে এরূপ জঘন্য বত্রিশ প্রকার অশুচিপূর্ণ দেহে রমিত হয়।

১১. যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের স্বভাব ভিন্ন, তাঁরা নিজেকে উপলব্ধি করে নির্বাণাভিমুখে ধাবিত হন।

১২. তাঁরা শীলরূপ হ্রদে স্নান করে শীলরূপ গন্ধে বিলোপিত হয়ে, শ্রদ্ধারূপ পুষ্প পরিধান করে শান্তিপুরে (নির্বাণ) গমন করেন।

১৩. ওগো, আমি তোমার কাছ থেকে অবকাশ প্রার্থনা করছি—আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছে হয়েছে, আজই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

স্ত্রী স্বামীর নিকট এরূপ বলে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অবকাশ প্রার্থনা করলেন। তিনিও অনুমতি দান করলেন, 'ভদ্রে, তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।' তিনি স্বামীর আজ্ঞা পেয়ে মহাগ্রামের সন্নিকটে ভিক্ষুসংঘের নিকট গিয়ে স্বীয় মাতৃ-ভগ্নি সুমন থেরীর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শাসন ধুর পূরণ করতে করতে দুর্বৃষ্টি মহারাজের কৃত গিরিভণ্ড মহাপূজা উপভোগ করার জন্য উপাধ্যায়ের সঙ্গে যাবার সময় এরক বর্ষখণ্ড নামক স্থানে উপনীত হয়ে কর্মস্থান ধ্যান করতে লাগলেন; বতপর্বতের দেবগণ একসঙ্গে সাধুবাদ প্রদান করলেন। তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় শ্রামণ্যধর্মকে সার্থক করেছিলেন।

১৪. যৌবনে গৃহ-ধন জ্ঞাতি-মিত্র-বন্ধুবান্ধবকে ত্যাগ করে প্রজ্ঞার দ্বারা সংস্কার ক্ষয়শীল জ্ঞাত হয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হও।

১০.১০ তিষ্যমহানাগ স্থবিরের উপাখ্যান

ভগবান লোকনাথের (বুদ্ধ) পরিনির্বাণের পর তাঁর শাসন পৃথিবীতে সুবিস্তৃতি লাভ করলে সিংহলদ্বীপের রোহণ জনপদে কুটম্বিয় নামে একটি বিহার ছিল। তখন সেই বিহারে সাধারণের শ্রদ্ধাসম্পন্ন তিষ্যমহানাগ স্থবির সংঘের নায়ক হয়ে বাস করতেন। তিনি একদিন অমরলেনবাসী আসব ধ্বংসকারী প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত তিষ্য স্থবিরের নিকট গিয়ে বন্দনান্তে একান্তে উপবেশন করলেন। তিনি (তিষ্য স্থবির) তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্য বিনিময় করে বললেন, 'বন্ধু, সাধারণের গতি অনিশ্চিত; তোমার মতো শাস্ত্রজ্ঞ এবং শ্রদ্ধায় প্রব্রজিতের পক্ষে সাধারণের ন্যায় কাল নির্বাহ করা অনুচিত। বিনয় পিটক অধিগত করে প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল অনুসরণে আচার-আচরণ সম্পাদন করা উচিত। সেরূপ ইন্দ্রিয় সংবরণশীল অনুশীলন করে ষড়দ্বারের দ্বারা সম্পাদিত পাপ বা অকুশলকর্ম বর্জন করে স্মৃতিসম্পন্ন হওয়া উচিত। সেইরূপ অন্যায় পথে উপার্জন ও অন্যায় জীবিকা বর্জন করে আজীবন পরিশুদ্ধশীল সম্পাদন করে ন্যায়ত উৎপন্ন প্রত্যয়কে যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে বাস করা উচিত। এরূপ চার প্রকার শীলে প্রতিষ্ঠিত সুপরিশুদ্ধ শীল পালনে প্রত্যয়ী অচিরে মার্গফল লাভে সক্ষম হন। তাই প্রথম শীল বিশুদ্ধিকরণের উপায় দর্শনের জন্য তিনি এরূপ বললেন :

১. বুদ্ধশাসনে কুলপুত্রগণের যা ব্যতীত প্রতিষ্ঠা লাভ অসম্ভব তা হচ্ছে শীলাচরণ, সেই শীলের ফল যে কত বেশি তা কে প্রমাণ করতে পারবে?

২-৩. শীলরূপ জল দ্বারা যেভাবে ময়লা (শ্লেষ) ধৌত (বিশোধিত) হয় গঙ্গা, যমুনা, সরভু, সরস্বতী, নিম্নগামী অচিরাবতী, মহী মহানদীসমূহ প্রাণীদের ক্লেশরূপ ময়লা সেভাবে বিশোধন করতে সক্ষম হয় না।

৪-৫. জল বায়ু কিংবা হরি-চন্দন কিছুই চিত্ত শোধন করতে পারে না, হার (স্বর্ণ) মণি কিংবা চন্দ্রকিরণ দ্বারাও শোধন হবে না; একমাত্র আর্যশীলই সত্ত্বদের যথার্থ শীতলতা (বিশুদ্ধতা) দানও সুরক্ষা করতে পারে।

৬. শীল গন্ধের ন্যায় মনোহর গন্ধ আর নেই, এটা বায়ুর অনুকূলে এবং প্রতিকূলে সমভাবেই প্রবাহিত হয়।

৭. স্বর্গারোহণের জন্য শীলের ন্যায় অন্য সোপান কোথায়? নির্বাণ নগরে প্রবেশ করবার এটাই একমাত্র দ্বার।

৮. শীলরূপ অলংকারের দ্বারা ভিক্ষুগণ যেভাবে শোভিত হন, মণি মুক্তাদি অলংকারে বিভূষিত নরপতিগণও তেমন শোভা পায় না।

৯. অন্ধকার যেভাবে রবি দ্বারা আলোকিত হয় তেমনই তাঁদের অন্তরও

উদ্ভাসিত হয়।

১০. স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত চাঁদ যেমন আকাশে শোভা পায় তেমনই শীলবান ভিক্ষুগণও সাধনরূপ বনে শোভা পান।

১১. দেবগণ শীলবান ভিক্ষুদের কায়গন্ধে বিভূষিত রাখেন, শীলগন্ধের কথা কী বলব।

১২. যত প্রকার গন্ধ আছে তন্মধ্যে শীলগন্ধই দশদিকে প্রবাহিত হয়।

১৩. শীলবান ব্যক্তি অল্পমাত্র পূজা-সৎকার করলেও তদ্দ্বারা মহাফল লাভ করেন।

১৪. শীলবানদের কোনোপ্রকার আস্রব কিংবা মিথ্যাদৃষ্টি বাধা দিতে পারে না, শীলবানগণ দুঃখের মূল (অবিদ্যাদি) উচ্ছেদ করে পরলোকে (নির্বাণ) গমন করেন।

১৫-১৬. শীলবানগণ মনুষ্যসম্পত্তি এবং দেবসম্পত্তি কামনা করেন না, তাঁরা শুদ্ধ উত্তম নির্বাণ সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য বিশুদ্ধ শীলের অনুশীলন করেন।

এভাবে অখণ্ড শীলের দ্বারা শীল বিশুদ্ধি ইত্যাদি সপ্তবিধ অধিগত করে ভাবনাকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া উচিত—এরূপে উপদেশ দিয়ে সতিপট্ঠান (স্মৃতিপ্রস্থান) সূত্র দেশনা করে তাঁকে কর্মস্থান প্রদান করলেন। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করে স্থবিরকে বন্দনা করে পুনরায় স্বীয় বিহারে প্রত্যাবর্তন করার সময় পথিমধ্যে একটি উগ্র-রুক্ষ মনুষ্যহত্যাকারী পাগল হস্তী পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেক্ষণে মহামেঘের সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি হতে আরম্ভ করল। স্থবিরের মৈত্রীর প্রভাবে সেই হস্তী তাঁর সম্মুখে এসে নত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন স্থবির সেই হস্তীর চতুর্পদের মধ্যখানে গিয়ে উপবিষ্ট হলেন। তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকলে স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র সাধনা করে আনুপূর্বিক মার্গ পরম্পরায় ধ্যান করতে করতে পৃথিবী প্রমাণ ক্লেশসমূহ ধ্বংস করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী পর্বতাদি প্রকম্পিত হলো এবং দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করলেন। সেই মুহূর্তে আকাশ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলেন। নাগগণ নাগলোক হতে এসে বহুপ্রকার পুষ্প ধুপ-দীপাদি দ্বারা পূজা করল। সমস্ত বনের দেবগণ একত্রিত হয়ে দিব্য পুষ্প-দীপাদি দ্বারা পূজা করলেন। তখন স্থবির হস্তীরাজকে আদিতে রেখে দেবতাদের ধর্মদেশনা করলেন। তা শুনে হস্তীরাজ স্থবিরের প্রতি প্রসন্ন হলো এবং তাঁর বিদায় বেদনা সহ্য করতে না পেরে তাঁর সঙ্গে বিয়োলক বিহারে গিয়ে ত্রিশ বছর স্থবিরের সেবা করে বাস করেছিল। অনন্তর স্থবির সেই বিহারে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। জনগণ তাঁর দেহের প্রতি বহুবিধ পূজা করে মন্দির নির্মাণ করে কুটম্বিয় বিহারে নিয়ে সপ্তদিবস ব্যাপী মহাপূজা করতে করতে উত্তম ক্রীড়া (আনন্দোৎসব)

করেছিল। হস্তীরাজও তাঁর সঙ্গে এসে পূজা করে বিয়োলক বিহারে আগত ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করেছিল এবং বুনো পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করে কুশলকর্ম সম্পাদন করত আয়ুক্ষয়ে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিল। এসব দেখে ও শ্রবণ করে বহু লোক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে স্বর্গ লাভ করেছিলেন।

১৭. শীলবানকে দেখে উন্মত্ত হস্তী পর্যন্ত প্রণাম করেছিল; মহাশয়গণ, নিজ জীবনের জন্য ত্রিলোকবন্দ্য শীল প্রতিপালন কর।

১১.১ বৃদ্ধ মহিলার উপাখ্যান

লঙ্কার রোহণ জনপদে ককুবন্ধ গ্রামে জনৈক বৃদ্ধ মহিলা বাস করত। সে ছিল অত্যন্ত হিংস্র, কর্কশ ও ঝগড়াটে, দান শীলাদি সুচরিত কর্মে বীতস্পৃহ। একসময় মলিয় মহাদেব স্থবির দিব্যনেত্রে জগৎ অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে, অচিরে সেই বৃদ্ধা মৃত্যুবরণ করে নিরয়ে উৎপন্ন হবে। অতঃপর তিনি চিন্তা করলেন, 'এই কর্কশ রুক্ষভাষী মহিলাকে কীভাবে নরক (গতি লাভ) থেকে উদ্ধার করা যায়। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেলেন যে, 'আমি যদি সেখানে গমন করি তাহলে সে আমার পাত্রে চামচ পরিমিত জাউ দান করবে; এতে তার দুঃখ (নরক গমন দ্বার) রুদ্ধ হবে, সুতরাং তার অল্পমাত্র দান গ্রহণ করে তার মহাপুণ্যফল সম্পাদন করা উচিত।' এরূপ চিন্তা করে তিনি নিরোধসমাপত্তি-ধ্যানে প্রবিষ্ট হয়ে সপ্তম দিবসে ধ্যান হতে ওঠে শরীরকৃত্য সমাপন করে পরিপাটি করে চীবর পরিধান করে পাত্র নিয়ে ভিক্ষাচরণ করতে করতে বৃদ্ধার গৃহদ্বারে উপনীত হলেন।

উক্ত মহিলা গৃহদ্বারে স্থবিরকে দেখে চামচে জাউ নিয়ে স্থবিরের নিকট উপগত হয়ে পাত্রে ঢেলে দিল এবং স্বচিত্তকে প্রসাদিত করে বন্দনা করে গৃহে প্রত্যাগমন করল। স্থবিরও তা নিয়ে গ্রামের বাইরে জলাশয়ের কাছে উপবেশন করে তার প্রতি অনুগ্রহ করে সেই জাউ ভোজন করে বসে রইলেন। তখন যোনক রাজপুত্র মহাবুদ্ধরক্ষিত স্থবির অনুরূপ সপ্তাহকাল নিরোধসমাপত্তি-ধ্যান সমাপ্ত করে উত্তরকুরুতে গিয়ে পিণ্ডপাত লাভ করে সেখান হতে এক অংশ নিয়ে সিংহবোধি স্থবিরকে ডেকে এই বলে প্রেরণ করলেন যে, 'এ আহার্য মলিয় মহাদেব স্থবিরকে প্রদান কর।' তিনি তা গ্রহণ করে আকাশমার্গে এসে স্থবিরকে প্রদান করলেন। স্থবির কর্তৃক 'এটা কি' জিজ্ঞাসিত হলে বিস্তারিত বললেন, 'ভন্তে, বুদ্ধরক্ষিত স্থবির এটা আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন।' একথা শুনে স্থবির বললেন, 'বন্ধু সিংহবোধি, বৃদ্ধার দান কেন নষ্ট করব?' এরূপ বলে উত্তরকুরু থেকে আনীত অন্ন না খেয়ে জাউ ভোজন করে আহার কৃত্য সম্পাদন করলেন। তখন সিংহবোধি স্থবির 'ভন্তে, এই বৃদ্ধার কীরূপ আনিসংস (পুণ্য)

দর্শন করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন' জিজ্ঞেস করার জন্য এরূপ বললেন :

১. ভন্তে, ভববন্ধন প্রহীণকর কোন কৃতকর্ম দর্শন করে আপনি এরূপ করেছেন, আমি জিজ্ঞেস করছি, অনুগ্রহ করে ব্যক্ত করুন।

২. এই মহিলা কর্তৃক প্রদত্ত দানে কী ফল হবে? হে পণ্ডিত, তা ব্যক্ত করুন, আমি এ দানের ফল শুনতে ইচ্ছা করছি।

তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্থবির এরূপ বললেন :

৩. আজ সে আমাকে যে অল্পপরিমাণ জাউ দান করেছে সেই পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে দেবসুখ ভোগ করবে।

৪. সে তথায় নৃত্য-গীত, দিব্য বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রমোদিত হবে এবং ভোগসম্পত্তি ও সুখসম্পত্তি উপভোগ করবে।

৫. আজকের এই পুণ্যকর্মের প্রভাবে সে অনাগতে মনুষ্যসম্পত্তি ও দেবসম্পত্তি উপভোগ করবে।

৬. সে এভাবে ষাট কল্প ব্যাপী বিপুল সম্পত্তি উপভোগ করতে করতে সংসারে সঞ্চরণ করবে।

এটা শুনে সিংহবোধি স্থবির স্থবিরকে বন্দনা করে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে গমন করে সমস্ত বিষয় বুদ্ধরক্ষিত স্থবিরকে অবহিত করলেন। তিনি তা শুনে বললেন, 'বন্ধু, এই বৃদ্ধা আশি কল্প অবধি দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করবে।' তা শুনে অন্য একজন বললেন, 'এই মহিলা শতকল্প দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করবে।' এভাবে তাঁরা স্ব স্ব দৃষ্ট বিষয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাদের কথা শুনে মহাসংঘরক্ষিত স্থবির বললেন, 'এই অর্হৎ স্থবিরগণ প্রদত্ত দানের পুণ্যফল সুনির্দিষ্ট করে ব্যক্ত করছেন, এরূপ বলা অনুচিত। আমাদের ভগবান দক্ষিণা বিভঙ্গ সূত্রে দেশনা করেছেন যে, তির্যক প্রাণীকে প্রদত্ত দানের ফল বলা যাবে। কিন্তু অর্হৎকে প্রদত্ত দানের ফল নির্দিষ্ট কালসীমা অব্যক্ত রেখে দেশনা করেছেন। এই স্থবিরগণ কেন এভাবে সময় ব্যক্ত করছেন। অর্হৎ ভিক্ষুকে প্রদত্ত দানের বিপাক বর্ণনা করায় সেই স্থবিরদের দণ্ডকর্ম প্রদান করা হয়েছিল। দণ্ডকর্ম অনুযায়ী স্থবিরগণ সুমেরু পাদতল হতে রত্নময় বালুকা এনে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে সংঘরক্ষিত স্থবিরের বিহার অঙ্গনে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্থবিরদের ক্ষমা করলেন। অতঃপর সেই বৃদ্ধ মহিলা সপ্তম দিবসে মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে উপরিউক্ত দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেছিলেন।

৭. সারবিহীন জমিতে বীজ উপ্ত হলে ফলও কম উৎপন্ন হয়; এরূপ ক্ষেত্রসম্পদ অনুযায়ী দান করলে ভব ভোগসম্পত্তি লাভ করা যায়।

১১.২ পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান

আমাদের ভগবানের পরিনির্বাণের পর তাম্রপর্ণি দ্বীপে কম্বলতিষ্য পর্বতে অরিয়াকর নামে একটি বড়ো বিহার ছিল। তথায় পর্বতের ঢালু জায়গায় পাঁচশ বাঁদুড় বিভিন্ন স্থানে আহার সংগ্রহ করে একত্রে বাস করত। সেই সময়ে এক ভিক্ষু পব্ভরের (পর্বতের ঢালু স্থান) কাছে গুহায় বসে সুরে স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র আবৃত্তি করছিলেন। তখন সেই বাঁদুড়গুলো তাঁর স্বরের প্রতি নিমিত্ত গ্রহণ করে অর্থ, অক্ষর কিংবা পদ না জেনে শুধু স্বরের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা মৃত্যুর পর সেই কুশলকর্মের প্রভাবে সেই বিহারের নিকটস্থ একটি গ্রামে বিভিন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা সকলে নীরোগ, সুখী, মহাবিভবসম্পন্ন হয়ে পরমানন্দে বাস করত। এভাবে বসবাস করার সময় একসময় সেই বিহারে অরিয়বংস দেশনা হবার সময় তারা সেখানে গমন করে ধর্ম শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করেছিল। তখন ধর্মদেশক মহাস্থবির সংসার বিমুক্তিমূলক ধর্মদেশনা করেছিলেন।

১. পৃথিবীর সমস্ত কিছু সারহীন, পুণ্যফল অশাশ্বত, সমুদ্রের তরঙ্গের মতো কিংবা চঞ্চল বিদ্যুতের মত; বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি উহা ইচ্ছা করে?

২. রূপহীন ব্রহ্মাগণও আয়ুক্ষয়ে দুর্গতি প্রাপ্ত হতে পারে, সহম্পতি (সয়ম্ভু) মহাঋদ্ধিবান ব্রহ্মাগণ খাদ্যের অন্বেষণে বিচরণ করেন।

৩. ত্রিদশালয়ের (তাবতিংস স্বর্গ) মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্রও ঘৃণ্য চণ্ডাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত সুখে অবস্থানকারী দেবতাও প্রেতলোকে জন্ম নিয়ে ক্ষুধায় নিপীড়িত হয়।

৪. স্বর্গের নন্দনকাননে আনন্দে বিচরণকারী, উত্তম স্বর্গীয় বিমানে প্রমোদকারী দেবতাও নিম্নগামী হয়ে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৫. স্বর্গে সুধাভক্ষণকারী দেবগণও জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড গলাধঃকরণ করে, বিশুদ্ধ শীতল সুগন্ধ জল পান করে পরে লৌহময় জল পান করতে বাধ্য হয়।

৬. মানুষেরা অলংকৃত শয়নাসনে শয়ন করে পুনরায় লৌহতপ্ত পৃথিবীতে শয়ন করে; মূল্যবান পোশাক পরিধান করে ক্ষণিকের জন্য দৈহিক সুখ লাভ করে মাত্র।

৭. পূর্বে গঙ্গার জল ব্যবহার করে পরে মহানদী বৈতরণীতে পতিত হয়, পুষ্করিণীর জলে দিব্যসুখ উপভোগকারী একসময় লৌহকুম্ভে পড়ে কষ্টভোগ করে।

৮. পূর্বে মনোরম উচ্চ স্থানে বিচরণকারী অগ্নিময় পাহাড়শীর্ষে বিচরণ করে; শীতল পাণ্ডুকম্বলে সুখে উপবেশনকারী অন্যসময় শূলে পতিত হয়ে

চিরকাল প্রজ্বলিত হয়।

৯. পূর্বে যারা স্বর্গে হেমময় রথে অবস্থান করত, তারা পরে জ্বলন্ত রথে আরোহণ করে যমালয়ে গমন করে; উত্তম হস্তীতে আরোহণকারী একসময় বৃষভের পৃষ্ঠে আরোহণ করে।

১০. নৃপতি, চক্রবর্তীরাজাও পুণ্যক্ষয়ে দাস হয়ে জন্মগ্রহণ করে; ধনবানও একসময় দরিদ্র হয়ে কপালে হাত দিয়ে বিচরণ করে।

১১. বহুশ্রুত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুদ্ধিহীন মূর্খ হয়ে জন্ম নেয়, বহু বিচিত্র সুন্দর ভাষণকারীও বোবা, হস্তপদ বিকলাঙ্গ বিকারগ্রস্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

১২. পৃথিবীতে এরূপ বিভিন্ন অবস্থা এবং নিরর্থকর পরিণতি অবগত হয়ে পণ্ডিতগণের পৃথিবীতে পুনজন্মের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে নির্বাণমুখী কাজে অভিরমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেই পাঁচশ মানব সদ্ধর্ম শ্রবণ করে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে দানাদি কুশলকর্ম করতে লাগল। পুনরায় একদিন বিহারে গমন করে মহাসতিপট্ঠান (স্মৃতিপ্রস্থান) সূত্র শ্রবণ করে সংসারত্যাগ করে প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করল এবং পূর্বজীবনে বাঁদুড় হয়ে যে পর্বতধারে বাস করত সেখানে বাস করতে লাগল। একসময় তাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর নিকট উপনীত হয়ে বলল, 'ভন্তে, এই পর্বতধারে বাঁদুড়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এখন আমরা কী করব?' সংঘ স্থবির বললেন, 'বন্ধো, তোমরা কী জান যে পূর্বে তোমরা বাঁদুড় হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই পর্বতকন্দরে সারাজীবন বসবাস করেছিলে? এটা তোমাদের পূর্বজন্মের সংস্কারবশত গন্ধ পাচ্ছ।' অতঃপর স্থবির তাদের পূর্বজীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে সেই পাঁচশ ভিক্ষু সংবেগ প্রাপ্ত হলেন এবং মহাসতিপট্ঠান সূত্র শুনে স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন। পুনরায় অন্য একদিন এই সূত্র শ্রবণ করে তাঁরা সকলেই অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৩-১৪. ভিক্ষু কর্তৃক সুরে আবৃত্তি করা ধর্মে মনোসংযোগ করে বিবেকহীন, সার-অসার জ্ঞানহীন পাখিদের (বাঁদুড়) কিঞ্চিৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। কামের খারাপ ফল, জ্ঞানের সুফল ও মহতী সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তারা (বাঁদুড়) বুদ্ধদেশিত নির্বাণমার্গ প্রাপ্ত হয়েছিল। তোমাদের কর্তব্য বা উপায় কী?

১১.৩ দন্তকুটুম্বিকের উপাখ্যান

সিংহলদ্বীপের উত্তর দিকে নাগকার নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে দন্তকুটুম্বিক নামে এক কুলপুত্র বাস করতেন। তিনি ছিলেন মহাধনবান ও ভোগসম্পদশালী; ত্রিরত্নের প্রতি ছিলেন অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং দানে ছিলেন

দানপতি। একসময় তিনি বহুশষ্যের চাষ করেছিলেন এবং একদিন উৎপন্ন শালিক্ষেত দর্শন করে বিচরণ করছিলেন। তখন প্রিয়ঙ্গুদ্বীপবাসী মলিয় মহাদেব স্থবির সাতজন অর্হৎসহ আকাশমার্গে গিয়ে সেই গ্রামদ্বারে অবতরণ করে প্রতিরূপ স্থানে দাঁড়িয়ে চীবর পরিধান করছিলেন। তখন উক্ত কুটুম্বিক সেই ভিক্ষুদের দেখে প্রসন্নচিত্ত ও রোমাঞ্চিত হয়ে ত্বরিত বেগে সেখানে উপগত হয়ে পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, অমুক অমুক গৃহে ভিক্ষাচরণ করুন।' এভাবে সেই পরিবারসমূহের হিতসুখের জন্য নিমন্ত্রণ করে স্বয়ং দ্রুত গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তোরণ উত্তোলন করলেন, ধ্বজা পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত করে রাস্তার উভয়পাশে পূর্ণঘট, দীপ, ধুপাদি দিয়ে অলংকৃত করলেন, অঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শ্বেতবস্ত্র বিছায়ে পঞ্চবিধ পুষ্প ছিটিয়ে বস্ত্র বিতান (চাঁদোয়া) টাঙিয়ে দিলেন এবং আসনাদি প্রজ্ঞাপন করলেন। ভিক্ষুগণ আগমন করলে বন্দনা করে পত্রাদি গ্রহণ করে গৃহভ্যন্তরে উপবেশন করালেন এবং পাদ প্রক্ষালণ করে সুগন্ধ তৈল দ্বারা সংবাহন করে দিলেন। জাউ আনালেন এবং তাঁদের আহারান্তে উপগত হয়ে বন্দনা করে উপবিষ্ট হয়ে ধর্ম শ্রবণ করলেন; যথাসময়ে বহুবিধ সুস্বাদুপূর্ণ তরি-তরকারি ও আহার্য পরিবেশন করলেন ও আহার শেষে বন্দনান্তে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভন্তে, এই বিহারে প্রতিদিন আটজন ভিক্ষুকে আহার্য দান করব।' স্থবির 'উত্তম' বলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। তখন থেকে প্রিয়ঙ্গুবাসী ভিক্ষুগণ নিয়মিত তথায় এসে আহার গ্রহণ করতেন। তিনিও যথাসাধ্য তাঁদের সৎকার ও সেবা করতেন। তখন প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু বাস করছিলেন; এভাবে চার বছর অতিক্রান্ত হলো। এভাবে দান দিয়ে পঞ্চশীল পালন করে 'পরবর্তী সময়ে ধন রোজগার করে দান দেব' বলে চিন্তা করে ধন রোজগারের জন্য সমুদ্রের পর পাড়ে যাবার ইচ্ছায় স্বীয় স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, 'ভিক্ষুদের অপ্রমত্তভাবে দান করবে' এভাবে উপদেশ দিয়ে নৌকায় আরোহণ করে সুবর্ণ ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

নৌকা সপ্তাহকাল সমুদ্রে চলার পর প্রবল ব্যাত্যাঘাতে পতিত হয়ে ডুবে গেল। নৌকার আরোহীদের মধ্যে দন্তকুটুম্বিক ব্যতীত সকলে ডুবে মারা গেল এবং সকলে মৎস্য-কচ্ছপের খাদ্য হয়েছিল। কুটুম্বিক সমুদ্র সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলেন। সেই সময়ে মলিয় মহাদেব স্থবির দিব্যচক্ষু দ্বারা সমুদ্রে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলেন যে, কুটুম্বিক সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। তিনি সিংহবোধি স্থবিরকে আহ্বান করে বললেন, 'তোমাদের অন্নদাতা সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে।'

স্থবির তা শুনে বাহু প্রসারিত করে অলৌকিকভাবে তাঁকে সমুদ্র থেকে

উদ্ধার করে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে রাখলেন। কুটুম্বিক দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুকে দেখে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করত আহারকৃত্য সম্পাদনান্তে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় আগমনের বিষয় অবহিত করলেন। মলিয় মহাদেব স্থবির বললেন, 'উপাসক, আজ রাত এখানে অবস্থান করুন। ভিক্ষুগণকে দর্শন করার জন্য দেবেন্দ্র শক্র আগমন করবেন। আপনি দেবঅপ্সরা পরিবৃত ও দেবসংঘ পরিবৃত দেবরাজকে দেখবেন।' তিনি 'উত্তম' বলে সেই দিন সেখানে অবস্থান করলেন। পরদিন দেবেন্দ্র শক্র কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে বহুবিধ বর্ণগন্ধময় পুষ্প, দীপ ও ধূপাদিসহ তাবতিংস ভবন হতে অবতীর্ণ হয়ে দেবঅপ্সরা ও দেবগণ পরিবৃত হয়ে ভিক্ষুদের পূজা ও বন্দনা করে একপ্রান্তে উপবেশন করত প্রীতি বাক্যালাপ করতে লাগলেন। সে সময় মহাস্থবির কুটুম্বিকের গুণ ব্যাখ্যা করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র গাত্রোত্থান করে কুটুম্বিকের নিকট গিয়ে দিব্য মাল্য দ্বারা পূজা করে তাঁর সঙ্গে উপবেশন করে বাক্যালাপ করতে গিয়ে এরূপ বললেন :

১. সৌম্য, জগৎগুরু বুদ্ধ দশবিধ পারমীর মধ্যে প্রথমে এই দান পারমী সম্পাদন করেছিলেন।

২. সেই দানের প্রভাবে তিনি ছয় দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে বহুশত যোজন বিস্তৃত রত্নময় বিমানে বহু দেবঅপ্সরা পরিপূর্ণ ও দেবোদ্যান প্রতিমণ্ডিত হয়ে মহাসুখ উপভোগ করেছিলেন।

৩. সেই দানের ফলে তিনি মনোরম তাবতিংস স্বর্গের শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে দেবরাজ্য শাসন করেছিলেন।

৪. তিনি সেই দানের প্রভাবে চক্রবর্তী রাজসুখ ভোগ করেছিলেন এবং সপ্তরত্নময় চতুর্দ্বীপের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

৫. তিনি প্রদেশরাজ হয়েছিলেন বহুবার এবং ধর্মাশোকের মতো তেজস্বী ও যশস্বী হয়েছিলেন।

৬. তিনি ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে দাস-দাসী ও অনন্ত বিভব দ্বারা বিপুল সুখ ভোগ করেছিলেন।

৭. প্রত্যেক মুনি ও শ্রাবককে দান করে তিনি অনাবিল শ্রেষ্ঠ লোকোত্তর সুখ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৮. বুদ্ধ চক্ষু, রক্ত দান করে পরম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই এরূপ দানই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বদা এরূপে দান দেওয়া সমীচীন।

৯. সৌম্য, সর্বদা জেনে রাখবেন যে, দানের ফল উত্তমই হয়, তাই অল্প হোক কিংবা বেশি হোক দান দেওয়া উচিত।

১০. চিত্ত প্রসন্নতার (দান চেতনা উৎপন্ন) সঙ্গে সঙ্গে অনুপম ফলের উদ্ভব

হয়, তাই উত্তমরূপে সর্ববিধ জ্ঞাত হয়ে সর্বত্র দান দেওয়া সমীচীন।

১১. আপনার দান দেবার বিষয় সদেবলোকসহ সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে, সেই জন্য দেবঙ্গনে দেবগণ আনন্দে নিত্য নৃত্য করছে।

১২. সৌম্য, শীলবান ও বহুশ্রুতকে উত্তম দান দিয়ে দেবলোকে আমার সন্নিকটে আগমন করুন।

অনন্তর দেবরাজ শক্র কর্তৃক প্রীতি বাক্যালাপান্তে কুটুম্বিক স্বীয় প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শক্র বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে আহ্বান করে বললেন, 'সপ্তরত্নময় নৌকা রত্নপূর্ণ করে দন্তকুটুম্বিকের গৃহে পৌঁছে দাও।' বিশ্বকর্মা দেবপুত্র সপ্তরত্নময় নৌকা সপ্তরত্নে পূর্ণ করে কুটুম্বিককে নৌকায় আরোহণ করিয়ে স্বীয় দৈবপ্রভাবে তাঁর গৃহে পৌঁছে দিয়ে দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন। সেইক্ষণে রাজার ছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা তাঁর পুণ্যপ্রভাবে দর্শন করে সাধুবাদ প্রদান করলেন। রাজা তা শুনে 'এই সাধুবাদ শব্দ কার জন্য' জিজ্ঞেস করলে দেবতা কুটুম্বিকের পূর্ব বিষয় ব্যক্ত করে বললেন, 'এটা তাঁর জন্য সাধুবাদ'।

রাজা এ বিষয় জেনে সন্তুষ্ট হয়ে কুটুম্বিককে আহ্বান করে প্রচুর বিভব প্রদান করে দন্তগ্রাম যৌতুক হিসাবে প্রদান করলেন। তিনি তখন হতে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে স্বর্গলাভ করেছিলেন।

১৩. এভাবে জ্ঞানীগণ উত্তম দান দেওয়ার ফলে মহাসমুদ্রেও নৌকাপূর্ণ ইচ্ছানুযায়ী ধনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; এভাবে দিব্যবিভবে প্রমোদিত হয়ে ও ক্রীড়া করে শ্রেষ্ঠ শান্তিপুর (নির্বাণ বা স্বর্গ) লাভ করেছিলেন।

উপসংহার

১. রসবাহিনী বর্ণনা যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে; প্রাণীদের এবং সাধু ব্যক্তির সংকল্প পূর্ণতা লাভ করেছে। পৃথিবীতে রসবাহিনী ধর্মামৃত রস প্রবাহিত করছে; এটা পাঁচ হাজার বছর অনিন্দিতভাবে (সগৌরবে) প্রবাহিত হোক।

২. রসবাহিনী বত্রিশ ভাণবারে সমাপ্ত, সকল প্রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী সর্বদা শুভ বা মঙ্গল হোক।

৩–৬. বহু শাস্ত্রবিধ মহামান্য বেদেহ স্থবির কর্তৃক রসবাহিনী রচিত (সংকলিত) যিনি সিংহলী ভাষায় শব্দলক্ষণ ও সমস্তকূট বর্ণনা নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তিনি সিংহলের একটি ব্রাহ্মণ গ্রামে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপাধ্যায় ছিলেন কালিঙ্গ মহাথের এবং আচার্য ছিলেন পণ্ডিত মঙ্গল মহাথের ও মহাপণ্ডিত অরণ্যাচারী যতনানন্দ মহাথের।

৭. আমাদের ভগবান বুদ্ধ যে-পুণ্যের প্রশংসা করেছেন, সেই পুণ্যের প্রভাবে পৃথিবীবাসী সুখী ও শত্রুহীন হোক।

৮. দেবগণ এই পৃথিবীকে রক্ষা করুক, যথাসময়ে দেবগণ উত্তমরূপে বর্ষণ করুক; রাজাগণ ধর্মত ও ন্যায়ত প্রজাবন্দৃকে প্রতিপালন করুক।

৯. বুদ্ধের শাসন পাঁচ হাজার বছর দেদীপ্যমান থাকুক; ত্রিরত্নের প্রভাবে আমার সর্বদা জয়মঙ্গল সাধিত হোক।

গ্রন্থে ব্যবহৃত ব্যক্তি, স্থান এবং পারিভাষিক শব্দসমূহের পরিচিতি

অক্ষৌহিণী—১,০৯,৩৫০ জন সৈন্য, ৬৫,৬১০টি অশ্ব, ২১,৮৭০টি হাতি এবং ২১,৮৭১টি গাড়ি নিয়ে গঠিত বাহিনী।

অনগ্‌ঘ—শ্বেতচ্ছত্র, উপবেশনের পালঙ্ক, আধারক এবং পাদপীঠিকা চারটিকে একত্রে অনগ্‌ঘ বলে।

অনুরাধপুর—সিংহলের কদম্ব নদীর তীরে দুই অনুরাধ নামে লোকের দ্বারা পছন্দ করা জায়গায় অনুরাধ গড়ে উঠেছিল এবং অনুরাধ নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনে ছিল। সে জন্য এর নাম হয়েছিল অনুরাধপুর (মহাবংস ১০, ৭৬, টীকা ২১৩)। মহাবোধিবংস মতে, এখানে সন্তুষ্ট মনের লোকেরা থাকতেন বলে এটা অনুরাধপুর নামে পরিচিত হয়েছিল (২৯৩)। রাজা পাণ্ডুকাভয় (খ্রি. পূ. ৩৯৪–৪০৭) এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উপতিস্‌সগাম হতে তাঁর রাজধানী এখানে নিয়ে আসেন (ম. ব. ১০, ৭৫–৭৭)। তিনি অনুরাধপুরকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। এতে ছিল নগরে জল দেবার একটি বড়ো পুকুর, দুটি বড়ো হ্রদ, জয়বাপি এবং অভয়বাপি, একটি মহাশ্মশান, শিকারি এবং ঝাড়ুদারদের জন্য বিশেষ গ্রাম, বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য মন্দির, জৈন, আজীবক, পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণদের ঘর, হাসপাতাল এবং ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারী কর্মচারিদের জন্য থাকার ঘর (ঐ ১০, ৯৭–১০২)। পণ্ডুকাভয় এখানের দেখাশুনার জন্য দিন এবং রাতের নগর অধিকর্তা নিয়োগ করেছিলেন (ঐ ১০, ৮০–১০২)। তাঁর ছেলে মুটসিব রাজধানীর ডানদিকে মহামেঘবন নামে বিখ্যাত বাগান করেছিলেন (ম. ব. ১১, ২)। এছাড়া এখানে নন্দনবন বা জ্যোতিবন নামে অপর একটি বাগান ছিল (ঐ, ১৫, ২, ১১)।

সিংহলের পরের রাজা ছিলেন দেবানংপিয়তিস্‌স। তাঁরই সময়ে ভারত সম্রাট অশোক তাঁর ছেলে মহেন্দ্রকে অনুরাধপুরে পাঠিয়েছিলেন। সিংহলরাজ বুদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অনুরাধপুরে অনেক বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ঐ ২০, ১৭)। অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা পবিত্র বোধিবৃক্ষের শাখা মহামেঘবনে রোপণ করেছিলেন। দেবানংপিয়তিস্‌স অনুরাধপুরে মহাবিহার, চেতিয়পব্বত, হত্থালহক প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন (ঐ ২০, ৪৮–৫০)।

চোল রাজকুমার এলার খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহল আক্রমণ করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর শাসন করেছিলেন। তার হাতে বুদ্ধধর্মের খুবই ক্ষতি হয়েছিল এবং অনুরাধপুর একেবারে ধ্বংস হয়েছিল। কাকবর্ণ তিষ্যের পুত্র দুট্‌ঠগামনি (১০১–৭৭ খ্রি. পূ.) বিদেশিদের হাত হতে দেশকে উদ্ধার করেন। তিনি অনুরাধপুরে মহাস্তূপ, মরিচবট্টি, নয়তলা লৌহ প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ

করেছিলেন। তাঁর ভাই শ্রদ্ধাতিষ্য সিংহাসনে আরোহণ করে অনুরাধপুরে দক্ষিণগিরি বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ম. ব. ৩৩, ৭)।

খ্রি. পূ. প্রথম শতকের শেষভাগে অনুরাধপুরে পাঁচজন তামিল শাসক প্রায় চৌদ্দ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বট্টগামনি অভয় (২৯–১৭ খ্রি. পূ.) তামিলদের হারিয়ে অনুরাধপুর জয় করেন। তিনি ঐ নগরে অভয়গিরি বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ম. ব. ৩৩, ৭৮–৮১)। বসভের রাজত্বকালে (১২৭–১৭১ খ্রিষ্টাব্দ) অনুরাধপুরের চারিদিকে আঠারো কিউবিট উচ্চতা দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল (ঐ, ৩৫-৯৭)। মহাসেনের রাজত্বকাল (৩৩৪–৩৬১ খ্রিষ্টাব্দে) ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময়ে এর খ্যাতি সিংহলের বুদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাসেন এখানে জেতবন বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ঐ, ৩৭, ৩৮)। মহানামের সময়ে (৪০৯–৪৩১ খ্রিষ্টাব্দ) বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের সিংহলী টীকাগুলি পালি ভাষায় অনুবাদ করতে এখানকার মহাবিহারে এসেছিলেন (ঐ, ৩৭, ২৪৩-২৪৪)। এ সময়ে বহু বিশিষ্ট লোক বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষুদের নিকট বিদ্যালাভের জন্য এখানে আসেন।

মহানামের রাজত্বের পর ছয়জন তামিল আক্রমণকারী পঁচিশ বছরের বেশি অনুরাধপুরে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের হাতে এই দ্বীপ ছারখার হয়ে যায়। এ সময়ে ধাতুসেন (৪৬০–৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) তামিলদের পরাজিত করে সিংহলী শাসন ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি অনুরাধপুরের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছিলেন। অনুরাধপুর ও তার চারপাশে আঠারোটি বিহার নির্মাণ এবং বহু পুকুর খনন করেছিলেন। তিনি বুদ্ধের এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি দিয়ে রাজধানীকে সাজিয়েছিলেন (ঐ, ৩৮, ৬১–৭৮)। এর কিছু পরে রাজাদের ষড়ুষন্ত্র ও গৃহযুদ্ধের ফলে দেশ এক বিরাট বিপদের মুখে পড়ে। অনুরাধপুরের চারিদিকে তামিলগণের দ্বারা বার বার আক্রমণ বন্ধ করা অসম্ভব হওয়ায় নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে পোলন্নরুভ-এ নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর অনুরাধপুর রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হয়।

অনুলাদেবী—সিংহলরাজ মুটসীবের কন্যা এবং উপরাজ মহানাগের স্ত্রী। তিনি পাঁচশো সহচরীসহ মহেন্দ্র স্থবিরের নিকট সদ্ধর্ম শ্রবণ করে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। সংঘমিত্রা থেরীকে পাটলিপুত্র থেকে সিংহলে আনয়ন করে তাঁরা ভিক্ষুণীসংঘে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তিনি অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তিনিই ছিলেন সিংহলের প্রথম মহিলা অর্হৎ।

অশোক—অশোক মগধের সম্রাট ছিলেন। মহাবংস মতে অশোক গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বছর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজা বিন্দুসারের পুত্র। কথিত আছে, বিন্দুসার রাজার ষোলোজন স্ত্রীর সর্বমোট

১০১ জন পুত্র ছিল। অশোকের মাতার নাম ছিল ধম্মা এবং তিনি ছিলেন অগ্রমহিষী। অশোক যৌবনে অবন্তীরাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁর পিতার মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করে সুমন ও তিষ্য নামে দুই ভাই ব্যতীত সকলকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। অশোক অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী অবস্থানকালে বিদিসা-মহাদেবী নামে এক শাক্যকুমারীকে প্রধানা মহিষীরূপে অভিষেক করেন। তাঁর গর্ভে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার জন্ম হয়। অশোক প্রথম জীবনে পিতার ন্যায় আজীবক সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিলেন। নিগ্রোধ শ্রামণের নিকট বুদ্ধবাণী শ্রবণ করে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৮৪ সহস্র বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেন। মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের নেতৃত্বে তিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সংগীতি শেষে দেশের ভেতরে ও বাইরে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি শ্রীলঙ্কান রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর পুত্র মহেন্দ্র স্থবির ও কন্যা সংঘমিত্রাকে প্রেরণ করেছিলেন। বুদ্ধধর্ম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির জন্য তাঁর অবদান সর্বাধিক।

অষ্টসমাপত্তি—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ অনন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন এবং নৈবসংজ্ঞা-নায়জ্ঞায়তন।

অসন্ধিমিত্রা—ধর্মাশোকের প্রধান মহিষী। তিনি বুদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সম্রাট অশোকের ৩০তম বর্ষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহাবংসে উল্লেখ আছে, বোধিবৃক্ষের শাখা সিংহলে নিয়ে যাবার সময় তিনি তাঁর সমস্ত অলংকার বৃক্ষের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন এবং বহুবিধ সুগন্ধ পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করেছিলেন। কথিত আছে, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগস্থল যখন মাত্র নমিত (বক্র) করতেন তখনই দৃশ্যমান হতো, নতুবা দেখা যেত না।

উসভ—১৪০ হাত সমান এক উসভ।

এলাররাজ—অনুরাধপুরের রাজা (খ্রি. পূ. ১৪৫–১০১)। তিনি চোল দেশ থেকে সিংহলে আগমন করে অসেলরাজাকে পরাজিত করেন এবং সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে 'মিত্ত' নামে একজন জেনারেল ছিলেন। তাঁর সেনাধ্যক্ষের নাম ছিল 'দীঘজন্তু'। এলাররাজা ও দুট্‌ঠগামনির মধ্যে যুদ্ধে এলার পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ রাজকীয় মর্যাদায় সৎকার করা হয়।

কপ্পকন্দর নদী—রোহণে অবস্থিত ছিল। গাইগার সাহেবের মত—এটা আধুনিক কুম্বুক্কন ওয়্য (নদী)।

কল্যাণতিষ্য—কল্যাণীর রাজা, বিহারদেবীর পিতা। তিনি সিংহলরাজ

মুটসীবের প্রপৌত্র এবং উত্তিয়ের পৌত্র। উত্তিয় ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ। আলোচ্য কাহিনিতে বর্ণিত ঘটনা খ্রি. পূ. ৩০৬–৩০৭ এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

এ কাহিনিকে ভিত্তি করেই সম্ভবত তেলকটাহগাথা রচিত হয়। কথিত আছে, কল্যাণতিষ্য স্থবিরকে তপ্ত তৈলাধারে প্রক্ষিপ্ত করা হলে তিনি বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তৎপরে আটানব্বইটি (মতান্তরে একশটি) গাথায় অনিত্য দেশনা করেন। এটা বৌদ্ধসাহিত্যে একটি অনবদ্য কাব্য হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাব্যটি ই.আর. গুণেরত্নে কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮৮৪ সালে পি.টি.এস. থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯১৯ সালে এবং ড. সত্যপাল ভিক্ষু ১৯৮১ সালে এটা সানুবাদ বাংলায় প্রকাশ করেন।

কশ্যপ বুদ্ধ—বারাণসী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা ধনবতী ব্রাহ্মণী, অগ্রশ্রাবক তিষ্য ও ভরদ্বাজ, সেবক সর্বমিত্র, অগ্রশ্রাবিকা অতুলা ও উরুবেলা, বোধি ন্যগ্রোধবৃক্ষ, দেহ ২০ হাত উচু ও আয়ু ২০ হাজার বছর ছিল। তাঁর একটি সভায় ২০ হাজার ভিক্ষু ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ত্রিবেদ পারদর্শী প্রসিদ্ধ জ্যোতিপাল নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু ঘটিকারের সঙ্গে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

কাকবর্ণ তিষ্য—সিংহলের রোহণ জনপদের রাজা। তাঁর পিতার নাম গোঠাভয় এবং মহানাগ ছিলেন তাঁর পিতামহ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন কল্যাণীর রাজা তিষ্যের কন্যা বিহারদেবী। তাঁদের দুই পুত্র হচ্ছেন দুট্ঠগামনি অভয় এবং শ্রদ্ধাতিষ্য। তিনি রাজ্যের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধাদের তাঁর সেনাবাহিনীতে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা তৎপুত্র দুট্ঠগামনিকে তামিলদের বিজয়ে সাহায্য করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁর চৌষট্টি বছর রাজত্বকালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চৌষট্টিটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে তিস্সমহারাম, চিত্তলপব্বতবিহার, মহানুগ্গল চৈত্য ইত্যাদি অন্যতম। তাঁর দেহের রং কাল ছিল বলে কাকবর্ণ নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

কাবীর পোতাশ্রয়—তামিলদের (চোলরাজ্যের) একটি সমুদ্র বন্দর।

কোটপর্বত—রোহণের একটি পর্বত। এর কাছেই ছিল কিত্তি গ্রাম। এই পর্বতের উপরে একটি বিহার ছিল, নাম কোটপব্বতবিহার। এই বিহারেই সেই শ্রামণ বাস করতেন, যিনি পরবর্তীকালে দুট্ঠগামনিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধম্মপদট্ঠকথা মতে অনুল স্থবির এই বিহারে বাস করতেন দুট্ঠগামনি অভয়রাজার সময়ে। এটার অপর নাম গোটপব্বত বলে মনে করা হয়।

কোশল—প্রাচীন ভারতের ষোলো মহাজনপদের মধ্যে কোশল অন্যতম। বুদ্ধের সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক শাসিত এটা একটি শক্তিশালী জনপদ ছিল এবং মগধের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তার রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। এর পরবর্তী নাম সাকেত। বুদ্ধ কোশলে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে বহু ধর্মবিনয় প্রজ্ঞাপ্ত করেন। শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বিহার নির্মাণ করেছিলেন। শ্রাবস্তীর পূর্ব দিকে ছিল মহাউপাসিকা বিশাখা নির্মিত পূর্বারাম।

কৌশাম্বী—এটা বৎস (বংস) রাজ্যের রাজধানী। এটা বর্তমান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। বুদ্ধ তাঁর নবম বর্ষাবাসে কৌশাম্বীতে পদার্পণ করেন। কৌশাম্বী-রাজ উদয়ন প্রথমে বুদ্ধধর্মের বিরোধিতা করলেও পরে তিনি ও তাঁর মহিষী শ্যামাবতী বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানে ঘোষিতারাম নামে বিহারে বুদ্ধ কয়েকবার অবস্থান করেছিলেন।

গাবুত—এক গাবুতে দুই মাইলের চেয়ে কিছু কম।

গিরি—দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার একটি জেলা। রাজধানী ছিল মহাগ্রাম। গোঠয়িম্বরের জন্মস্থান নিট্‌ঠুলবুট্‌ঠিক গ্রাম এবং বেলুসুমনের জন্মস্থান কুটুম্বিয়ঙ্গম গ্রাম এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটাকে গিরিমণ্ডলও বলা হতো।

চারি প্রত্যয়—অন্ন, চীবর (বস্ত্র), ভেষজ (ঔষধ) ও শয়নাসন (বাসস্থান)।

চতুর্বিধ অপায়—নরক, তির্যক, অসুর ও প্রেত।

চতুরার্য সত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ)।

চন্দ্রভাগা নদী—ভারতের অন্যতম খরস্রোতা প্রসিদ্ধ নদী। কথিত আছে, এর গভীরতা এক লীগ (প্রায় সাড়ে তিন মাইল), এক লীগ বিস্তৃত এবং আঠারো লীগ দীর্ঘ ছিল। মিলিন্দ প্রশ্ন মতে এটা হিমালয়ে উৎপন্ন দশটি নদীর মধ্যে একটি।

চার লোকপাল দেবতা—পূর্বে ধতরট্‌ঠ, দক্ষিণে বিরূলহক, পশ্চিমে বিরূপক্‌খ এবং উত্তরে বেস্‌সরণ (কুবের) দেবরাজ অবস্থান করেন।

চিত্তলপর্বত—রোহণরাজ্যের একটি পর্বত। এখানে কাকবর্ণ তিষ্য একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। একসময় এটা একটি বুদ্ধধর্মের বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এর পাশেই ছিল নিষ্কপোন্নপধানঘর এবং কোটগেরুকপাসাদ—যেখানে সংঘরক্ষিত বাস করতেন। চিত্তল পর্বত বিহারে একসময় বারো সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন।

চোলরাজ্য—দক্ষিণ ভারতের পেন্নার নদীর উপকূলবর্তী একটি দেশ। এদেশের অধিবাসীরা চোলা নামে অভিহিত ছিল। মধ্যযুগে এর রাজধানীর নাম

ছিল তাঞ্জুর। সিংহলী বিবরণে উল্লেখ আছে যে, বিশেষ করে লুটতরাজ করার জন্যই চোলগণ বার বার সিংহল আক্রমণ করত। এর ফলে সিংহলের শান্তি ও উন্নতি বিঘ্নিত হয় এবং সিংহলের সাহিত্য ও শিল্পে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

জর্জর নদী—সিংহলের একটি নদী, বর্তমান নাম দেদুরু ওয়। এই নদীর উপর কোট্‌ঠবদ্ধ নামে বিখ্যাত বাঁধ ছিল, যেটা প্রথম পরাক্রমবাহু পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—উত্তরে কুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্বে বিদেহ এবং পশ্চিমে গোদানীয়। সাধারণত অখণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন চতুর্দিকে আরও কিছু কিছু প্রতিবেশী রাষ্ট্র নিয়ে প্রাচীন জম্বুদ্বীপ গঠিত ছিল।

জেতবন—শ্রাবস্তীর একটি বিখ্যাত উদ্যান যেখানে সুদত্ত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকারাম নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। এটা ছিল জেত রাজকুমারের উদ্যান। কথিত আছে, অনাথপিণ্ডিক আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা এই বাগানে বিছিয়ে জেতকুমার থেকে ক্রয় করে আরও ছত্রিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এক বৃহৎ সুরম্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এখানে মহাগন্ধকুটি কবেরিমণ্ডলমাল, কোসম্বীকুটি এবং চন্দমাল প্রধান অট্টালিকা। রাজা প্রসেনজিৎও 'সললঘর' নামে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। প্রধান ফটকে অনাথপিণ্ডিক একটি বোধিবৃক্ষ রোপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এটাকে আনন্দবোধি বলা হতো। এর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি প্রবেশদ্বার ছিল। বুদ্ধ এই বিহারে দীর্ঘ উনিশ বর্ষা যাপন করেন। এর বর্তমান নাম সাহেত।

তক্ষশীলা—গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। জাতক সাহিত্যে জানা যায় যে, তক্ষশীলা ছিল বুদ্ধপূর্বযুগ হতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। বুদ্ধের সময়কালেও এখানে দেশের বহুস্থান থেকে ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, লিচ্ছবিপ্রধান মহালি, মল্লের রাজকুমার বন্ধুল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। জীবক ও অঙ্গুলিমালও এখানে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে ত্রিবেদ, আঠারো প্রকার বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা, সঙ্গীত, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাত্রদের ভর্তি হবার সময় সাধারণত একহাজার স্বর্ণমুদ্রা ফি দিতে হতো। ছাত্ররা শিক্ষকদের গৃহে সদস্য হিসেবে থাকতেন এবং রাতে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। ছাত্ররাও শিক্ষকদের গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করে দিতেন। এটা পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

তম্বপন্নি (তাম্রপর্ণি)—বিজয় সিংহ সিংহলের যে-স্থানে প্রথম অবতরণ করেছিলেন তা-ই তম্বপন্নি নামে খ্যাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি এখানে

তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এবং সমগ্র সিংহল তম্বপন্নি নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

তলঙ্গর—প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের একটি স্থান। এটা ধম্মদিন্ন স্থবিরের বাসস্থান এবং তলঙ্গরতিস্সপব্বতের নিকটে অবস্থিত। এখানে দেবরক্খিতলেন নামে একটি গুহা ছিল। মধ্যম নিকায়ের অট্ঠকথা অনুযায়ী তলঙ্গরতিস্সপব্বত রোহণে অবস্থিত ছিল।

তাবতিংস—ছয়টি কামলোক দেবভবনের অন্যতম। অন্য দেবভবনগুলো হচ্ছে চাতুর্মহারাজিক, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি এবং পরনির্মিত বশবর্তী।

ত্রিশরণ—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণকে ত্রিশরণ বলা হয়।

তিষ্য মহারাজ (দেবানমপিয়তিস্স)—সিংহলের রাজা তিষ্যের সময়কাল খ্রি. পূ. ২৪৭–২০৭ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন মুটসীবের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মৌর্য সম্রাট অশোকের সমসাময়িক এবং একান্ত সুহৃদ ছিলেন। দেবপ্রিয়তিষ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহারিট্ঠকে বহুবিধ উপঢৌকনসহ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের রাজদরবারে প্রেরণ করেছিলেন। অশোক তাঁকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বৌদ্ধধর্মীয় চিহ্নসম্বলিত নানাপ্রকার উপঢৌকনসহ পুনঃ প্রেরণ করেন এবং বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীকালে অশোক-তনয় মহেন্দ্র স্থবিরের নেতৃত্বে একটি প্রচারকদল সিংহলে গমন করলে রাজা দেবপ্রিয়তিষ্য সপরিষদ বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহামেঘবন নামক স্থানে মহাবিহার নির্মাণ করেন, এটা পরবর্তী সময়ে বুদ্ধধর্ম চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। এছাড়া তিনি চেতিয়পব্বত বিহার, থূপারাম বিহার, হত্থালহক বিহার, উপাসিকা বিহার, বেস্সগিরি বিহার, জম্বুকোল বিহার, তিস্সমহাবিহার, পাচিনারাম, পঠমথূপ ইত্যাদি সংঘারাম ও স্তূপ নির্মাণ করেন। মূলত তাঁর সময়েই সিংহলে বুদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয়।

তুষিত স্বর্গ—ছয়টি দেবলোকের মধ্যে এটা চতুর্থ। চার হাজার বছর মনুষ্যলোকের সময়ে তুষিত দেবলোকের একদিন। এরূপে চার হাজার বছর এই দেবলোকের দেবগণের আয়ু। নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক বোধিসত্ত্বগণ তুষিত স্বর্গ থেকে দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণের অনুরোধক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গৌতম বোধিসত্ত্ব 'সেতুকেতু' নামে তুষিত স্বর্গে ছিলেন। ভবিষ্যৎ মৈত্রেয় বুদ্ধও 'নথদেব' নামে সেখানে অবস্থান করছেন।

দশ পারমী—পারমী শব্দের অর্থ পারঙ্গমতা বা পরিপূর্ণতা, পারমিতা। গৌতম বুদ্ধ চারি অসংখ্য লক্ষ কল্প পূর্বে সুমেধ তাপস জীবনে দীপংকর সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করার পর থেকে বোধিলাভের জন্য পারমী সম্ভার পূর্ণ করতে আরম্ভ করেন। দশ প্রকার পারমী প্রত্যেকটি তিনভাগে বিভক্ত,

যথা—পারমী, উপপারমী ও পরমার্থ পারমী। দশবিধ পারমী হচ্ছে—দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

দীর্ঘবাপি (দীঘবাপি)—সিংহলের একটি জেলা। বুদ্ধ সিংহলে আগমন করে এখানে যে-স্থানে সাধনায় বসেছিলেন সে-স্থানে একটি চৈত্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্ভবত এটা তামিল রাজ্য ও রোহণ জনপদের মধ্যখানে ছিল। পিতার নির্দেশে শ্রদ্ধাতিষ্য এটা শাসন করেছিলেন। তিনি এখানে দীর্ঘবাপি বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন, যা তিষ্যমহারাম থেকে নয় লীগ দূরে ছিল।

দুট্‌ঠগামনি অভয় (১০১–৭৭ খ্রি. পূ.)—সিংহলের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাকবর্ণ তিষ্য এবং মাতার নাম বিহারদেবী। কাকবর্ণ ছিলেন মহাগ্রামের শাসনকর্তা। তিনি রাজ্য থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা জোগাড় করেছিলেন, তাঁরা গামনির নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তামিলদের পরাজিত করেন এবং তামিলরাজ এলারকে হত্যা করে তামিল অধিকৃত রাজ্য পুনর্দখল করেন। তিনি তামিলদের জয় করার পর রাজধানী অনুরাধপুর স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর বুদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু বিহার, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। মহাবংসে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ বীররূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি আটষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

দেবদেহ—এটা শাক্যদের শহরতলী। সিদ্ধার্থের মাতা মহামায়া ও বিমাতা মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্মস্থান। সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী দেবদহের নিকটে ছিল। বুদ্ধ ভ্রমণকালে এখানে অবস্থান করে ভিক্ষুসংঘকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন। এটা দেবদহ শাক্য ও পক্‌খ স্থবিরের বাসস্থান ছিল।

দোনপরিমাণ—এক গ্যালন পরিমিত শুষ্ক দ্রব্য রাখার পাত্র; এখানে এক গ্যালন পরিমাণ বুদ্ধের অস্থিধাতুকে বোঝানো হয়েছে।

ধর্মচক্র—সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথে উপনীত হন। তিনি সেখানে আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভদিনে জ্ঞানলব্ধ ধর্ম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রকাশ করেন। সেই প্রথম প্রকাশিত ধর্মই ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে অভিহিত।

ধম্মদিন্ন স্থবির—তাঁর অপর নাম মহাধম্মদিন্ন স্থবির। তিনি ছিলেন অর্হৎ। তিনি তলঙ্গে (তলঙ্গরতিস্‌সপব্বত) বাস করতেন। সিংহলের দুর্ভিক্ষের সময় রাজা দুট্‌ঠগামনি তাঁকে জাউ দান করেছিলেন। তিনি দশ সহস্র ভিক্ষুসংঘকে জাউ-এর অংশ দান করেন। ধম্মদিন্নের শিক্ষক ছিলেন উচ্চতলঙ্গের মহানাগ। সদ্ধম্ম সংগ্রহে উল্লেখ আছে যে, ধম্মদিন্ন স্থবিরের মুখে সতিপট্‌ঠান সূত্র শুনে একটি অন্ধ সর্প মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। একই কাহিনি আলোচ্য রসবাহিনীতেও রয়েছে (গল্প নং–৯.১)।

নন্দিমিত্র—তিনি দুট্‌ঠগামনি অভয়ের একজন অন্যতম প্রধান সেনাপতি এবং এলার রাজার অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মিত্রের ভাগিনা ছিলেন। তাঁর দেহে দশহস্তীর শক্তি ছিল। তিনি দুট্‌ঠগামনির পক্ষে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নাগদ্বীপ—প্রাচীন শ্রীলঙ্কার একটি দেশ। এটা শ্রীলঙ্কার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক জাফনা নামে চিহ্নিত। মহাবংস মতে, মহোদর ও চূলোদর—দুই নাগের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য দ্বিতীয়বারের মতো বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন। এখানে দেবপ্রিয়তিষ্য সর্বপ্রথম একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে এটা বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।

নাগবিহার—মহানাগ বিহার নামেও পরিচিত ছিল। দেবপ্রিয়তিষ্যের মহানাগ কর্তৃক এটা মহাগ্রামের রোহণ জনপদে নির্মিত হয়েছিল।

নারদ বুদ্ধ—চব্বিশজন সম্যকসম্বুদ্ধের মধ্যে ইনি নবম। তিনি ধনবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম অনোমা এবং পিতার নাম সুদেব। তিনি নয় হাজার বছর গৃহবাসে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জিতসেনা, পুত্রের নাম নন্দুত্তরা। তিনি মহাশোণ বৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞানপ্রাপ্ত হন। তিনি ৮৮ হাত দীর্ঘ ছিলেন। ৯০ হাজার বছর বয়সে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। ভদ্রসাল ও জিতমিত্র ছিলেন তাঁর অগ্রশ্রাবক এবং উত্তরা ও ফাল্গুনী ছিলেন অগ্রশ্রাবিকা। তাঁর প্রধান সেবক ছিলেন বাসেট্‌ঠ। তখন বোধিসত্ত্ব জটিল (ঋষি) রূপে হিমালয়ে বাস করতেন।

নিগ্রোধ শ্রামণ—নিগ্রোধ শ্রামণ বা নিগ্রোধ কুমার মৌর্যরাজ বিন্দুসারের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম সুমন এবং মাতার নাম সুমনা। সুমন রাজকুমার কনিষ্ঠ অশোক কর্তৃক নিহত হলে সুমনাদেবী চণ্ডালগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে নিগ্রোধ কুমারের জন্ম হয়। সাত বছর বয়সে নিগ্রোধ কুমার মহাবরুণ স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। একসময় সম্রাট অশোক তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন এবং প্রাসাদে আহ্বান করে তাঁর মুখ থেকে বুদ্ধবর্ণিত ধম্মপদের 'অপ্পমাদ বগ্‌গ' শ্রবণ করেন। বস্তুতপক্ষে নিগ্রোধ শ্রামণের আচরণ ও বুদ্ধবাণীই পরবর্তীকালে অশোকের বুদ্ধধর্ম গ্রহণের পথ সুগম করেছিল। অশোক আজীবন নিগ্রোধ শ্রামণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

পঞ্চ অভিজ্ঞান—পূর্বনিবাসে অভিজ্ঞান, দিব্যচক্ষু অভিজ্ঞান, পরচিত্তাচারে অভিজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিতে অভিজ্ঞান এবং দিব্য শ্রুতি অভিজ্ঞান।

পঞ্চ খত্তু—পাঁচজন সদ্ধর্মের সহায়ক।

পঞ্চবিধ রাজকীয় চিহ্ন—১. বালবিজনী, ২. উণ্‌হীন, ৩. খগ্‌গ, ৪. ছত্ত এবং ৫. পাদুকা।

পদুমুত্তর বুদ্ধ—পদুমুত্তর বুদ্ধ হংসবতী নামক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুজাতা। তাঁর অগ্রশ্রাবকদ্বয় যথাক্রমে দেবল ও সুজাত, প্রধান সেবক সুমন। অমিতা ও অসমা তাঁর অগ্রশ্রাবিকা, শালবৃক্ষ বোধি। তাঁর দেহের উচ্চতা ৮৮ হাত এবং দেহের আলো ১২ যোজন ব্যাপৃত হতো। তখন বোধিসত্ত্ব মহারাষ্ট্রীয় জটিল নামে সন্ন্যাসী ছিলেন।

পরিনির্বাণ—নির্বাণ ও পরিনির্বাণ সমার্থবোধক। 'নি' উপসর্গের সাথে 'বাণ' শব্দের সহযোগে 'নির্বাণ' পদ সিদ্ধ হয়। 'নি' উপসর্গ দ্বারা অভাব বোঝায় অর্থাৎ 'না' অর্থে প্রযুক্ত হয়। আর 'বাণ' শব্দ দ্বারা বন্ধন বা তৃষ্ণা বোঝায়। অতএব, যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা বা বন্ধন নিরবশেষভাবে ছিন্ন হয় তাকে নির্বাণ বলে। নির্বাণ শান্ত লক্ষণযুক্ত। দুঃখের উপশমতাই এর স্বভাব, অচ্যুতি এর রস বা কৃত্য। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম রুদ্ধ হয়। তথা হতে তাঁর চ্যুত হওয়ার কোনো ভয় নেই। এটা অচ্যুত, অনিমিত্ত, অসংযত ও জ্ঞানগম্য। অচ্যুতি অনিমিত্তকতাহেতু এর কোনো পদস্থান নেই। প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার মতো তৃষ্ণাক্ষয়প্রাপ্ত বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে চিত্ত বিমোক্ষপ্রাপ্ত হয় এবং তৎসঙ্গে তাঁর পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়। নাগার্জুনের ভাষায় :

অপ্রহীনম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্নং অশাশ্বতম্
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এতং নির্বানং উচ্যতে।

নির্বাণ পরম সুখকর। নির্বাণের উৎপত্তি কিংবা বিলয় নেই। এটা এমন এক অমৃতপদ যা পরম শান্তিদায়ক ও সুখকর। নির্বাণ অকারণসম্ভূত; এর উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। কাজেই এটা আবহমানকাল বিরাজমান। নির্বাণ দুই প্রকার : ১. সোপাদিসেস নির্বাণ ও ২. অনুপাদিসেস নির্বাণ। কোনো ব্যক্তি যখন সাধনা বলে ক্লেশ বা তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হন তখন তিনি সোপাদিসেস নির্বাণপ্রাপ্ত হন, আর যখন এরূপ নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ সাধন হয় তখন তিনি অনুপাদিসেস নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

পাটলিপুত্র—মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল। তখনকার মগধের রাজধানী রাজগীর থেকে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এর বর্তমান নাম পাটনা। এখানে মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের নেতৃত্বে মৌর্যসম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিসম্ভিদা—প্রতি=সম্+ভিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি। প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান চারি প্রকার—অর্থ প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা ও প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা।

প্রিয়ঙ্গুদ্বীপ—এটা সম্ভবত সিংহলের নিকটবর্তী একটি স্থান যেখানে ধ্যান সাধনায় রত ভিক্ষুগণ বাস করতেন। মহাবংস মতে এখানে বারো সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন।

বন্ধুমতী নগর—বিপস্‌সী বুদ্ধের জন্মস্থান।

বারাণসী—কাশি জনপদের রাজধানী। এর অদূরে ঋষিপতন মৃগদাব অবস্থিত। এখানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। তখন বারাণসী ছিল শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র; তখন এর সাথে শ্রাবস্তী ও তক্ষশীলার মধ্যে বাণিজ্য চলত। কথিত আছে, বারাণসী ছিল কশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান। মৈত্রেয় বুদ্ধও ভবিষ্যতে এখানে জন্মগ্রহণ করবেন। তখন তাঁর নাম হবে কেতুমতী।

বিন্দুসার—মগধের রাজা, সম্রাট অশোকের পিতা। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি আটাশ বছর রাজ্যশাসন করেন। মৌর্যবংশীয় ধর্মা ছিলেন তাঁর প্রধান মহিষী; অশোক ও তিস্‌স ছিলেন তাঁর গর্ভজাত। কথিত আছে, রাজা বিন্দুসার প্রতিদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ষাট হাজার সন্ন্যাসীকে আহার্য দান করতেন।

বিপস্‌সী বুদ্ধ—ইনি বন্ধুমতি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা বন্ধুমা, মাতা বন্ধুমতি। অগ্রশ্রাবক খণ্ড ও তিষ্য, সেবক অশোক, অগ্রশ্রাবিকা চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা, বোধি পাটলীবৃক্ষ। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ৮০ হাত, দেহজ্যোতি সর্বদা ৭ যোজন ব্যাপ্ত হতো এবং আয়ুষ্কাল ছিল ৮০ হাজার বছর। তখন বোধিসত্ত্ব মহাঋদ্ধিবান অতুল নামক নাগরাজ ছিলেন।

বিহারদেবী—কাকবর্ণতিষ্যের স্ত্রী। তাঁর পিতা তিষ্য ছিলেন কল্যাণীর রাজা; দুট্‌ঠগামনি ও শ্রদ্ধাতিষ্য দুজন তাঁর পুত্র। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। অম্বতীর্থ ও অনুরাধপুর থেকে তামিলদের বিতাড়িত করার জন্য তিনি পুত্র দুট্‌ঠগামনিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বেলুসুমন—দুট্‌ঠগামনি রাজার একজন সেনানায়ক (General)। তিনি গিরিজনপদের অন্তর্গত কুটুম্বিয়ঙ্গণের গৃহপতি বসভের পুত্র। কথিত আছে, রানি বিহারদেবীর দোহদ উৎপন্ন হলে তিনি এলার রাজার সৈন্যপ্রধান নন্দসারথির শিরচ্ছেদ করে তাঁর রক্তে দেবীকে স্নান করিয়েছিলেন। বিজিতপুর অধিকার করার জন্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বোধিসত্ত্ব—'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান আর 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ জীব। সুতরাং বোধিসত্ত্ব বলতে এমন একটি জীব বা প্রাণীকে বোঝায় যার মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সম্যকসম্বুদ্ধ দীপংকর অমরাবতী নগরে উপস্থিত হলে সুমেধ তাপস তাঁর পাদমূলে পতিত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা করেন।

দীপংকর বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি গৌতম নামে বুদ্ধ হবেন। সেই থেকে তিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে ত্রিংশপারমী পূরণে নিবিষ্ট হন। পারমীসমূহ পূর্ণ করতে তাঁকে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। এসব জন্মের কাহিনিকে জাতক বলা হয় এবং সে সময় তিনি যে সত্ত্বরূপে জন্ম নিয়েছিলেন সেই জীবনকে 'বোধিসত্ত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের পূর্বজীবনই হচ্ছে 'বোধিসত্ত্ব জীবন'।

ব্রাহ্মণীয়—অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব অর্থে।

মগধ—প্রাচীন ভারতে ষোলো মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। বুদ্ধেয় সময়ে এর রাজধানী ছিল রাজগৃহ। তখন মগধের শাসনকর্তা ছিলেন বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু। সুমঙ্গলবিলাসিনী মতে মগধ ৮০ হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল এবং এর পরিধি ছিল তিন সহস্র লীগ। তখন এটা পূর্ব দিকে চম্পানদী, দক্ষিণে বিন্ধ্যা পর্বতমালা, পশ্চিমে সোণ-নদী এবং উত্তরে গঙ্গানদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীনকালে মগধ শিক্ষা ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল এবং শিক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য উত্তর ভারত থেকে বহু লোকের সমাগম হতো। বস্তুতপক্ষে বুদ্ধধর্মের জন্মভূমি মগধরাজ্য এবং এখান থেকে পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে মগধরাজ্যের নিম্নোক্ত স্থানগুলোর নামোল্লেখ রয়েছে, যথা—একনালা, নালকগ্রাম, সেনানিগ্রাম, খানুমত, অন্ধকবিন্ধ, মচল, মাতুলা, অম্বলট্‌ঠিকা, পাটলিগ্রাম, নালন্দা এবং সালিন্দিয়।

মলয়দেশ—সিংহলের পাহাড়ী একটি দেশ বা অঞ্চল। দুট্‌ঠগামনি অভয় পিতার রোষানল হতে বাঁচার জন্য এখানে লুকিয়ে ছিলেন। এই পাহাড়ী অঞ্চল বহির্শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করার সাহায্য করেছিল। বুদ্ধধর্ম বিদ্বেষী কর্তৃক বুদ্ধধর্ম আক্রান্ত হলে ভিক্ষুগণ আত্মরক্ষা করার জন্য প্রধানত মলয় ও রোহণ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মলয় তখন নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। পরবর্তী সময়ে মলয়কে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং এর শাসনকর্তাকে 'মলয়রাজ' বলা হতো।

মহাগ্রাম—রোহণ জনপদের রাজধানী। এখানে দুট্‌ঠগামনি রাজার জন্ম হয় এবং তামিলদের জয় করা পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে এটা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে দেবপ্রিয় তিষ্যের ভাই মহানাগ বাস করতেন। তিনি এখানে নাগমহাবিহার নির্মাণ করেন। মহাতিষ্য মহাপালি হল নির্মাণ করেন।

মহাতিত্থ—সিংহলের পশ্চিমে একটি সামুদ্রিক বন্দর। এখানে বিজয় সিংহের স্ত্রী ও সঙ্গীগণ অবতরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের

ভল্লুক, সিংহল আক্রমণকারী তামিলগণও অবতরণ করেছিল। এটা সম্ভবত দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

মহাবরুণ স্থবির—নিগ্রোধ শ্রামণের গুরু।

মহাসেন—প্রাচীন ভারতের একজন রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। কথিত আছে, তিনি প্রতিদিন একহাজার ভিক্ষুসংঘকে আহার্য দান করতেন।

মহেন্দ্র স্থবির—অশোকের পুত্র এবং সংঘমিত্রার ভাই। তিনি বিশ বছর বয়সে অশোকের রাজত্বের চতুর্দশ বছরে মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তিন বছর গুরুর নিকট বুদ্ধধর্ম শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি ইট্টুঠিয়, উত্তিয়, সম্বল, বদ্ধসাল, সুমন শ্রামণের এবং ভণ্ডকসহ শ্রীলঙ্কায় গমন করে সিংহলরাজ দেবপ্রিয় তিষ্যসহ বহু সিংহলী জনসাধারণকে বুদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন। তিনি শ্রীলঙ্কায় আজীবন সদ্ধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে সেখানে বহু বিহার, স্তূপ, চৈত্য ও সংঘারাম নির্মিত হয়েছিল। তিনি দেবপ্রিয় তিষ্যের সহোদর উত্তিয়রাজ্যের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

মিলক্ষ—ম্লেচ্ছ, অনার্য অর্থে ব্যবহৃত।

মোগ্গলিপুত্ততিস্‌স—ইনি পাটলিপুত্রে মোগ্গলি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল তিস্‌স। তিনি প্রথম জীবনে বেদত্রয়ে পারদর্শিতা লাভ করে সিগ্গব নামক স্থবিরের নিকট বুদ্ধবাণী শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। চণ্ডবজ্জি স্থবিরের নিকট সূত্র ও অভিধর্ম পিটক শিক্ষা করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষুসংঘের প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে সভাপতিত্ব করেন। এই সংগীতি অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে তিনি কথাবত্থু নামক গ্রন্থ রচনা করে অন্য তীর্থিকদের মতবাদ খণ্ডন করত বিভাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগীতি অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। মহেন্দ্র স্থবির তাঁর নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সংগীতি শেষে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বহির্ভারতে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। আশি বছর বয়সে তিনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন।

রাজগৃহ—মগধের রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়ে এখানে বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু রাজত্ব করতেন। পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত ছিল। পাহাড়গুলো যথাক্রমে—পণ্ডব, গৃধ্রকূট, বেভার, ঋষিগিলি এবং বেপুল্ল (বিপুল)। রাজগৃহ বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বোধিজ্ঞান লাভের এক বছরের মধ্যেই বুদ্ধ রাজগৃহে গিয়েছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার

তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বেণুবন বিহার দান করেন। বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে এখানে কয়েক বর্ষা যাপন করে বহু ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। এখানেই নালন্দার ব্রাহ্মণ সন্তান সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পর রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে—কলন্দকনিবাপ বিহার, সীতবন, জীবকের আম্রবন, পিপ্‌ফলিগুহা, উদম্বরিকারাম, মোরনিবাপ, তপোদারাম, ইন্দসালগুহা, লট্‌ঠিবন, মদ্দকুচ্ছি, সুপতিট্ঠচেতিয়, পাসানকচেতিয় এবং সমাগধা পুকুর অন্যতম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় এখানে ১৮টি বৃহৎ বিহার ছিল। এছাড়া রাজগৃহ নিগ্রন্থনাথপুত্র মহাবীরেরও বিচরণক্ষেত্র ছিল। এটা বিহাররাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত; এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণও রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী স্নান করেন।

রোহণ জনপদ—প্রাচীন শ্রীলঙ্কার প্রধান তিনটি প্রদেশের মধ্যে অন্যতম। এটা দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এর উত্তর সীমানায় ছিল মহাবালুক নদী। সম্ভবত রোহণ নামে জনৈক শাক্য রাজকুমার এখানে উপনিবেশ স্থান করেছিলেন। এর রাজধানীর নাম ছিল মহাগ্রাম। সিংহলের উত্তরাংশ বিদেশি শাসকদের অধীনে চলে গেলে এর প্রশাসন তথা শাসক ও তাঁদের অনুসারীগণ রোহণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্যাতিত ও নিপীড়িত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ রোহণ জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত রোহণ পৃথক রাজ্য ছিল।

লজ্জিততিষ্য—ইনি সিংহলের রাজা ছিলেন (৫৯–৫০ খ্রি. পূ.)। তিনি রাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের প্রথম পুত্র। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অমাত্যগণ ও ভিক্ষুগণ কনিষ্ঠ থূলত্থনকে অভিষিক্ত করেছিলেন। লজ্জিততিষ্য একমাস পর তাঁকে হত্যা করে রাজা হন এবং নয় বছর পনের দিন রাজ্য শাসন করেন। প্রথমে তিনি ভিক্ষুদের বিরোধী ছিলেন, পরে বুদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অরিট্‌ঠবিহার, কুঞ্জরহীনক বিহার ও লঞ্জকাসনশালা নির্মাণ এবং বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন।

শিখী বুদ্ধ—ইনি অরুণবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অরুণ ক্ষত্রিয় ও মাতা প্রভাবতী। অগ্রশ্রাবক অভিভূত ও সম্ভব, সেবক খেমঙ্কর, অগ্রশ্রাবিকা মথিলা ও পদুমা, বোধিতরু পুণ্ডরিক বৃক্ষ। তাঁর দেহ ৩৭ হাত উঁচু, দেহ প্রভা তিন যোজন ব্যাপৃত হতো এবং তিনি ৩৭ হাজার বছর জীবিত ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অরিন্দম নামক রাজা ছিলেন।

শ্রদ্ধাতিষ্য রাজা (সদ্ধাতিস্‌স)—তিনি সিংহলরাজ দুট্‌ঠগামনির ভাই এবং কাকবর্ণতিষ্যের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার জীবিতাবস্থায় তিনি দীর্ঘবাপি জেলার

প্রশাসক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর দুট্‌ঠগামনি সিংহলের রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাতিষ্য সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৮ বছর (খ্রি. পূ. ৭৭–৫৯) রাজত্ব করেন। তিনি লৌহপ্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করেন এবং দক্ষিণাগিরি কল্লকালেন, কলম্বক, পেত্তঙ্গবালিক, বেলঙ্গবিট্‌ঠিক, দুব্বলবাপিতিস্‌সক, দূরতিস্‌সক, মাতুবিহারক, দীর্ঘবাপি প্রভৃতি বিহার তৈরি করেন। তাঁর লজ্জিততিষ্য ও থূলত্থন নামে দুই পুত্র ছিল। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক রাজা ছিলেন।

শ্রাবস্তী—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা ও বইরাক জেলার অন্তর্বতী অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে তা সাহেতমাহেত নামে খ্যাত। এটা বৌদ্ধদের অন্যতম তীর্থস্থান। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে শ্রাবস্তীর নিবিড় সম্পর্ক আছে। এখানে বুদ্ধ পঁচিশটি বর্ষাবাস যাপন করেন। তৎকালীন ষোলো মহাজনপদের মধ্যে কোশল ছিল অন্যতম এবং এই কোশল জনপদের প্রধান নগরী ছিল শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীতে জেতবন, পূর্বারাম ও রাজকারাম নামক তিনটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল। এখানকার সুদত্ত নামে জনৈক শ্রেষ্ঠী জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। পালি সাহিত্যে তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে অধিক পরিচিত। শ্রাবস্তীর পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করেন মহা উপাসিকা বিশাখা। এ বিহারে বুদ্ধ ছয় বর্ষা যাপন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণীদের জন্য রাজকারাম বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রসেনজিতের অগ্রমহিষী মল্লিকাদেবী মল্লিকারাম নামে একটি ধর্মশালা নির্মাণ করেন। এখানে ধর্ম আলোচনা হতো।

সম্রাট অশোকের সময়ও শ্রাবস্তীর খ্যাতি ছিল। কুষাণ শাসনামলেও শ্রাবস্তী সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির প্রথম দিকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন শ্রাবস্তী পরিদর্শন করেন। তিনি সেই সময়ে শ্রাবস্তীর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখতে পান। সপ্তম শতকে হিউ-এন সাঙও শ্রাবস্তী দর্শন করে মন্তব্য করেন যে, তখন বুদ্ধধর্মের পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। ১৮৬৩ সালে জেনারেল ক্যানিংহাম সাহেত-মাহেত খনন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি তখন কোসম্বীকুটি আবিষ্কার করেন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনর্খনন করে গন্ধকুটি আবিষ্কার করেন। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯০৭-০৮ এবং ১৯১০-১১ সালে সাহেত-মাহেত খনন কার্য পরিচালনা করেন এবং অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করেন।

বর্তমানে সাহেত-মাহেত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক সুব্যবস্থা করেছেন।

সংঘমিত্রা—অশোকের কন্যা, তাঁর মাতার নাম অসন্ধিমিত্রা। তিনি উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম অগ্নিব্রহ্মা। তাঁদের সুমন

নামে এক পুত্র ছিল। অগ্নিব্রহ্মা পরবর্তীকালে উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে সংঘমিত্রা অগ্রজ মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি সিংহলরাজ তিষ্যের অনুরোধক্রমে বোধিবৃক্ষের শাখাসহ শ্রীলঙ্কায় গমন করেন এবং অনুলাদেবীসহ তাঁর সঙ্গীদের ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যায় দীক্ষা দেন। তিনি উপাসিকা বিহারে বাস করতেন, পরে হন্থালহক বিহারে অবস্থান করেন। রাজা উত্তিয়ের রাজত্বের নবম বর্ষে ঊনষাট বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁর নির্দেশমতো বোধিবৃক্ষের কাছে তাঁকে দাহ করা হয়।

শালিরাজকুমার—সিংহলরাজ দুট্ঠগামনির পুত্র। তিনি অশোকমালা নাম্নী চণ্ডালকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁর জন্মদিনে সমগ্র সিংহল শালিধানে পূর্ণ হয়েছিল, তাই তাঁর নাম রাখা হয় শালিকুমার। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং সব সময় দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি শালিপর্বত বিহার তৈরি করেছিলেন।

সুমনাদেবী—রাজা বিন্দুসারের পুত্রবধু সুমন রাজকুমারের স্ত্রী এবং নিগ্রোধ শ্রামণের মাতা।

সুমেধ বুদ্ধ—ইনি সুদর্শন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুদত্ত ও মাতার নাম সুদত্তা। অগ্রশ্রাবক শরণ ও সর্বকাম, প্রধান সেবক সাগর, অগ্রশ্রাবিকা রামা ও সুরামা, বোধি মহানীপ নামক বৃক্ষ। তাঁর দেহের উচ্চতা ৮৮ হাত এবং আয়ু ৯০ হাজার বছর। তখন বোধিসত্ত্ব উত্তর নামক মানব ৮০ কোটি ধন ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছিলেন।

স্রোতাপত্তি—বিদর্শনসাধনার মাধ্যমে নির্বাণস্রোতে পতিত হওয়া। স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফলভেদে দ্বিবিধ; স্রোতাপন্ন সত্ত্ব ক্রমশ ঊর্ধ্বগতিপ্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

হংসবতী নগরী—পদুমুত্তর বুদ্ধের জন্মস্থান। ভাগীরথী নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

হুদরিবাপি—কুলুম্বরি জেলার অন্তর্গত সিংহলের একটি গ্রাম। বীরযোদ্ধা মহাসোণের জন্মস্থান। মহাবংস টীকা মতে এটা রোহণে অবস্থিত ছিল।

সমাপ্ত